বেদান্তগ্রন্থ

রামমোহন রায়

ঈশানচন্দ্র রায় লিখিত টীকাসহ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

মাঘ, ১৩৮১

মুদ্রক : শ্রীসুধাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

এ দেশে বেদান্ত-চর্চার পুনঃ প্রসারকল্পে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়; তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন; ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "বেদান্তগ্রন্থ" বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয়।

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ১৭৯৫ শক (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশিত করেন, তাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন :—

"ইহার অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র, শারীরক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদি কর্মসমাপ্লুত এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্যদিগের মধ্যে ঐ কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ ঐ দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞান-পক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তিনি ঐ সকল বিচারোদ্বোধক কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহুকালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাপূর্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্যকৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদান্তসূত্র গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব এবং মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্বলোকমান্য শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

"এইজন্য তিনি ৫৫৮ সূত্র সমন্বিত সমগ্র বেদান্তসূত্রের উক্ত ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রচার করিলেন এবং তৎসম্পর্কে আপনার যাহা বক্তব্য তাহা ঐ গ্রন্থের "ভূমিকা" "অনুষ্ঠান" ইত্যাদি নামে প্রকাশ করিলেন। বেদব্যাসকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যান কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং এই সম্পর্কে তৎকালীন পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত রামমোহন রায়ের বিচার চলিল। পরে তিনি যত বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বেদান্তসূত্রের প্রমাণসকল তাঁহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। ১৭৩৭ শকে (১৮১৫ খ্রীঃ অব্দ) রামমোহন রায়ের সকল বিচারের ভিত্তিস্বরূপ এই প্রথম গ্রন্থ পৃথক প্রকাশ হয়।..."

"এই গ্রন্থের তিন ভাগ। ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে এদেশীয়দিগের যে সকল সাধারণ আপত্তি আছে, গ্রন্থকার ইহার ভূমিকাতে তাহার উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—

(১) সদ্রূপ পরব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য।

(২) রূপ ও গুণবিহীন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারা যায় না, এমন নয়।

(৩) পরমার্থ সাধনের পূর্বাপর এক বিধি নাই, অতএব বিচারপূর্বক উত্তম পথ আশ্রয় করাই শ্রেয়।

(৪) ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্র সুগন্ধি দুর্গন্ধি আদি লৌকিক জ্ঞান থাকে না, তাহা নহে।

(৫) পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার বিধি আছে, তাহা দুর্বল অধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। বস্তুতঃ ব্রহ্মোপাসনাই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ।"

এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মনন চিন্তন ধ্যান উপাসনা, এই প্রতিমাপূজার বাহুল্যের দেশে, পুনঃ প্রবর্তনের যে প্রচেষ্টা রাজা রামমোহন রায় করিয়াছিলেন, সেই কাজে উপনিষদ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ যেমন মূল্যবান, সেইরূপ বা তাহা হইতেও অধিক মূল্যবান রামমোহন রায়ের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশ। এই উপনিষদ ও বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশ তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অসাধারণ মননশীলতার ও শাস্ত্রবিচারের পরিচয় বহন করিতেছে।

রামমোহন রায়ের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনেক স্থলে খুব সংক্ষিপ্ত; শাস্ত্রে

প্রগাঢ় অধিকার না থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে। সেইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু ব্রহ্মসাধক শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র রায় এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া সাধারণ পাঠকের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালেই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু মুদ্রণ শেষ করিতে পারা যায় নাই।

ঈশানচন্দ্র রায় লিখিত "প্রস্তাবনা" অতি মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ; "বেদান্তগ্রন্থ" বা "ব্রহ্মসূত্র" বুঝিবার পক্ষে এবং ইহাতে উপদিষ্ট ব্রহ্মসাধনার ধারা প্রণিধান করিবার পক্ষে "প্রস্তাবনা"টি অতি প্রয়োজনীয়।

পাঠকদের সুবিধার জন্য সূত্রগুলি স্মল পাইকা এন্টিক, রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যা পাইকা এবং ঈশানচন্দ্র রায়ের টীকা স্মল পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হইল।

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

রামমোহনের আবির্ভাবের দ্বিশততমবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁহার বেদান্তগ্রন্থ (সংশোধিত ও টীকাযুক্ত) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থের যিনি প্রতিপাদ্য তিনি প্রকাশিত হউন। উত্তম বা অধম, স্থূল বা সূক্ষ্ম, বিশাল বা ক্ষুদ্র দেহে আবদ্ধ হইয়া যে জীবসকল ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হউন। যাহারা তৃতীয়স্থানে আবদ্ধ হইয়া আছেন, জায়স্ব ম্রিয়স্ব হইয়া দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহারা প্রত্যেকে আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হউন; আত্মা নিজ স্বরূপে দেদীপ্যমান হউন; সর্বভূতের মোক্ষ লাভ হউক; রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হউক। ওঁ তৎ সৎ।

রামমোহন যাহা বলিয়াছেন তার তাৎপর্য বোধের জন্য বহু গ্রন্থ হইতে আলো সংগ্রহের প্রচেষ্টা হইয়াছে,—ভগবান ভাষ্যকারের অনুপম বেদান্তভাষ্য, বাচস্পতির ভামতী, গোবিন্দানন্দের রত্নপ্রভা, আনন্দগিরির ন্যায়নির্ণয়টীকা, সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর বৃত্তি, শঙ্করানন্দের দীপিকা, পূজনীয় কালীবর বেদান্ত-বাগীশের অনূদিত এবং মঃ মঃ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের সংশোধিত বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়; মঃ মঃ গঙ্গানাথ ঝা ও ডক্‌টর হরিদত্ত শর্মা প্রকাশিত সাংখ্যকারিকা, কালীবরের পাতঞ্জল দর্শন, মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চাননকৃত বেদান্ত পরিভাষার সংস্কৃত টীকা; মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের বেদান্ত ফেলোশিপ বক্তৃতার দ্বিতীয়খণ্ড। এই সকল আচার্যকে প্রণাম।

প্রণাম জানাই পূজ্যপাদ পণ্ডিত দেবকৃষ্ণ বেদান্ততীর্থকে। তিনি ছিলেন সংস্কৃত কলেজে টোল বিভাগে বেদান্তের অন্যতম অধ্যাপক। তিনি কৃপা করিয়া লেখককে চারি বৎসরকাল ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের পাঠ দিয়াছিলেন; তাঁর কৃপা না পাইলে, বেদান্তমন্দিরের প্রবেশদ্বার লেখকের জন্য চিরকদ্ধই থাকিত। তাঁর সেই একতলা টোলগৃহখানির চিহ্নও আজ নাই; কিন্তু তাঁর অন্তেবাসিরা আজও কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে স্মরণ করে।

প্রণাম জানাই পরম পূজনীয় মঃ মঃ লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড়জীকে। লেখককে তিনি অসীম করুণা করিয়াছিলেন; তাঁর করুণা না পাইলে বেদান্তের দুরূহতত্ত্বের অন্তরে প্রবেশ করা লেখকের ভাগ্যে ঘটিত না। হিমগিরির শৃঙ্গের মত উন্নত, বেদান্তজ্ঞানে সমুজ্জ্বল ছিলেন এই পূজনীয় আচার্য; তাঁর

দৃষ্টি ছিল স্নেহপূর্ণ; বিদ্যার্থীর প্রতি তাঁর করুণা ছিল অসীম, শাস্ত্রই ছিল তাঁর জীবন। তাঁহার পাদপদ্মে নতমস্তকে বার বার প্রণাম।

জীবনের প্রথম গুরু যিনি, সেই পূজনীয় পিতৃদেবতাকে প্রণাম। চক্ষুরুন্মিলীতং যেন, সেই করুণাময় গুরুকে বার বার প্রণাম।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পূর্বজন্মের সুকৃতবলেই মানুষের ভাগ্যে প্রেমিক বন্ধু লাভ হয়। লেখকের ভাগ্যেও এই প্রকার তিন প্রেমিক বন্ধু লাভ হইয়াছিল। তাঁহারা নিজ নিজ শাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ শাস্ত্রে লেখকের বোধবিকাশের সাহায্য করিয়াছিলেন, এজন্য লেখক তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ; কিন্তু তাঁহাদের প্রেমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইবার স্পর্দ্ধা লেখকের নাই। সেই তিন বন্ধু (১) স্বনামখ্যাত ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু; (২) ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য সুবিদিত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পরবর্তী জীবনে স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী; (৩) সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। এই তিন বন্ধুর প্রতি লেখক অন্তরের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে। প্রথম দুই বন্ধু রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থের কথা জানিতেন, জানিতেন যে রামমোহন সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। গিরীন্দ্রশেখরের পিতা, পূজনীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ই পূর্ববর্তী একমাত্র বাঙ্গালী, যিনি রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, এবং প্রথম এগারোটী সূত্রের উপরে রামমোহনের ভাষ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই পূজনীয় ব্যক্তির এই মূল্যবান গ্রন্থখানিও আজ দুর্লভ। রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য গিরীন্দ্রশেখর ও রাজেন্দ্রনাথ লেখককে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিতেন; তাই তাঁহাদিগকে আজ বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছি।

বেদান্তগ্রন্থ কি?

উপনিষদ যার প্রমাণ, উপনিষদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ যার নাই, সেই ব্রহ্মবিদ্যাই বেদান্ত; ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্, ব্রহ্ম এবং আত্মার (জীবাত্মার) একত্ব বিষয়ে বিশেষ, নিশ্চিত, স্পষ্ট জ্ঞানই ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্ত। প্রতি বেদের একটী করিয়া মহাবাক্য স্বীকৃত হইয়াছে; প্রতিটী মহাবাক্য সেই সেই

বেদের সার, অর্থাৎ সেই সেই বেদের সমগ্র তাৎপর্য প্রকাশ করে। সেই বাক্যগুলি এই :—

ঋগ্বেদ—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম—অহং প্রত্যয়ের দ্বারা যাহাকে উপলব্ধি করা যায়, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম।

যজুঃ—অহং ব্রহ্মাস্মি—অহংবোধের দ্বারা যার উপলব্ধি হয়, সে ব্রহ্মই।

সাম—তৎ ত্বম্ অসি—তৎ শব্দের দ্বারা যাহাকে বুঝা যায়, সেই তৎ ব্রহ্ম।

অথর্ব—অয়মাত্মা ব্রহ্ম—এই প্রত্যক্ষ উপলভ্যমান আত্মা ব্রহ্মই।

সুতরাং জীবাত্মা ব্রহ্মই, ইহাই সকল বেদের সিদ্ধান্ত॥

দশোপনিষদ এই জ্ঞানেরই প্রকাশ, সুতরাং উপনিষদও বেদান্ত। কিন্তু উপনিষদের কোন কর্তা নাই, তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল নিজে, বুদ্ধিমান মনুষ্য কর্তৃক রচিত নহে, এই হেতু উপনিষদ এক সুবিন্যস্ত চিন্তাধারা নহে। বিশালবুদ্ধি বেদব্যাস তাই উপনিষদের উপদিষ্ট বিষয়সকল সুবিন্যস্ত করিয়া সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেন; সেই সূত্রসকলের নাম ব্রহ্মসূত্র। বিভিন্নকালে বিভিন্ন আচার্য এই সূত্রসকল নিজ নিজ উপলব্ধি অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন মতবাদ ও সাধনার প্রবর্তন করেন। আচার্যদের মধ্যে ভগবান শঙ্করই সর্বপ্রথম দশ উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন; ব্রহ্মসূত্রের অনুপম শাঙ্করভাষ্যই বেদান্তদর্শন নামে খ্যাত। রামমোহনও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেন বাঙ্গালা দেশের লোকের জন্য বাঙ্গালা ভাষায়; নিজের ব্যাখ্যা শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে পৃথক সম্ভবতঃ এই কথা বুঝাইবার জন্যই তিনি নিজ গ্রন্থের নাম করেন "বেদান্তগ্রন্থ"। রামমোহন। ইংরাজী ভাষাতে উপনিষদ ও বেদান্তসারও প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দি ভাষাতেও বেদান্তগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল।

রামমোহন ও বেদান্ত

আজিকার দিনে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষাতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু রামমোহনের কালে তাহা ছিল না। উপনিষদের ও বেদান্তের প্রচারের একটা ইতিহাস আছে। যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, তাহারা গুরুর নিকট উপনিষদের উপদেশ শুনিয়া মনন ও সাধনা করিতেন, ইহাই ছিল একমাত্র উপায়। উপনিষদ বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র তার ন্যায়প্রস্থান এবং গীতা প্রভৃতি স্মৃতিপ্রস্থান। এই প্রস্থানত্রয়ের নামও বেদান্তই ছিল।

শঙ্করই দশোপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার ভাষ্যও রচনা করেন। শঙ্করের পূর্বে ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি কোন কোন আচার্য কোন কোন উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করের ভাষ্য প্রকাশের পর সেই সব ভাষ্য অগ্রাহ্যই হইয়া যায়। সুতরাং উপনিষদের প্রচার অত্যন্ত সীমাবদ্ধই ছিল।

শঙ্করের আবির্ভাবকাল মোটামুটি ৭৮০ খ্রীঃ অব্দ ও তিরোভাবকাল ৮১২ খ্রীঃ অব্দ গ্রহণ করা যায়। এই সময়ের মধ্যেই তাঁর উপনিষদভাষ্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য রচিত হয়।

রামানুজ স্বামী উপনিষদের ভাষ্য করেন নাই, তবে বেদার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থে বিভিন্ন উপনিষদ হইতে পৃথক পৃথক মন্ত্রাংশ সংগ্রহ করিয়া নিজের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মধ্বস্বামী কয়েকখানি উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাখ্যাই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়, লৌকিক ভাষায় নহে।

মধ্বের তিরোভাব হয় ১২৭৬ খ্রীঃ অব্দ। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ হইতে কোথাও উপনিষদের ব্যাখ্যা হয় নাই; তারপরই ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে প্রধান দশোপনিষদের পাঁচখানির বাঙ্গালা ভাষায় বিবরণসহ রামমোহন প্রকাশ করেন। ইহা হইতে রামমোহনের উপনিষদের গুরুত্ব বোঝা যায়। সংস্কৃতেতর ভারতীয় ভাষায় উপনিষদ প্রকাশ ইহার পর হইতেই আরম্ভ হয়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, এদেশে উপনিষদ প্রচারের মূলে আছেন রামমোহন। এদেশের জনসাধারণের উপনিষদের অমৃত আস্বাদ করিবার কোন উপায়ই ছিল না। রামমোহনই এ যুগের ভগীরথরূপে উপনিষদের অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়া জনসাধারণের জন্য উপনিষদের অমৃতরস আস্বাদনের পথ মুক্ত করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে বিভিন্ন উপনিষদ শঙ্করভাষ্যসহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মুদ্রিত উপনিষদের ইহাই প্রথম প্রকাশ। মনীষী ডয়সনের The philosophy of the Upanishads মুদ্রিত হয় ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে। ম্যাক্স্মূলর-এর উপনিষদ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হয়, উপনিষদ প্রথম প্রকাশিত করার গৌরব রামমোহনেরই প্রাপ্য।

ইউরোপে উপনিষদ প্রচারের ইতিহাস কি?

পণ্ডিতজনেরা বলিয়া থাকেন যে শোপেনহাওয়ার হইতেই ইউরোপে

উপনিষদের প্রচার হয়। তিনি নাকি বলিয়াছেন, উপনিষদ তাঁর ইহজীবনের আরাম ও পরজীবনের শান্তি। তাঁর মত মনীষীর এই উক্তিতে ইউরোপের পণ্ডিতসমাজে সাড়া পড়িয়া যায় এবং ইউরোপীয়গণ উপনিষদের আলোচনা আরম্ভ করেন। Macdonell লিখিয়াছেন "the Upanishad that he had read was secondhand translation, শোপেনহাওয়ার যে উপনিষদ পড়িয়াছিলেন, তাহা অনুবাদের অনুবাদ; অর্থাৎ শোপেনহাওয়ার মূল সংস্কৃত উপনিষদ পড়েন নাই। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? উপনিষদের তত্ত্বের আস্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু উপনিষদ সম্বন্ধে প্রশংসাবাক্য শোপেনহাওয়ার কোন্ সময় বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। নিশ্চয়ই তিনি সে সময় ইউরোপীয় দার্শনিক সমাজে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনমান্য হইয়াছিলেন; তাহা না হইলে তাঁর কথায় সে দেশের পণ্ডিতসমাজ চমকিত হইতেন না।

শোপেনহাওয়ারের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে নেপোলিয়ান রাশিয়াতে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে পূর্ব জারমানি পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। তখন শোপেনহাওয়ার বার্লিনে ছিলেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ায় তিনি Weimer গ্রামে মায়ের গৃহে গমন করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে অক্টোবর মাসে তিনি On the fourfold root of the Principle of sufficient reason নামক প্রবন্ধের জন্য জেনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বৎসরের শেষে সুবিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ J. F. Moyer-এর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁর মুখে শোপেনহাওয়ার উপনিষদ-এর পরিচয় জানিতে পারেন। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে মাতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি ড্রেসডেন সহরে গমন করেন, এবং পরবর্তী চারি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ "The World as Will and Idea" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। আঠার মাস পরে অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে একটা viva voce পরীক্ষা পাশ করায় তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হন। সেই সময় অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইউরোপের সর্বত্র পাণ্ডিত্যের জন্য যশ ও সম্মান লাভ করেন। সুতরাং উপনিষদ সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধাসূচক উক্তি তিনি ১৮২০ খ্রীঃ অব্দের শেষে অথবা পরবর্তীকালে করিয়াছিলেন; এবং তাঁর সেই উক্তি ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস কর্তৃক মিস্ কলেট-এর রচিত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত রাজা রামমোহন রায় নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, রামমোহন লিখিত "কেন উপনিষদ", "বেদান্তসার" গ্রন্থ লণ্ডনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, রামমোহনই সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় অন্ততঃ একখানা উপনিষদ শোপেনহাওয়ারের পূর্বেই লণ্ডনে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই উপনিষদখানি যে পণ্ডিতসমাজে উপযুক্ত মর্যাদা ও স্বীকৃতি পায় নাই, তার কারণ এই যে ভারতবর্ষ তখন ইংরাজ জাতির অধীন ছিল। অধিপতিজাতি অধীনস্থ জাতির গৌরব ও মহত্ত্ব স্বীকার করে না, একথা রামমোহনও জানিতেন।

রামমোহন ও Emerson

রামমোহনের ইংরাজীতে রচিত কেন, কঠ, ঈশ ও মুণ্ডক এই চারিখানি উপনিষদ একত্র লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে। আমেরিকার ঋষি ইমার্সন (Emerson) ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনে ছিলেন, এবং ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

Emersonএর রচনার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে, তার আখ্যা "Brahm"; ইহা কঠোপনিষদের একটী মন্ত্রের ভাবার্থ। গুণীজনের মুখে শুনিয়াছি, Emerson-এর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ "The Oversoul"-এ বর্ণিত তত্ত্ব আর ভারতীয় আত্মতত্ত্ব একই। মনে প্রশ্ন জাগে, আমেরিকার ঋষি ভারতের 'ব্রহ্ম' শব্দটী জানিলেন কিরূপে? আর ভারতীয় আত্মতত্ত্বের সহিত তাঁর লিখিত 'Oversoul' প্রবন্ধের তত্ত্বের সাদৃশ্য কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? Prof. Compton Ricket-এর গ্রন্থে দেখা যায় Emerson-এর জীবৎকাল ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ। Emerson-এর তিরোধান ঘটে ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে, আর Maxmuller-এর উপনিষদ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ অব্দে। সুতরাং স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর নাই যে Emerson ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনে থাকাকালে রামমোহনের ইংরাজী উপনিষদগুলি পাইয়াছিলেন এবং তাহা পড়িয়া প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে দেখা যায় ইউরোপ ও আমেরিকায় উপনিষদের প্রথম প্রচারের গৌরব রামমোহনেরই।

রামমোহনের আচার্যত্ব

ব্রহ্মসূত্রও বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রকাশের গৌরবও রামমোহনেরই।

ব্রহ্মসূত্রের নিজের ব্যাখ্যাসহ যে গ্রন্থ রামমোহন রচনা করেন, তাহাকেই তিনি "বেদান্তগ্রন্থ" আখ্যা দিয়াছেন। ইহা ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। হিন্দু-সমাজে বহু আচার্য জন্মিয়াছেন; ব্রহ্মসূত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা করিয়াই তাহারা আচার্যত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা পরস্পর ভিন্ন; যিনি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এবং তিনি আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। রামমোহনও ব্রহ্মসূত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এই ব্যাখ্যা অপরাপর আচার্যদের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; যাহারা রামমোহনের গ্রন্থ পড়িবেন, তাহারাই এবিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন।

রামমোহন শঙ্করকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন; ভগবৎপাদ, ভগবৎপাদ ভাষ্যকার, পুজ্যপাদ ভাষ্যকার, এইভাবে তিনি সর্বত্র শঙ্করকে আখ্যাত করিয়াছেন; এমন কি একস্থানে নিজেকে শঙ্করশিষ্য বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে শঙ্কর ও রামমোহনের অভিমত একই। (ক্ষুদ্রপত্রী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তবুও শঙ্করবেদান্ত ও রামমোহনবেদান্ত কোনমতেই এক নহে; রামমোহন-বেদান্ত, অর্থাৎ রামমোহনকৃত ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অভিনব। তাহা শ্রুতিমূলক ও যুক্তিসমর্থিত; ইহা অবলম্বন করিয়াই রামমোহন নিজের ধর্ম ও সাধনার প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মধর্মই সেই ধর্ম, আত্মোপলব্ধিই সেই সাধনা। ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রাস্টডীড বা ন্যাসপত্র সেই ধর্ম ও সাধনারই প্রতিফলন। স্থতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, রামমোহনই শঙ্করের পর অদ্বৈতবেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্য।

বেদান্তচর্চার প্রবর্তক রামমোহন

পুজ্যপাদ শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি যেজন্য আচার্য, ঠিক সেইজন্যই রামমোহনও আচার্য; অর্থাৎ রামমোহন একজন বেদান্তাচার্য।

ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাসহ প্রথম প্রকাশিত করেন রামমোহন ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে। অধ্যাপক পল ডয়সনের ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে। ইতিমধ্যে বোম্বাই নগরে আনন্দাশ্রম ও নির্ণয়-সাগর মুদ্রাযন্ত্র এবং কলিকাতাতে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দ কিংবা নিকটবর্তী কালে; তখন হইতে এদেশে উপনিষদ, বেদান্ত, কাব্য, পুরাণ প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। এক প্রতিবাদী বলিয়াছিলেন রামমোহন নিজে উপনিষদ লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, অর্থাৎ

তাহা যথার্থ শাস্ত্র নহে ; উত্তরে রামমোহন বলিয়াছিলেন যে, খুঁজিলে পণ্ডিতদের গৃহেও পাওয়া যাইবে, কারণ তখন উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে ; সুতরাং মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, রামমোহনের প্রকাশিত উপনিষদ যথার্থ শাস্ত্র।

উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছিল একথা যথার্থ, কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে এ সকলের পঠনপাঠন রামমোহনের কালে হইত, এরূপ মনে হয় না ; কারণ, রামমোহন উপনিষদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ; প্রতিবাদীরা কিন্তু রামমোহনের ব্যাখ্যার কোনও প্রতিবাদই করেন নাই। এমন কি, উপনিষদ বিষয়ে কোন প্রশ্ন রামমোহনকে কেহ করেন নাই, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীও নহে ; এর একমাত্র কারণ এই যে উপনিষদ-এর সঙ্গে প্রতিবাদীদের পরিচয় ছিল না। ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা বিষয়ে ইহা আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। যদি ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য কোনও প্রতিবাদীর পড়া থাকিত, তবে তিনি রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রথম হইতেই তাঁহাকে আক্রমণ করিতেন ; কিন্তু কেহই তাহা করেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই মনে হয় যে, উপনিষদ ও বেদান্তের পঠনপাঠন তখনও আরম্ভ হয় নাই ; সুতরাং বেদান্ত আলোচনার প্রবর্তন রামমোহন হইতেই আরম্ভ হয়, একথা বলিতেই হয়।

এ বিষয়ে আরো প্রমাণ এই, পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "অদ্বৈতসিদ্ধি" রচনা করেন অনুমান ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে। তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন নবদ্বীপে ; তারপর উপনিষদ বেদান্ত পড়িতে মনস্থ করেন; এবং বাংলাদেশ ছাড়িয়া কাশী গমন করেন। যদি বাংলাদেশে বেদান্তের কোন আচার্য থাকিতেন, তবে তিনি বাংলাদেশ ছাড়িয়া যাইতেন না, একথা মনে করা যায়। "অদ্বৈতসিদ্ধি" প্রকাশিত হইবার পর বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি তাহা পড়িয়াছিলেন এমন প্রমাণ কোথাও নাই। তারও পূর্বের কথা। আচার্য শঙ্করের কাল আনুমানিক ৭৮০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৮১২ খ্রীঃ অব্দ। এই সময়ের মধ্যে আচার্যের সকল ভাষ্যই রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। আচার্য বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করের সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর ভামতী টীকা রচনা করেন ৮৪০ খ্রীঃ অব্দে দ্বারভাঙ্গায় বসিয়া। দ্বারভাঙ্গা তখন বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন নবদ্বীপে পাঠকালে বাচস্পতির ন্যায়শাস্ত্রের টীকা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর ভামতী টীকা পড়িয়াছিলেন, একথা জানা যায় নাই। যদি মধুসূদন নবদ্বীপে ভামতী টীকা পাইতেন, তবে তিনি তাহা নিশ্চয়ই পড়িতেন। সুতরাং

ভামতী টীকার তথা বেদান্তের প্রচার সে সময় বাংলাদেশে ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

রামমোহনের বৈদান্তিক মতসংগ্রহ

রামমোহনের মতে—(ক) **ব্রহ্ম** নির্বিশেষ (সূত্র ৩।২।১১), নিরুপাধিক (৩।২।১২), চৈতন্যমাত্র, লবণপিণ্ডের অন্তর বাহির যেমন শুধু লবণ, তেমনি ব্রহ্ম সর্বথা বিজ্ঞানস্বরূপ (৩।২।১৬)। ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎ শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা যায় না, সুতরাং ব্রহ্ম আদিঅন্তহীন একরস বিজ্ঞানমাত্র (৩।২।১৭)। সৃষ্ট্যাদি বিকারে থাকেন না বলিয়া নির্গুণ স্বরূপেতেই ঈশ্বরের স্থিতি হয় (৪।৪।২০)। প্রকৃতি কার্যের দ্বারা ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হন না (অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি) (৩।২।২২)।

(খ) **জীব** নিত্য, কারণ বেদে তার উৎপত্তির কথা নাই (২।১।৭)। জীব স্বপ্রকাশ, তাহার জ্ঞান জন্যজ্ঞান নহে। জীবের দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি শক্তি নিত্য, কিন্তু ঘটপটাদির আধুনিক প্রত্যক্ষ লইয়া আধুনিক জ্ঞান হয় (২।১।১৮)। জীব স্বরূপতঃ বিভু কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে বুদ্ধির অণুত্বের জন্য জীবকে অণু মনে করা হয়। (২।১।৩০)।

(গ) **বিশ্বজগৎ**—ব্রহ্ম সর্বগত, সুতরাং যাহা বিশ্বজগৎ বলিয়া মনে হয়, তাহা ব্রহ্মই, বিশ্ব ও ব্রহ্ম অভেদ, নতুবা সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয় না (৩।২।৩৮)। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র (১।৪।২৬ ও ক্ষুদ্র পত্রী দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) **ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ**—জীব সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে; কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্ম ও ধ্যানকারী জীব ভিন্ন নহে; বেদবাক্যের পুনঃ পুনঃ উক্তি জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। সূর্যে এবং সূর্যের প্রকাশে যেমন অভেদ, জীব ও ব্রহ্মেও সেই প্রকার অভেদ (৩।২।২৫)। সর্বত্র প্রসারিত সূর্যকিরণ দেখা যায় না, কিন্তু অন্য কোন বস্তুর উপর পড়িলেই কিরণ পৃথক বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ কর্ম উপাধি থাকিলে ব্রহ্মের প্রকাশকে জীব বলিয়া আখ্যাত করা হয়। অর্থাৎ সূর্য ও কিরণ এক ও অভিন্ন, কিন্তু দেয়াল বা অন্য কোন উপাধি যোগ হইলে, কিরণ ভিন্ন মনে হয়; সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীব এক ও অভিন্ন; কিন্তু ব্রহ্ম সর্বগত সর্বব্যাপী, দ্বিতীয় পদার্থ না থাকাতে ব্রহ্মের কর্ম নাই; কিন্তু কোথাও কর্মের উপলব্ধি হইলে সেই কর্মের কর্তাকেই জীব আখ্যা দেওয়া হয়। (৩।২।২৬)

মনে রাখা প্রয়োজন এই উপমাটী রামমোহনের নিজস্ব ; এই উপমা শঙ্কর বা অন্য কোন আচার্য দেন নাই। ইহা রামমোহনের উপলব্ধির অনন্যসাধারণ প্রমাণ। রামমোহন সূর্য ও তার প্রতিবিম্বের উদাহরণ এস্থলে দিলেন না। ময়লা জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব মলিনই হয়, কিন্তু সূর্য মলিন হয় না ; তেমনি জীবের দোষে ব্রহ্মে দোষ স্পর্শ হয় না, একথা বুঝাইবার জন্যই সূর্য ও প্রতিবিম্বের উদাহরণ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু মলিন জল ও জলপাত্র এই দুই-ই জড় পদার্থ। রামমোহনের প্রদত্ত কর্ম উপাধি কিন্তু জড়বস্তু নহে, তাহা অবস্তু বলা যায়। এই উদাহরণটী অতুলনীয়।

(৬) **মোক্ষ**—রামমোহন লিখিয়াছিলেন জ্ঞানী ব্রহ্মতে লয়কে পায় ; সেই লয়ের বিচ্ছেদ কখনও হয় না ; ব্রহ্মলীন ব্যক্তির নামরূপ থাকে না, তিনি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হন (৪।২।১৬)। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি, মুণ্ডক শ্রুতির এই বাক্যের ইহাই তাৎপর্য। ইহাই মোক্ষপ্রাপ্তি, ইহাই কৃতকৃত্যতা ; ইহাই মানুষের সকল সাধনার শেষ।

কলাতত্ত্ব

পূর্বেই রামমোহন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম ও জীব এক ও অভিন্ন (৩।২।২৬)। তবে ভেদবুদ্ধি জন্মে কি কারণে? উত্তরে বলা হয়, জীবের পঞ্চদশ কলা (অংশ) আছে, সেই কলাসকলই জীবের তথাকথিত ব্যক্তিত্ব (personality) বোধের কারণ। এই ব্যক্তিত্ববোধই জীবে জীবে পার্থক্যবোধেরও কারণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এই সকলের সূক্ষ্ম অবস্থা। রামমোহন বলিয়াছেন, জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদিসকল, অর্থাৎ কলাসকল পরব্রহ্মে লীন হয় (৪।২।১৫)। যে শ্রুতি বাক্যের বলে রামমোহন এই কথা বলিয়াছেন তাহা এই, অস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চ তাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এষ অকলোঽমৃতঃ ভবতি। (প্রশ্ন ৬।৫)। ইহার অর্থ—নদীসকলের স্বভাব সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হওয়া, চলার কালে তাহাদের নাম ও রূপ ভিন্ন থাকে ; কিন্তু সমুদ্রপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের নাম ও রূপ বিলুপ্ত হয় এবং তাহারা সমুদ্রই হয় ; তখন তাহাদের নামও সমুদ্রই হয়। জীবের কলাসকলের স্বভাবও পুরুষ অর্থাৎ আত্মার প্রতি গমন। বিদ্বান সাধক গুরুর উপদেশে যখন সাধনা করেন, তখন জ্ঞানের

প্রভাবে অবিদ্যার নাশ হয় এবং অবিদ্যাসৃষ্ট কলাসকলও দগ্ধ হয়; তখন সেই বিদ্বান অকল অর্থাৎ কলাসকল হইতে মুক্ত এবং অমৃত ব্রহ্ম হন।

রামমোহন যে পঞ্চদশ কলার উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাণ, মন, বুদ্ধিও সেই সকলের অন্তর্ভুক্ত। শ্রুতিতে পঞ্চদশ কলা ও ষোড়শ কলা এই দুই প্রকারেরই উল্লেখ আছে; মন ও বুদ্ধিকে এক ধরিলে পঞ্চদশ কলা হয়, দুই ধরিলে ষোড়শ কলা হয়।

এখানে বিশেষ বক্তব্য এই,—কোন কোন আচার্য প্রশ্ন করিয়াছেন, নদী-সকল সমুদ্রে পড়িলে তাহাদের জল ও সমুদ্রের জল একই হয়, একথা কিরূপে বলা যায়? অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সর্বদাই দেখিতে পান, এই জলকণা নদীর, অই জলকণা সমুদ্রের; সুতরাং চরমাবস্থায় অদ্বৈতই তত্ত্ব, ইহা তো প্রমাণিত হয় না! এ সকল আচার্যের কথা শ্রুতিবিরুদ্ধ; পূর্বোক্ত মন্ত্রের বাংলা ব্যাখ্যাতে দেখানো হইয়াছে, নদীসকল সমুদ্রে মিশিলে সমুদ্রই হয় (সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে)। এ মন্ত্রের শেষে যে শ্লোকের উল্লেখ আছে, তাহাতেও ইহা প্রমাণিত হয়।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ ইতি।

রথের অরা অর্থাৎ শলাকাসকল চক্রকে অর্থাৎ বহির্বৃত্তকে ধরিয়া রাখে, কিন্তু সেগুলি নিজে প্রোথিত থাকে রথনাভিতে। নাভি হইতে বিচ্যুত হইলে শলাকাসকল ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিশ্বপ্রপঞ্চকে কলারূপ শলাকাসকল ধরিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু সে সকল প্রোথিত আছে চক্রনাভিস্বরূপ অক্ষরব্রহ্মে। সেই অক্ষর পুরুষকেই শুধু জানিতে হইবে; তিনিই একমাত্র বেদ্য। গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন হে বৎস, তুমি সেই অক্ষর পুরুষকেই জান, তাহা হইলে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা দিতে পারিবে না, অর্থাৎ তুমি মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে।

প্রশ্ন উপনিষদের প্রতিপাদ্য অক্ষরব্রহ্ম। সেই অক্ষরব্রহ্ম বা পুরুষ চিন্মাত্র, জ্ঞানমাত্র। সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায়, সকল জীবে একই। নানাদেশে বিভিন্ন জলপাত্রে বা জলাধারে সূর্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া বিভিন্ন সূর্যবিম্ব প্রতীয়মান হয়; সেই একই চৈতন্য, একই জ্ঞান বিভিন্ন নাম ও রূপ উপাধি সংযোগে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। এই সকল নামরূপ কিন্তু কলা নহে; এই সকল উপাধিযোগে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতীতি হয়। প্রতি

প্রাণীতে স্থিত অবিদ্যা ও তার জন্মান্তরীণ কর্মসংস্কাররূপ বীজ হইতে প্রতি জীবে কলাসকলও উৎপন্ন হইয়া সেই প্রাণীর ব্যক্তিত্ব (personality) সৃষ্টি করে।

কিন্তু কলাসকল সত্য নহে। তিমিররোগগ্রস্ত অর্থাৎ ক্যাটার‍্যাক্ট রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দুই চন্দ্র দেখে, সচল মক্ষিকা বা মশক দেখে; সে এই সকল দেখে চক্ষুরোগের জন্য; রোগ সারিয়া গেলে সেই দ্বিতীয় চন্দ্র বা মক্ষিকা বা মশক কিছুই থাকে না; কারণ সেই সকল, কোন দেশে, কোন কালে ছিল না অথচ দৃষ্ট হইয়াছিল; স্বপ্নে মানুষ বহু পদার্থ দেখে, কিন্তু সেই দৃশ্য পদার্থসকলের অস্তিত্ব নাই অথচ দৃষ্ট হইয়াছিল। কলাসকলও সেইপ্রকার সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র। জ্ঞান হইলে কলাসকল বিলীন হয়। যাহারা ব্যক্তিসত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, প্রশ্নোপনিষদের উপদিষ্ট কলাতত্ত্ব ও তার বিলয় বিষয়ে তাহাদের অবহিত হওয়া কর্তব্য।

কলাসকলের নাম এই—অক্ষরব্রহ্ম প্রাণের সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি করিলেন; প্রতি জীবেই তাঁর জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অংশ বর্তমান। (১) প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা; (২) আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন সৃষ্টি করিলেন (১০); অন্ন হইতে বীর্য বা সামর্থ, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম, লোক (১৫); লোক হইতে নাম সৃষ্টি করিলেন (১৬)। শ্রদ্ধা শুভকর্মপ্রবৃত্তি; অন্ন ভোজনে সামর্থ; তপস্যার ফল শুদ্ধি; মন্ত্র ঋগ্‌বেদাদি; কর্ম অগ্নিহোত্রাদি; লোক, কর্মের ফলে লাভ হয়; নাম ব্যক্তি-বিশেষ, যথা রামমোহন, দেবদত্ত ইত্যাদি।

রামমোহনের মতে কলার সংখ্যা পঞ্চদশ,—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। পূর্বে আকাশাদি পঞ্চভূতের উল্লেখ আছে; এই পঞ্চভূত সূক্ষ্ম মহাভূত, ইহারাই তন্মাত্র। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি, তার নিজস্ব গুণ স্পর্শ ও আকাশ হইতে প্রাপ্তগুণ শব্দ। বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি; তার নিজস্ব গুণ রূপ ও প্রাপ্তগুণ শব্দ ও স্পর্শ। তেজ হইতে জলের উৎপত্তি, তার নিজস্ব গুণ রস বা আস্বাদ ও প্রাপ্তগুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ। জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি; তার নিজস্ব গুণ গন্ধ ও প্রাপ্তগুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। এইরূপে স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইল। পৃথিবী হইতে শস্য বা অন্ন উৎপন্ন হইল। এইরূপে দেখা যায়, রামমোহনের বর্ণিত কলাসকল মূলতঃ উপনিষদে বর্ণিত কলাসকল হইতে পৃথক নহে।

ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি

এখানে আরো একটা বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন আছে। কঠোপনিষদ বলিয়াছেন 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ'। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকলই অর্থ বা জ্ঞানের বিষয়বস্তু। ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা শব্দাদি বিষয় সূক্ষ্মতর, ব্যাপকতর, এবং ইন্দ্রিয়সকলের কারণ স্বরূপ ; এই তিন অর্থে ইহারা পর। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সকল শব্দাদি বিষয় হইতে উৎপন্ন। এই উক্তির তাৎপর্য কি? পূর্বে বলা হইয়াছে, অব্যক্ত বা মায়া হইতে পঞ্চ সূক্ষ্মমহাভূত বা পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চবিষয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্র পরস্পর মিশ্রিত হইতে পারে না, সুতরাং ব্যবহারযোগ্য হয় না ; পরে যখন ইহারা স্থূল মহাভূতে রূপান্তরিত হয়, তখন ইহাদের শব্দাদি গুণ ও স্থূলত্ব প্রাপ্তি হয় ; তখন আমরা শব্দ শুনি, স্পর্শ বোধ করি, রূপ দেখি, রস আস্বাদন করি, গন্ধ আঘ্রাণ করি।

কি প্রকারে তাহা সম্ভব হয়? শব্দ শোনা একটী ক্রিয়া ; প্রত্যেক ক্রিয়ার একটী কর্তা থাকে, কর্মও থাকে, এবং ক্রিয়া সাধনের জন্য করণেরও প্রয়োজন হয়। গাছের ডাল কাটিতে গেলে কুড়ালই কর্তনক্রিয়ার করণ। শব্দের শ্রবণ ক্রিয়ার করণ কি? উত্তরে বলিতে হয়, নিশ্চয়ই করণ উৎপন্ন হয় ; সেই করণের নাম কর্ণ ; এইরূপে স্পর্শবোধের করণ ত্বক, দর্শনক্রিয়ার করণ চক্ষু ; আস্বাদনের করণ জিহ্বা, আঘ্রাণের করণ নাসিকা। এইভাবে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি নিশ্চয়ই হয়, নতুবা ক্রিয়া সম্ভব হইত না।

ইন্দ্রিয়সকল অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং দৃশ্য নহে, কিন্তু অনুমানের দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। এই অনুমানের নাম কার্যলিঙ্গক অনুমান (পঞ্চদশী, ভূতবিবেক)। দূর পর্বত হইতে উৎপন্ন নদী বহিয়া যায় ; দেশে বৃষ্টি না থাকিলেও যদি দেখা যায়, নদীতে জল খুব বাড়িতেছে, তবে স্বীকার করিতেই হয় যে পর্বতে প্রবল বৃষ্টি হইতেছে ; ইহাই কার্যলিঙ্গক অনুমান। এই অনুমানের দ্বারাই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি জানা যায় ; যেহেতু অন্য কারণ বস্তু নাই, তাই স্বীকার করিতেই হয়, সূক্ষ্ম মহাভূত বা পঞ্চতন্মাত্র, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইতেই জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি হয়। এই জন্যই স্বীকার করিতে হয়, অর্থ বা শব্দাদি বিষয়ই ইন্দ্রিয়সকলের কারণ, এবং ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সকল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর। রামমোহন নিজেও তাই স্বীকার করিয়াছেন ; সেই জন্যই তিনি কলাতত্ত্বের বর্ণনাকালে তন্মাত্রসকলকে অর্থাৎ শব্দাদিকে কলা বলিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন, মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ; প্রপঞ্চের জড়ভূতা উপাদান মায়া বা অব্যক্ত প্রকৃতিই। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতে উৎপন্ন, তদনুসারে পঞ্চমহাভূতও ত্রিগুণাত্মক। প্রত্যেক মহাভূতের সত্ত্বাংশ হইতে এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে; পঞ্চভূত সমষ্টির সত্ত্বাংশ হইতে মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতি মহাভূতের রজঃ অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে; পঞ্চভূত সমষ্টির রজঃ অংশ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষের জড়তা আলস্য, মোহ, অতিনিদ্রা প্রভৃতি অনর্থ তমঃ হইতে উৎপন্ন; এই সকলই কিন্তু মূলতঃ জড়।

কলাতত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তির ক্রম-এর আলোচনা সমাপ্ত হইল।

শঙ্করবেদান্ত ও রামমোহনবেদান্ত

পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাই জনসমাজে শঙ্করবেদান্ত নামে আখ্যাত; আচার্য রামমোহনও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সঙ্গতভাবেই তাহা রামমোহনবেদান্ত নামে আখ্যাত হইতে পারে।

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ-এর তত্ত্ব ও পরস্পর সম্বন্ধ এবং মোক্ষ বিষয়ে প্রভেদ না থাকিলেও শঙ্করবেদান্ত ও রামমোহনবেদান্ত এক নহে।

শঙ্করবেদান্ত প্রাধান্য দিয়াছে পরিব্রাজক-এর উপর, রামমোহনবেদান্ত প্রাধান্য দিয়াছে গৃহাশ্রমীর উপর। শঙ্করবেদান্তে অত্যাশ্রমীর প্রাধান্য; রামমোহনবেদান্তে গৃহাশ্রমী ও অনাশ্রমী সকলেরই সমান প্রাধান্য। বেদ নারীকে উপনয়নের অধিকার দেয় নাই, সুতরাং মানিতেই হয়, নারীর ব্রহ্ম-বিদ্যার অধিকার নাই; রামমোহনবেদান্ত জীবের লিঙ্গভেদ স্বীকার করে নাই।

ব্রহ্মসংস্থবিচার

ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ডে প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে, ধর্মের তিন স্কন্ধ বা ভাগ। যজ্ঞ, বেদাদি অধ্যয়ন এবং ভিক্ষুককে দান, ইহাই প্রথম স্কন্ধ; এইসকল গৃহীরই কর্তব্য; সুতরাং এখানে গৃহীর কথাই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধ তপঃ অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধন; ইহা বনবাসীর কর্তব্য;

সুতরাং এখানে বনবাসী বা বনীকে বুঝাইতেছে। যিনি যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাস করিয়া দেহক্ষয় করেন, সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই তৃতীয় স্কন্ধ। গৃহী, বনী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নিজ নিজ ধর্ম পালন করিয়া পুণ্যলোক অর্থাৎ স্বর্গলাভ করেন ; কিন্তু যিনি ব্রহ্মসংস্থ, শুধু তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন (ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি)।

এই ব্রহ্মসংস্থ কে ? ভগবান ভাষ্যকার বলিলেন, যিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, এবং সম্পূর্ণ কর্মত্যাগী, তিনিই ব্রহ্মসংস্থ ; সুতরাং শুধু তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন। অর্থাৎ গৃহী, বনী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁর কথার যুক্তি এই—কর্ম, দ্বৈতবোধের ফল ; যিনি কর্মত্যাগ করিলেন না, স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁর দ্বৈতবোধ থাকিয়াই গেল, "আমি ও আমার" বোধও থাকিয়া গেল ; দ্বৈতবোধ ও অহন্তামমতাই অবিদ্যা ; যার অবিদ্যা থাকে তার অমৃতত্ব প্রাপ্তি অসম্ভব।

কর্মত্যাগ না করিলে ব্রহ্মসংস্থ হওয়া যায় না এই অভিমতের বিরুদ্ধে পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২০) ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার প্রতিবাদে লিখিলেন,—

"যদি তাবদ্ ব্রহ্মসংস্থ ইতিপদং প্রত্যস্তমিতাবয়বার্থং পরিব্রাজকে অশ্বকর্ণাদি স্বপদবদ্ রূঢ়িং, তদা আশ্রম প্রাপ্তিমাত্রেনৈব অমৃতীভাবঃ, ইতি ন তস্তাবায় ব্রহ্মজ্ঞানমপেক্ষতে। তথাচ নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায় ইতি বিরোধঃ। নচ সম্ভবতি অবয়বার্থে সমুদায়শক্তিকল্পনা। তস্মাদ্ ব্রহ্মণি সংস্থা অস্য ইতি ব্রহ্মসংস্থঃ। এবং চ চতুর্ষু আশ্রমেষু যস্যৈব নিষ্ঠত্বম্ আশ্রমিণঃ, সব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বম্ এতি ইতিযুক্তম্। তত্র তাবদ্ ব্রহ্মচারিগৃহস্থৌ স্বশব্দাভিহিতৌ, তপঃপদেন চ তপঃ প্রধানতয়া ভিক্ষুবানপ্রস্থৌ উপস্থাপিতৌ। ভিক্ষুরপি হি সমধিক শৌচাষ্ট গ্রাসী-ভোজননিযমাদ্ ভবতি বানপ্রস্থবৎ তপঃপ্রধানঃ। নচ গৃহস্থাদেঃ কর্ম্মিণ ব্রহ্মনিষ্ঠতা-সম্ভবঃ। যদি তাবৎ কর্ম্মযোগঃ কর্ম্মিতা, সা ভিক্ষোরপি কায়বাঙ্মনোভিরস্তি। অথ যে ন ব্রহ্মার্পণেন কর্ম্ম কুর্বন্তি, কিন্তু কামার্থিতয়া, তে কর্ম্মিণঃ। তথা সতি গৃহস্থাদয়োঽপি ব্রহ্মার্পণেন কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ ন কর্ম্মিণঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যং ব্রহ্মনিষ্ঠতা, নতু কর্মত্যাগঃ। প্রমাণবিরোধাৎ। তপসাচ দ্বয়োরেকীকরণেন ত্রয়ঃ ইতি ত্রিত্বম্ উপপদ্যতে। এবং চ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমাঃ অব্রহ্মসংস্থাঃ সন্তঃ পুণ্যলোক-ভাজো ভবন্তি ; যঃ পুনরেতেষু ব্রহ্মসংস্থঃ সোঽমৃতত্বভাগ্ ইতি। ন চ যেষাং পুণ্যলোকভাকত্বং তেষামেব অমৃতত্বম্ ইতি বিরোধঃ। যথা দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তৌ

মন্দপ্রজ্ঞৌ অভূতাম্, সংপ্রতি তয়োস্তু যজ্ঞদত্তঃ শাস্ত্রাভ্যাসাৎ পটুপ্রজ্ঞঃ বর্ত্ততে ইতি, তথা ইহাপি য এব অব্রহ্মসংস্থাঃ পুণ্যলোকভাজস্ত এব ব্রহ্মসংস্থাঃ অমৃতত্ব-ভাজ ইত্যবস্থাভেদাদ্ অবিরোধঃ।”

নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে হওয়াতেই এই দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত হইল। ইহার অর্থ এই ;—অশ্বকর্ণ একপ্রকার বৃক্ষের নাম ; কিন্তু ইহার দুইটী অবয়ব বা অংশ, অশ্ব এবং কর্ণ ; ইহাদের অর্থ শব্দটী বুঝাইতেছে না ; এজন্য ইহা রূঢ় শব্দ। ব্রহ্মসংস্থ শব্দের দুইটী অবয়ব, ব্রহ্ম এবং সংস্থা ; যদি ব্রহ্মসংস্থ শব্দের অর্থ পরিব্রাজকই হয়, তবে শব্দের দুই অংশের অর্থই পরিত্যক্ত হয় এবং তাহা রূঢ় শব্দই হইবে। যিনি দশ বৎসর নিষ্কলুষভাবে সন্ন্যাস পালন করেন, তিনিই পরমহংস আখ্যাপ্রাপ্ত হন ; যিনি বার বৎসর সন্ন্যাস পালন করেন, তিনিই পরমহংস পরিব্রাজক হন। তখন তিনি আশ্রমমাত্রের দ্বারাই অমৃতত্বের অধিকারী হইবেন, তার ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা থাকিবে না। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন, জ্ঞানভিন্ন মোক্ষ লাভ হয় না (নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়)। সুতরাং ব্রহ্মসংস্থ শব্দের অর্থ পরিব্রাজক হইতে পারে না ; তাহাতে শ্রুতিবিরোধ হয়। আবার ব্রহ্ম এবং সংস্থা এই দুই অংশ পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিলে সমুদায় অর্থ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মেই সংস্থা (স্থিতি) ইহার, এই সমাসের দ্বারা অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা হইলে, চারি প্রকার আশ্রমবাসীর মধ্যে যার ব্রহ্মনিষ্ঠা আছে, তিনিই ব্রহ্মসংস্থ এবং অমৃতত্বের অধিকারী হন।

মন্ত্রে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ; তপঃ শব্দের দ্বারা তপস্যাপরায়ণ ভিক্ষু ও বানপ্রস্থ, উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। কারণ ভিক্ষু অত্যন্ত শৌচপরায়ণ এবং মাত্র আট গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করেন, এই হেতু বানপ্রস্থের মত ভিক্ষুরও তপস্যাই প্রধান। গৃহস্থাদির (গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর) পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব নহে ; অথচ তাহারা কর্মও করে। যদি বল, যার কর্মযোগ আছে সেই কর্মী, তবে ভিক্ষুরও সেই কর্মযোগ আছে। ভিক্ষু বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, কায়ের দ্বারা তার অনুষ্ঠান করেন। গীতা বলিয়াছেন (৫।২) কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, পুনরায় গীতা বলিয়াছেন (৫।১০) আসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া যিনি কর্ম করেন, পদ্মপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না, তেমন তিনি পাপলিপ্ত হন না। যাহারা ব্রহ্মে অর্পণ না করিয়া শুধু কামনার বশে কর্ম করে, তাহারাই কর্মী। গৃহস্থাদিরা ব্রহ্মার্পণের সহিত কর্ম করিলে কর্মী হয় না।

সুতরাং ব্রহ্মনিষ্টতা (ব্রহ্মসংস্থা)-এর তাৎপর্য ব্রহ্মেই, কর্ম ত্যাগে নহে। কর্মত্যাগই ব্রহ্মনিষ্টা এমন প্রমাণ নাই। তপস্যার উল্লেখের দ্বারা বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু এই দুই আশ্রমকে এক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে ; তাহাতেও তিন আশ্রমই রহিল। এই তিন আশ্রমের যাহারা অব্রহ্মসংস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ট হন নাই, তাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, পরন্তু ইহাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মসংস্থ হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। যাহারা পুণ্যলোকভাগী তাহারাই অমৃতত্বভাগী হইতে পারে, ইহাতে বিরোধ নাই। দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নামে দুই ব্যক্তি মন্দবুদ্ধি, কিন্তু পরিশ্রমসহ শাস্ত্রপাঠ করিয়া যজ্ঞদত্ত একদিন শাস্ত্রপটু হইতে পারে। যাহারা আজ অব্রহ্মসংস্থ এবং পুণ্যলোকভাগী, তাহারাই ভবিষ্যতে ব্রহ্মসংস্থ এবং অমৃতত্বভাগী হইবে, অবস্থাভেদ হেতু ইহাতে বিরোধের অবকাশ নাই।"

মনোযোগ দিয়া পড়িলে দেখা যাইবে, ভাষ্যকার ব্রহ্মসংস্থ শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, আচার্য তাহা সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন ; ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় যাহাদের অমৃতত্বের আশা ছিল না, আচার্যের ব্যাখ্যায় তাহাদের সকলেরই অমৃতত্ব লাভের অধিকার স্বীকৃত হইল। কেহ বলিতে পারেন, ইহা liberal interpretation of the shastras. মনে রাখিতে হইবে, বাচস্পতি মিশ্র, শ্রুতিবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রীয় যুক্তিবিরুদ্ধ কিছুই বলেন নাই। আর, সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন কেহ liberal interpretation. আর ব্রহ্মসাধনাকে cheap করা, এক কথা মনে না করেন। যিনি বাচস্পতি মিশ্রের নির্দেশানুসারে ব্রহ্মার্পণপূর্বক কর্ম করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন, ইহা কত কঠিন। তবে ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকিলে সাধনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়।

ব্রহ্মজ্ঞের কর্ম

ব্রহ্মজ্ঞের কর্ম কি প্রকারে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন লিখিয়াছেন।

"বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব ॥

যোগবাশিষ্টে বশিষ্ট রামকে বলিলেন "বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জিত হইয়া, বাহিরে আপনাকে কর্তা দেখাইয়া আর অন্তরে আপনাকে অকর্তা জানিয়া, হে রাম, লোকযাত্রা নির্বাহ কর।" (অনুবাদ রামমোহনকৃত)। ইহা হইতে রামমোনের কর্মপ্রচেষ্টার স্বরূপ বুঝা যায়।

কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা বা কর্তৃত্ববোধ রামমোহনের ছিল না।

এই স্থলে অপর একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। বেদান্তসারে এবং ব্রহ্মসূত্রে রামমোহন জগৎকে রজ্জুসর্পের মত ভ্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগৎ যদি ভ্রম হয়, তবে জগতের মানুষও ভ্রম, ইহাই মানিতে হয়; তবে মানুষের কল্যাণে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন কেন?

উত্তর এই—অদ্বৈতবেদান্তের আচার্যেরা জগৎকে ভ্রম স্বীকার করিয়াও তার ব্যবহারিক অস্তিত্ব মানিয়াছেন। ভগবান মনু ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ইহা বলিয়াও মানুষের জন্য ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, গার্হস্থ্যনীতি এবং পরিশেষে সাধনপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন। রামমোহন 'চারি প্রশ্ন' নামক পুস্তকে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—

"যেনোপায়েন দেবেশি, লোকশ্রেয়ঃ সমশ্নুতে।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞেরেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ (মহানির্বাণ তন্ত্র)।

হে দেবেশি, যে যে উপায়ের দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়, তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্টের কর্তব্য।" (রামমোহনকৃত অনুবাদ)

ব্রহ্মনিষ্ট ব্যক্তি যখন লোককল্যাণ সাধন করেন, তখনও তিনি নিজেকে অকর্তাই জানেন, ইহাই বিশেষ কথা।

আরো বক্তব্য এই; ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অহন্তামমতা বোধ বিলীন হইয়া যায়; তার ফলে স্বার্থবুদ্ধি বিগলিত হয়, বিষয়প্রবণতা নির্মল হয়, তাহাতে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা উপজিত হয়; মৈত্রী, করুণা তার স্বভাব সিদ্ধ হইয়া যায়, লোককল্যাণও সুতরাং তার প্রকৃতিগতই হয় অর্থাৎ তাহারা যাহা করেন, তাহা লোককল্যাণই হয়। বেদান্তী সন্ন্যাসী এবং গৃহীর মধ্যে এই অবস্থাপ্রাপ্ত লোক হয়তো অনেকেই দেখিয়াছেন।

শঙ্করবেদান্ত ও রামমোহনবেদান্তের বিভেদ

ভগবান শঙ্করের নিকট হিন্দু ভারত চিরকৃতজ্ঞ। তিনি দশোপনিষদ ভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য লিখিয়া আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রচার করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব, ছান্দোগ্যে বর্ণিত উপাসনাসকলের তত্ত্ব, এ সকলই তিনি প্রকাশিত করেন। গীতাভাষ্য লিখিয়া ভগবৎতত্ত্বও তিনি প্রচার করেন। তিনি ছিলেন বেদমার্গী, তাই বেদের নির্দেশ লঙ্ঘন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল

না। তাই শূদ্রের ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার তাঁহাকে অস্বীকার করিতে হইয়াছে। সন্ন্যাসের উপরই তিনি গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাই গৃহীর অমৃতত্ব প্রাপ্তির অধিকার তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই।

অতি দুরূহ ও অজ্ঞাত অমৃতত্বের স্বরূপ যিনি প্রথম প্রকাশিত করেন, সেই যাজ্ঞবল্ক্য গৃহীই ছিলেন। গৃহে থাকা কালেই যাজ্ঞবল্ক্য অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, নতুবা তাহা বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইত না। উদ্দালক আরুণি "তৎত্বমসি" তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন; তাঁর অমৃতত্ব লাভ হয় নাই, একথা কল্পনাও করা যায় না। তিনি পুত্রকে এই তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিও গৃহীই ছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা করিয়াছিলেন, এমন উল্লেখ নাই। ইহারা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পূজিত: কিন্তু ইহারা গৃহীই ছিলেন, সন্ন্যাসী হন নাই। ইহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন, অথচ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন নাই একথা হইতে পারে না। সুতরাং গৃহীর অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে না, একথা অগ্রাহ্য।

রামমোহনের মতে গৃহীরও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে, অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। ইহাই শঙ্কর ও রামমোহনের মধ্যে প্রথম বিভেদ-কারণ। তাই রামমোহন লিখিয়াছেন "সকল কর্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে, শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে সকল দেবতা ও উত্তম গৃহস্থ যতিস্বরূপ (অথাৎ ত্যাগী সন্ন্যাসী স্বরূপ) হন, অর্থাৎ উত্তম গৃহস্থ দর্শন শ্রবণাদি (দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ) করিতে পারেন, স্মৃতিতেও এই বিধান আছে (সূত্র ৩।৪।৪৮)। এখানে আরো বক্তব্য এই, পূর্বে ছান্দোগ্যে উল্লিখিত ধর্মের তিন স্কন্ধ রামমোহনও স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সেই তিন স্কন্ধ গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ; রামমোহন সন্ন্যাস স্বীকার করেন নাই (সূঃ ৩।৪।১৭)।

সঙ্গ ত্যাগই সন্ন্যাসের প্রথম সোপান; সেই জন্য সন্ন্যাসী, মাতাপিতা গৃহ পরিবার ত্যাগ করিয়া দূরে একা অবস্থান করিয়া সাধনায় রত হন। তার এই কঠোরতা শ্রদ্ধার যোগ্য; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, তিনি লোকসঙ্গ অর্থাৎ অপর লোকের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারেন কি? ভাষ্যকারের প্রশংসিত অত্যাশ্রমীরও একখণ্ড কৌপীন ও একমুষ্টি অন্নের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে; অত্যাশ্রমী সেই কৌপীনখণ্ড ও অন্নমুষ্টি গৃহীর কাছে পাইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু গৃহী সেই অন্নের জন্য তণ্ডুল ও শাক তো নিজে উৎপন্ন

করেন নাই! কৌপীনখণ্ড তো গৃহী নিজে বয়ন করেন নাই! যাহারা তণ্ডুল ও শাক উৎপন্ন করিয়াছে, বস্ত্র বয়ন করিয়াছে, সেই কৃষক, মজুর, তন্তুবায়-এর সহিত গৃহী, তথা অত্যাশ্রমী সংপৃক্ত নহেন কি? তাহাদিগকে অত্যাশ্রমী কিছু দিয়াছেন কি? প্রাচীনকালে মানুষে মানুষে এই সম্পর্ক কিন্তু প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছিল। রাজশক্তির আশ্রয়ে নিরাপদে থাকিয়া অত্যাশ্রমী মোক্ষলাভ করিতেন, কৃষক ও তন্তুবায় নিজ নিজ কার্য করিত এবং ধর্মসাধনও করিত। তাই ভগবান মনু ব্যবস্থা দিলেন, সকল মানুষের পুণ্যের এক ষষ্টাংশ রাজা পাইবেন। ইহা মানুষে মানুষে সম্পর্কের স্বীকার ভিন্ন কিছুই নহে।

আজ রাজশক্তি নাই; আছে রাষ্ট্রশক্তি। ঐ যে সন্ন্যাসী বিশাল ভারতের যে কোন স্থানে বসিয়া সমাধিতে ডুবিয়া যাইতেছেন, তাহাকে পাহারা দিতেছে কে? হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে প্রবল তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যে দাঁড়াইয়া ঐ যে ভারতীয় সৈনিক অতন্দ্র প্রহরাতে নিযুক্ত, সে-ই সন্ন্যাসীকে নিরাপদে রাখিতেছে; সৌরাষ্ট্রের নিম্নে সমুদ্রে ভাসমান ঐ যে রণতরী যাহা সমগ্র পশ্চিম সাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ সাগর পার হইয়া বাংলা দেশের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিতেছে, সেই রণতরীর প্রতিটি নৌসৈনিক ঐ সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিতেছে না কি? আজিকার যাহারা মনু (Law giver), তাহারা বলেন না কি, সন্ন্যাসী ও গৃহী, সৈনিক ও কৃষক, ব্রাহ্মণ ও হরিজন, দেশের প্রতিজন, একই কল্যাণরাষ্ট্রের সমান অংশীদার? সুতরাং নিঃসঙ্গ সাধনাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র পথ নহে। সর্বসাধারণজন পরমেশ্বরেরই, ইহা মনে রাখিয়া সাধনা করাও ব্রহ্মপ্রাপ্তির আর একপথ। রামমোহনই প্রথম এই সাধনার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন; তাঁর বেদান্তে এই সাধনাই বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণের ৫২৫ পৃষ্ঠায় রামমোহন লিখিয়াছেন "মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; এক এই যে, সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা; দ্বিতীয় এই যে, পরস্পর সৌজন্যে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা। পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান করা, আর তাঁহার সর্বসাধারণজনেতে স্নেহ রাখা আমাদিগকে পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র করিতে পারে।" এই বাক্যে যাহা বলা হইল, তাহা রামমোহনবেদান্তের মূল সূত্র। রামমোহনের মতে, ব্রহ্মে নিষ্ঠা এবং সর্বসাধারণজনেতে স্নেহ ব্রহ্মসাধনার দুই অবলম্বন। ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে সর্বসাধারণজনেতে স্নেহ, ইহাই শাঙ্করবেদান্ত ও রামমোহনবেদান্তের দ্বিতীয় বিভেদকারণ। জিজ্ঞাসা করা যায়, রামমোহনের

এ কথার শ্রুতি প্রমাণ আছে কি? উত্তরে বলা যায়, ছান্দোগ্য শ্রুতিই প্রমাণ।

ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন—সৃষ্টির পূর্বে সকল প্রকার ভেদরহিত এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিলেন (৬।২।১); বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া সৎস্বরূপ তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, তেজঃ বহু হইবার ইচ্ছায় জল, এবং জল পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, ইহা ভৌতিক সৃষ্টি (৬।২।৩-৪); তখন জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ প্রাণীদের শরীর সৃষ্ট হইল (৬।৩।১); সৎস্বরূপ চিন্তা করিলেন, জীবরূপে এই সকলে অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিবেন (৬।৩।২); এইরূপে জীবসকল সৃষ্ট হইল। ইহারাই রামমোহনের কথিত সর্বসাধারণজন। আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, সকল জীবই সুষুপ্তিতে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হয় (৬।৮।১) সুতরাং সকল জীব তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে আশ্রিত, তাঁহাতেই লয় পায় (৬।৮।৪); মৃত্যুতে জ্ঞানী অজ্ঞান, সকল জীব, একই ক্রমে পরম দেবতাকে প্রাপ্ত হয় (৬।৮।৬)। প্রভেদ এই, যিনি জানিয়াছেন তিনি সদ্‌ব্রহ্মই, তিনি আর ফিরিয়া আসেন না; যিনি জানেন না, তিনি পুনরায় জন্মমরণের চক্রে পতিত হন।

স্নেহ শব্দটি সুপ্রযুক্ত। ইহা জীবে দয়া নহে, মানবপ্রেম নহে; খ্রীষ্টধর্মের উপদিষ্ট মানবের ভ্রাতৃত্ববোধও নহে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। একটী বালিকা দোকানে আসিল মিষ্টি কিনিতে। কোলের শিশুবোনটীকে মাটীতে নামাইয়া সে মিষ্টি কিনিতে ব্যস্ত ছিল; অদূরে ষ্টোভ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। শিশু হামাগুড়ি দিয়া ছুটিল ষ্টোভের আগুন ধরিতে। পাড়ার পাগল ভিন্ন কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই; পাগল লাফাইয়া আসিয়া শিশুর হাত টানিয়া সরাইয়া দিল; শিশুকে সে রক্ষা করিল, কিন্তু তার নিজের হাতে ফোস্কা পড়িল। ইহাই রামমোহনের লিখিত স্নেহ-এর উদাহরণ। রামমোহন ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন, অবিদ্যাগ্রস্ত সর্বসাধারণজনকেও দেখিয়াছিলেন; ইহারা জন্মমরণের চক্রে পিষ্ট হইতে যাইতেছে, মনে হয় ইহা ভাবিয়াই তিনি এই কথা লিখিয়াছিলেন। এই সকলই রামমোহনের মতের শ্রুতিপ্রমাণ।

সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম ও সর্বান্তর আত্মা

রামমোহন বেদান্তসার গ্রন্থে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত, ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নিদিধ্যাসনের উপদেশ দিবার কালে এক শ্রেষ্ঠ সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে। রামমোহন লিখিয়াছেন

"নিদিধ্যাসন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা—অর্থাৎ ঘটপটাদি যে ব্রহ্মের সত্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই সত্তাতে চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা করা; পশ্চাৎ অভ্যাসের দ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবে।"

আমাদের চারিদিকে বিশ্বভুবন প্রসারিত, তারই অপর নাম প্রপঞ্চ; এই প্রপঞ্চের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই বস্তুগুলি আছে অর্থাৎ ইহাদের সত্তা আছে, মনে হয়। কিন্তু রামমোহন বলিতেছেন, এই সকল বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই; সত্তা একমাত্র ব্রহ্মেরই; ব্রহ্মের সত্তাতেই সত্তাবান বলিয়া ইহারা বোধ হয় মাত্র। সুতরাং বস্তুসকলকে গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মসত্তাকেই গ্রহণ করিতে হইবে; সেই সত্তায় চিত্তনিবেশ করিতে হইবে; পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই সত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইবে; তাহাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার।

কিন্তু ঘটপটাদি ব্রহ্মের সত্তাদ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে কি প্রকারে? তাহা বুঝিতে হইলে বৃহদারণ্যক উপনিষদের শরণ নিতে হইবে।

ঐ উপনিষদে (৩।৪) আছে, উষস্ত নামক ব্যক্তি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন "যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা সর্বান্তর আত্মা, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।" উষস্তের কথার তাৎপর্য, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম এবং সর্বান্তর আত্মা অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা, উভয়ে এক ও অভিন্ন। সাক্ষাৎ শব্দের অর্থ ব্যবধানরহিত; অপরোক্ষ অর্থ অগৌণ। মনোব্রহ্ম এই বাক্যে ব্রহ্মশব্দ গৌণ অর্থে ব্যবহৃত।

জানলার টবে ফুল ফুটিয়াছে; তাহা আধহাত দূরে, সুতরাং ব্যবধানযুক্ত। কিন্তু ব্রহ্ম ও উষস্তের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই; ইহা বুঝাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "যিনি তোমার প্রাণ, অপান প্রভৃতির দ্বারা প্রাণাদি ক্রিয়া করিতেছেন, তিনিই সর্বান্তর, তিনিই তোমার আত্মা"। ইহার অর্থ, কার্যকরণসংঘাত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি জড়। যাহা জড়, তাহা কোন ক্রিয়া করিতে পারে না; কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাণনাদি ক্রিয়া করিতেছে; সুতরাং চেতন আত্মা আছে; তিনিই সর্বান্তর, তিনিই উষস্তের আত্মা।

কিন্তু উষস্ত বুঝিলেন না; পুনরায় তিনি বলিলেন, একটী গরু দেখাইতে হইলে শিং ধরিয়া বলিতে হয় এটা গরু; এইভাবে বুঝাইয়া দিতে তিনি বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আত্মাকে এভাবে দেখানো যায় না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের মন্তা, বুদ্ধির বিজ্ঞাতা, তাহাকে কেহ

দেখিতে পারে না, জানিতে পারে না, অথচ তিনি আছেন ; তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, সর্বান্তর আত্মা। কিন্তু তিনি যে আছেন তার প্রমাণ কি? মন্ত্রভাষ্যের উপর আনন্দগিরি যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে ওই প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "যথা প্রদীপো লৌকিকজ্ঞানেন প্রকাশ্যো, ন স্বপ্নপ্রকাশকং জ্ঞানং প্রকাশযতি, তথা দৃষ্টি-সাক্ষী দৃষ্ট্যা ন প্রকাশ্যতে।" সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে প্রদীপ জ্বলিল, আমরা সেই প্রদীপ (আলো) দেখিলাম, সুতরাং প্রদীপের আলো লৌকিকজ্ঞানের গোচর হয়। দ্বিপ্রহরে ঘুমাইলাম ; স্বপ্নে দেখিলাম কাশী গিয়াছি ; স্বপ্নে কাশীর দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখিলাম ; কিন্তু যে আলো স্বপ্নের দৃশ্যগুলি উদ্ভাসিত করিল, সেই আলোর প্রতিফলনই দেখিলাম, কিন্তু আলো দেখিতে পাই না। আমাদের চক্ষু বাহ্যবস্তু দেখে ; ইহাই লৌকিক দৃষ্টি ; কিন্তু যাহা আমাদের দৃষ্টিকে ও বাহ্যবস্তুকে যুগপৎ প্রকাশ করিতেছে, সেই সাক্ষী চৈতন্যকে আমরা কখনো দেখিতে পাই না। অর্থাৎ আত্মার দৃষ্টি বা প্রকাশ বা জ্যোতিঃ নিত্য ; আমাদের লৌকিকদৃষ্টি সেই নিত্যদৃষ্টির প্রতিচ্ছায়ামাত্র ; আমাদের লৌকিকজ্ঞান সেই প্রতিচ্ছায়া দ্বারা ব্যাপ্ত ; তাই আমরা কখনো দেখি, কখনো দেখি না ; কিন্তু আত্মার দৃষ্টি বা প্রকাশ বা জ্যোতিঃ সতত বর্তমান ; তাহা অন্ধকারকে ও সূর্যকে সমভাবে সতত প্রকাশ করিতেছে ; আত্মার দৃষ্টি বা জ্যোতিঃ আত্মাই, ব্রহ্মই। সমস্ত প্রপঞ্চ আত্মাতে, ব্রহ্মেতে অধ্যস্তমাত্র। ঘটপটাদি ব্রহ্মের সত্তাদ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে এই কথার ইহাই তাৎপর্য।

পরবর্তী ব্রাহ্মণে কহোল নামক ব্যক্তিও একই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য দেখাইয়াছেন যে আত্মার অশনায়া পিপাসে, শোক, মোহ ইত্যাদি নাই ; এবং এষণা পরিত্যাগ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আরো বক্তব্য এই,—প্রপঞ্চ শব্দটী প্র + পচি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পচি ধাতুর অর্থ বিস্তার ; সুতরাং বাহিরে যে বিস্তার বোধ হয় তাহাই প্রপঞ্চ। সাক্ষাৎ শব্দটীর অর্থ ব্যবধান-রহিত ; ব্যবধানও বিস্তারই বোঝায়। আবার সর্বান্তর শব্দের অর্থ সকলের অভ্যন্তরস্থিত ; অভ্যন্তর গভীরতা বোঝায়। আত্মার বিস্তার ও গভীরতা আছে কি? বিস্তারের ধারণা হয় কি প্রকারে? আমরা চন্দ্র দেখিলাম, তারপর সূর্য, তারপর নক্ষত্রমণ্ডল, তারপর নীহারিকাপুঞ্জ দেখিলাম। আমাদের বিস্তারের ধারণা হইল ; অর্থাৎ খণ্ডিত দেশভাগসকল যখন পর পর জ্ঞানগোচর হইতে থাকে, তখনই বিস্তারের ধারণা জন্মে। যাহা

সসীম, তার তলদেশ থাকিবেই; সুতরাং তার গভীরতাও থাকিবে; সমুদ্রের গভীরতা আছে, যেহেতু তার তলদেশ আছে।

আত্মাতে খণ্ডিত দেশভাগ নাই, সুতরাং বিস্তারও নাই; আত্মার তলদেশ নাই, সুতরাং গভীরতাও নাই। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্; অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ ইতি অনুশাসনম্ (বৃহঃ উপঃ ২।৫।১৯)। এই সেই ব্রহ্ম, যার পূর্ব অর্থাৎ কারণ নাই; অপর অর্থাৎ কার্য নাই; যার অভ্যন্তর নাই সুতরাং যিনি স্বগতভেদহীন ও একরস; যার বাহ্যদেশ নাই সুতরাং যিনি সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদহীন এবং পরিপূর্ণ। এই ব্রহ্মই অনুভবস্বরূপ আত্মা; ইহাই বেদান্তের অনুশাসন অর্থাৎ শেষ উপদেশ।

এই আত্মাকেই, ব্রহ্মকেই রামমোহন জানিয়াছিলেন, প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকেই জানিতে হইবে, সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

এখন আরো একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। ভক্ত বিগ্রহ-উপাসক বলিতে পারেন, ঘটপটাদি ব্রহ্মের সত্তার দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা স্বীকার করি; আমার উপাস্য বিগ্রহও ব্রহ্মের সত্তার দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহাও মানিতে হয়; তবে আমার বিগ্রহের আরাধনায় ব্রহ্মেরই আরাধনা হইতেছে না কি? এ কথার উত্তর পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র দিয়াছেন; তিনি ১।৪।১৯ সূত্রভাষ্যের টীকায় লিখিয়াছেন "যৎ খলু যদ্গ্রহং বিনা ন শক্যতে গ্রহীতুং তৎ ততো ন ব্যতিরিচ্যতে; যথা রজতং শুক্তিকায়াঃ, ভুজঙ্গো বা রজ্জ্বাঃ। ন গৃহ্যন্তে চিদ্রূপগ্রহণং বিনা স্থিতিকালে নামরূপানি। তস্মাৎ চিদাত্মনো ন ভিদ্যন্তে (ভামতী ১।৪।১৯)। যে বস্তু, অপর একটী বস্তু গৃহীত অর্থাৎ জ্ঞানগোচর না হইলে নিজে গৃহীত অর্থাৎ জ্ঞানগোচর হইতে পারে না, সেই বস্তু দ্বিতীয় বস্তু হইতে অতিরিক্ত নহে, পৃথক নহে; যথা রজত ও শুক্তি, ভুজঙ্গ ও রজ্জু। চিৎস্বরূপ জ্ঞানগোচর না হইলে জগতের স্থিতিকালে নামরূপ অর্থাৎ প্রপঞ্চ জ্ঞানগোচর হইতে পারে না; সুতরাং প্রপঞ্চ চিদাত্মা হইতে ভিন্ন নহে; অর্থাৎ চিদাত্মা হইতে ভিন্ন নামরূপের পৃথক সত্তা নাই। রাস্তার পাশে একটী সাদা দ্রব্য চিক্ চিক্ করিতেছে; তাহা রূপা বুঝিয়া ছুটিয়া সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু তখন দেখিলাম তাহা শুক্তি বা ঝিনুক। আমি কিন্তু রূপাই দেখিয়াছিলাম, তা না হইলে লোভের বশে ছুটিতাম না। সন্ধ্যার অন্ধকারে সিঁড়িতে একটী বস্তু দেখিলাম, তাহা সাপ মনে করিয়া ভয়ে লাফাইয়া পিছাইয়া গেলাম এবং চীৎকার করিলাম। অপরে এক আলো আনিল;

তাহাতে দেখিলাম বস্তুটা রজ্জু। উদাহরণ দুইটীতে রজত ছিল না, সর্পও ছিল না। সুতরাং এগুলি ভ্রমমাত্র, একথা বলিলে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না। রজত যদি না দেখিতাম তবে লোভে ছুটিতাম না ; সর্প যদি না দেখিতাম, তবে ভয়ে পলাইয়া চীৎকার করিতাম না। সুতরাং রজত ও সর্প জ্ঞানে ভাসমান হইয়াছিল, অথচ তাহাদের সত্তাই নাই ; তেমনি চিদাত্মাতে প্রপঞ্চ ভাসমান মাত্র ; প্রপঞ্চের সত্তাই মিথ্যা। সুতরাং ব্রহ্মের সত্তায় বিগ্রহ প্রত্যক্ষ হইলেও তার সত্তাই মিথ্যা ; সুতরাং ব্রহ্মভাবে তার আরাধনা তো অসম্ভব। বাচস্পতির কথার ইহাই অর্থ। আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আত্মা। উক্ত বিগ্রহও প্রতীকমাত্র। স্বয়ং বেদব্যাস (৪।১।৪) সূত্রে বলিয়াছেন, প্রতীকে আত্মমতি করা উচিত নহে ; পরসূত্রে তিনি বলিয়াছেন, প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্তব্য ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আদিত্য ব্রহ্ম বলিলে আদিত্যে ব্রহ্মের ভাবনামাত্র বুঝায়, অর্থাৎ আদিত্যে ব্রহ্ম নাই, প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টিও তেমনি কল্পনামাত্র।

The doctrine of absorption

রামমোহন তাঁর ইংরাজী উপনিষদে ও বেদান্তসারে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য ইংরাজী গ্রন্থে স্থানে স্থানে absorption, is absorbed প্রভৃতি কথার ব্যবহার করিয়াছেন।

আমরা জানি, টেবিলে কালি পড়িল ; কালির উপর Blotting paper রাখিয়া চাপ দিলে কালি শোষিত হইয়া যায়। ইহাকেই সাধারণ ভাষায় absorption বলা হয়। রামমোহন ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। এগুলির অর্থ কি ? কালি কাগজে শোষিত হইলেও নষ্ট হয় না ; কারণ কালিযুক্ত কাগজের ওজন কালির ও কাগজের ওজনের সমষ্টির সমানই হয়। সুতরাং কালি কাগজে প্রবিষ্ট হইয়া রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুক্কায়িত থাকে ইহাই মানিতে হয়। কিন্তু জীবও তেমনি ব্রহ্মে লুক্কায়িত থাকে, এমন অসম্ভব ধারণা হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম সমরস, অন্তরবাহিরহীন।

লণ্ডনে থাকাকালে রামমোহন ইংরাজ বন্ধুদের নিকট absorption-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এমন প্রমাণ আছে। এদেশে থাকা কালে শিষ্যদিগকে এই তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন, ইহা কোন কোন শিষ্যের রচিত সঙ্গীত হইতে অনুমান করা যায়।

Doctrine of absorption কথাটী রামমোহনের নহে, ইহা Dr.

Carpenter-এর কথা। ব্রিষ্টলের বন্ধুগণের নিমন্ত্রণে রামমোহন ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর সেখানে উপস্থিত হন। ৪ঠা হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহে রামমোহন এক এক বন্ধুর গৃহে Dinner-এ নিমন্ত্রিত হইবেন এবং এগার তারিখে তিনি বন্ধুগণকে Dinner দিবেন, এরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। রামমোহন-এর শেষ জীবন সম্বন্ধে Miss Carpenter-এর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। রামমোহন এগার তারিখে বন্ধুগণকে Dinner দিয়াছিলেন; Dr. Carpenter নিজে তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, এবং সকল বিবরণ নিজে লিখিয়াছিলেন। Dinner-এর পর বন্ধুরা বলেন, রামমোহন যে absorption-এর কথা বলেন, তার স্বরূপ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে; ইহাতেই প্রমাণিত হয়, রামমোহন লণ্ডনে absorption-এর ব্যাখ্যা করিতেন।

রামমোহন তখন যাহা বলিয়াছিলেন, Dr. Carpenter তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে একজন রামমোহনের উক্তিসকলের সমালোচনা করিয়া যে দীর্ঘ প্রশ্নপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা Dr. Carpenter, Miss Carpenter-এর গ্রন্থে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি একথাও লিখিয়াছেন যে রামমোহন এই প্রতিবাদপত্র পান নাই, কারণ ১১ সেপ্টেম্বর রাত্রিতেই রামমোহন অসুস্থ হইয়া পড়েন ও জ্বরগ্রস্ত হন; ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই রোগেই ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

আমাদের জন্য রামমোহন absorption-এর তাৎপর্য তাঁর ইংরাজী মুণ্ডকোপনিষদে এবং অপর এক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ছয়, সাত, এবং আট মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেই তত্ত্ব বর্ণিত আছে; আবার এই তিন মন্ত্রের মধ্যে সপ্তম মন্ত্রই সর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই আমরা সপ্তম মন্ত্রটী, তার রামমোহনকৃত ইংরাজী ব্যাখা, শঙ্করকৃত ভাষ্যের অংশ, আমাদের বক্তব্য সহ উদ্ধৃত করিতেছি।

মন্ত্র—গতাঃ কলা পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি॥

Rammohun—On the approach of death the elementary parts of their body, being fifteen in number, unite with their respective origins; their corporeal faculties, such as vision and

feeling, etc, return into their original sources, the sun and air etc. The consequences of their works, together with their souls, are absorbed into the supreme and eternal Spirit, in the same manner as the reflection of the sun in water returns to him on the removal of the water.

From Samkar—

> পরেঽব্যয়ে অনন্তেঽক্ষয়ে ব্রহ্মণি একীভবন্তি একত্বম্ আপদ্যন্তে
> জলাদ্যাধারাপনয়ে ইব সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যে,
> ঘটাদ্যপনয়ে ইবাকাশে ঘটাদ্যাকাশঃ।

(পরে অব্যয় অনন্ত অক্ষয় ব্রহ্মে একত্বপ্রাপ্ত হয়, যেমন জলাদির আধার অর্থাৎ পাত্র অপনীত হইলে সূর্যাদির প্রতিবিম্বসকল সূর্যে একত্বপ্রাপ্ত হয়, যেমন ঘট অপনীত হইলে (ভাঙ্গিয়া গেলে) ঘটাকাশ আকাশে একত্বপ্রাপ্ত হয়)।

রামমোহনকৃত মুণ্ডকমন্ত্র ব্যাখ্যা—দেহের কারণ যে প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি অংশ (ক) তাহারা আপন আপন কারণেতে, তাঁহাদের (মুমুক্ষদের) মৃত্যুর সময় লীন হয়; আর চক্ষুরাদি যে ইন্দ্রিয়, তাহারাও আপন আপন প্রতিদেবতা সূর্যাদিকে (খ) প্রাপ্ত হয়েন; আর শুভাশুভ কর্ম এবং অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বরূপে যে আত্মা অর্থাৎ জীব, ইহারা সকলে অব্যয়, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মতে ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয়েন।

(ক) মুণ্ডকের মতে প্রাণ, শ্রদ্ধা, পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, অন্ন, বীর্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম, লোক—এই পঞ্চদশ অংশ বা কলার সংযোগে জীবের দেহ আরম্ভ হয়।

(খ) দিক, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অনুভব করে। সাধকের মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের দেবতাসকলে লীন হয়।

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলির অর্থ স্পষ্ট; সেই অর্থ এই—(১) এক অদ্বৈত ব্রহ্মই আছেন; (২) জীবাত্মার পৃথক সত্তাই নাই; (৩) অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে ব্রহ্মচৈতন্যের—আত্মজ্যোতির প্রতিফলন অর্থাৎ প্রতিবিম্বই জীব। (৪) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, ইহাদের মিলিত নাম অন্তঃকরণ; ইহাদের

মধ্যে বুদ্ধিই সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ, সুতরাং তাহাতেই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিফলনে জীববোধ উৎপন্ন হয়; বিবরণকারের মতে অহংকারে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীব। ইহাই প্রতিবিম্ববাদের মূল কথা। (৫) উপাধি অপনীত হইলে, তাহাতে পতিত প্রতিবিম্বও অপনীত হয়; সুতরাং উপাধির অপনয়নই absorption কথাটীর তাৎপর্য। রামমোহন প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করিয়াছিলেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত "আত্মজ্ঞ রামমোহন" গ্রন্থে আরও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মোক্ষ বিষয়ে শঙ্করের ও রামমোহনের, উভয় আচার্যের সিদ্ধান্ত, গ্রন্থের শেষ সূত্রের টীকায় বিবৃত হইয়াছে।

অবান্তর কথা

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, বেদান্তগ্রন্থ রামমোহন প্রকাশিত করেন ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে। তারপরে একশতাব্দীরও বেশী কাল কাটিয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মরা এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই অমূল্য গ্রন্থের আলোচনা করেন নাই কেন? ইহার উত্তর এই; রামমোহনের ইংলণ্ডযাত্রার পর তাঁহার অনুগত সাক্ষাৎ শিষ্যগণ ক্রমে লোকান্তরিত হন। সুতরাং রামমোহনের সাধনার ধারক কেহই ছিল না; রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপাসনার পদ্ধতি জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। তারপর মহর্ষির অভ্যুদয়। তাঁহাতে যে ব্রহ্মোপলব্ধি অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও উপনিষদেরই সাধনা, কিন্তু একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। ইতিমধ্যে ইংরাজের অধিকার এদেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বিজেতার ভাষা, সংস্কৃতি, সাধনা এদেশবাসীকে এমন অভিভূত করিয়াছিল যে, স্বাজাত্যবোধ এদেশবাসীর মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্যই করিয়াছিলাম, সুতরাং রামমোহনকেও ভুলিয়াছিলাম; তিনি ইংরাজীকেতায় একজন সমাজসংস্কারকমাত্র, ইহাই আমরা শিখিয়াছিলাম; তিনি বেদান্তের ভাষ্যকার একথা বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। এই অজ্ঞতার ফলে তৃতীয় যুগে খ্রীষ্টাশ্রিত এক ভক্তিসাধনা ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল; ব্রাহ্মদের মধ্যে Personal god-এর ধারণাই বদ্ধমূল হইল, কিন্তু Personal god বেদান্তের ব্রহ্ম নহে। আরাধনা মন্ত্র, উপাসনাপদ্ধতি এই ধারণাবশতঃ রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেই ধারা বোধহয় ১৯৬০ অব্দ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে

চলিয়াছিল। এই অবস্থায় রামমোহন অপরিজ্ঞাত থাকিবেন ইহাতে আশ্চর্য কি? রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ পরিচিত না হওয়ার ইহাই প্রথম কারণ।

গ্রন্থের অপ্রাপ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতাই রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ প্রচারিত না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ। এই গ্রন্থের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, ডাঃ গিরীন্দ্র শেখর বসু মহাশয়ের পিতৃদেব পূজনীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় বেদান্তগ্রন্থের প্রথম এগারটী সূত্রের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া আবার সেগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। লেখককে ডাঃ বসু এই গ্রন্থ একখানা দিয়াছিলেন, রামমোহন বেদান্তগ্রন্থও লিখিয়াছিলেন, এই সঠিক সংবাদ লেখক এই গ্রন্থ হইতেই জানিয়াছিল। কিন্তু রামমোহনের গ্রন্থ ডাঃ বসু পান নাই, তাই লেখকও পায় নাই।

রামমোহনকৃত সূত্রসকলের ব্যাখ্যা যথাযথ হইলেও অতি সংক্ষিপ্ত। দশখানি প্রধান উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য পড়া না থাকিলে রামমোহনের ব্যাখ্যার তাৎপর্যবোধ কঠিন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অন্ততঃ দুইজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, যাহারা রামমোহনের সূত্রব্যাখ্যার বিশদীকরণের সুযোগ্য পাত্র ছিলেন। ইহাদের মধ্যে যিনি প্রথম, তিনি ডক্টর সুধেন্দুকুমার দাস; তিনি ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর; বেদান্তই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। বেথুন কলেজে তিনি ছিলেন সংস্কৃতভাষার প্রধান অধ্যাপক। সুতরাং রামমোহনকে ব্যাখ্যা করিতে তিনিই যোগ্যতম পাত্র ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়জন ছিলেন পূজনীয় সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত; তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক। তাঁর লিখিত আত্ম-জ্যোতিঃ নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া পাঠকেরা সেকালে মুগ্ধ হইয়াছিল। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট আত্মজ্যোতিঃ ছিল লেখকের বিষয়। এই পুস্তকই লেখকের উপনিষদে গভীর জ্ঞানের প্রমাণ। বেদান্তভাষ্যও তিনি তখনও পড়িতেছিলেন, একথা লেখক সেকালে শুনিয়াছিল। ডক্টর দাস এবং অধ্যাপক দত্ত, ইহাদের যে কোন একজন রামমোহনের বেদান্তভাষ্যের ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা করেন নাই, কারণ রামমোহন বেদান্ত ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, এ সংবাদ তাঁহারা জানিতে পারেন নাই অথবা তাঁহারা বেদান্তগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যদি জানিতেন তবে রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ বহু পূর্বেই তাঁহাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া প্রচারিত হইত।

এই গ্রন্থের প্রথমেই লেখক জানাইয়াছে, যে ভামতী টীকা, রত্নপ্রভা টীকা ও ন্যায়নির্ণয় টীকা এবং বৃত্তিকারদের গ্রন্থ হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া রামমোহনের গ্রন্থের অর্থবোধের চেষ্টা করিয়াছে ; সেই চেষ্টার ফলই এই গ্রন্থের টীকা। লেখক টীকালেখক মাত্র, টীকাকার হইবার ধৃষ্টতা তার নাই।

সুহৃদ্‌জন ও বন্ধুগণকে লেখক নিবেদন করিতে চাহে,—লেখক জিজ্ঞাসু-মাত্র সুতরাং সে "পণ্ডিত" নহে। লেখক বিদ্যার্থীমাত্র, সুতরাং সে "আচার্য" নহে ; উপনিষদ ও বেদান্ত আলোচনা করিতে সে আনন্দ পায় কিন্তু সে "তত্ত্বজ্ঞ" বা "তত্ত্বোপদেষ্টা" নহে। লেখক উপাধিকে ব্যাধি মনে করিতেই শিখিয়াছে। তবে লেখকের কি পরিচয় নাই? সে ভগবান শঙ্করের দাসানুদাস এবং আচার্যবরিষ্ঠ রামমোহনের পদাশ্রিত, ইহাই তার একমাত্র পরিচয়। এই পরিচয়েই সে পরিচিত থাকিতে চাহে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

রামমোহনের বেদান্ততত্ত্ব জানিবার ও উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা সমাপ্ত হইল। ১৮১৩খ্রীঃ অব্দে যে প্রয়াসের আরম্ভ, ১৯৭০ অব্দে তার সমাপ্তি। সকল প্রয়াস, সকল চেষ্টা, সকল কর্ম; সকল কর্মফল ব্রহ্মে অর্পিত হউক।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

বেদান্তগ্রন্থ

ভূমিকা

ওঁ তৎসৎ ॥ বেদের পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন।

যদি সংস্কৃত শব্দের বুৎপত্তি-বলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর, তবে সংস্কৃত শব্দে যে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য কোনমতে থাকে না; যেহেতু ব্যুৎপত্তিবলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন্ শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, সংস্কৃতের নিয়ম করিয়াছেন যে শব্দসকল প্রায়শ ধাতু হইতে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুর অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ও নানা প্রকার অর্থে হয়; অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তিবলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে।

অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে, যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন, তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচশত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত; কিন্তু ঐ সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই।

যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হয়েন; ইহার উত্তর এই, অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক যে এমত কথনের দ্বারা ঐ দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই; যেহেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং

মনুষ্যের ব্রহ্মত্ব কথন দেখিতেছি, সেইরূপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে স্থানে বেদে ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন আছে। এ সকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য বেদের এই হয় যে, ব্রহ্ম সর্বময় হয়েন, তাঁহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায়; পৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য নহে। এইমত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন।

তবে অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না। এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিতসকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকও এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন। এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণ-গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন; অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।

তিন চারি বাক্য লোকেরা প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন, ঐ লোকেও তাহার পূর্বাপর না দেখিয়া আপন আপন মতের পুষ্টি নিমিত্ত ঐসকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্বদা বিচারকালে কহেন।

প্রথমত, এই যাহাকে ব্রহ্ম জগৎ-কর্তা কহ তিহোঁ বাক্যমনের অগোচর সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয়, এই নিমিত্ত কোন রূপগুণবিশিষ্টকে জগতের কর্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্বাহ হইতে পারে নাই; অতএব রূপ-গুণ-বিশিষ্টের উপাসনা আবশ্যক হয়।

ইহার সামান্য উত্তর এই। যে কোন ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রুগ্রস্ত

এবং দেশান্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু জানে নাই; এ নিমিত্ত সেই ব্যক্তি যুবা হইলে পরে যে কোন বস্তু সম্মুখে পাইবেক তাহাকে পিতারূপে গ্রহণ করিবেক এমত নহে। বরঞ্চ সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে যে, যে জন জন্মদাতা তাঁহার শ্রেয় হউক। সেই মত এখানেও জানিবে যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে, কিন্তু তাঁহার উপাসনাকালে তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয়; তাঁহার কল্পনা কোন নশ্বর নামরূপে কিরূপ করা যাইতে পারে। সর্বদা যে সকল বস্তু, যেমন চন্দ্র সূর্যাদি, আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি, তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না। ইহাতেই বুঝিবে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানা যায়; কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাঁহার কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব নিশ্চয় হইলে কৃতকার্য হইবার সম্ভব হয়। সামান্য অবধানে নিশ্চয় হয় যে এই দুর্গম্য নানাপ্রকার রচনাবিশিষ্ট জগতের কর্তা ইহা হইতে ব্যাপক এবং অধিক শক্তিমান অবশ্য হইবেক; ইহার এক অংশ কিম্বা ইহার ব্যাপ্য কোন বস্তু ইহার কর্তা কি যুক্তিতে অঙ্গীকার করা যায়। আর এক অধিক আশ্চর্য এই যে, স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, অথচ কহিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর তাঁহার উপাসনা কোনমতে হইতে পারে না ॥১॥

দ্বিতীয় বাক্য রচনা এই যে, পিতা পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথা করণ অতি অযোগ্য হয়। লোকসকলের পূর্বপুরুষ এবং স্ববর্গের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ সুতরাং এ বাক্যকে পর পূর্ব বিবেচনা না করিয়া প্রমাণ স্বীকার করেন।

ইহার সাধারণ উত্তর এই যে, কেবল স্ববর্গের মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশুজাতীয়ের ধর্ম হয়, যে সর্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য করে। মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে, সে কিরূপে

ক্রিয়ার দোষ-গুণ বিবেচনা না করিয়া, স্ববর্গে করেন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থ-কার্য নির্বাহ করিতে পারে। এই মত সর্বত্র সর্বকালে হইলে পর পৃথক পৃথক মত এ পর্যন্ত হইত না; বিশেষত আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে একজন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্ত কুলে বৈষ্ণব হয়, আর স্মার্ত ভট্টাচার্যের পরে যাহাকে এক শত বৎসর হয় না, যাবতীয় পরমার্থ কর্ম স্নান দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্বমতের ভিন্ন প্রকারে হইতেছে। আর সকলে কহেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ যেকালে এদেশে আইসেন তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গোযান ছিল, তাহার পরে পরে সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না। আর ব্রাহ্মণের যবনাদির দাসত্ব করা এবং যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্র পাঠ করান কোন্ পূর্ব ধর্ম ছিল। অতএব স্ববর্গে যে উপাসনা ও ব্যবহার করেন তাহার ভিন্ন উপাসনা করা, এবং পূর্ব পূর্ব নিয়মের ত্যাগ আপনারাই সর্বদা স্বীকার করিতেছি; তবে কেন এমত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থের উত্তম পথের চেষ্টা না করা যায় ॥২॥

তৃতীয় বাক্য এই যে, ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্রজ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না; অতএব সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কিরূপে হইতে পারে।

উত্তর।—তাঁহারা কি প্রমাণে এ বাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই। যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, অথচ ইহারা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্য-কর্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্যসকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন। তবে কিরূপে বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই, আর কিরূপে এ কথার আদর লোকে করেন তাহা জানিতে পারি না। বিশেষতঃ আশ্চর্য এই যে, নশ্বরের

উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান থাকে আর ব্রহ্ম উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া লোক ক্ষিপ্ত হয়, ইহাও লোকের বিশ্বাস জন্মে। যদি কহ সর্বত্র ব্রহ্ম জ্ঞান করিলে ভেদজ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবেক, তাহার উত্তর এই যে, লোকযাত্রানির্বাহ নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদি দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম আচরণ করিতে হইবেক; যেহেতু এ সকল নিয়মের কর্তা ব্রহ্ম হয়েন। যেমন দশজন ভ্রমবিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে, সেই ভ্রমবিশিষ্ট লোকসকলের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রার নির্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক ॥৩॥

চতুর্থ বাক্যপ্রবন্ধ এই যে, পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ সাকার উপাসনার প্রয়োগ আছে অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য।

তাহার উত্তর এই।—পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে, সেইরূপ জ্ঞানপ্রকরণে তাহাতেই লিখেন যে এ সকল যত কহি সকল ব্রহ্মের রূপকল্পনা মাত্র। অন্যথা মনের দ্বারা যে রূপ কৃত্রিম হইয়া উপাস্য হইবেন, সেই রূপ ঐ মনের অন্য বিষয়ে সংযোগ হইলে ধ্বংসকে পায় আর হস্তের কৃত্রিম রূপ হস্তাদির দ্বারা কালে কালে নষ্ট হয়; অতএব যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট বস্তুসকল নশ্বর; ব্রহ্মই কেবল জ্ঞেয় উপাস্য হয়েন। অতএব এইরূপ পুরাণ তন্ত্রের বর্ণন দ্বারা পূর্ব পূর্ব যে সাকার বর্ণন, কেবল দুর্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত করিয়াছেন এই নিশ্চয় হয়। আর বিশেষত বুদ্ধির অত্যন্ত অগ্রাহ্য বস্তু কেবল পরস্পর অনৈক্য, বচনবলেতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না অথচ পূর্ব বাক্যের মীমাংসা পরবচনে ঐ পুরাণাদিতে দেখিতেছি।

যাঁহারা সকল বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক পৃথক কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া তাঁহার প্রতিমূর্তি জানিয়া ঐ সকল বস্তুর পূজাদি করেন।

ইহার উত্তরে তাঁহারা ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না, যেহেতু ঐ সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাঁহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন। অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম, তাহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে আছে স্বীকার করিতে পারেন; এবং ঐ প্রশ্নের উত্তরে ওসকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কহিতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইবেন, যেহেতু ঈশ্বর যিনি অপরিমিত অতীন্দ্রিয়, তাঁহার প্রতিমূর্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, যেমন তাহার প্রতিমূর্তি তদনুযায়ী হইতে চাহে এখানে তাহার বিপরীত দেখা যায়; বরঞ্চ উপাসক মনুষ্য হয়েন, সে মনুষ্যের বশীভূত ঐ সকল বস্তু হয়েন।

এই প্রশ্নের উত্তরে এরূপ যদি কহেন যে ব্রহ্ম সর্বময় অতএব ঐ সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হয়, এই নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুর উপাসনা করিতে হইয়াছে।

তাহার উত্তর এই যে যদি ব্রহ্ম সর্বময় জানেন তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবার তাৎপর্য হইত না। এস্থানে এমত যদি কহেন যে, ঈশ্বরের আবির্ভাব যে রূপেতে অধিক আছে তাহার উপাসনা করা যায়। তাহার উত্তর এই।—যে ন্যূনাধিক্য এবং হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা পরিমিত হইল, সে ঈশ্বর পদের যোগ্য হইতে পারে না; অতএব ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক আছেন কোন স্থানে অল্প, এ অত্যন্ত অসম্ভাবনা। বিশেষত এ সকল রূপে প্রত্যক্ষে কোন অলৌকিক আধিক্য দেখা যায় না। যদি কহেন এ সকল রূপেতে মায়িক উপাধি ঐশ্বর্যের বাহুল্য আছে অতএব উপাস্য হয়েন, তাহার উত্তর এই যে, মায়িক উপাধি ঐশ্বর্যের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা লৌকিক উপাধির লঘুতা গুরুতার স্বীকার করা যায়; পরমার্থের সহিত লৌকিক উপাধির কি বিষয় আছে, যেহেতু লৌকিক ঐশ্বর্যের দ্বারা পরমার্থে উপাস্য হয় এমত স্বীকার করিলে অনেক দোষ লোকে উপস্থিত হইবেক।

বস্তুত কারণ এই যে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে, কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সম্মুখে রাখাতে, তাহাকে পূজা এবং আহারাদি নিবেদন করাতে অত্যন্ত প্রীতি পাওয়া যায়। প্রায়শ

আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে, কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত করিয়া সর্বসাক্ষী সদ্রূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্তনিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন। আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম।

বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দসকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে। ইহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না; কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না। আর আমি সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে ক্রুটি করি নাই; উত্তম ব্যক্তিসকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন আর ভাষানুরোধে কোন কোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহারও দোষ মার্জনা করিবেন। উত্তরের লাঘব গৌরব প্রশ্নের লঘুতা গুরুতার অনুসারে হয়, অতএব পূর্বলিখিত উত্তরসকলের গুরুত্ব লঘুত্ব তাহার প্রশ্নের গৌরব-লাঘবের অনুসারে জানিবেন। ঐ সকল প্রশ্ন সর্বদা শ্রবণে আইসে; এ নিমিত্ত এমত অযুক্ত প্রশ্নসকলেরও উত্তর অনিচ্ছিত হইয়াও লিখা গেল। ইতি শকাব্দ ১৭৩৭ কলিকাতা।

দৌর্জ্জন্যমস্য শাস্ত্রস্য তথালোচ্য মমাজ্ঞতাং।
কৃপয়া সুজনৈঃ শোধ্যাস্ত্রুটয়োঽস্মিন্নিবন্ধনে॥

অনুষ্ঠান

ওঁ তৎসৎ ।—

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না; ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন, এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।

যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন, তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে, তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয়, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন, যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে; ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি, তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া

শব্দ, তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে, তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত ; আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন। এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না।

আর যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই, তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন। যদি তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে, তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।

কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে, বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগো জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান, তখন ভাষাতে বিবরণ করিয়া থাকেন কি না, আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না ; আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায়, তাহার শ্লোকসকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না। শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না, আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রনিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না। যদি এইরূপ সর্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন। সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন।

কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়। সেই

রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেক হইতে পারে না; সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তরযোগ্য নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে, সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না; এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপগুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয়; এখানে তাহার অন্যথা দেখি। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন, কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয়, কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ; অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন করা যায়। তৃতীয়ত চৈতন্যাদিরহিত বস্তু কিরূপে এই মত মহৎ সহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন।

মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয় তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে, আর পূর্বে কেহো পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহো পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রাপি কার্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছে। প্রথমত একাল পর্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি, তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুর রূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন। এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। তবে কিরূপে

কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়।

আর পূর্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন, তবে ভগবান বেদব্যাস এই সকল সূত্র কিরূপে করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বশিষ্ঠাদি আচার্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশের প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। নব্য আচার্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্তা আছেন। তবে আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয়, এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহার উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন, তবে কদাপি এ সকল কথাতে, যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন এ মত হয়, বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।

প্রথম অধ্যায়

ওঁ তৎসৎ

কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং তাৎপর্যের হঠাৎ অনৈক্য বুঝায় ; যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতি আকাশ হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন ; আর যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করেন, অন্য শ্রুতি সূর্যের কিম্বা বায়ুর উপাসনার জ্ঞাপক হয়েন এবং কোন কোন শ্রুতি বিশেষ করিয়া বিবরণের অপেক্ষা করেন, যেমন এক শ্রুতি কহেন যে পাঁচ পাঁচ জন ; ইহাতে কিরূপ পাঁচ পাঁচ জন স্পষ্ট বুঝায় নাই। এই নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান বেদব্যাস পাঁচশত পঞ্চাশত অধিক সূত্রঘটিত বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্যের ঐক্য এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা স্পষ্ট করিলেন ; যেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। ভগবান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে সুগম করিলেন। এ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান ; অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১।১।১ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয়, এই হেতু তখন ব্রহ্মবিচারের ইচ্ছা জন্মে ॥ ১।১।১ ॥

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় চারি পাদে বিভক্ত। প্রতি পাদ সূত্রের সংখ্যা বিভিন্ন। রামমোহনের সূত্রসংখ্যা পাঁচশত পঞ্চান্নটী।

টীকা—ইহাতে তিনটী শব্দ আছে—অথ (অনন্তর), অতঃ (এই হেতু), ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ব্রহ্মবিচার)। চিত্তশুদ্ধি হইলে পর (অথ), ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের অধিকার হয়; এই হেতু (অতঃ) ব্রহ্মবিচারের ইচ্ছা জন্মে (ব্রহ্মজিজ্ঞাসা)। এ বিষয়ে রামমোহন ঈশোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন —"শাস্ত্রে কহেন, যথাবিধি চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয়; অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্তশুদ্ধি ইহার হইয়াছে; যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্যের উৎপত্তি হয়; তবে সাধনের দ্বারা অথবা সৎসঙ্গ অথবা পূর্বসংস্কার অথবা গুরুপ্রসাদাৎ, কি কারণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কিরূপে কহা যায়", অর্থাৎ সঠিক বলা যায় না। রামমোহন চিত্তশুদ্ধির চারিটী কারণ নির্ণয় করিয়াছেন—নিজের সাধনা, বা সৎসঙ্গ, বা পূর্বসংস্কার অর্থাৎ জন্মান্তরীণ সংস্কার বা গুরুকৃপা। পূর্বসংস্কার স্বীকার করিয়া রামমোহন জন্মান্তরও স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন, তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পর সূত্রে দূর করিতেছেন।

জন্মাদস্য যতঃ ॥ ১।১।২ ॥

এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য থাকিলে কারণ থাকে, কার্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয়; তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায় ॥ ১।১।২ ॥

টীকা—যাহা ত্রিকালে অবাধিত, তাহাই সত্য। যাহা অতীত বা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, কোন কালেই বাধিত বা বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত বা রূপান্তরিত হয় না, তাহাই সত্য। এই প্রকার যে বস্তু, তার আদি বা অন্ত থাকিতে পারে না, অর্থাৎ তাহা অনন্ত অর্থাৎ সত্যই অনন্ত। এই জন্যই রামমোহন অনন্ত শব্দটী ব্যবহার করেন নাই।

সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থ, যিনি সব কিছুর জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা, অর্থাৎ সব কিছু হইতে তিনি পৃথক্ ; কিন্তু যাহা সত্য, অনন্ত, তাহাতে অন্য কিছুই নাই ; সুতরাং সত্য, অনন্ত জ্ঞানের কর্তা হইতে পারে না ; অর্থাৎ সত্য, অনন্ত জ্ঞানস্বরূপই।

সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম, দরজাতে সাপ পড়িয়া আছে ; ভয়ে চীৎকার করিলাম ; ভৃত্য আলো লইয়া আসিল ; তখন দেখিলাম দরজাতে রজ্জু পড়িয়া আছে। সুতরাং রজ্জুই সত্য, সর্প প্রতীতিমাত্র, অর্থাৎ অসৎ। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের নিরূপণ করা হয় ; বলা হয়, ব্রহ্ম হইতেই জগৎ-এর উৎপত্তি, ব্রহ্মেই জগৎ-এর স্থিতি এবং ব্রহ্মেই জগৎ-এর লয়। কিন্তু জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সর্পের মত প্রতীতি বা ভ্রম মাত্র ; ব্রহ্মই সত্য ; ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণও ভ্রমমাত্র। ইহাই রামমোহনের সিদ্ধান্ত। তাই তিনি দ্বিতীয় সূত্রে রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি, অতএব ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ১।১।৩ ॥

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ, সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ॥১।১।৩॥

বেদ ব্রহ্মকে কহেন এবং কর্মকেও কহেন তবে সমুদায় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কিরূপ হইতে পারেন এই সন্দেহ দূর করিতেছেন।

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ১।১।৪ ॥

ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ; সকল বেদের তাৎপর্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্মকাণ্ডীয় শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধি হয়, পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে ॥১।১।৪॥

বেদে কহেন সৎ সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন অতএব সৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির জ্ঞান কেন না হয় এই সন্দেহ দূর করিতেছেন।

ঈক্ষতের্নাশব্দং ॥ ১।১।৫ ॥

স্বভাব জগৎ-কারণ না হয়, যেহেতু শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎকর্তৃত্ব কহেন নাই ; সৎ শব্দ যে বেদে কহিয়াছেন, তাহার নিত্য ধর্ম চৈতন্য। কিন্তু স্বভাবের চৈতন্য নাই, যেহেতু ঈক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সংকল্প করা চৈতন্যের অপেক্ষা রাখে ; সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম হয়, প্রকৃতি প্রভৃতির ধর্ম নহে ॥১।১। ॥

টীকা—ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ-রহিত সৎস্বরূপই ছিলেন। সুতরাং সৎস্বরূপই জগৎ-কারণ। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, প্রকৃতিই জগৎকারণ ; সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি ; এই তিন গুণ সর্বদাই আবর্তিত বিবর্তিত মিশ্রিত হইতেছে। তখন ইহার নাম হয় প্রধান, স্বভাব ইত্যাদি। এই সকলই জড়।

৫ হইতে ১১ সূত্র পর্যন্ত প্রকৃতিকারণবাদের খণ্ডন।

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ১।১।৬ ॥

যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণ রূপে কহিতেছেন সেইরূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এমত নহে। যেহেতু এই শ্রুতির পরে পরে সকল শ্রুতিতে আত্ম শব্দ চৈতন্যবাচক হয় এমত দেখিতেছি ; অতএব এই স্থানে ঈক্ষণকর্তা কেবল চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হয়েন ॥১ ১ ৬॥

আত্মা শব্দ নানার্থবাচী অতএব এখানে আত্মা শব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এমত নহে।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ১।১।৭ ॥

যেহেতু আত্মনিষ্ঠব্যক্তির মোক্ষফল হয় এইরূপ উপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে। যদি আত্মশব্দ দ্বারা এখানে

জড়রূপা প্রকৃতি অভিপ্রায় করহ, তবে শ্বেতকেতুর চৈতন্যনিষ্ঠতা না হইয়া জড়নিষ্ঠতা দোষ উপস্থিত হয় ॥১।১।৭॥

লোক বৃক্ষ-শাখাতে কখন আকাশস্থ চন্দ্রকে দেখায়। সেইরূপ সৎ শব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এমত না হয়।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ১।১।৮ ॥

যেহেতু শাখা দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দ্র দেখায়, সে ব্যক্তি কখন শাখাকে হেয় করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখায়, কিন্তু সৎ শব্দেতে কোন মতে হেয়ত্ব করিয়া বেদেতে কখন নাই। সূত্রে যে শব্দ আছে তাহার দ্বারা অভিপ্রায় এই যে, একের অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞানের দ্বারা অন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ॥১।১।৮॥

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ১।১।৯ ॥

এবং আত্মাতে জীবের অপ্যয় অর্থাৎ লয় হওয়া বেদে শুনা যাইতেছে, প্রকৃতিতে লয়ের শ্রুতি নাই ॥১।১।৯॥

গতিসামান্যাৎ ॥ ১।১।১০ ॥

এইরূপ বেদেতে সমভাবে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার জগৎকারণত্ব বোধ হইতেছে ॥১।১।১০॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১।১।১১ ॥

সর্বজ্ঞের জগৎকারণত্ব সর্বত্র শ্রুত হইতেছে। অতএব জড়স্বরূপ স্বভাব জগৎকারণ না হয় ॥ ১।১।১১ ॥

আনন্দময় জীব এমত শ্রুতিতে আছে অতএব জীব সাক্ষাৎ আনন্দময় হয় এমত নহে।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১২ ॥

ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময়, যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় কহিতেছেন। যদি কহ শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দ শব্দে কহিতেছেন আনন্দময় শব্দের কথন পুনঃ পুনঃ নাই। তাহার

উত্তর এই, যেমন জ্যোতিষের দ্বারা যাগ করিবেক যেখানে বেদে কহিয়াছেন সেখানে তাৎপর্য জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা যাগ করিবেক, সেইরূপ আনন্দ শব্দ আনন্দময় বাচক। তবে আনন্দময় ব্রহ্মলোকে জীব রূপে শরীরে প্রতীতি পান, সে কেবল উপাধি দ্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্মে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন সূর্য জলাধারস্থিত হইয়া অধস্থ এবং কম্পান্বিত হইতেছেন। বস্তুত সেই জলাধার উপাধির ভগ্ন হইলে সূর্যের অধস্থিতি এবং কম্পাদির অনুভব আর থাকে নাই। সেইরূপ জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন এবং উপাধি জন্য সুখ-দুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই ॥ ১।১।১২ ॥

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১।১।১৩ ॥

আনন্দ শব্দের পর বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয়। এই হেতু আনন্দময় শব্দ বিকারীকে কয়, অতএব যে বিকারী, সে আনন্দময় ঈশ্বর হইতে পারে নাই এই মত সন্দেহ করিতে পার না। যেহেতু যেমন ময়ট প্রত্যয় বিকারার্থে হয় সেইরূপ প্রচুর অর্থেও ময়ট প্রত্যয় হয়, এখানে আনন্দের প্রচুরত্ব অভিপ্রায় হয়, বিকার অভিপ্রায় নয় ॥ ১।১।১৩ ॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৪ ॥

আনন্দের হেতু ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ ব্যপদেশ অর্থাৎ কথন আছে, অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়। যদি কহ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া জীব হয়েন তবে জীব আনন্দের হেতু কেন না হয়। তাহার উত্তর এই যে নির্ম্মল জল হইতে যে কার্য হয় তাহা জলবৎ দুগ্ধ হইতে হইবেক নাই ॥ ১।১।১৪ ॥

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১।১।১৫ ॥

মন্ত্রে যিনি উক্ত হয়েন তিহোঁ মান্ত্রবর্ণিক, সেই মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম তাঁহাকে শ্রুতিতে আনন্দময় রূপে গান করেন ॥ ১।১।১৫ ॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১.১.১৬ ॥

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ না হয় যেহেতু জগৎ সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই ॥ ১।১।১৬ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৭ ॥

জীব আনন্দময় না হয় যেহেতু জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি ॥ ১।১।১৭ ॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

অনুমান শব্দের দ্বারা প্রধান বুঝায়। প্রধানের অর্থাৎ স্বভাবের আনন্দময় রূপে স্বীকার করা যায় নাই। যেহেতু কাম শব্দ বেদে দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব সৃষ্টির কামনা ঈশ্বরের হয়, প্রধান জড় স্বরূপ তাহাতে কামনার সম্ভাবনা নাই ॥ ১।১।১৮ ॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১।১।১৯ ॥

অস্মিন অর্থাৎ ব্রহ্মেতে অস্য অর্থাৎ জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র হওয়া বেদে কহেন অতএব ব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১।১।১৯ ॥

টীকা—১২ হইতে ১৯ সূত্র—আনন্দময় ও আনন্দ-এর তত্ত্বনিরূপণ।

সূর্যের অন্তবর্তী দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব হয় এমত নহে।

অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ ॥ ১।১।২০ ॥

অন্তঃ অর্থাৎ সূর্যান্তর্বর্তী রূপে ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয়, যেহেতু ব্রহ্ম ধর্মের কথন সূর্যান্তবর্তী দেবতাতে আছে অর্থাৎ বেদে কহেন সূর্যান্তর্বর্তী ঋগ্বেদ হয়েন এবং সাম হয়েন উকথ হয়েন যজুর্বেদ হয়েন ; এইরূপে সর্বত্র হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম হয় জীবের ধর্ম নয় ॥ ১।১।২০ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ১।১।২১ ॥

সূর্যান্তবর্তী পুরুষ সূর্য হইতে অন্য হয়েন যেহেতু সূর্যের এবং সূর্যান্তবর্তীর ভেদ কথন বেদে আছে ॥ ১।১।২১ ॥

টীকা—২০ হইতে ২১ সূত্র—সূর্যের অন্তবর্তী পুরুষ ব্রহ্মই।

এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন, এ আকাশ শব্দ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য হয় এমত নহে।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ১।১।২২ ॥

লোকের গতি আকাশ যেখানে বেদে কহেন, সে আকাশ শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন; যেহেতু বেদে আকাশকে ব্রহ্ম রূপে কহিয়াছেন, যে আকাশ হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছেন। সকল ভূতকে উৎপন্ন করা ব্রহ্মের কার্য হয়, ভূতাকাশের কার্য নয় ॥ ১।১।২২ ॥

বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।

অতএব প্রাণঃ ॥ ১।১।২৩ ॥

বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ হইতে সকল বিশ্ব হয়েন, এই প্রমাণে প্রাণ শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য হয়েন বায়ু তাৎপর্য নয়, যেহেতু বায়ুর সৃষ্টিকর্তৃত্ব নাই ॥ ১।১।২৩ ॥

বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের উপর কহিয়াছেন, সে জ্যোতিঃ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত এমত নহে।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ১।১।২৪ ॥

জ্যোতিঃ শব্দে এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন, যেহেতু বিশ্বসংসারকে জ্যোতিঃ ব্রহ্মের পাদ রূপ করিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে। সামান্য জ্যোতির পাদ বিশ্ব হইতে পারে না ॥ ১।১।২৪ ॥

টীকা—২২ হইতে ২৪ সূত্র—ছান্দোগ্য ১ ৯।১ মন্ত্রে আছে "অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি"। এই আকাশ ব্রহ্মই। ছান্দোগ্য ১।১১।৫ মন্ত্রে আছে "কতমা সাদেবতা ইতি প্রাণ ইতি"। এই প্রাণ ব্রহ্মই। ছান্দোগ্য ৩।১৩।৭ মন্ত্রে আছে "এই দ্যুলোকের উপরে যে জ্যোতিঃ দীপ্যমান, যাহা সকল লোকেরও উপরে, অনুত্তম ও উত্তম লোকসমূহে দীপ্যমান, পুরুষের

মধ্যস্থও সেই জ্যোতিঃ ; তাহাকে দৃষ্ট ও শ্রুত বলিয়া উপাসনা করিবে"। এই জ্যোতিঃও ব্রহ্মই।

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা
চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনং ॥ ১।১।২৫ ॥

বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে, যেহেতু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের চিত্ত অর্পণের জন্যে কথন আছে এইরূপ অর্থ বেদে দৃষ্ট হইল ॥ ১।১।২৫ ॥

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ১।১।২৬ ॥

এবং অর্থাৎ এইরূপ গায়ত্রী বাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রায় হয়েন, যেহেতু ভূত পৃথিবী শরীর হৃদয় এ সকল ঐ গায়ত্রীর পাদ রূপে বেদে কথন আছে। অক্ষর-সমূহ গায়ত্রীর এ সকল বস্তু পাদ হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রহ্মের পাদ হয় অতএব ব্রহ্মই এখানে অভিপ্রেত ॥ ১।১।২৬ ॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ১।১।২৭ ॥

এক উপদেশেতে ব্রহ্মের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায়, অতএব এই উপদেশভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয় এমত নহে। যদ্যপিও আধারে ও অবধিতে ভেদ হয় কিন্তু উভয় স্থলে উপরে স্থিতি উভয় পাদের কথন আছে অতএব অবিরোধেতে দুইয়ের ঐক্য হইল। ব্রহ্মকে যখন বিরাটরূপে স্থূল জগৎ স্বরূপ করিয়া বর্ণন করেন তখন জগতের এক এক দেশকে ব্রহ্মের হস্ত পাদাদি করিয়া কহেন; বস্তুত তাঁহার হস্ত পাদ আছে এমত তাৎপর্য না হয় ॥ ১।১।২৭ ॥

টীকা—২৫ হইতে ২৭ সূত্র—ছান্দোগ্যে ৩।১২।১ মন্ত্রে আছে "গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিংচ"। এই যে স্থাবর জঙ্গম প্রাণিসকল, এই সবই গায়ত্রী। গায়ত্রী একটী ছন্দের নাম। কিন্তু সর্বব্যাপক এই গায়ত্রী ব্রহ্মকেই লক্ষিত করে।

আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা হই ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রাণ-বায়ু উপাস্য হয় কিম্বা জীব উপাস্য এমত নহে।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ১।১।২৮ ॥

প্রাণ শব্দের এখানে ব্রহ্ম কথনের অনুগম অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে, অতএব প্রাণ শব্দ এস্থলে ব্রহ্মবাচক, কারণ এই যে সেই প্রাণকে পরশ্রুতিতে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ১।১।২৮ ॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ১।১।২৯ ॥

ইন্দ্র আপনার উপাসনার উপদেশ করেন অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রাণ উপাস্য হয় এমত নহে; যেহেতু এই প্রাণ বাক্যে বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ তুমি, প্রাণ সকল ভূত এইরূপ অধ্যাত্মসম্বন্ধের বাহুল্য আছে। বস্তুত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্যজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাভিমানী হইয়া ইন্দ্র আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন ॥ ১।১।২৯ ॥

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ ॥ ১।১।৩০ ॥

আমার উপাসনা করহ এই বাক্য আমি ব্রহ্ম হই এমত শাস্ত্র-দৃষ্টিতে ইন্দ্র কহিয়াছেন; স্বতন্ত্ররূপে আপনাকে উপাস্য করিয়া কহেন নাই; যেমত বামদেব আপনাকে ব্রহ্মাভিমান করিয়া আমি মনু হইয়াছি এইমত বাক্যসকল কহিয়াছেন ॥ ১।১।৩০ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহতদ্যোগাৎ ॥ ১।১।৩১ ॥

জীব আর মুখ্য প্রাণের পৃথক কথন বেদে দেখিতেছি, অতএব প্রাণ শব্দ এখানে ব্রহ্মপর না হয় এমত নয়। উভয় শব্দ ব্রহ্ম প্রতি-পাদক এস্থলে হয়, যেহেতু ঐরূপ জীব আর মুখ্য প্রাণ এবং ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা হইলে তিন প্রকার উপাসনার আপত্তি উপস্থিত

হয়। তিন প্রকার উপাসনা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইলে এমত কহিতে পারিবে নাই, যেহেতু জীব আর মুখ্য প্রাণ এই দুই অধ্যাস রূপে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়েন আর সেই ব্রহ্মের ধর্মের সংযোগ রাখেন, যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প পৃথক উপলব্ধি হইয়াও রজ্জুর আশ্রিত হয়, আর রজ্জুর ধর্মও রাখে অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে সর্পের উপলব্ধি থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞান হওয়া অধ্যাস কহেন ॥ ১।১।৩১ ॥

টীকা—২৮ হইতে ৩১ সূত্র—কৌষীতকি উপনিষদে ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিলেন "আমিই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা।" এই বাক্যে ইন্দ্র ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়াই উপদেশ দিয়াছিলেন। বামদেব ঋষিও এই ঐক্যবোধ করিয়াই বলিয়াছিলেন "আমিই মনু হইয়াছিলাম"। আচার্যেরা ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়াই "আমি" বলিয়া উপদেশ করেন। এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত "অমৃতত্ব" নাম গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।

দ্বিতীয় পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক। এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এমত নয়।

সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১।২।১ ॥

সর্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন। যদি কহ মনোময়ত্ব জীব বিনা ব্রহ্মের বিশেষণ কিরূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অতএব সমুদায় বিশেষণ ব্রহ্মের সম্ভব হয় ॥ ১।২।১ ॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ১।২।২ ॥

যে শ্রুতি মনোময় বিশেষণ কহিয়াছেন সেই শ্রুতিতে সত্যসঙ্কল্পাদি বিশেষণ দিয়াছেন, এসকল সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ ব্রহ্মতেই সিদ্ধ আছে ॥ ১।২।২ ॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ১।২।৩ ॥

শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যেহেতু সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই ॥ ১।২।৩ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।২।৪ ॥

বেদে কহেন মৃত্যুর পরে মনোময় আত্মাকে জীব পাইবেক, এ শ্রুতিতে প্রাপ্তির কর্মরূপে ব্রহ্মকে আর প্রাপ্তির কর্তারূপে জীবকে কথন আছে, অতএব কর্মের আর কর্তার ভেদ দ্বারা মনোময় শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় ॥ ১।২।৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥ ১।২।৫ ॥

বেদে হিরণ্ময় পুরুষরূপে ব্রহ্মকে কহিয়াছেন জীবকে কহেন নাই, অতএব এই সকল শব্দ সর্বময় ব্রহ্মের বিশেষণ হয়, জীবের বিশেষণ হইতে পারে নাই ॥ ১।২।৫ ॥

টীকা—১ম হইতে ৫ম সূত্র—মনোময় প্রভৃতি শব্দ ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩য় অধ্যায় ১৪শ খণ্ডে শাণ্ডিল্য বিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই বিদ্যার বর্ণনা এই :—

সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত। অথখলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত।

"ব্যাকৃত নামরূপাত্মক দৃশ্যমান সকল পদার্থ ব্রহ্মই; সেই ব্রহ্ম তজ্জলান্ অর্থাৎ পদার্থসমূহ তাহা হইতেই জাত, তাহাতেই লীন হয় এবং তাহা দ্বারাই প্রাণন ক্রিয়া করে; সুতরাং শান্ত হইয়া, পরে উল্লিখিত মনোময় প্রভৃতি গুণের আরোপ করিয়া, ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। যেহেতু পুরুষমাত্রই ক্রতুময়, সেইহেতু, এইলোকে পুরুষ যেরূপ ক্রতুমান হয়, এই লোক হইতে

প্রয়াণ করিয়া সেইরূপই হয়। সুতরাং পুরুষ ক্রতু করিবে, অর্থাৎ উপাসনা করিবে।"

গুরুর, শাস্ত্রের বা আচার্যের কোন উপদেশ শুনিলে, মননের ফলে, সুনিশ্চিত প্রত্যয় পুরুষের জন্মে যে এই উপদেশ সত্য। এই সুনিশ্চিত প্রত্যয়ই ক্রতু। সব পদার্থই ব্রহ্ম, এই উপদেশ যার অন্তরে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে পরিণত হয়, তিনি ব্রহ্মক্রতু; আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে, সেই পুরুষ এই ক্রতু অর্থাৎ ব্রহ্মবোধ লইয়াই হয়তো পুনরায় জন্মিবেন; সেই জন্মে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবেন, ব্রহ্মস্বরূপ হইবেন, ইহাই তাৎপর্য। ক্রতু করিবে, এই বাক্যাংশের ভাষ্যকার কৃত অর্থ গুণারোপ-পূর্বক উপাসনা করিবে; ভাষ্যের রত্নপ্রভা টীকা বলিয়াছেন ধ্যান করিয়া উপাসনা ও ধ্যান এখানে একার্থক।

এখানে বিচার্য, 'সর্ব্বম্ ইদং ব্রহ্ম' এই বাক্যের অর্থ কি? তিনটী পদেই প্রথমা বিভক্তি, সুতরাং তিনটীই সমানাধিকরণ। প্রথম দুইটী পদ বিশেষণ, ব্রহ্ম পদটী বিশেষ্য। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্, "লাল সুগন্ধি গোলাপ" এই বাক্যে লাল ও সুগন্ধি পদ দুইটী বিশেষণ, গোলাপ পদটী বিশেষ্য; অর্থাৎ গোলাপ একই কালে একই স্থানে লালও বটে, সুগন্ধিও বটে। 'সর্ব্বম্ ইদং ব্রহ্ম' এইবাক্যেও একই বিভক্তি আছে; সুতরাং সর্ব্বং ব্রহ্ম এবং ইদং ব্রহ্ম, এই দুইই সত্য হইতে পারে কি? সর্ব্বম্ এবং ইদম্ এর মধ্যে অন্তর্নিহিত বাধ (inherent contradiction) আছে; অথচ সামান্যাধিকরণও আছে; সুতরাং আচার্যেরা বলিয়াছেন যে, সর্ব্বম্ ইদং ব্রহ্ম এই স্থলে বাধসামান্যাধিকরণ, অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মই যথার্থ, ইদং ব্রহ্ম হইতে পারে না।

এই আলোচনার প্রয়োজন এই,—ইদং ব্রহ্মও সত্য মনে করিয়া ভক্তিমান কোন কোন আধুনিক আচার্য কোন বিশিষ্ট দেবতা বা গুরুই ব্রহ্ম, এই শিক্ষা দেন। এই প্রকার ধারণার প্রতিষেধের জন্যই স্বয়ং বেদব্যাস এতগুলি সূত্র করিয়া জানাইয়াছেন এ সূত্রগুলিতে সগুণ ঈশ্বরই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, জীববিশেষ নহে।

যে সকল গুণ আরোপিত করিয়া উপাসনা করিতে হইবে, সেইগুলি বলা হইতেছে—মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ, সর্ব্বমিদম্ অভ্যাত্তঃ, অবাকী, অনাদরঃ।

তিনি মনোময়; মনই তাহার উপাধি; মনের অধীনে মানুষ ব্যাপারে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয়; প্রাণই জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অবলম্বন; এই প্রাণই যেন তার শরীর; চৈতন্যের দীপ্তিই তাহার রূপ; তাহার সঙ্কল্প অমোঘ;

তিনি আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী ও সূক্ষ্ম ; সমগ্র জগৎ তাহারই কর্ম, সুতরাং তিনি সর্বকর্মা ; ধর্মের অবিরুদ্ধ যত কাম, তিনিই সেই সব ; তিনি সর্বাত্মক, তাই সকল শুভ গন্ধ, রস তিনিই, কিন্তু অশুভ গন্ধ বা রস পাপদিগ্ধ সুতরাং তিনি নহেন ; এই সবই তিনি অধিকার করিয়া, ব্যাপ্ত করিয়া আছেন তাই অভ্যাত্ত ; বাক্ শব্দের অর্থ বাগিন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয় তাহার নাই, তাই তিনি অবাকী ; ইহা দ্বারা আরো বোঝানো হইতেছে যে কোনও ইন্দ্রিয়ই তাহার নাই। আদর শব্দের অর্থ সম্ভ্রম ; অর্থাৎ যার নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করি, তার প্রতি যে প্রকার আচরণ করি, তাহাই আদর। ব্রহ্মের কোন প্রত্যাশা থাকিতে পারে না, তাই ব্রহ্ম অনাদর। লৌকিক অর্থে আদর শব্দ ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহারও বোঝায়, সেই অর্থ গ্রহণ করিলে এই বুঝায় যে ব্রহ্ম কারো প্রতি ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারেন না।

ব্রহ্মের আয়তন আছে কি ? তিনি কি অনুপরিমাণ ? তাহাই বুঝাইবার জন্য শ্রুতি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে অনীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ।" হৃদয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত গুণসকলবিশিষ্ট এই যে আমার আত্মা, ইনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাকধান্য, শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ; হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই পৃথিবী হইতে, অন্তরিক্ষ হইতে, দ্যুলোক হইতে বিশালতর। অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত হইলেও এই আত্মা সর্বব্যাপী। সুতরাং এই আত্মা কোন দেববিশেষ বা জীববিশেষ হইতে পারেন না। অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে স্থিত এই আত্মা প্রত্যগাত্মাই, উভয়ে অভিন্ন।

সগুণবিদ্যার উপসংহার করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বকর্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদম্ অভ্যাত্তোবাক্যনাদরঃ এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্ম এতম্ ইতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মি ইতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।"

'সর্বকর্মা সর্বকাম সর্বগন্ধ সর্বরস, সব কিছুই ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান, ইন্দ্রিয়বর্জিত আদররহিত, হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত আমার এই যে আত্মা, ইনি ব্রহ্মই ; এই দেহ ত্যাগ করিয়া ইহাকে আমি প্রাপ্ত হইব, এই নিশ্চয়বোধ যার আছে, এবং এ বিষয়ে যার কোন প্রকার সংশয় নাই, তিনি ইহাকে পাইবেন, ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছিলেন।'

এখানে বক্তব্য এই—(ক) সর্বকর্মা ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি দ্বারা শ্রুতি এই কথাই বলিয়াছেন যে মনোময়ত্বাদি গুণের দ্বারা যাহাকে লক্ষিত করা হইয়াছে সেই ঈশ্বরকেই ধ্যান করিতে হইবে কিন্তু গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের ধ্যান করা নহে। কারণ গুণবিশিষ্টের ধ্যানে গুণের ধ্যানও প্রয়োজন হয়; তাহাতে বস্তুর ও গুণের পৃথক প্রত্যয়ের ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু ধ্যান এক প্রত্যয়েরই হয়, দুই ভিন্ন প্রত্যয়ের ধ্যান এককালে হইতে পারে না।

(খ) 'এষ ম আত্মা' এই বাক্যে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে তিনি প্রত্যগাত্মা নহেন, সাধকের নিজের আত্মা।

(গ) ইতঃ প্রেত্য—এই দেহ ত্যাগ করিয়া সগুণোপাসক ঈশ্বর প্রাপ্ত হন। ভাগ্যবান সাধকের ঈশ্বরসাক্ষাৎকার প্রতিদিনই হইতে পারে; কিন্তু উপাধিসংযোগবশতঃ তাহা বাধিত হয়। ঈশ্বরের চরম সাক্ষাৎকার দেহত্যাগের পরে হয়। এজন্যই ইতঃপ্রেত্য একথা বলা হইয়াছে।

(ঘ) সগুণোপাসকদের নানা প্রকার ঐশ্বর্য প্রকাশ হয়। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা ভবতি, শতধা ভবতি; একদেহে প্রকাশ পান, তিন দেহে, বা পাঁচদেহে বা শতদেহে প্রকাশ পান। ছান্দোগ্য-শ্রুতি ৮।১২।৩ আরো বলিয়াছেন মুক্ত পুরুষ (সম্প্রসাদ) ভোজন করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, আমোদ প্রমোদ করিয়া (ভক্ষণ্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ) পরিভ্রমণ করেন। মুক্ত পুরুষ যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তবে তার সংকল্পের প্রভাবে পিতৃগণ উত্থিত হন (স যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি)।

এই সকল ঐশ্বর্য সগুণোপাসকদেরই লাভ হয়। (সগুণাবস্থায়াম্‌ ঐশ্বর্যং সগুণবিদ্যাফলভাবেন উপতিষ্ঠতে—ব্রহ্মসূত্র (৪।৪।১১)। নিরুপাধিক নির্গুণ আত্মার সাধনা যাহারা করেন, তাহাদের কি হয়? বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন "যেখানে, যেন দ্বৈত আছে মনে হয়, সেখানে এক জন অপরকে দেখে, একজন অপরকে অভিবাদন করে; যেখানে সাধকের নিকট সব কিছুই আত্মাই হইয়া যায়, সেখানে তিনি কিসের দ্বারা কাহাকে দেখেন, কিসের দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিতে পারেন? অর্থাৎ পারেন না (যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তত্র ইতরঃ ইতরম্‌ অভিবদতি; যত্রতু অস্য সর্বম্‌ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কমভিবদেৎ)। অর্থাৎ নির্গুণ সাধকের আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, ঐশ্বর্য তো নাইই। যেখানে আত্মা ভিন্ন সত্তাই নাই,

সেখানে অন্য বস্তুর সত্তাও নাই। সূত্রগুলির রামমোহনকৃত ভাষ্য মূল গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

৫ম সূত্র—হিরণ্ময়ঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৬৩।২ মন্ত্রে আছে "যথা ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা এবম্ অয়ম্ অন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ" অর্থাৎ অন্তরাত্মাই সুবর্ণের মত উজ্জ্বল। সুতরাং তিনি জীব নহেন, ব্রহ্মই।

স্মৃতেশ্চ ॥ ১।২।৬ ॥

গীতাদি স্মৃতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন অতএব জীব উপাস্য না হয় ॥ ১।২।৬ ॥

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন
নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ১।২।৭ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্ম হৃদয়ে থাকেন আর কহেন ব্রহ্ম ব্রীহি ও যব হইতেও ক্ষুদ্র হয়েন, অতএব অল্পস্থানে যাহার বাস এবং যে এ পর্যন্ত ক্ষুদ্র হয়, সে ঈশ্বর না হয় এমত নহে; এ সকল শ্রুতি দুর্বলাধিকারী ব্যক্তির উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মকে হৃদয়-দেশে ক্ষুদ্রস্বরূপে বর্ণন, যেমন সূচের ছিদ্রকে সূত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আকাশ শব্দে লোকে কহে ॥ ১।২।৭ ॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ১।২।৮ ॥

জীবের ন্যায় ঈশ্বরের সম্ভোগের প্রাপ্তি আছে এমত নয়, যেহেতু চিৎ শক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে আছে জীবে নাই ॥ ১।২।৮ ॥

বেদে কোন স্থানে অগ্নিকে ভোক্তা রূপে বর্ণন করিয়াছেন, কোন স্থানে জীবকে ভোক্তা কহিয়াছেন, অতএব অগ্নি কিম্বা জীব ভোক্তা হয় ঈশ্বর জগৎ-ভোক্তা না হয়েন, এমত নয়।

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ১।২।৯ ॥

জগতের সংহারকর্তা ঈশ্বর হয়েন যেহেতু চরাচর অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের ভক্ষ্য হয় এমত বেদেতে দেখিতেছি; তথাহি ব্রহ্মের ঘৃতস্বরূপ ভক্ষ্য সামগ্রী মৃত্যু হয় ॥ ১।২।৯ ॥

প্রকরণাচ্চ ॥ ১।২।১০ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্মের জন্ম নাই মৃত্যু নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বর জগৎভোক্তা অর্থাৎ সংহারক হয়েন ॥ ১।২।১০ ॥

বেদে কহেন হৃদয়াকাশে দুই বস্তু প্রবেশ করেন কিন্তু পরমাত্মার পরিমিত স্থানে প্রবেশের সম্ভাবনা হইতে পারে নাই ; অতএব বেদে এই দুই শব্দ দ্বারা বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য হয় এমত নহে।

গুহাংপ্রবিষ্টাবাত্মানৌহি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১।২।১১ ॥

জীব আর পরমাত্মা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়েন যেহেতু এই দুইয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায় ; আর ঈশ্বরের হৃদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় এমত বেদে দেখিতেছি, আর সর্বময়ের সর্বত্র বাসে আশ্চর্য কি হয় ॥ ১।২।১১ ॥

বিশেষণাচ্চ ॥ ১।২।১২ ॥

বেদে ঈশ্বরকে গম্য জীবকে গন্তা বিশেষণের দ্বারা কহেন, অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীতি আছে ॥ ১।২।১২ ॥

বেদে কহিতেছেন ইহা অক্ষিগত হয়েন। এ শ্রুতি দ্বারা বুঝায় যে জীব চক্ষুগত হয় এমত নহে।

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১।২।১৩ ॥

অক্ষির মধ্যে ব্রহ্ম হয়েন, যেহেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ১।২।১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।২।১৪ ॥

চক্ষুস্থিত যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে তাঁহার সর্বগতত্ব থাকে নাই এমত নহে ; বেদে ব্রহ্মকে অক্ষিস্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মের চক্ষুস্থিতি বিশেষণের দ্বারা সর্বগতত্ব বিশেষণের হানি নাই। ॥ ১।২।১৪ ॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেবচ ॥ ১।২।১৫ ॥

ব্রহ্মকে সুখস্বরূপ বেদে কহেন অতএব সুখস্বরূপ ব্রহ্মের বেদেতে কথন দেখিতেছি ॥ ১।২।১৫ ॥

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১।২।১৬ ॥

বেদে কহেন যে উপনিষৎ শুনে এমত জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য বস্তু চক্ষুস্থিত পুরুষ হয়েন অতএব চক্ষুস্থিত শব্দের দ্বারা এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১।২।১৬ ॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১।২।১৭ ॥

অন্য উপাস্যের চক্ষুতে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই আর অমৃতাদি বিশেষণ অপরেতে সম্ভব হয় নাই ; অতএব এখানে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন, ইতর অর্থাৎ জীব প্রতিপাদ্য নহে ॥ ১।২।১৭ ॥

পৃথিবীতে থাকেন তেঁহো পৃথিবী হইতে ভিন্ন, এ শ্রুতিতে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন তাৎপর্য হয় এমত নহে।

অন্তর্য্যামীঅধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১।২।১৮ ।

বেদে অধিদৈবাদি বাক্যসকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি ধর্ম বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি আর অমৃতাদি ধর্ম কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১।২।১৮ ॥

টীকা—১৮ সূত্র :—অধিদৈবাদি—অধিদৈবত ও অধিভূত। উদ্দালক আরুণির প্রশ্নের উত্তরে (বৃহঃ উপঃ ৩।৭) যাজ্ঞবল্ক্য অধিদৈবত ও অধিভূত বস্তুসকলের মধ্যে অন্তর্যামীর অস্তিত্ব প্রদর্শন করেন। এই অন্তর্যামী, ব্রহ্মই। পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, তমঃ, তেজঃ এই সকল বস্তু অধিদৈবত অর্থাৎ দীপ্তিমান্। সর্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বচ, বুদ্ধি ও রেতঃ বা জননেন্দ্রিয়, এই সবই অধিভূত।

নচ স্মার্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১।২।১৯ ॥

সাংখ্য স্মৃতিতে উক্ত যে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সে অন্তর্যামী না হয়, যেহেতু প্রকৃতির ধর্মের অন্য ধর্মকে অন্তর্যামীর বিশেষণ করিয়া বেদে কহিতেছেন। তথাহি অন্তর্যামী অদৃষ্ট অথচ সকলকে দেখেন, অশ্রুত কিন্তু সকল শুনেন, এ সকল বিশেষণ ব্রহ্মের হয়, স্বভাবের না হয় ॥ ১।২।১৯ ॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ১।২।২০ ॥

শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্যামী না হয়, যেহেতু কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয়তে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামী স্বরূপ কহেন ॥ ১।২।২০ ॥

টীকা—২০ সূত্র—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, যজুর্বেদের দুই শাখার নাম।

বেদেতে ব্রহ্মকে অদৃশ্য বিশেষণেতে কহেন আর বেদে কহেন যে পণ্ডিতসকল বিশ্বের কারণকে দেখেন, অতএব অদৃশ্য ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ না হইয়া প্রধান অর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয় এমত নহে।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ১।২।২১ ॥

অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন, যেহেতু সেই প্রকরণের শ্রুতিতে সর্বজ্ঞাদি ব্রহ্মধর্মের কথন আছে। যদি কহ পণ্ডিতেরা অদৃশ্যকে কি মতে দেখেন তাহার উত্তর এই, জ্ঞানের দ্বারা দেখিতেছেন ॥ ১।২।২১ ॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চনেতরৌ ॥ ১।২।২২ ॥

বেদে ব্রহ্মকে অমূর্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা কহিয়াছেন, অতএব এই বিশেষণ আর জীব ও প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক, এমত দৃষ্টির দ্বারা জীব এবং প্রকৃতি বিশ্বের কারণ না হয়েন ॥ ১।২।২২ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ১।২।২৩ ॥

বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি, দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য,

এইমত রূপের আরোপ সর্বগত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জীবে কিম্বা স্বভাবে হইতে পারে নাই, অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ ॥ ১।২।২৩ ॥

টীকা—২১-২৩ সূত্র—পরমেশ্বরই ভূতযোনি (সমস্ত বস্তুর কারণ), কোন জীব বা প্রধান নহে।

বেদে কহেন বৈশ্বানরের উপাসনা করিলে সর্বফল প্রাপ্তি হয়, অতএব বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা জঠরাদি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে ॥

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ১।২।২৪ ॥

যদ্যপি আত্মা শব্দ সাধারণেতে জীবকে এবং ব্রহ্মকে বলে এবং বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্য অগ্নিকে বলে, কিন্তু ব্রহ্মধর্ম বিশেষণের দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য হয়েন; যেহেতু ঐ শ্রুতিতে স্বর্গকে বৈশ্বানরের মস্তক রূপে বর্ণন করিয়াছেন, এ ধর্ম ব্রহ্ম বিনা অপরের হইতে পারে নাই ॥ ১।২।২৪ ॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ১।২।২৫ ॥

স্মৃতিতে উক্ত যে অনুমান তাহার দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মা বাচক হয়, যেহেতু স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে অগ্নি ব্রহ্মের মুখ আর স্বর্গ ব্রহ্মের মস্তক হয় ॥ ১।২।২৫ ॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চনেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ১।২।২৬ ॥

পৃথক পৃথক শ্রুতি শব্দের দ্বারা এবং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং এ শ্রুতির দ্বারা বৈশ্বানর এখানে প্রতিপাদ্য, পরমাত্মা প্রতিপাদ্য নহেন, এমত নহে, যেহেতু উপাসনা নিমিত্ত এ সকল কাল্পনিক উপদেশ হয়, আর স্বর্গ এই সামান্য বৈশ্বানরের মস্তক হয় এমত বিশেষণ অসম্ভব এবং বাজসনেয়ীরা আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া গান করেন। অতএব বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্ম তাৎপর্য হয়েন ॥ ১।২।২৬ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ১।২।২৭ ॥

পূর্বোক্ত কারণসকলের দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ পঞ্চভূতের তৃতীয় ভূত তাৎপর্য নহে, পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত বৈশ্বানরাদি শব্দ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১।২।২৭ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১।২।২৮ ॥

বিশ্বসংসারের নর অর্থাৎ কর্তা বৈশ্বানর শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ আর অগ্র্য অর্থাৎ উত্তম জন্ম দেন অগ্নি শব্দের অর্থ ; এই দুই সাক্ষাৎ অর্থের দ্বারা বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হইলে অর্থবিরোধ হয় নাই, এমত জৈমিনিও কহিয়াছেন ॥ ১।২।২৮ ॥

যদি বৈশ্বানর এবং অগ্নি শব্দের দ্বারা পরমাত্মা তাৎপর্য হয়েন তবে সর্বব্যাপক পরমাত্মার প্রাদেশমাত্র হওয়া কিরূপে সম্ভব হয়।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ১।২।২৯ ॥

আশ্মরথ্য কহেন যে উপলব্ধি নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কহা অনুচিত নহে ॥ ১।২।২৯ ॥

অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ১।২।৩০ ॥

পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কহা অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যাননিমিত্ত বাদরি মুনি কহিয়াছেন ॥ ১।২।৩০ ॥

সংপত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ১।২।৩১ ॥

উপাসনার নিমিত্ত প্রাদেশমাত্র এরূপে পরমাত্মাকে কহা সুসিদ্ধ বটে জৈমিনি কহিয়াছেন এবং শ্রুতিও ইহা কহিয়াছেন ॥ ১।২।৩১ ॥

টীকা—সূত্র ২৪-৩১—এখানে বৈশ্বানর আত্মার আলোচনা করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায় ১১শ খণ্ড হইতে ১৮শ খণ্ড পর্যন্ত এই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনশাল প্রভৃতি পাঁচজন জিজ্ঞাসু আত্মা কি, ব্রহ্ম কি জানিবার জন্য উদ্দালকের নিকট যান। উদ্দালক

তাহাদিগকে নিয়া কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট যান, এবং উপদেশ প্রার্থনা করেন। রাজা তাহাদিগকে বৈশ্বানর আত্মার উপদেশ দেন। বৈশ্বানর আত্মার বর্ণনা এইপ্রকার :—সুতেজা অর্থাৎ দ্যুলোকই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, বিশ্বরূপ বা সূর্যই তার চক্ষু, বিভিন্ন প্রবাহে চলমান বায়ুই তার প্রাণ, আকাশই তার দেহমধ্য ভাগ, জলই তার মূত্রাশয়, পৃথিবীই তার প্রতিষ্ঠা বা চরণ। দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং পৃথিবীলোক—এই তিন ব্যাপিয়া বৈশ্বানর আত্মা বিদ্যমান। সুতরাং ত্রৈলোক্যাত্মাই বৈশ্বানর আত্মা। বৈশ্বানর শব্দের অর্থ জাগতিক অগ্নি এবং জঠরে অন্নজীর্ণকারী অগ্নি উভয়ই। আবার, অগ্নি শব্দের অর্থ অগ্রে নিয়ে যায় যে। বৈশ্বানর শব্দের অর্থ সব কিছুরই কর্তা। শ্রুতি বলিয়াছেন যিনি দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রদেশ পরিমাণ আত্মাকে প্রত্যগাত্মারূপে, "আমিই এই আত্মা" রূপে উপলব্ধি করিয়া উপাসনা করেন, তিনি চরাচরে সকল প্রাণীতে সকল আত্মাতে অন্নভক্ষণ করেন অর্থাৎ তিনি সর্বাত্মা হইয়া যান। (যস্ত এবং প্রাদেশমাত্রম্ অভিবিমানম্ আত্মানং বৈশ্বানরম্ উপাস্তে, স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষু আত্মসু অন্নম্ অত্তি)।

আমনন্তি চৈনমস্মিন॥ ১।২।৩২ ॥

পরমাত্মাকে বৈশ্বানর স্বরূপে শ্রুতিসকল স্পষ্ট কহিয়াছেন, তথাহি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন অতএব সর্বত্র পরমাত্মা উপাস্য হয়েন ॥ ১।২।৩২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

তৃতীয় পাদ

ওঁ তৎ সৎ ॥ বেদে কহেন যাহাতে স্বর্গ এবং পৃথিবী আছেন অতএব স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার স্থান, প্রকৃতি কিম্বা জীব হয় এমত নহে।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১।৩।১ ॥

স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার ব্রহ্মই হয়েন, যেহেতু ঐ শ্রুতি যাহাতে স্বর্গাদের আধাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, স্ব অর্থাৎ আত্মা শব্দ তাহাতে আছে ॥ ১।৩।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—৭ম সূত্র—পূর্ব পাদে ত্রৈলোক্যাত্মা বৈশ্বানর পরমাত্মাই, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। বৈশ্বানরের মস্তক দ্যুলোক বা স্বর্গ, দেহমধ্যভাগ অন্তরিক্ষ, পাদদ্বয় ভূলোক একথাও বলা হইয়াছে। এখন সন্দেহ এই—দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত এই যে বিরাট দেশ ভাগ, ইহার আধার কে! সূত্রের আয়তন শব্দটীর অর্থ, আধার, আশ্রয়, অধিষ্ঠান। মুণ্ডক (২।২।৫) মন্ত্রে আছে—

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ ওতং সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥

যাহাতে প্রাণসকলের সহিত দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ অধিষ্ঠিত, সেই একমাত্র আত্মাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর; ইনি অমৃতের সেতু।

এই মন্ত্র অনুসারে স্বর্গাদির অধিষ্ঠান পরমাত্মাকেই বুঝায়; কিন্তু বাক্যশেষে সেতু শব্দটী আছে; দুই পারবিশিষ্ট জলরাশির উপরে সেতু থাকে; সুতরাং সেতু শব্দ পারই বুঝায়; কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম অনন্ত, অপার। সুতরাং সন্দেহ হয় এখানে ব্রহ্মকে অধিষ্ঠান বলা হয় নাই, সসীম জড় প্রধানকে বলা হইয়াছে, সুতরাং সাংখ্যের প্রধানই স্বর্গাদির অধিষ্ঠান। অথবা বায়ুকেই অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে; কারণ বৃহদারণ্যকে আছে (৩।৭।২) বায়ুই সব কিছু বিধৃত করিয়া আছে। অথবা জীবই সকলের অধিষ্ঠান; কারণ এই প্রপঞ্চ ভোগ্য এবং জীবই একমাত্র ভোক্তা; জীব আছে বলিয়াই জগৎও আছে বলিয়া প্রতীতি হয়। সুতরাং প্রকৃতি, বায়ু, জীব এবং ব্রহ্ম, এর মধ্যে কে স্বর্গাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত জগতের আধার? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি স্পষ্টতঃ আত্মাকেই অধিষ্ঠান বলিয়াছেন, আত্মাই ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মই জগদাধার, জগদাশ্রয়, জগদধিষ্ঠান। সূত্রে যে স্ব শব্দ আছে, তাহা (আত্মানম্) একমাত্র আত্মাকেই বুঝাইতেছে, অন্য কাহাকেও নহে।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ১।৩।২ ॥

এবং মুক্তের প্রাপ্য ব্রহ্ম হয়েন এমত কথন ঐ সকল শ্রুতিতে আছে, তথাহি মর্ত্ত্য ব্যক্তি অমৃত হয় ব্রহ্মকে সে পায়, অতএব ব্রহ্মই স্বর্গাদের আধার হয়েন॥ ১।৩।২ ॥

টীকা—২য় সূত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে পাইয়া থাকেন। অথ

মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (বৃহঃ ৪।৪।৭)। মর্ত্য মানুষ অমৃত হন, এ লোকেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ১।৩।৩ ॥

অনুমান অর্থাৎ প্রকৃতি স্বর্গাদের আধার না হয় যেহেতু সর্বজ্ঞাদি শব্দ প্রকৃতির বিশেষণ হইতে পারে নাই ॥ ১।৩।৩ ॥

টীকা—৩য় সূত্র—ব্রহ্ম সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ; প্রকৃতি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ নহে।

প্রাণভৃচ্চ ॥ ১।৩।৪ ॥

প্রাণভৃৎ অর্থাৎ জীব স্বর্গাদের আধার না হয়, যেহেতু সর্বজ্ঞাদি বিশেষণ জীবেরো হইতে পারে নাই ॥ ১।৩।৪ ॥

অমৃতের সেতুরূপে আত্মাকে বেদসকল কহেন কিন্তু এখানে আত্মা শব্দ হইতে জীব প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।

টীকা—৪র্থ সূত্র—জীবও জগদধিষ্ঠান হইতে পারে না ; কারণ জীবও সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ নহে।

ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ১।৩।৫ ॥

জীব আর আত্মার ভেদ কথন আছে অতএব এখানে আত্মা শব্দ জীবপর নয় ; তথাহি সেই আত্মাকে জান ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে জ্ঞাতা আত্মাকে জ্ঞেয় রূপে কহিয়াছেন ॥ ১।৩।৫ ॥

টীকা—৫ম সূত্র—'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্', সেই একমাত্র আত্মাকেই জান ; এখানে স্পষ্টতঃ জীব আত্মা হইতে ভিন্ন।

প্রকরণাৎ ॥ ১।৩।৬ ॥

ব্রহ্ম প্রকরণের শ্রুতি আত্মাকে সেতুরূপে কহিয়াছেন অতএব প্রকরণ বলের দ্বারা জীব প্রতিপাদ্য হইতে পারে নাই ॥ ১।৩।৬ ॥

টীকা—৬ষ্ঠ সূত্র—এখানে রামমোহন প্রকরণ শব্দের অর্থ শঙ্কর হইতে ভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। আত্মাই অমৃতের সেতু ; কিন্তু তাহা কোন মতেই ইষ্টক প্রস্তর কাষ্ঠ বালুকা নির্মিত সেতু হইতে পারে না ; কাজেই সেতু শব্দের অর্থ "যেন সেতু" (সেতুরিব সেতুঃ) এই অর্থ ই করিতে হইবে।

পূর্বে আপত্তি হইয়াছে যে, সেতু শব্দ পার বুঝায়। শব্দটী যোগারূঢ় হইলে এই অর্থ হইতে পারিত ; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে ; কাজেই সেতু শব্দের যৌগিক অর্থ অর্থাৎ ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থ এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। সেতু প্রবহমান জলস্রোত ধারণ করিয়া রাখে ; সেই হেতু সেতু শব্দের অর্থ বিধরণ, বা বিধারক। শ্রুতিতে অন্যত্র এই অর্থের উল্লেখ আছে ; স সেতু র্বিধরণঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়। পুনরায়, অমৃতস্য সেতু বলিলে অর্থ হয় না ; কারণ এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি একমাত্র অভেদ অর্থে হইতে পারে ; তাহাতে, যাহা অমৃত তাহাই সেতু বা বিধরণ এই অর্থ হয়। কিন্তু ব্রহ্মই অমৃত, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য অমৃত নাই ; ব্রহ্ম ধরিয়া রাখা যায় না। কাজেই অমৃত শব্দের অর্থ অমৃতত্ব, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অমৃতস্য সেতুঃ বাক্যের অর্থ হয় অমৃতত্বের বিধরণ বা বিধারক। বাচস্পতি বলিয়াছেন "ধারণাদ্বামৃত্বস্য সাধনাদ্বাস্য সেতুতা।" অমৃতত্বের বিধরণ অর্থ, অমৃতত্বের সাধন ; অর্থাৎ ব্রহ্ম অমৃতত্বের সাধন ; ব্রহ্মই অমৃতত্বপ্রাপ্তি করান। এই জন্যই রত্নপ্রভা-টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন প্রাপক। ব্রহ্মই জীবকে অমৃতত্বপ্রাপ্তি করান ; সুতরাং জীব কোনমতেই স্বর্গাদির আধার হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য।

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ১।৩।৭ ॥

বেদে কহেন দুই পক্ষী এই শরীরে বাস করেন, এক ফলভোগী দ্বিতীয় সাক্ষী ; অতএব জীবের স্থিতি এবং ভোগ আছে, ব্রহ্মের ভোগ নাই ; অতএব জীব এখানে শ্রুতির প্রতিপাদ্য না হয় ॥ ১।৩।৭ ॥

টীকা—৭ম সূত্র—সুবিখ্যাত দ্বা সুপর্ণা মন্ত্রে বলা হইয়াছে, একটী পক্ষী অর্থাৎ জীব ফলভোগ করে, অপর পক্ষী পরমাত্মা, শুধু দর্শন করেন। সুতরাং জীব স্বর্গাদির আধার হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মই দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও পৃথিবীলোকের আধার, আশ্রয়, অধিষ্ঠান।

বেদে কহেন যে দিক হইতেও প্রাণ ভূমা অর্থাৎ বড় হয় অতএব ভূমা শব্দের প্রতিপাদ্য প্রাণ হয় এমত নহে।

ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ১।৩।৮ ॥

ভূমাশব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন, যেহেতু প্রাণ উপদেশের

শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই নিষ্পন্ন হয়েন এইমত উপদেশ আছে ॥ ১।৩।৮ ॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ১।৩।৯ ॥

ভূমা শব্দ ব্রহ্মবাচক, যেহেতু বেদেতে অমৃতত্ব যে ব্রহ্মের ধর্ম তাহাকে ভূমাতে প্রসিদ্ধরূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১।৩।৯ ॥

টীকা—৮-৯ম সূত্র—এই দুই সূত্রে ভূমাতত্ত্বই বিচারের বিষয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ সপ্তম অধ্যায়ে এই তত্ত্বের উপদেশ আছে।

নারদ ভগবান সনৎকুমারকে বলিলেন, তিনি সকল শাস্ত্র জানিয়াও আত্মবিৎ হইতে পারেন নাই; আত্মাকে না জানিলে শোকের অতীত হওয়া যায় না। তাই নারদ সনৎকুমারের নিকট আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। সনৎকুমার তাহাকে বলিলেন, যেহেতু তিনি যাহা জানিয়াছেন তাহা শুধু নাম, তিনি নামের উপাসনা করুন (নামোপাস্স্ব); নারদ তাহাই করিলেন। পরে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন নামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ভূয়ঃ) কি? সনৎকুমার বলিলেন বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ভূয়ঃ)। তুমি বাক্‌কে উপাসনা কর। এইরূপে সনৎকুমার নারদকে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রতীক সকল—মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা, প্রাণ-এর উপাসনা করাইয়া বলিলেন, প্রাণই এই সব। যিনি এই প্রাণতত্ত্ব জানিয়া, মনন করিয়া, নিশ্চয়জ্ঞান লাভ করেন, তিনি অতিবাদী অর্থাৎ চরমতত্ত্বজ্ঞ এবং সেই বিষয়ে বলিতে সমর্থ হন। নারদ বুঝিলেন, প্রাণই আত্মা; তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না, প্রাণের অপেক্ষা শ্রেষ্ট কি। নারদের ভ্রম দূর করিবার জন্য সনৎকুমার নিজেই বলিলেন, কিন্তু যিনি সত্যকে আশ্রয় করিয়া অতিবাদী হন, তিনিই প্রকৃত অতিবাদী। তখন নারদ বলিলেন, সত্যকে বিশেষভাবে জানিতে চাহেন। সনৎকুমার বলিলেন, পরমার্থ-সত্য বা বিজ্ঞান ব্যতীত সত্যকে জানা যায় না; এই ভাবে মনন ব্যতীত বিজ্ঞান হয় না, শ্রদ্ধা ব্যতীত মনন হয় না, নিষ্ঠা ব্যতীত শ্রদ্ধা হয় না, চিত্তের একাগ্রতাকরণ ভিন্ন নিষ্ঠা হয় না, সুখ ব্যতীত একাগ্রতা হয় না। নারদ জানিতে চাহিলেন সুখ কি; সনৎকুমার বলিলেন, ভূমাই সুখ। নারদ জানিতেন, সম্প্রসাদে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে সকল জ্ঞান বিলুপ্ত হয় কিন্তু প্রাণ তখনও জাগ্রৎ থাকে, কারণ প্রাণের কার্য তখনও চলিতে থাকে; তাই

নারদ প্রাণকেই পরমার্থ মনে করিয়াছিলেন। গুরু তাহাকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করাইয়া ভূমাতত্ত্বে উপনীত করিলেন।

ভূমা শব্দটী বহু শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। ছান্দোগ্যশ্রুতি (৭।২) বলিয়াছেন, বাগ্ বাব নাম্নো ভূয়সী, হে বৎস, নাম হইতে বাক্ উৎকৃষ্টতর। দুইটীর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ বুঝাইতে বহুশব্দের পরে ঈয়স্ প্রত্যয় যোগ করিয়া ভূয়স্ পদটী গঠিত ; ইহা পুংলিঙ্গে ভূয়ান্, স্ত্রীলিঙ্গে ভূয়সী এবং ক্লীবলিঙ্গে ভূয়ঃ হয়। দেশের যেমন বিশালতা, সংখ্যারও তেমনি বিপুলতা। সংখ্যা-বাচক বহু শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয়যোগে ভূমন্ (ভূমা) পদটী গঠিত। চক্ষু মেলিলে এই যে বিপুল সংখ্যক বস্তু দেখি, এ সকলের তত্ত্ব কি ? এসকল কোথা হইতে উৎপন্ন ? উত্তরে বলিতে হয়, এসকল আত্মা হইতেই উৎপন্ন। (বিপুলাত্মকঃ সর্ব্বকারণত্বাৎ পরমাত্মা এব ভূমা) বিপুলাত্মক এবং সকলের কারণ বলিয়া পরমাত্মাই ভূমা। এইভাবে সনৎকুমার নারদকে আত্মজ্ঞান দিয়াছিলেন। এই ভূমাই অমৃত (যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্) (ছান্দোগ্য ৭।২৪।১)

প্রণবোপাসনা প্রকরণে যে অক্ষর শব্দ বেদে কহিয়াছেন সেই অক্ষর বর্ণস্বরূপ হয় এমত নহে।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ॥ ১।৩।১০ ॥

অক্ষর শব্দে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন, যেহেতু বেদে কহেন আকাশ পর্যন্ত যাবৎ বস্তুর ধারণা অক্ষর করেন, অতএব ব্রহ্ম বিনা সর্ব বস্তুর ধারণা বর্ণস্বরূপ অক্ষরে সম্ভব হয় নাই॥ ১।৩।১০ ॥

টীকা—এখানে ধারণা শব্দের অর্থ ধৃতি, ধারণ।

সা চ প্রশাসনাৎ॥ ১।৩।১১ ॥

এইরূপ বিশ্বের ধারণা, ব্রহ্ম বিনা প্রকৃতি প্রভৃতির হইতে পারে নাই, যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে সেই অক্ষরের শাসনে সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি সকলে আছেন, অতএব এরূপ শাসন ব্রহ্ম বিনা অপরে সম্ভব নয়॥ ১।৩।১১ ॥

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ। ১।৩।১২ ॥

বেদেতে অক্ষরকে অদৃষ্ট এবং দ্রষ্টারূপে বর্ণন করেন, শাসন-কর্তাতে দৃষ্টি-সম্ভাবনা থাকিলে অন্য অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার জড়তা

ধর্মের সম্ভাবনা শাসন-কর্তাতে কিরূপে থাকিতে পারে; অতএব দ্রষ্টা এবং শাসন-কর্তা ব্রহ্ম হয়েন ॥ ১।৩।১২ ॥

টীকা—১০—১২ সূত্র। নিরুপাধি শুদ্ধ আত্মাই ক্ষরণরহিতস্বভাব হেতু অক্ষর বলিয়া আখ্যাত হন। পৃথিবী প্রভৃতি সকল বস্তু 'আকাশে এব তদ্ ওতং প্রোতং চ।' আকাশ কিসে ওতপ্রোত এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'এতস্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।' এইভাবে আকাশ প্রভৃতি সকল বস্তু অক্ষর কর্তৃক বিধৃত। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। অক্ষরের শাসন এই প্রকার অমোঘ। তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ (বৃহঃ ৩।৮।১১)। প্রধান অদৃষ্ট, কিন্তু দ্রষ্টা নহে; সুতরাং প্রধান অক্ষর হইতে পারে না। আবার, নান্যদ্ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদ্ অতোঽস্তি শ্রোতৃ; সুতরাং জীবও অক্ষর হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মই অক্ষর।

শ্রুতিতে কহেন ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনা করিবেক, আর উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির শ্রবণ আছে, অতএব ব্রহ্মা এখানে উপাস্য হয়েন এমত নহে।

ঈক্ষতিকর্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১।৩।১৩ ॥

ঐ শ্রুতির বাক্য শেষে কহিতেছেন যে উপাসক ব্রহ্মার পরাৎপরকে ইক্ষণ করেন, অতএব এখানে ব্রহ্মার পরাৎপরকে ইক্ষণ অর্থাৎ উপাসনা করা দ্বারা ব্রহ্মা প্রণব মন্ত্রে উপাস্য না হয়েন কিন্তু ব্রহ্মার পরাৎপর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন ॥ ১।৩।১৩ ॥

টীকা—সূত্র ১৩—প্রশ্নোপনিষদ (৫ ২,৫) বলিয়াছেন "এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চ অপরংচ ব্রহ্ম যদ্ ওঁকারঃ তস্মাদ্ বিদ্বান্ এতেনৈব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি"। হে সত্যকাম, ওঙ্কারই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম; সুতরাং বিদ্বান এই ওঙ্কার অবলম্বনে দুইয়ের এককে পাইতে চেষ্টা করিবে। ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভই অপর ব্রহ্ম। পুনরায় শ্রুতি বলিলেন "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত", যিনি ত্রিমাত্রবিশিষ্ট ওম্ এই অক্ষরের দ্বারা এই পর পুরুষকে ধ্যান করেন; পুনরায় শ্রুতি বলিলেন "স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরুষম্ ঈক্ষতে", যিনি এই জীবঘন হইতে

পরাৎপর পুরুষকে দেখেন"। জীবঘন শব্দের অর্থ ব্রহ্মার লোক অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের স্থান। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই—

(ক) কে উপাস্য ? (খ) যার ধ্যান করিতে হইবে সেই পর পুরুষ কে ? (গ) যাহাকে দর্শন করেন সেই পরাৎপর পুরুষ কে ?

উত্তরে বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্মেরই উপাসনা করিতে হইবে; কারণ ব্রহ্ম-শব্দ পরব্রহ্মকেই বুঝায়, ব্রহ্মাকে নহে; যার ধ্যান করিতে হইবে, সেই পরপুরুষ পরমাত্মাই; যার দর্শন করেন সেই পরাৎপর পুরুষও পরমাত্মাই। ওঙ্কারের দ্বারা ধ্যান করিতে করিতে সাধক অপরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং ব্রহ্মার লোক হইতে আরো সাধনার দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ যথার্থতঃ করেন। সুতরাং এখানে সাধকের ক্রমমুক্তির কথাই বলা হইয়াছে; নিরুপাধিক আত্মার সাধনা যাহারা করেন, তাহাদের সদ্যোমুক্তি হয়, ইহাই বিশেষ।

বিশাল দেশ আত্মাই, ইহা দ্যুভ্বাদি অধিকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে; বিপুল-সংখ্যক বস্তুসমূহও আত্মাই, ইহা ভূমাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; যাহা ক্ষুদ্র, তাহা কি ? শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহা ক্ষুদ্র, তাহাও আত্মাই। বেদব্যাস পরবর্তী পাঁচটী সূত্রে তাহাই নিরূপণ করিয়াছেন।

বেদে কহেন হৃদয়ে অল্পাকাশ আছেন অতএব অল্পাকাশ শব্দের দ্বারা পঞ্চভূতের মধ্যে যে আকাশ গণিত হইয়াছে সেই আকাশ এখানে প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।

দহরউত্তরেভ্যঃ ॥ ১।৩।১৪ ॥

ঐ শ্রুতির উত্তর বাক্যেতে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ আছে অতএব দহরাকাশ অর্থাৎ অল্পাকাশ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন॥ ১।৩।১৪ ॥

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ। ১।৩।১৫ ॥

গতি জীবের হয় আর ব্রহ্ম গম্য হয়েন এবং সৎ করিয়া বিশেষণ পদ বেদে এই স্থানে কহিতেছেন, অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মই হৃদয়াকাশ হয়েন ॥ ১।৩।১৫ ॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ। ১।৩।১৬।

বেদে কহেন সকল লোকের ধারণা ব্রহ্মেতে এবং ভূতের অধিপতি

রূপ মহিমা ব্রহ্মেতে, অতএব হৃদয়দহরাকাশ শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১।৩।১৬ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১।৩।১৭ ॥

হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা প্রসিদ্ধ হয় আকাশের উপাসনার প্রসিদ্ধি নহে, অতএব দহরাকাশ এখানে তাৎপর্য নহে ॥ ১।৩।১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১।৩।১৮ ॥

ইতর অর্থাৎ জীব তাহার উপলব্ধি দহরাকাশ শব্দের দ্বারা হইতেছে, অতএব জীব এখানে তাৎপর্য হয় এমত নহে ; যেহেতু প্রাপ্তা আর প্রাপ্য দুইয়ের এক হইবার সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ১।৩।১৮ ॥

টীকা—সূত্র ১৪-১৮—আকাশ অনন্ত প্রসারিত, তাই সময় সময় আকাশকে ব্রহ্ম আখ্যা দেওয়া হয়। জীবদেহে ব্রহ্ম প্রতিভাত হন, সেজন্য দেহকে ব্রহ্মপুর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দেহের অভ্যন্তরে হৃদয় নামক যন্ত্র আছে পুণ্ডরীকের সহিত তার আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে ; তাই তার নাম হৃদয়পুণ্ডরীক। হৃদয়কে উর্দ্ধাধঃ ছেদন করিলে, ভিতরে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত দেখা যায় ; সেই গর্তেও আকাশ আছে ; এই আকাশের নাম দহরাকাশ ; দহর শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র আকাশেও আত্মাই উপলব্ধ হন। যে আত্মা অনন্ত প্রকাশিত আকাশে বর্তমান, সেই আত্মাই দহরাকাশেও বর্তমান। ইহার উপদেশই দহরবিদ্যা।

(ক) ছান্দোগ্য (৮।১।১) মন্ত্রে আছে, অথ যদিদং ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ, এই ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক সদৃশ গৃহ ; ইহাতে অন্তরাকাশ। এই যে অন্তরাকাশ, ইহা কি ভূতাকাশ (জড় আকাশ), না জীব, না পরমাত্মা ? উত্তরে বলা হইতেছে—পরমাত্মাই দহরাকাশ ; কারণ পুনরায় বলা হইয়াছে, যাবান্ বা অয়মাকাশঃ তাবান্ এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে এষ আত্মা অপহতপাপ্মা ; বাহিরের এই আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়ের অন্তরে এই আকাশও সেই পরিমাণ ; দ্যুলোক ও পৃথিবীলোক ইহাতে সমাহিত ; ইনি আত্মা এবং পাপরহিত। আকাশের সহিত উপমা দেওয়াতে, দ্যুলোক ও

পৃথিবীলোকের অধিষ্ঠান হওয়াতে, আত্মা বলিয়া আখ্যাত হওয়াতে এবং পাপবর্জিত বলিয়া উল্লিখিত হওয়াতে এই দহরাকাশ পরমাত্মাই।

(খ) শ্রুতি বলিয়াছেন, সুষুপ্তিতে জীব সৎ স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মে গমন করে (সতা সোম্যতদা সম্পন্নো ভবতি)। শ্রুতি পুনরায় বলিয়াছেন এই প্রাণিসকল অহরহঃ এই ব্রহ্মলোকে যায় কিন্তু জানিতে পারে না (ইমাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্তি এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি)। ব্রহ্মই লোক এই সমাসে ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। জীবের অহরহঃ গমন এবং ব্রহ্মলোক শব্দের উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় যে দহরাকাশ ব্রহ্মই, আত্মাই।

(গ) শ্রুতি পুনরায় বলিয়াছেন (ছান্দোগ্য ৮।৪।১) যিনি আত্মা, তিনি (যেন) সেতুস্বরূপ হইয়া এই সকল লোককে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যেন এই সকল লোক বিচ্ছিন্ন না হয়। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়)। আত্মা ধারণ করিয়াছেন সুতরাং তিনি ধারণকর্তা, এই বিধৃতি (ধারণ) তাহারই মহিমা। সর্বলোকধারণরূপ মহিমা পরমাত্মারই সম্ভব ; সুতরাং দহর পরমাত্মাই। শ্রুতি পুনরায় বলিয়াছেন এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়। সুতরাং এই ধৃতি বা সর্বলোক ধারণ আত্মারই মহিমা। দহরই আত্মা।

(ঘ) দহরাকাশ এখানে তাৎপর্য নহে, পরমাত্মাই তাৎপর্য।

(ঙ) শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই সম্প্রসাদ (অর্থাৎ সুষুপ্ত জীব) এই শরীর ত্যাগ করিয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে স্থিত হন, ইনি আত্মা। অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ (ছান্দোগ্য ৮।৩।৪)। এখানে জীবের উল্লেখ থাকায় জীবই দহর, ইহা সম্ভব নহে ; কারণ জীব পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইলেন ; এখানে জীব প্রাপক এবং পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্য ; এই জ্যোতিঃ-ই আত্মা ; আত্মাই দহর। সুতরাং জীব দহর হইতে পারে না।

অথ উত্তরাচ্চেদাবিভূর্তস্বরূপস্তু ॥ ১।৩।১৯ ॥

ইন্দ্র-বিরোচনের প্রশ্নেতে প্রজাপতির উত্তরের দ্বারা জ্ঞান হয় যে জীব উত্তম পুরুষ হয়েন ; তাহার মীমাংসা এই যে ব্রহ্মের আবির্ভূত স্বরূপ জীব হয়েন, অতএব জীবেতে ব্রহ্মের উপন্যাস এবং দহরাকাশেতে জীবের উপন্যাস অর্থাৎ আরোপণ ব্যর্থ না হয়, যেমন সূর্যের প্রতিবিম্বেতে সূর্যের উপন্যাস অযোগ্য নয় ॥ ১।৩।১৯ ॥

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ। ১।৩।২০।

জীবের জ্ঞান হইতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, যেমন বিম্ব হইতে সাক্ষাৎ স্বরূপের প্রয়োজন হয়॥ ১।৩।২০॥

অল্পশ্রুতিরিতি চেত্তদুক্তং। ১।৩।২১॥

হৃদয়াকাশকে অল্প স্বরূপে বেদে বর্ণন করেন, অতএব সর্ব্বব্যাপী আত্মা কিরূপে অল্প হইতে পারেন, তাহার উত্তর পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে উপাসনার নিমিত্ত কিরূপে অল্প বোধে অভ্যাস করা যায়, বস্তুত অল্প নহেন॥ ১।৩।২১॥

টীকা—সূত্র ১৯-২১—এই তিন সূত্রেও দহরের আলোচনাই চলিতেছে, তবে পৃথক ভাবে, এজন্য সূত্র তিনটীও পৃথক গৃহীত হইল। জীবই কেন দহর হইবে না, এই সূত্রগুলিতে তাহারই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

(ক) ছান্দোগ্য (৮।২।৪) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত জীবই আত্মা; সুতরাং জীবই দহর। ইহার উত্তরে বেদব্যাস বলিতেছেন, জীবের স্বরূপ আবির্ভূত হওয়াতে এই স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত জীব ব্রহ্মই। রামমোহন ছান্দোগ্য (৮।ঃ২।৩) মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন জীব উত্তমপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত (এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেনরূপেন অভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ)। এই সুষুপ্ত জীব এই দেহ হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; ইনি উত্তমপুরুষ। এই উত্তমপুরুষ ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত, ইনিই দহর। যিনি জীব বলিয়া প্রতিভাত হন, তিনি ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র।

(খ) সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলে পড়িলে জলসূর্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু সূর্য বিম্ব সূর্য্যের স্বরূপ নহে। উজ্জ্বলতা ও উষ্ণতাই সূর্য্যের স্বরূপ। সেই স্বরূপ জলসূর্য্যে নাই। জীবের জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেই জ্ঞান ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রতিফলন ভিন্ন সম্ভব নহে; এজন্য জীবের জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ বুঝিবার প্রয়োজন। রামমোহনকর্তৃক এই সূত্রের বিবৃতি শঙ্কর হইতে ভিন্ন।

(গ) সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে উপাসনার জন্য ক্ষুদ্রস্থানে উপলব্ধি করার উপদেশ বেদে আছে। রামমোহনের এই ব্যাখ্যাও শঙ্কর হইতে পৃথক।

বেদে কহেন সেই শুভ্র সকল জ্যোতির জ্যোতি হয়েন, অতএব এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।

অনুকৃতেস্তস্য চ॥ ১।৩।২২॥

বেদে কহেন যে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্যাদি দীপ্ত হয়েন; অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়॥ ১।৩।২২॥

অপি চ স্মর্যতে। ১।৩।২৩॥

সকল তেজের তেজ ব্রহ্মই হয়েন স্মৃতিতেও একথা কহিতেছেন॥ ১।৩।২৩॥

টীকা—সূত্র-২২-২৩—জ্যোতিঃ ও তার বিচার। মুণ্ডক (২।২।৯) মন্ত্রে আছে,

(ক) হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

অবিদ্যাদি দোষরহিত এবং অবয়বশূন্য অতএব নির্মল আত্মা, প্রকাশস্বরূপ যে সূর্যাদি তাহাদের প্রকাশক ও সকলের আত্মস্বরূপ; তিনি জ্যোতির্ময়কোষ অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন। তাঁহাকে এরূপে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ জানেন (রামমোহন)। এই শুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃ ভৌতিক জ্যোতিঃ নহে। 'শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' এই বাক্যাংশ বুঝাইতেছে যে ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিঃ, সুতরাং ইহা অলৌকিক বা লৌকিক জ্যোতিঃ নহে। বিশেষতঃ পরমন্ত্রেই বলা হইয়াছে,

(খ) ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিঃ; তাহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার প্রকাশের দ্বারা চন্দ্রসূর্যাদি অপর বস্তুসকল প্রকাশ করে, ইহা গীতা প্রভৃতি স্মৃতিও সমর্থন করে। ন তদ্ ভাসযতে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ইত্যাদি।

বেদে কহেন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হৃদয় মধ্যে আছেন, অতএব অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ জীব হয়েন এমত নহে।

শব্দাদেব প্রমিতঃ॥ ১।৩।২৪ ॥

ঐ পূর্ব শ্রুতির পরে পরে কহিয়াছেন যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সকল বস্তুর ঈশ্বর হয়েন; অতএব এই সকল ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রমাণ হইতেছেন॥ ১।৩।২৪ ॥

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ। ১।৩।২৫ ॥

মনুষ্যের হৃদয় পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠমাত্র করিয়া ঈশ্বরকে বেদে কহিয়াছেন, হস্তী কিম্বা পিপীলিকার হৃদয়ের অভিপ্রায়ে কহেন নাই, যেহেতু মনুষ্যেতে শাস্ত্রের অধিকার হয়॥ ১।৩।২৫ ॥

টীকা—সূত্র-২৪-২৫—কঠশ্রুতি (২।৪।১৩) বলেন—

অঙ্গুষ্টমাত্রঃ পুরুষঃ জ্যোতিরিবাধুমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ॥

(ক) ধূমহীন জ্যোতির মত, অঙ্গুষ্টমাত্র পুরুষ ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি আজও আছেন, কালও তিনি থাকিবেন, ইনিই সেই আত্মা। এখানে জিজ্ঞাস্য, এই অঙ্গুষ্টমাত্র পুরুষ কি জীব না ব্রহ্ম। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই অঙ্গুষ্টমাত্র পুরুষ ব্রহ্মই। ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যে হইতে পারে না।

(খ) তবে অঙ্গুষ্টমাত্র বলা হইয়াছে কেন? উত্তরে বলিতেছেন— মানুষের জন্যই শাস্ত্র, মানুষের হৃদয় অঙ্গুষ্ট পরিমাণ; সর্বগত ব্রহ্ম এই হৃদয়ে উপলব্ধ হন; তাই অঙ্গুষ্টমাত্র বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইনি সর্বগত, সর্বব্যাপী নিত্য ব্রহ্মই।

বেদে কহেন দেবতার ও ঋষির এবং মনুষ্যের মধ্যে যে কেহো ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন তিঁহো ব্রহ্ম হয়েন; কিন্তু পূর্ব সূত্রের দ্বারা অনুভব হয় যে মনুষ্যেতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আছে দেবতাতে নাই এমত নহে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ॥ ১।৩।২৬ ॥

মনুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে।

ব্যাদরায়ণ কহিয়াছেন যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতে হয় ॥ ১।৩।২৬ ॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ ॥ ১।৩.২৭ ॥

দেবতার অধিকার ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে অঙ্গীকার করিলে স্বর্গের এবং মর্ত লোকের কর্মের নিষ্পত্তি এককালে দেবতা হইতে হয়, এমত রূপ বিরোধ স্বীকার করিতে হইবে এমত নহে ; যেহেতু দেবতা অনেক রূপ ধারণ করিতে পারেন এমত বেদে কহেন ; অতএব বহু দেশীয় কর্ম এক কালে হইতে পারে, অর্থাৎ দেবতা স্বর্গের কর্ম একরূপে করিতে পারেন, দ্বিতীয় রূপে মর্ত লোকের যে কর্ম উপাসনা তাহাও করিতে পারেন ॥ ১।৩।২৭ ॥

টীকা—সূত্র ২৬-২৭—শাস্ত্র যদি মনুষ্যের জন্যই হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার আছে কি নাই ?

(ক) উত্তরে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ, যে যে দেবতা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহারা ব্রহ্মস্বরূপই হইয়াছিলেন। আর ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশত বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বাস করিয়াছিলেন, একথা প্রসিদ্ধ, সুতরাং দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, এবং তাহাদের উপর শাস্ত্রের অধিকারও আছে।

(খ) কিন্তু দেবতারা বিগ্রহবান ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, একই কালে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিতে পারেন। ইহাতে তাহাদের কর্ম-বিরোধ ঘটিতে পারে, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার সঙ্গত নয়। ইহার উত্তরে রামমোহন বলিয়াছেন, কর্মবিরোধ সম্ভব নহে। ইন্দ্র একদেহে স্বর্গে একপ্রকার কর্ম করিতে পারেন এবং তখনই পৃথিবীতে উপাসনা বা ব্রহ্মসাধনায় রত থাকিতে পারেন। সুতরাং দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে স্বীকার করিতেই হয়।

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ১।৩।২৮ ॥

নিত্যস্বরূপ বেদ হয়েন, অনিত্যস্বরূপ দেবতা প্রতিপাদক বেদকে

স্বীকার করিলে বেদেতে নিত্যানিত্যের বিরোধ উপস্থিত হয় এমত নহে; যেহেতু বেদ হইতে যাবৎ বস্তু প্রকট হইয়াছে এ কথা সাক্ষাৎ বেদে এবং স্মৃতিতে কহিয়াছেন; অতএব যাবৎ বস্তুর সহিত বেদের জাতিপুরঃসরে সম্বন্ধ হয়, ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ না হয়; ইহার কারণ এই, জাতি নিত্য এবং বেদ নিত্য হয়েন ॥ ১।৩।২৮ ॥

অতএব চ নিত্যত্বং ॥ ১।৩।২৯ ॥

যাবৎ বস্তুর সৃষ্টির প্রকাশক বেদ হয়েন অতএব মহাপ্রলয় বিনা বেদ সর্বদা স্থায়ী হয়েন ॥ ১।৩।২৯ ॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ১।৩।৩০ ॥

সৃষ্টি এবং প্রলয়ের যগুপিও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে তত্রাপি নূতন বস্তু উৎপন্ন হইবার দোষ বেদে হইতে পারে নাই; যেহেতু পূর্ব সৃষ্টিতে যে যে রূপ ও যে যে নামে বস্তু-সকল থাকেন পর সৃষ্টিতে সেই রূপে সেই নামে উপস্থিত হয়েন, অতএব পূর্বে এবং পরে ভেদ নাই এই বেদে দেখা যাইতেছে। তথাহি যথা পূর্বমকল্পয়ৎ এবং স্মৃতিতেও এমত কহেন ॥ ১।৩।৩০ ॥

টীকা—সূত্র ২৮-৩০—এই তিনটী সূত্রের বিষয়বস্তু জটিল। জৈমিনির মতে বৈদিক শব্দ নিত্য, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও নিত্য, সুতরাং এ সকলই অনাদি। দেবতা প্রভৃতি এবং জগৎ সবই শব্দ হইতে উৎপন্ন। দেবতাদের শরীর নাই। কিন্তু বেদব্যাস দেবতাদের শরীর স্বীকার করেন। শরীরী হওয়াতে দেবতারা মৃত্যুর অধীন, সুতরাং অনাদি হইতে পারেন না। শব্দ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, স্ফোটই শব্দ। ভোরবেলা শিউলি ফুল ফুটিল; কাণ তীক্ষ্ণ হইলে সেই বিস্ফোরণের শব্দ কর্ণগোচর হইত; সুতরাং স্ফোটই শব্দের কারণ। কেহ কেহ বলেন, এই জগৎও স্ফোট হইতেই উৎপন্ন। যাহা অপ্রকাশিত তাহা যখন প্রকাশিত হয় তখনও বিস্ফোরণ হয়। ভগবান উপবর্ষ পাণিনির গুরু; তিনি বলেন, বর্ণই শব্দ, স্ফোট-এর প্রমাণ নাই। বর্ণের উৎপত্তি বিনাশ নাই। কণ্ঠ, তালু, দন্তমূল, ওষ্ঠ প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের সঙ্গে জিহ্বাগ্রের স্পর্শ ও কণ্ঠস্থ বায়ুর আঘাত হইতেই বর্ণের অভিব্যক্তি হয়।

এই সকল আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বা নিরর্থক নহে ; এই সকলই ভাষা-বিজ্ঞানের (Science of language) এর আলোচ্য বিষয়। সকল প্রাচীন ভাষাতেই এই সবের আলোচনা অল্পবিস্তর আছে।

(ক) এই সূত্রের তাৎপর্য এই, বিগ্রহযুক্ত দেবতা অনিত্য কিন্তু বেদবাক্য নিত্য ; দেবতার বিগ্রহ স্বীকার করিলে বেদে শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ বাধিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, তাহা বাধিত হয় না ; শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রজাপতি মনের দ্বারা বাক্যের মিথুন অর্থাৎ যুগল হইলেন। স মনসা বাচং মিথুনম্ অভবৎ। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। "গো" বলিলে একটি গোকেও বুঝায় এবং গোজাতিকে (class concept)ও বুঝায়। বেদ শুধু জাতিকে (class concept) কে প্রকাশ করে, ব্যক্তি-বিশেষকে নহে। একটী গো মরিয়া যাইবে, কিন্তু গোজাতির ধারণা লুপ্ত হইবে না। তেমনি দেবতাবিশেষ লুপ্ত হইতে পারে, দেবতাজাতি নিত্যই থাকিবে। ইহাই রামমোহনের কথার তাৎপর্য।

(খ) বেদান্ত স্বীকার করেন, প্রতি কল্পের অন্তে মহাপ্রলয় ঘটে, বেদও বিলুপ্ত হয়। সুতরাং মহাপ্রলয় না হওয়া পর্যন্ত বেদ নিত্য।

(গ) মহাপ্রলয়ের পর নূতন কল্প আরম্ভ হয় ; বেদও অযত্নপ্রসূত নিঃশ্বাসের মত ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হন। কিন্তু এই বেদ পূর্বের বেদ হইতে কোন মতেই ভিন্ন নহে ; যে বেদ অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহাই পুনঃ প্রকাশিত হয়। এইরূপে কল্পে কল্পে বেদ সহ সমগ্র জগতের আবির্ভাব তিরোভাব পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে ; কিন্তু কোন নাম, কোন আকার বা কোন তত্ত্ব সামান্যভাবেও পরিবর্তিত হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টি সর্বদাই সমানাকার। মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায়ও এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। আজ জাগ্রৎকালে জগৎ দেখিলাম, তারপর রাত্রিতে শয়ন করিয়া সুষুপ্তিতে প্রবেশ করিলাম, আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, পরদিন আবার জাগিয়া উঠিলাম এবং ঠিক পূর্বদিনের জগৎই দেখিলাম। ব্যক্তির জীবনে যাহা ঘটে, প্রলয়কালেও তাহাই ঘটে। বেদ সহ সমগ্র জগৎ প্রলয়ে অন্তর্হিত হয় ; প্রলয়ের অবসানে, নূতন কল্পারম্ভে সেই বেদ সহ সেই জগতই আবির্ভূত হয়। পূর্বকল্পে অন্তর্হিত বেদই পরকল্পে প্রকাশিত হয়। এই ভাবেই বেদ নিত্য। এইজন্যই বলা হয় যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ।

এখন পরের দুই সূত্রের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন।

মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ১।৩।৩১ ॥

বেদে কহেন বসু উপাসনা করিলে বসুর মধ্যে এক বসু হয়। এ বিদ্যাকে মধু তুল্য জানিয়া মধু সংজ্ঞা দিয়াছেন, আদি শব্দের দ্বারা সূর্য উপাসনা করিলে সূর্য হয় এই শ্রুতির গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিদ্যার অধিকার মনুষ্য ব্যতিরেকে দেবতার না হয়, যেহেতু বসুর বসু হওয়া সূর্যের সূর্য হওয়া অসম্ভব, সেই মত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার দেবতাতে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন॥ ১।৩।৩১ ॥

যদি কহ যেমন ব্রাহ্মণের রাজসূয় যজ্ঞেতে অধিকার নাই কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্যেতে অধিকার আছে, সেইমত মধ্বাদি বিদ্যাতে দেবতার অধিকার না থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিবার কি হানি, তাহার উত্তর এই।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১।৩।৩২ ॥

সূর্যাদি ব্যবহার জ্যোতির্মণ্ডলেই হয় অতএব সূর্য শব্দে জ্যোতির্মণ্ডল প্রতিপাদ্য হয়েন নতুবা মন্ত্রাদের স্বকীয় অর্থের প্রমাণ থাকে নাই; কিন্তু মণ্ডলাদের চৈতন্য নাই অতএব অচৈতন্যের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার থাকিতে পারে নাই, জৈমিনি কহিয়াছেন॥ ১।৩।৩২ ॥

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ১।৩।৩৩ ॥

সূত্রে তু শব্দ জৈমিনির শাস্ত্রাদি দূর করিবার নিমিত্ত দিয়াছেন; ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতার অধিকারের সম্ভাবনা আছে বাদরায়ন কহিয়াছেন, যেহেতু যদ্যপিও সূর্যমণ্ডল অচেতন হয় কিন্তু সূর্যমণ্ডলাভিমানী দেবতা সচৈতন্য হয়েন ॥ ১।৩।৩৩ ॥

টীকা—সূত্র ৩১—৩৩। (ক) রামমোহন বলিতেছেন, ইহাদের প্রথম দুটী সূত্রে দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে জৈমিনির আপত্তি ও তৃতীয় সূত্রে বেদব্যাস কর্তৃক আপত্তির উত্তর-বিবৃত হইয়াছে। এখানে আলোচ্য বিষয় মধুবিদ্যা। জৈমিনি বলিয়াছেন মধুবিদ্যাতে দেবতাদের অধিকার নাই,

সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবতাদের অধিকার থাকিতে পারে না। মধুবিদ্যা সূর্যের উপাসনাবিশেষ ; ছান্দোগ্য ৩য় অধ্যায় ১ম খণ্ড হইতে ১১শ খণ্ড পর্যন্ত এই বিদ্যার উপদেশ আছে। এই উপদেশের বর্ণনা এই প্রকার—

দ্যুলোক যেন বক্র বংশদণ্ড; অন্তরিক্ষ মধুচক্র সেই দণ্ডে লম্বিত; সৌরকিরণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীস্থ জল অন্তরিক্ষরূপ মধুচক্রে উত্থিত হয়। কিরণস্থিত সেই জলই যেন ভ্রমরসকল, আদিত্যই বসু প্রভৃতি দেবগণের জন্য সেই চক্রের মধু ; আদিত্য সকল যজ্ঞের ফলস্বরূপ, তাই মধু। বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও সাধ্য এই দেবতাপঞ্চক সেই আদিত্যমধু আস্বাদ করেন। যিনি এই অমৃতের তত্ত্ব জানেন, তিনি বসু প্রভৃতি দেবগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অমৃত দর্শনে তৃপ্ত হন। তিনি বসু প্রভৃতির মহিমাও প্রাপ্ত হন।

জৈমিনি বলেন, দেবতাদের শরীর আছে, একথা স্বীকার করিলে তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার স্বীকার করা যায়, তাহাতে দেবতাদের উপাসনাতে অধিকারও স্বীকার করিতেই হয়। জৈমিনির আপত্তি, মধু-বিদ্যাতে আদিত্যের উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে ; তবে জিজ্ঞাস্য আদিত্য-দেবতা কোন আদিত্যের উপাসনা করিবেন ? উপাসক বসু প্রভৃতির মহিমা প্রাপ্ত হন ; বসু, কোন্ বসুর মহিমাপ্রাপ্ত হইবেন ?

সুতরাং স্বীকার করিতেই হয়, দেবতাদের শরীরও নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার ও উপাসনার অধিকারও নাই।

(খ) জৈমিনীর দ্বিতীয় আপত্তি এই প্রকার :

দেবতাদের বিগ্রহবত্তা স্বীকার্য নহে। আদিত্য, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা বলিয়া গণ্য হন ; কিন্তু এইসকল, জ্যোতির্মণ্ডল ভিন্ন কিছু নহে ; জ্যোতির্মণ্ডল জড় পদার্থমাত্র ; সুতরাং জড়পদার্থের উপাসনায় বা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিতে পারে না।

(গ) জৈমিনির আপত্তির বিরুদ্ধে বাদরায়ণ বলিয়াছেন দেবতার ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির অধিকার আছে, কারণ ব্রহ্মবিদ্যার কামনা প্রভৃতি তাহাদের আছে, একথা শ্রুতিতে দেখা যায়। ইন্দ্র আত্মজ্ঞান লাভের কামনা লইয়া প্রজাপতির নিকট গিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক নিজে বলিয়াছেন দেবগণের মধ্যে যিনি প্রতিবুদ্ধ হন, তিনি ব্রহ্মই হন (তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ)। ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন। ব্যাস

প্রভৃতি ঋষিরা দেবতাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেবতাদের শরীরও আছে, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারও আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বিদ্যা প্রকরণে শিষ্যকে শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে জ্ঞান হয় যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনের অধিকার আছে এমত নহে।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবর্ণাৎ সূচ্যতে হি॥ ১।৩।৩৪॥

শূদ্রকে অঙ্গ কহিয়া সম্বোধন ঊর্দ্ধগামী হংস কহিয়াছিলেন; এই অনাদর-বাক্য শুনিয়া শূদ্রের শোক উপস্থিত হইল। ঐ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া শূদ্র শীঘ্র রৈক্য নামক গুরুর নিকট গেলেন। গুরু আপনার সর্বজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করিলেন; অতএব শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের জ্ঞাপন না হয়॥ ১।৩।৩৪॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্রচৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ॥ ১।৩।৩৫॥

পরে পর শ্রুতিতে চৈত্ররথ নামা প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলব্ধি হয়, শূদ্রের উপলব্ধি হয় নাই॥ ১।৩।৩৫॥

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ॥ ১।৩।৩৬॥

বেদে কহেন উপনীতি যাহার হয় তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেক অতএব উপনয়ন সংস্কার অধ্যয়নের প্রতি কারণ; কিন্তু শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের কথন নাই॥ ১।৩।৩৬॥

যদি কহ গৌতম মুনি শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন তাহার উত্তর এই হয়॥

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ॥ ১।৩।৩৭॥

শূদ্র নয় এমত নির্ধারণ জ্ঞান হইলে পর শূদ্রের সংস্কার করিতে গৌতমের প্রবৃত্তি হইয়াছিল; অতএব শূদ্র জানিয়া সংস্কারে প্রবৃত্তি করেন নাই॥ ১।৩।৩৭॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ১।৩।৩৮ ॥

শ্রবণ এবং অধ্যয়নের অনুষ্ঠানের নিষেধ শূদ্রের প্রতি আছে অতএব শূদ্র অধিকারী না হয় এবং স্মৃতিতেও নিষেধ আছে। এ পাঁচ সূত্র শূদ্র অধিকার বিষয়ে প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন ॥ ১।৩।৩৮ ॥

টীকা—সূত্র ৩৪—৩৮। এই পাঁচটী সূত্রে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না, তার বিচার করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত জানশ্রুতি ও রৈক্বের আখ্যায়িকা হইতে গৃহীত বিষয় অবলম্বনে এই সূত্রগুলি রচিত। জানশ্রুতি নামে বিখ্যাত রাজা বহু দান করিতেন এবং সকলের ভোজনের জন্য সর্বত্র অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। একদিন রাজা প্রাসাদের উপরে মুক্ত আকাশের নীচে শয়ন করিয়াছিলেন ; হংসগণ উড়িয়া আসিতেছিল, পশ্চাৎস্থিত হংস অগ্রগামীকে সতর্ক করিয়া বলিল, জানশ্রুতির প্রভা দ্যুলোক পর্যন্ত প্রসারিত, তাহা লঙ্ঘন করিলে দগ্ধ হইতে হইবে। অগ্রগামী হংস বলিল যে সযুগ্বা (ছোট শকটযুক্ত) রৈক্ব হইলে এই উক্তি সঙ্গত হইত, এই রাজার সম্বন্ধে একথা যুক্তিযুক্ত নহে। পশ্চাদ্বর্তী হংস জিজ্ঞাসা করিল, সযুগ্বা রৈক্ব কি প্রকার। অগ্রবর্তী হংস বলিল, প্রাণিসকল যতকিছু পূণ্য অর্জন করে সেই সবই রৈক্বের পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ; রৈক্ব যাহা জানেন, অন্য কেহ তাহা জানিলে তিনিও রৈক্বের ন্যায় হন। পরদিন রাজা রৈক্বের সন্ধানে নিজের রথচালককে বলিলেন "অরে অঙ্গ, (বৎস) রৈক্বকে বল, আমি তাহাকে দেখিতে চাই"। রথচালক সন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, এক গ্রামে ক্ষুদ্র শকটের নীচে শয়ন করিয়া এক ব্যক্তি গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে ; জিজ্ঞাসা করিয়া রথচালক জানিলেন, তিনিই রৈক্ব। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে জানাইলেন। পরদিন রাজা বহু গাভী, খচ্চরবাহিত রথ, কণ্ঠহার ইত্যাদি আনিয়া রৈক্বকে অর্পণ করিলেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিলেন ; রৈক্ব রাজাকে বলিলেন "অরে শূদ্র, তোমার গাভী ইত্যাদি তোমারি থাকুক"। এই শূদ্র শব্দের উল্লেখের জন্যই শূদ্রের অধিকার আলোচিত হইয়াছে।

(ক) হংসের মুখে অনাদরসূচক বাক্য শুনিয়া জানশ্রুতির শোক উৎপন্ন হইয়াছিল। সর্বজ্ঞ রৈক্ব তাই রাজাকে শূদ্র অর্থাৎ শোকগ্রস্ত বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন।

(খ) সংবর্গ বিদ্যার উপদেশের শেষে (ছাঃ ৪।৩।৭) চিত্ররথ ও অভিপ্রতারি নামক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজাদের উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে জানশ্রুতিও ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। রৈক্ক জানশ্রুতিকে যে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই সংবর্গ বিদ্যা।

(গ) উপনয়নসংস্কারের পর বেদপাঠের অধিকার জন্মে; শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ নাই, সুতরাং বেদাধিকারও নাই।

(ঘ) জবালাপুত্র সত্যকাম গুরু গৌতমের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য গিয়াছিলেন; গুরু তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন; সত্যকাম বলিলেন তিনি গোত্র জানেন না; গুরু তাহাকে জননীর নিকট জানিতে পাঠাইলেন; জবালা পুত্রকে বলিলেন, বহুজনের পরিচর্যাতে তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত; তাই তিনি পতিকে গোত্রের কথা জিজ্ঞাসাই করেন নাই; সুতরাং গোত্রপরিচয় তিনিও জানেন না; সত্যকাম ফিরিয়া আসিয়া গুরুকে জানাইলেন যে জননীও গোত্রের নাম জানেন না। গৌতম বালকের অকপটতা ও সত্যনিষ্ঠাতে মুগ্ধ হইলেন; তাহার বিশ্বাস জন্মিল যে এমন সত্যনিষ্ঠ বালক নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মিবার পর গৌতম সত্যকামকে উপনয়ন দিয়াছিলেন; পূর্বে দেন নাই। সুতরাং গৌতমের উপনয়নদানে শূদ্রের উপনয়নাধিকার প্রমাণিত হয় না।

(ঙ) শূদ্রের প্রতি বেদশ্রবণের, বেদাধ্যয়নের ও বৈদিক অনুষ্ঠানের নিষেধ আছে, সুতরাং বেদে শূদ্রের অধিকার নাই।

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানের বা ধর্মোপদেশের কি উপায় ছিল? পূর্বজন্মকৃত সংস্কারের বলে এজন্মে যে শূদ্রের জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সেই জ্ঞানের ফল কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাই বিদুরের, ধর্মব্যাধের ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব হইয়াছিল। শূদ্রের বেদাধিকার না থাকিলেও পুরাণ শ্রবণে নিশ্চিত অধিকার ছিল। পুরাণ বেদেরই প্রকাশক।

বেদে কহেন প্রাণের কম্পনে শরীরের কম্পন হয় অতএব প্রাণ সকলের কর্তা হয় এমত নহে ॥

কম্পনাৎ ॥ ১।৩।৩৯ ॥

প্রাণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন, যেহেতু বেদে কহেন যে

ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ হয়েন অতএব প্রাণের কম্পন ব্রহ্ম হইতেই হয় ॥ ১।৩।৩৯ ॥

বেদে কহেন পরম জ্যোতি উপাস্য হয়, অতএব পরম জ্যোতি শব্দের দ্বারা সূর্য প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে ॥

টীকা—সূত্র ৩৯—কঠশ্রুতিতে আছে, এই যাহা কিছু জগৎ, এ সমস্তই প্রাণে কম্পিত (যদিদং কিং চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্)। অর্থাৎ প্রাণের আশ্রয়ে থাকিয়াই জগৎ জীবনাদি চেষ্টা করিতেছে। এই প্রাণ কি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট বায়ু, না পরমাত্মা ?

উত্তরে বলা হইয়াছে যে পরমাত্মাই প্রাণ, কারণ তিনি প্রাণস্য প্রাণম্।

জ্যোতির্দর্শনাৎ। ১।৩ ৪০ ॥

ঐ শ্রুতিতেই ব্রহ্মকেই জ্যোতি শব্দে কহিয়াছেন এমত দৃষ্টি হইয়াছে ॥ ১।৩।৪০ ॥

টীকা—সূত্র ৪০—রামমোহন বেদান্তগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের তৃতীয় সূত্রে লিখিয়াছেন, জীব পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়। যে মন্ত্রে এই পরজ্যোতির উল্লেখ আছে, সেই মন্ত্রটীই এই সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং রামমোহনের অনুরাগী আমাদের পক্ষে এই মন্ত্রটী অর্থবোধ ও মনন অবশ্য কর্তব্য। তাই ঐ মন্ত্রের, তথা এই সূত্রের আলোচনা বিশদভাবে করার চেষ্টা হইতেছে ; উদ্দেশ্য, রামমোহনের অনুরাগীরা কৃতকৃত্য হইতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে পরজ্যোতিঃ বাক্যটী দুইটী মন্ত্রে (ছাঃ ৮।৩।৪ ও ছাঃ ৮।১২।৩) আছে। অথবা বলা যায়, একটী মন্ত্রই সামান্য পরিবর্তিত আকারে দুই স্থানে আছে। মন্ত্র দুইটী এই—

(১) অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্যবা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। (ছাঃ ৮।৩।৪)।

(২) এবমেবৈষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ (ছাঃ ৮।১২।৩)

দুইটী মন্ত্রে একই সম্প্রসাদের কথা বলা হইয়াছে। শরীর হইতে সমুত্থান, দুই মন্ত্রে একই অর্থ বুঝায়; যাহাকে পাইতে হইবে (উপসম্পদ্য) সেই পরং জ্যোতিঃ একই; স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পন্ন হওয়া অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াও একই অবস্থা। প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে এই সম্প্রসাদ আত্মাই, দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে ইনি উত্তম পুরুষ, এইমাত্র প্রভেদ। সুতরাং দুইটী মন্ত্রের অর্থবোধই সাধকদের কর্তব্য।

আচার্য শঙ্কর ১।৩।১৯ সূত্রে এই দুই মন্ত্রের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে পরং জ্যোতিঃ ব্রহ্মই। ব্রহ্মই কূটস্থনিত্যদৃক্‌স্বরূপ; তাহাই পরং জ্যোতিঃ। বিবেকজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয় এবং হর্ষ শোক প্রভৃতি উপাধি সংযোগে জীব নিজকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা বলিয়া উপলব্ধি করে; ইহাই তার জীবত্ব। শুদ্ধ স্ফটিক স্বচ্ছ এবং শুক্ল, ইহাই তার স্বরূপ; রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি রং যুক্ত হইলে ঐ স্বচ্ছ স্ফটিকই রক্ত বা নীল বা পীত বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহা স্ফটিক হইতে ভিন্ন জ্ঞান হয়; ঐ সকল রং অপসারিত হইলে স্ফটিক আবার স্বচ্ছ, শুক্লই হয়। তেমনি অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যের মননের ফলে জীবের দেহাদি উপাধিসংযোগ নাশ হয় এবং বিবেক-জ্ঞানের উদয় হয়; এই বিবেকজ্ঞানই জীবের শরীর হইতে সমুত্থান; বিবেকজ্ঞানের ফলে উৎপন্ন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধই স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হওয়া বা স্বরূপ প্রাপ্তি; এই অবস্থায় জীব ব্রহ্মই হয়; ইহাই ১৯ সূত্রে বর্ণিত স্বরূপের আবির্ভাব।

দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত উত্তমঃ পুরুষঃ বাক্যটীর তাৎপর্য কি? ছান্দোগ্য (৮।৭।৪) মন্ত্রে প্রজাপতি ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন অক্ষিতে দৃষ্ট পুরুষই আত্মা; কিন্তু ইহাতে দোষ উপলব্ধ হওয়াতে প্রজাপতি ইন্দ্রকে পুনরায় বলিলেন স্বপ্নপুরুষই আত্মা (য এষ স্বপ্নেমহীয়মানশ্চরতি এষ আত্মা। ছাঃ ৮।১০।১)। ইহাতেও ইন্দ্রের সংশয় হওয়াতে প্রজাপতি বলিলেন "যিনি নিদ্রায় মগ্ন হইয়া সংপ্রসন্ন হন এবং স্বপ্নও দেখেন না, ইনিই আত্মা"; পুনরায় বলিলেন "এই আত্মাই অমৃত, অভয়; ইনি ব্রহ্মই"। (তদ্ যদত্র এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ-সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মেতিহোবাচ। এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম। ছাঃ ৮।১১।১)। কিন্তু তবুও ইন্দ্রের সংশয় হওয়াতে প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন যে আত্মা অশরীর; অশরীর ব্যক্তিকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না; এবং তারপর দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন,

এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরং জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইনি উত্তম পুরুষ।

সুষুপ্তি অবস্থাই সম্প্রসাদ, আবার সুষুপ্তি অবস্থায় স্থিত জীবও সম্প্রসাদ। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে জীব ইন্দ্রিয়জনিতবোধের ফলে কলুষিত, চঞ্চল থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে সে পরম প্রশান্তি অনুভব করিয়া সম্যক্ প্রসন্ন হয়; এজন্য জীবকে সম্প্রসাদ বলা হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, সম্প্রসাদ বা জীবের তিন অবস্থা। কিন্তু এই সম্প্রসাদ যখন অবস্থাত্রয়ের অতীত হয়, তখন সেই পরংজ্যোতিঃ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে-ই উত্তমপুরুষ। অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত, তুরীয় আত্মাই উত্তমপুরুষ। তুরীয় আত্মাই নিরুপাধিক আত্মা; শুদ্ধ ব্রহ্ম। রামমোহন ৪০ সূত্রে এই কথাই বলিয়াছেন।

বেদে কহেন নাম রূপের কর্তা আকাশ হয় অতএব ভূতাকাশ নাম-রূপের কর্তা হয় এমত নহে॥

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ১।৩.৪১ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে নাম-রূপের ভিন্ন হয়, সেই ব্রহ্ম আর নামাদের মধ্যে আকাশ গণিত হইতেছে; অতএব আকাশের নামাদের মধ্যে গণিত হওয়াতে এবং ব্রহ্ম শব্দ কথনের দ্বারা আকাশ শব্দ হইতে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন॥ ১।৩।৪১ ॥

টীকা—৪১ সূত্র—ছা: (৮।১৪।১) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, আকাশ নামে যিনি আখ্যাত হন, তিনি নাম ও রূপ ব্যাকৃত অর্থাৎ অভিব্যক্ত করিয়াছেন; এই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা (আকাশোবৈ নামরূপয়োর্নিবহিতা; তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা)। এই আকাশ কি ভূতাকাশ? না ব্রহ্ম? এই সংশয়ের উত্তরে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মই আকাশ। অর্থান্তরের অর্থাৎ অন্য বিষয়ের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ হইতেই বুঝা যায় যে ব্রহ্মই আকাশ; 'তে যদন্তরা, এই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত' এই বাক্যাংশের উল্লেখ থাকাতেই বুঝা যাইতেছে যে আকাশ ভূতাকাশ হইতে ভিন্ন ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আত্মা

দেহাদি ভিন্ন হয়েন কি না। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন যে সুষুপ্তি আদি ধর্ম যাহার তিহোঁ বিজ্ঞানময় হয়েন, অতএব জীব এখানে তাৎপর্য এমত নহে।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ১।৩।৪২ ॥

বেদে কহেন জীব সুযুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন আর প্রাজ্ঞ আত্মার অবলম্বনের দ্বারা জীব শব্দ করেন; অতএব জীব হইতে সুষুপ্তি-সময়ে এবং উত্থানকালে বিজ্ঞানময় পরমাত্মার ভেদ কথন আছে; এই হেতু বিজ্ঞানময় শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন। ॥ ১।৩।৪২ ॥

টীকা—সূত্র ৪২—জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন, এই সকলই প্রকাশমান; সুতরাং ইহাদের কোনটী আত্মা। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়াছিলেন—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তঃ পুরুষঃ"। এই যে বিজ্ঞানময়, প্রাণ হইতে পৃথক্, হৃদয়ের অর্থাৎ বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রকাশমান অথচ বুদ্ধি হইতে পৃথক পুরুষ, ইনিই আত্মা। এই যে বিজ্ঞানময়, ইনি কে, ইহাই এই সূত্রের সংশয় বাক্য; এবং সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি অর্থাৎ মৃত্যুর দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞানময় জীব নহেন, ব্রহ্মই। ইহাই সূত্রের বিষয়বস্তু।

উপনিষদে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে অতি প্রধান যে কয়টী মন্ত্র আছে, তার মধ্যে এই মন্ত্রটী সর্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেজন্য এই মন্ত্রটী ও তাহার সহিত সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধীয় মন্ত্র দুইটীর আলোচনা সাধকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই বিজ্ঞানময়ের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, বৃহদারণ্যকের যে স্থানে এই মন্ত্রটী আছে, সেই ভাগের আদি হইতেই আলোচনা আরম্ভ করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই সম্পূর্ণ তত্ত্বটীর উপলব্ধি সহজ হইবে।

মানুষ সর্বদাই কর্মব্যস্ত; তার কর্মের দ্বারাই জগতের এত হিতসাধন হইতেছে। কিন্তু আলোক অর্থাৎ জ্যোতিঃ-র সাহায্য ব্যতীত কর্মসাধন মানুষের সম্ভব নহে। কারণ হস্তপদাদি বিশিষ্ট মানুষের নিজস্ব জ্যোতিঃ নাই। তাই জিজ্ঞাস্য, মানুষ কোন জ্যোতিঃ-র সাহায্যে কর্মসাধন করে।

তাই জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই দেহাদি অবয়ববিশিষ্ট পুরুষের জ্যোতিঃ কি (কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ)? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন এই পুরুষ আদিত্যজ্যোতিঃ ; আদিত্যের জ্যোতিঃ-র সাহায্যে পুরুষ কর্ম সাধন করে। "আদিত্য অস্তমিত হইলে ইহার জ্যোতিঃ কি?" "চন্দ্রই ইহার জ্যোতিঃ"। "চন্দ্র অস্তমিত হইলে ইহার জ্যোতিঃ কি?" "অগ্নিই ইহার জ্যোতিঃ।" "অগ্নি নির্বাপিত হইলে?" "বাক্ বা শব্দ এবং ঘ্রাণ ইহার জ্যোতিঃ।" "আদিত্য, চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি, বাক্ বা শব্দ ও ঘ্রাণ প্রভৃতি শান্ত হইলে ইহার জ্যোতিঃ কি?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আত্মাই ইহার জ্যোতিঃ হন, আত্মজ্যোতিঃ-র সাহায্যেই পুরুষ কর্ম সাধন করে, গৃহে প্রত্যাবর্তন করে (আত্মৈবাস্যর্জ্যোতির্ভবতি, আত্মনা এব জ্যোতিষা আস্তে, পল্যয়তে, কর্মকুরুতে বিপল্যেতি)।

এইরূপে বুঝা যায়, দেহবিশিষ্ট পুরুষ জ্যোতিঃ-র সাহায্য ছাড়া কিছুই করিতে পারে না ; সকল জ্যোতিঃ রুদ্ধ হইলেও আত্মজ্যোতিঃ সর্বদাই দেদীপ্যমান ; পুরুষের আত্মজ্যোতিঃ কখনোই বিলুপ্ত হয় না। জনকের "কতম আত্মা" এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদি উপদেশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ কি? শাস্ত্র বলেন "মোক্ষে ধী র্জ্ঞানম্ অন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ", মোক্ষ বিষয়ে ধী অর্থাৎ বুদ্ধিই জ্ঞান, নানা শিল্প ও নানা শাস্ত্র বিষয়ে ধী বা বুদ্ধিই বিজ্ঞান। সুতরাং মোক্ষ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে বুদ্ধিই বিজ্ঞান। ছাঃ (৭।১৭) মন্ত্রে শ্রুতি "বিজানাতি" ক্রিয়াটী প্রয়োগ করিয়াছেন ; তার অর্থ, যাহা পরমার্থতঃ সত্য, তাহাকে জানা ; রজ্জুতে যে সর্প দেখি, সে সর্প প্রতীত হয়, সুতরাং তাহা একান্ত অসৎ নহে। শ্রুতিও ঐস্থলে কিন্তু বিজ্ঞান শব্দটীর ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং মোক্ষ ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ক বুদ্ধিই বিজ্ঞান। অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক একটী টর্চ জ্বালাইল, তার আলোকে পথিকের নিকট সকল বস্তু ও পথ প্রকাশিত করিল। অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন প্রপঞ্চ মধ্যে বুদ্ধিও তেমনি সকল তত্ত্বকে প্রকাশিত করে ; তাই মানুষ পদার্থকে, তত্ত্বকে উপলব্ধি করে।

কিন্তু বুদ্ধি কি? উত্তর এই যে, অন্তঃকরণই বুদ্ধি ; অন্তঃকরণের দুই বৃত্তি ; সংশয়াত্মক বৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্মক বৃত্তির নাম বুদ্ধি ; অন্ধকারে যাহা দেখিতেছি, তাহা মানুষ না শুষ্ক বৃক্ষ, এই সংশয় মনের কাজ ; ইহা শুষ্ক

ব্রহ্ম, এই নিশ্চিতজ্ঞান বুদ্ধির কাজ। কিন্তু বুদ্ধিও অন্তঃকরণ সুতরাং জড়; জড় হইয়াও বুদ্ধি যে প্রকাশ করে, তাহা কোন্ জ্যোতিঃর সাহায্যে? ইহার একটী মাত্র উত্তর আত্মজ্যোতিঃ-র সাহায্যে। আত্মজ্যোতিঃ-র অস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ এই বুদ্ধি হইতেই পাওয়া যায়।

বুদ্ধি আত্মজ্যোতিঃ লাভ করে কি উপায়ে? উত্তর, বুদ্ধি তাহা লাভ করে না। মানুষের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সকলের মধ্যে বুদ্ধি স্বচ্ছতম, তাই বুদ্ধি আত্মজ্যোতিঃ-র প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করিতে পারে। ইহা আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, স্বপ্নদর্শন কালে। বর্তমান লেখক একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিল, সে মরিয়া গিয়াছে; তার ভাইরা ও আত্মীয়েরা শব নিয়া শ্মশানে চলিয়াছে; লেখক নিজে দেখিতেছে; এখানে দৃষ্ট ঘটনাসকল মিথ্যা, কিন্তু দর্শনটা সত্য। কোন্ জ্যোতিঃ-র দ্বারা এই দর্শন সম্ভব হইয়াছিল? উত্তর—আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা। লেখক কি আত্মজ্যোতিঃকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছিল? উত্তর, না, তাহা সম্ভব নহে। লেখকের স্বচ্ছবুদ্ধিতে সর্বত্র দেদীপ্যমান আত্মজ্যোতিঃ-র প্রতিফলন হওয়াতে বুদ্ধি প্রদীপ্ত হয়; মন বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত থাকাতে মন প্রদীপ্ত হয়; মনের সহিত সংযোগবশতঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল প্রদীপ্ত হয়; ইন্দ্রিয়ের আত্মসংযোগবশতঃ দেহ যেন সচেতন হয়। এই ভাবে লেখকের বুদ্ধি হইতে দেহ পর্যন্ত সব সচেতন হইয়া লেখকরূপী গোটা মানুষটী প্রকাশিত হয়।

এই আত্মজ্যোতিঃ কোথায় স্থিত? দশলক্ষ আলোকবর্ষদূরস্থ নীহারিকা-পুঞ্জ এবং সমুদ্রের তলস্থিত উদ্ভিজ্জসকল, হিমালয়ের উপরস্থ বিশাল বৃক্ষ এবং রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র দূর্বার পত্রকে আত্মজ্যোতিঃ সমভাবে, সমকালে প্রকাশ করিতেছে; যখন বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হয় নাই, তখনও আত্মজ্যোতিঃ বর্তমান ছিল। ঋগ্‌বেদের আসীৎ তদেকম্' -মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য। প্রলয়ে যখন সব বিলুপ্ত হইবে, তখনও এই আত্মজ্যোতিঃ সমভাবেই বর্তমান থাকিবে; এই জ্যোতিঃ-র ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, পরিবর্তন নাই; এই জ্যোতিঃ আত্মাই, ব্রহ্মই।

আত্মজ্যোতিঃ-র প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করিয়া বুদ্ধি নানাবিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করে; সেই সকলই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় যোগ করিয়া বিজ্ঞানময় শব্দটী গঠিত। ময়ট, বিকার, ব্যাপ্তি, অবয়ব, এবং প্রাচুর্য

অর্থ বুঝায়; যথা অন্নময়দেহ, অন্নের বিকার; জলময় দেশ, জলব্যাপ্ত; কাষ্ঠময়ী মুর্তি, কাষ্ঠই ইহার অবয়ব; আনন্দময় ব্রহ্ম, আনন্দপ্রচুর। কিন্তু বিজ্ঞানময় শব্দে এর কোন অর্থই প্রকাশ পায় না। আলোক অপর বস্তু সকল প্রকাশ করে; কিন্তু বিশুদ্ধ বলিয়া আলোক যে বস্তুকে প্রকাশ করে, যে বস্তুর সদৃশই হয়। লাল বাল্ব (Bulb)এর ভিতরে আলো লাল, নীল বাল্ব-এর ভিতরে আলো নীলই ইহার প্রমাণ। আত্মজ্যোতিঃও আলোকবৎ। তাহা বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিয়া সান্নিধ্যবশতঃ মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহকে প্রদীপ্ত করে, তার ফলে গোটা মানুষই উপলব্ধ হয়; অর্থাৎ আত্মজ্যোতিঃ বুদ্ধির দ্বারা দেহাদির সদৃশ-ই হয়। ইহাতে মানুষ আত্মজ্যোতিঃকে স্বরূপতঃ পৃথক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজকে সজীব মানুষ, কর্তা, ভোক্তা ইতি মনে করে। এই মারাত্মক ভ্রমই মানুষের সকল ক্লেশের কারণ। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ, বিজ্ঞানসদৃশ, বিজ্ঞান-প্রায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ আত্মজ্যোতিঃই, আত্মাই, ব্রহ্মই।

মূল সূত্রটী এই "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন"। ইহার অর্থ সুষুপ্তিতে এবং উৎক্রান্তিতে ভেদের উল্লেখ থাকায়, বিজ্ঞানময় শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝায়, জীবকে নহে। শ্রুতিতে যে যে স্থানে এই ভেদের উল্লেখ আছে, সেগুলি এই; সুষুপ্তিকালে "অয়ংপুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" (বৃহ : ৪।৩।২১)। এই পুরুষ (জীব) প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য বা আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না। উৎক্রান্তিতে ভেদের প্রমাণ এই :—"অয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি" (বৃহঃ ৪।৩।৩৫)। ইহার অর্থ, এই শারীর আত্মা (জীব) প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক অবলম্বিত হইয়া, ঘোর শব্দ করিতে করিতে যায় (অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রনায় কাতর শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করে)। উৎক্রান্তি শব্দের অর্থ দেহত্যাগ, দেহ হইতে উর্দ্ধগমন। রামমোহন তাঁর ব্যাখ্যায় উত্থান শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ শ্রুতিতে আছে, উর্দ্ধগমন করে, কিন্তু উত্থান শব্দের অর্থ মৃত্যুই বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বরই প্রাজ্ঞ আত্মা; জীব সুষুপ্তিতে পরমেশ্বরের আলিঙ্গনের মধ্যে থাকে; মৃত্যুকালে পরমেশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া (অন্বারূঢ়) পরলোকে যায়। সুতরাং বিজ্ঞানময় জীবকে বুঝায় না, বিজ্ঞানময় ব্রহ্মই। রামমোহন তাঁর ব্যাখ্যায় শব্দ করার উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রুতিবাক্যের অনুবাদে।

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ১।৩।৪৩ ॥

উত্তর উত্তর শ্রুতিতে পতি প্রভৃতি শব্দের কথন আছে, অতএব বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম হয়েন, সংসারী জীব বিজ্ঞানময় না হয়। ॥ ১।৩। ৩ ॥

টীকা—সূত্র ৪৩—শ্রুতিতে পর পর বলা হইয়াছে, সর্বস্য বশী, সর্বস্য ঈশানঃ ইত্যাদি। বশী শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন ; ঈশান শব্দের অর্থ নিয়মনশক্তিমান্, যিনি সকলকে নিয়ন্ত্রিত (Control) করিতে পারেন। যিনি এই প্রকার, তিনি অসংসারী। সুতরাং অসংসারী ব্রহ্মই বিজ্ঞানময়, জীব নহে।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদঃ ॥ ০ ॥

চতুর্থ পাদ

শ্রুতি বলিলেন ব্রহ্মই জগৎকারণ। সাংখ্য শাস্ত্র বলিলেন, জগৎকারণ অতীন্দ্রিয় বস্তু। যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহা একমাত্র অনুমানপ্রমাণগম্য ; জড় জগতের কারণও জড়ই হইবে। চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম জড় হইবেন কোন দুঃখে ? সুতরাং জড়জগতের কারণও জড়ই হইবে।

কার্যবস্তুতে যে যে গুণের প্রকাশ দেখা যায়, কারণ বস্তুতেও সেই সেই গুণের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। জগতের সকল বস্তুই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ; একটী সুন্দরী যুবতী নারী ; সে স্বামীর সুখকারিণী, সপত্নীর দুঃখকারিণী, তার প্রতি আসক্ত পরপুরুষের মোহকারিণী। সকল কার্যবস্তুই এই প্রকার। সুতরাং অনুমান করা যায় যে জড়জগতের কারণ যে সূক্ষ্ম জড় বস্তু তাহাও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। সুখ সত্ত্বগুণের, দুঃখ রজোগুণের, এবং মোহ তমোগুণের অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং জগতের সূক্ষ্ম জড় উপাদান বস্তুও সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। এই যে ত্রিগুণাত্মক জড় উপাদান, তাহাই সাংখ্যের প্রধান। প্রধানই সাংখ্যমতে জগতের উপাদানকারণ।

প্রধান যে জগৎকারণ হইতে পারে না, তাহা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চম হইতে একাদশ সূত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

শ্রুতিতে উপদিষ্ট সৃষ্টিক্রম ও সাংখ্যে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম এক নহে। শ্রুতিতে উক্ত মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ এই শব্দ তিনটী সাংখ্যশাস্ত্রেও পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলিও এক নহে। এই পাদে বিচারের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে। যে সকল যুক্তির বলে সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই যুক্তিসকল ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে খণ্ডিত হইবে।

ওঁ তৎসৎ।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতে-র্দর্শয়তি চ। ১।৪।১ ॥

বেদে কহেন জীব হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম হয় অতএব কোন শাখাতে অব্যক্ত শব্দ হইতে এখানে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি বোধ্য হয় এমত নহে; যেহেতু শরীরকে যেখানে রথরূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন সেখানে অব্যক্ত শব্দ হইতে লিঙ্গ শরীর বোধ্য হইতেছে; অতএব লিঙ্গশরীর অব্যক্ত হয় এমত বেদে দেখাইতেছেন ॥ ১।৪।১ ॥

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ১।৪।২ ॥

সূক্ষ্ম এখানে লিঙ্গশরীর হয়, যেহেতু অব্যক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য হইবার যোগ্য লিঙ্গশরীর কেবল হয়; তবে স্থূলশরীরকে অব্যক্ত শব্দ যে কহে সে কেবল লক্ষণার দ্বারা জানিবে ॥ ১।৪।২ ॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ১।৪ ৩ ॥

যদি সেই অব্যক্ত শব্দ হইতে প্রধান অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির তাৎপর্য হয়, তবে সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের সহকারী দ্বারা সেই প্রধানের কার্যকারিত্বশক্তি থাকে ॥ ১।৪।৩ ॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ। ১।৪।৪।

সাংখ্যমতে যাহাকে প্রধান কহেন সে অব্যক্ত শব্দের বোধ্য নহে, যেহেতু সে প্রধান জ্ঞাতব্য হয় এমত বেদে কহেন নাই ॥ ১।৪।৪ ॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ । ১।৪।৫ ।

যদি কহ বেদে কহিতেছেন মহতের পর বস্তুকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয়, তবে প্রধান এ শ্রুতির দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন এমত কহিতে পারিবে না; যেহেতু সেই প্রকরণে কহিতেছেন যে পুরুষের পর আর নাই ; অতএব প্রাজ্ঞ যে পরমাত্মা তিহোঁ কেবল জ্ঞেয় হয়েন ॥ ১।৪।৫ ॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ১।৪।৬ ॥

পিতৃতুষ্টি আর অগ্নি এবং পরমাত্মা এই তিনের প্রশ্ন নচিকেতা করেন এবং কঠবল্লীতে এই তিনের স্থাপন করিয়াছেন, অতএব প্রধান জ্ঞেয় না হয়, যেহেতু এই তিনের মধ্যে প্রধান গণিত নহে ॥ ১।৪।৬ ॥

মহদ্বচ্চ ॥ ১।৪।৭ ॥

যেমন মহান শব্দ প্রধান বোধক নয়, সেইরূপ অব্যক্ত শব্দ প্রধান বাচী না হয় ॥ ১।৪।৭ ॥

বেদে কহেন যে অজা লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণা হয় অতএব অজা শব্দ হইতে প্রধান প্রতিপাদ্য হইতেছে এমত নয় ।

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ১।৪।৮ ॥

অজা অর্থাৎ জন্ম নাই আর লোহিতাদি শব্দ বর্ণকে কহে, এই দুই অর্থের অন্যত্র সম্ভাবনা আছে ; প্রধানে এ শব্দের শক্তি হয় এমত বিশেষ নিয়ম নাই, যেমত চমস শব্দ বিশেষভাবে কোন বস্তুকে বিশেষ করিয়া কহেন নাই ॥ ১।৪।৮ ॥

যদি কহ চমস শব্দ বিশেষণের দ্বারা যজ্ঞশিরোভাগকে যেমত কহে সেই রূপ অজা শব্দ বিশেষণের দ্বারা প্রধানকে কহিতেছে, এমত কহিতে পার না ।

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে । ১.৪.৯ ॥

জ্যোতি যে মায়ার প্রথম হয় এমত তেজ আর জল এবং অন্নাত্মিকা মায়া অজা শব্দ হইতে বোধ্য হয়, ছন্দোগেরা ঐ মায়ার লোহিতাদি

রূপ বর্ণন করেন এবং কহেন এইরূপ মায়া ঈশ্বরাধীন হয়, স্বতন্ত্র নহে ॥ ১।৪।৯ ॥

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১।৪।১০ ॥

সূর্যকে যেমন সুখ দানে মধুর সহিত তুল্য জানিয়া মধু কহিয়া বেদ বর্ণন করেন এবং বাক্যকে অর্থ দানে ধেনুর সহিত তুল্য জানিয়া ধেনু কহিয়া বর্ণন করেন, সেইরূপ তেজ অপ্ অন্ন স্বরূপিণী যে মায়া তাহার অজা অর্থাৎ ছাগের সহিত ত্যাজ্য হইবাতে সমতা আছে, সেই সমতার কল্পনার বর্ণন মাত্র ; অতএব এ মায়ার জন্ম হইবাতে কোন বিরোধ নাই ॥ ১।৪।১০ ॥

বেদে কহেন পাঁচ জন অর্থাৎ পঁচিশ তত্ত্ব হয়, অতএব পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানের গণন আছে এমত নহে।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১।৪।১১ ॥

তত্ত্বের পঞ্চবিংশতি সংখ্যা না হয়, যেহেতু পরস্পর এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্ব মিলে এই নিমিত্ত নানা সংখ্যা তত্ত্বের কহিয়াছেন ; যদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কহ তবে আকাশ আর আত্মা লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে অতিরেক তত্ত্ব হয় ॥ ১।৪।১১ ॥

যদি কহ যদ্যপি তত্ত্ব পঁচিশ না হয় তবে বেদে পঞ্চ পঞ্চ জন অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কিরূপে কহিতেছেন তাহার উত্তর এই।

প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ ॥ ১।৪।১২ ॥

পঞ্চ পঞ্চ জন যে শ্রুতিতে আছে সেই শ্রুতির বাক্য শেষেতে কহিয়াছেন কর্ণের কর্ণ শ্রোত্রের শ্রোত্র অন্নের অন্ন মনের মন ; অতএব এই প্রাণাদি পঞ্চ বস্তু পঞ্চ জনের অর্থাৎ পঞ্চ পুরুষের তুল্য হয়েন। এই পাঁচ আর অবিদ্যারূপ আকাশ এই ছয় যে আত্মাতে থাকেন তাহাকে জান ; এখানে শ্রুতির এই অর্থ তাৎপর্য হয়, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাৎপর্য নহে ॥ ১।৪।১২ ॥

টীকা—সূত্র ১-১২—(ক) বেদের অব্যক্ত, প্রধান নহে। কঠোপনিষদ ১ম অধ্যায় ৩য় বল্লীর ৩-৯ মন্ত্রে রথের রূপকচ্ছলে এবং ১০-১১মন্ত্রে একই তত্ত্বসকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। রথের রূপক এই ক্রমে বর্ণিত—আত্মাই রথী, শরীরই রথ, বুদ্ধিই সারথি, মনই প্রগ্রহ বা লাগাম, ইন্দ্রিয়সকল অশ্ব, বিষয়সকল অশ্বের বিচরণ স্থান, বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত রথ চলিতে চলিতে পথের শেষ, বিষ্ণুর পরম পদ, প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় ক্রমে এইরূপ বর্ণনা আছে। ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা রূপরসাদি বিষয় সূক্ষ্ম বলিয়া পর বা শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন পর, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে মহান আরো পর; মহান আত্মা হইতে অব্যক্ত পর, অব্যক্ত হইতে পুরুষ পর; পুরুষ হইতে পর কিছুই নাই। পুরুষই আত্মা। ক্রম দুইটীর তুলনা করিলে দেখা যাইবে, এক ক্রমে আত্মার পরেই শরীর; অপর ক্রমে পুরুষ অর্থাৎ আত্মার পূর্বেই অব্যক্ত। সুতরাং শরীরই অব্যক্ত, প্রধান হইতে পারে না। যাহা জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয় (শীর্য্যতে) তাহাই শরীর। সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ নামরূপ-বর্জিত, অনভিব্যক্তস্বরূপ এই অব্যক্ত ওতপ্রোতভাবে পরমাত্মাতে আশ্রিত; বৃহদারণ্যকে ইহাই আকাশ নামে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই অব্যক্ত সাংখ্যের প্রধান নহে, ইহা লিঙ্গশরীরই।

(খ) স্থূল শরীরের আরম্ভক সূক্ষ্মভূতই এখানে অব্যক্ত; সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা স্থূলভূতের কারণ বা প্রকৃতি।

(গ) এই সূক্ষ্মভূত পরমেশ্বরেরই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়া জগতের উৎপত্তিতে সাহায্য করে; তাহা সাংখ্যে প্রধানের ন্যায় স্বতন্ত্র নহে। তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টির সহকারীরূপেই সৃষ্টি করে।

(ঘ) বেদে প্রধানকে কোথাও জ্ঞেয় বলা হয় নাই।

(ঙ) পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জানা যায় যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই সেই পুরুষ।

(চ) নচিকেতা যমের নিকট তিনটী বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—পিতার সন্তোষ, অগ্নিবিদ্যা ও পরমাত্মতত্ত্ব। সুতরাং সাংখ্যের প্রধান সম্বন্ধে প্রশ্নই উঠে না।

(ছ) উপনিষদের মহৎ শব্দ মহান আত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিকে বুঝায়; সুতরাং উপনিষদের অব্যক্ত শব্দও নামরূপবর্জিত এই অর্থ বুঝাইবে, প্রধানকে নহে।

(জ) উপনিষদের অজাম্ একাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্ এই মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যেরা সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণযুক্ত প্রধানকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, অজা শব্দ কোন বিশেষ বস্তুর দ্যোতক নহে ; বেদে চমস শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা কোন বিশেষ বস্তুকে বুঝায় না। এখানে অজা শব্দও সেইরূপ।

(ঝ) চমস শব্দ যজ্ঞের শিরোভাগকে বুঝাইতে পারে, সুতরাং অজা শব্দ প্রধানকে কেন বুঝাইবে না ? এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে যে ছান্দোগ্য উপনিষদ অনাদি মায়া হইতে উৎপন্ন জ্যোতিঃ অর্থাৎ তেজকে, জলকে এবং অন্নকে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ বলিয়াছেন। সেই মায়া পরমেশ্বরের অধীন।

(ঞ) আদিত্য মধু নহে, কিন্তু ছান্দোগ্য বলিয়াছেন "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধুঃ।" সেইরূপ কল্পনার সাহায্যে প্রকৃতিকে অজা বলিতে দোষ নাই।

(ট) বৃহদারণ্যক (৪।৪।১৭) মন্ত্রে আছে যাহাতে পঞ্চ পঞ্চ জন অর্থাৎ গন্ধর্ব, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ, রাক্ষসগণ ও নিষাদগণ ও অব্যাকৃত আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই অমৃত আত্মাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া জানি ; আমি নিজকে সেই আত্মা, ব্রহ্ম, হইতে পৃথক্ মনে করি না ; ব্রহ্মকে আমি জানিয়া অমৃত হইয়াছি ; এতকাল অজ্ঞানের বশে আমি মর্ত্য ছিলাম ; সেই অজ্ঞান দূর হওয়াতে ব্রহ্মকে জানিয়া আমি অমৃত (যস্মিন পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥)।

পঞ্চ পঞ্চজনাঃ বাক্যাংশের অর্থ পঞ্চবিংশতি, এই নির্দ্ধারণ করিয়া সাংখ্যানুরাগীরা বলিলেন, এইমন্ত্রে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই কথা বলা হইয়াছে ; এই তত্ত্বসকল বৈদিক। সাংখ্যের প্রমেয় বা তত্ত্ব বা বিচার্য বিষয় পঁচিশটী (Subject of enquiry) ; সেইগুলি এই (১) প্রধান ; তাহা অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; (২) প্রধান হইতে মহৎ বা বুদ্ধি উৎপন্ন ; (৩) তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন ; অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন (১৯) পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত (২৪) ও পুরুষ (২৫)

বেদান্ত বলিতেছেন, এই তত্ত্বগুলি নানা ধর্মাক্রান্ত ; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ পঞ্চগুণিত পঞ্চজনাঃ এইরূপ অর্থের কোন ইঙ্গিত নাই ; তৃতীয়তঃ এখানে আকাশ ও আত্মার উল্লেখ থাকাতে সংখ্যার অতিরেক হইয়া যায়।

সুতরাং এখানে সাংখ্যের তত্ত্ব বলা হয় নাই ; এখানে আত্মারই উপদেশ করা হইয়াছে, প্রধানের নহে।

(১) প্রাণস্য প্রাণম্ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি (বৃহঃ ৪।৪।১৮)

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১।৪।১৩ ॥

কাণ্বদের মতে অন্নের স্থানে জ্যোতির জ্যোতি এমত পাঠ হয় ; সেমতে অন্ন লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি না হইয়া জ্যোতি লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি হয় ॥ ১।৪।১৩ ॥

টীকা—সূত্র ১৩—অর্থ স্পষ্ট।

বেদে কোন স্থানে কহেন আকাশ সৃষ্টির পূর্ব হয়, কোথাও তেজকে কোথাও প্রাণকে সৃষ্টির পূর্ব বর্ণন করেন ; অতএব সকল বেদের পরস্পর সমন্বয় অর্থাৎ একবাক্যতা হইতে পারে নাই, এমত নহে ॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১।৪।১৪ ॥

ব্রহ্ম সকলের কারণ অতএব অবিরোধ হয় এবং বেদের অনৈক্য না হয় ; যেহেতু আকাশাদি বস্তুর কারণ করিয়া ব্রহ্মকে সর্বত্র বেদে যথাবিহিত কথন আছে ; আর আকাশ তেজ প্রাণ এই তিন অপর সৃষ্টির পূর্বে হয়েন এ বেদের তাৎপর্য হয় ; এ তিনের মধ্যে এক অন্যের পূর্ব হয় এমত তাৎপর্য নহে যে বেদের অনৈক্য দোষ হইতে পারে ; সূত্রের যে চ শব্দ আছে তাহার এই অর্থ হয় ॥ ১।৪।১৪ ॥

টীকা—সূত্র ১৪—ব্রহ্মই জগৎকারণ, এবিষয়ে বিভিন্ন উপনিষদে বিরোধ মনে হয়। সূত্রে "চ" শব্দ দ্বারা সেই আশঙ্কার খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে, ঈশ্বরকেই সর্বত্র জগৎকারণ বলা হইয়াছে।

বেদে কহেন সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল ; অতএব জগতের অভাবের দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্বের অভাব সে কালে স্বীকার করিতে হয় এমত নহে।

সমাকর্ষাৎ ॥ ১।৪।১৫ ॥

অন্যত্র বেদে যেমন অসৎ শব্দের দ্বারা অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য হইতেছে, সেইরূপ পূর্বশ্রুতিতেও অসৎ শব্দ হইতে অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য হয়, অর্থাৎ নাম রূপ ত্যাগের পূর্বে কারণেতে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ লীন থাকে ; অতএব সেকালেও কারণত্ব ব্রহ্মের রহিল ॥ ১।৪।১৫ ॥

টীকা—সূত্র ১৫—অসদেব ইদম্ অগ্র আসীৎ এই মন্ত্রে অসৎকে জগৎ-কারণ বলা হয় নাই ; অসৎ অর্থ, যাহাতে নামরূপের অভিব্যক্তি হয় নাই, অর্থাৎ অব্যাকৃত।

কৌষীতকী শ্রুতিতে আদিত্যাদি পুরুষকে বালাকি মুনি বর্ণন করাতে অজাতশত্রু তাহার বাক্যকে অশ্রদ্ধা করিয়া গার্গ্যের শ্রবণার্থ কহিলেন যে ইহার কর্তা যে, তাহাকে জানা কর্তব্য হয় ; অতএব এ শ্রুতির দ্বারা জীব কিম্বা প্রাণ জ্ঞাতব্য হয় এমত নহে।

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১।৪।১৬ ॥

এই যাহার কর্ম অর্থাৎ এই জগৎ যাহার কর্ম ঐ স্থানে বেদের তাৎপর্য হয় আর প্রাণ কিম্বা জীবের জগৎকর্ম নহে ; যেহেতু জগৎ-কর্তৃত্ব কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১।৪।১৬ ॥

টীকা—সূত্র ১৬—অজাতশত্রু বলিলেন "যো বৈ বালাক, এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা যস্য বা এতৎকর্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ", হে বালাকি, যিনি এই সকল পুরুষের কর্তা, এই জগৎ যাহার কর্ম, তাহাকেই জানিতে হইবে। এস্থলে প্রাণকে বা জীবকে জানিতে বলা হয় নাই ; ব্রহ্মই জগতের কর্তা, ব্রহ্মকেই জানিতে বলা হইয়াছে।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ১।৪।১৭ ॥

বেদে কহেন প্রাজ্ঞস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ করেন, এই শ্রুতি জীববোধক হয় আর প্রাণ যে সে সকলের মুখ্য হয় ; এ শ্রুতি প্রাণবোধক হয় এমত নহে। যদি কহ এসকল জীব এবং প্রাণের প্রতিপাদক হয়েন ব্রহ্ম প্রতিপাদক না হয়েন, তবে ইহার উত্তর পূর্ব

সুত্রে ব্যাখ্যান করিয়াছি; অর্থাৎ কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে এবং কোন শ্রুতি প্রাণ ও জীবকে যদি কহেন তবে উপাসনা তিন প্রকার হয়, এ মহাদোষ ॥ ১।৪।১৭ ॥

টীকা—সূত্র ১৭—প্রথম পাদের ৩১ সূত্র দ্রষ্টব্য। প্রতর্দনের বাক্যে জীব, মুখ্যপ্রাণ-এর কথা বলা হইয়াছে স্বীকার করিলে ব্রহ্ম সহ জীব ও প্রাণের উপাসনা স্বীকার করিতে হয়; তাহাতে ত্রিবিধ উপাসনা মানিতে হয়; তাহা দোষ।

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১।৪।১৮ ॥

এক শ্রুতি প্রশ্ন কহেন যে কোথায় এ পুরুষ অর্থাৎ জীব শয়ন করেন, অন্য শ্রুতি উত্তর দেন যে প্রাণে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সুষুপ্তিকালে জীব থাকেন। এই প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জৈমিনি ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন এবং বাজসনেয়ীরা এই প্রশ্নের দ্বারা যে নিদ্রাতে এ জীব কোথায় থাকেন তার এই উত্তরের দ্বারা যে হৃদাকাশে থাকেন ঐরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন ॥ ১।৪।১৮ ॥

টীকা—সূত্র ১৮—কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (৪।১৯) বলেন "হে বালাকি, এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায় ছিল এবং কোথা হইতে আসিল? (ক এষ এতদ্ বালাকে অশয়িষ্ট ক অভূৎ কুত এতদাগাৎ)। প্রশ্নের উত্তরে পুনরায় বলিলেন "যখন সুপ্ত ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণেই এক হইয়া যায় (যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথ অস্মিন্ প্রাণ এব একধা ভবতি)। এই প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বারা শ্রুতি বলিতেছেন যে জীব সুষুপ্তিকালে পরব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হয়; সুষুপ্তিতে জীব উপাধিজনিত সকল বিশেষজ্ঞান-রহিত ও বিক্ষেপরহিত হওয়াতে পরমাত্মাস্বরূপ হয়, জাগরণে পুনরায় পরমাত্মা হইতে ফিরিয়া আসে। বাজসনেয়ীরাও বৃহদারণ্যকে একই কথা বলিয়াছেন। জৈমিনি বলিয়াছেন, শ্রুতি পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্যই সোপাধিক জীবভাবের কথা বলিয়াছেন।

শ্রুতিতে কহেন আত্মাতে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদিরূপ সাধন করিবেক; এখানে আত্মা শব্দে জীব বুঝায় এমত নহে।

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১।৪।১৯ ॥

যেহেতু ঐ শ্রুতির উপসংহারে অর্থাৎ শেষে কহিয়াছেন যে, এই মাত্র অমৃত হয় অর্থাৎ আত্মার শ্রবণাদি অমৃত হয়; অতএব উপসংহারের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত পূর্ব শ্রুতির সম্বন্ধ হইলে জীবের সহিত অন্বয় হয় না ॥ ১।৪।১৯ ॥

টীকা—সূত্র ১৯—মৈত্রেয়ীকে অমৃতত্বের উপদেশ দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন পরমাত্মজ্ঞান ভিন্ন অমৃতত্ব নাই ; সুতরাং আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ এই মন্ত্রে জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ১।৪।২০ ॥

এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্বজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি নিমিত্ত যেখানে জীবকে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন, সে ব্রহ্মরূপে কথন সঙ্গত হয় ; আশ্মরথ্য এইরূপে কহিয়াছেন ॥ ১।৪।২০ ॥

টীকা—সূত্র ২০—আত্মনস্তকামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, যাজ্ঞবল্ক্যের এই বাক্যে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মাকেই বুঝানো হইয়াছে। জীবাত্মা-সকল ব্রহ্মের বিকার, সুতরাং তাহারা ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, অত্যন্ত অভিন্নও নহে। জীবাত্মা অত্যন্ত ভিন্ন হইলে, পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার জ্ঞান সম্ভব হয় না। এক বিজ্ঞানেই সর্ব বিজ্ঞান, ইহাই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা। জীব ও ব্রহ্ম এক, ইহা স্বীকার করিলে জীবতত্ত্বের জ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হয় ; ইহাই আশ্মরথ্যের মত।

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ১।৪।২১ ॥

সংসার হইতে জীবের যখন উৎক্রমণ অর্থাৎ মোক্ষ হইবেক তখন জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য হইবেক ; সেই হইবেক যে ঐক্য তাহা যে হইয়াছে এমত জানিয়া জীবকে ব্রহ্মরূপে কথন সঙ্গত হয়, এ ঔড়ুলোমি কহিয়াছেন ॥ ১।৪।২১ ॥

টীকা—সূত্র ২১—ঔড়ুলোমি বলেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই সকল উপাধির সংযোগ হেতু জীবের কলুষতা। কিন্তু জীব যখন উপাধিমুক্ত হয়

তখন সে ব্রহ্মই হয়। সেই ভবিষ্যৎ অভেদ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি অভেদের উপদেশ করিয়াছেন।

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ১।৪।২২ ॥

ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্থিতি করেন অতএব জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য সঙ্গত হয়, এমন কাশকৃৎস্ন কহিয়াছেন ॥ ১।৪।২২ ॥

টীকা—সূত্র ২২—কাশকৃৎস্ন বলেন, আমি এই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিব, এই শ্রুতি দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত।

বেদে কহেন ব্রহ্ম সঙ্কল্পের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন অতএব ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্তকারণ হয়েন যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার হয়, এমত নহে।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ১।৪।২৩ ॥

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণও জগতের ব্রহ্ম হয়েন, যেমন ঘটের উপাদানকারণ মৃত্তিকা হয়; যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয়, এ প্রতিজ্ঞা তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয়; আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার বস্তুত জ্ঞান হয়; এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধি পায় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয়। আর ঈক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন, অতএব ব্রহ্ম এই সকল শ্রুতির অনুরোধেতে নিমিত্তকারণ এবং সমবায়িকারণ জগতের হয়েন, যেমন মাকড়সা আপনা হইতে আপন ইচ্ছা দ্বারা জাল করে, সেই জালের সমবায়িকারণ এবং নিমিত্তকারণ আপনি মাকড়সা হয়। সমবায়িকারণ তাহাকে কহি যে স্বয়ং মিলিত হইয়া কার্যকে জন্মায়, যেমন মৃত্তিকা স্বয়ং মিলিত হইয়া ঘটের কারণ হয়, আর নিমিত্তকারণ তাহাকে কহি যে কার্য হইতে ভিন্ন হইয়া কার্য জন্মায় যেমন কুম্ভকার ঘট হইতে ভিন্ন হইয়া ঘটকে উৎপন্ন করে ॥ ১।৪।২৩ ॥

টীকা—সূত্র ২৩—শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও সমবায়িকারণ, উভয়ই। সমবায়িকারণের অপর নাম উপাদানকারণ। জন্মাদ্যস্য যতঃ, এই সূত্রে মৃত্তিকা ও ঘট, লৌহ ও নখনিকৃন্তন প্রভৃতিই দৃষ্টান্ত।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ॥ ১।৪।২৪॥

অভিধ্যা অর্থাৎ আপন হইতে অনেক হইবার সঙ্কল্প, সেই সঙ্কল্প শ্রুতিতে কহেন যে ব্রহ্ম করিয়াছেন, তথাহি অহং বহুস্যাং; অতএব এই উপদেশের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ হয়েন॥ ১।৪।২৪॥

টীকা—সূত্র ২৪—ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদন কারণ।

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ॥ ১।৪।২৫॥

বেদে কহেন উভয় অর্থাৎ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কর্তৃত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মে হয় অতএব ব্রহ্ম উপাদানকারণ জগতের হয়েন; যেহেতু কার্য উপাদান কারণে লয় হয় নিমিত্তকারণে লয় হয় নাই, যেমন ঘট মৃত্তিকাতে লীন হয় কুম্ভকারে লীন না হয়॥ ১।৪।২৫॥

টীকা—সূত্র ২৫—ব্যাখা স্পষ্ট।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ১।৪।২৬॥

বেদে কহেন ব্রহ্ম সৃষ্টিসময়ে স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করেন; এই ব্রহ্মের আত্মকৃতির শ্রবণ বেদে আছে, আর কৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির পরিণাম যাহাকে বিবর্ত কহি তাহার শ্রবণ বেদে আছে, অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হয়েন। বিবর্ত শব্দের অর্থ এই যে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্যান্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায়॥ ১।৪।২৬॥

টীকা—সূত্র ২৬—তদ্ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত, সচ্চ ত্যচ্চ নিরুক্তংচ অনিরুক্তংচ অভবৎ। ব্রহ্ম আপনি আপনাকে পরিণামিত করিলেন, ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, বাক্যগোচর, বাক্যের অগোচর, সবই হইলেন। ইহাই

বিবর্তবাদ। রামমোহন বিবর্তবাদ স্বীকার করিতেন ; যস্যবিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তম্, (ক্ষুদ্রপত্রী দ্রষ্টব্য)।

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ১।৪।২৭ ॥

বেদে ব্রহ্মকে ভূতযোনি করিয়া কহেন। যোনি অর্থাৎ উপাদান, অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হয়েন। বেদে সূক্ষ্মকে কারণ কহিতেছেন ; অতএব পরমাণ্বাদি সূক্ষ্ম জগৎকারণ হয়, এমত নহে ॥ ১।৪।২৭ ॥

টীকা—সূত্র ২৭—যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ, যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতেচ, এই সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকেই ভূতযোনি বলা হইয়াছে। সুতরাং পরমাণু প্রভৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১।৪।২৮ ॥

প্রধানকে খণ্ডনের দ্বারা পরমাণ্বাদিবাদ খণ্ডন হইয়াছে ; যেহেতু বেদে পরমাণ্বাদিকে জগৎকারণ কহেন নাই, এবং পরমাণ্বাদি সচেতন নহে, অতএব ত্যাজ্য করিয়া ব্যাখ্যান পূর্ব্বেই হইয়াছে ; তবে পরমাণ্বাদি শব্দ যে বেদে দেখি সে ব্রহ্মপ্রতিপাদক হয় ; যেহেতু ব্রহ্মকে স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বেদে বর্ণন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতা শব্দ দুইবার কথনের তাৎপর্য অধ্যায়সমাপ্তি হয় ॥ ১।৪।২৮ ॥

টীকা—সূত্র ২৮—যে সকল যুক্তি দ্বারা প্রধানকারণবাদের খণ্ডন করা হইল, সে সকল যুক্তিদ্বারা পরমাণুকারণবাদেরও খণ্ডন হইল।

ইতি বেদান্তগ্রন্থে প্রথম অধ্যায় ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওঁ তৎসৎ।

যদ্যপিও প্রধানকে বেদে জগৎকারণ কহেন নাই কিন্তু অপর প্রমাণের দ্বারা প্রধান জগৎকারণ হয় এই সন্দেহ নিবারণ করিতেছেন ॥

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের নাম সমন্বয়। সকল শ্রুতির ব্রহ্মেই তাৎপর্য অন্য কিছুতে নহে, ইহাই প্রথম অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম অবিরোধ। এই অধ্যায়ে প্রধানকারণবাদ, পরমাণুকারণবাদ ও অপরাপর বেদবিরুদ্ধ মতবাদ নিরস্ত করিয়া ব্রহ্মকারণবাদ যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইতি
চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২।১।১ ॥

প্রধানকে যদি জগৎকারণ না কহ তবে কপিলস্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয়, অতএব প্রধান জগৎকারণ। তাহার উত্তর এই, যদি প্রধানকে জগৎকারণ কহ তবে গীতাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয়; অতএব স্মৃতির পরস্পর বিরোধে কেবল শ্রুতি এ স্থানে গ্রাহ্য আর শ্রুতিতে প্রধানের জগৎকারণত্ব নাই ॥ ২।১।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—মহর্ষি কপিল আদি বিদ্বান্। তিনিই প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়াছেন; তাঁহার মতে পুরুষ বহু। যদি তাঁহার স্মৃতি স্বীকার করা না হয়, তবে তাঁহার স্মৃতির সঙ্গে বিরোধ থাকিবে; ইহা কাহারো কাহারো অভিমত। এই আপত্তির বিরুদ্ধে বেদব্যাস বলিতেছেন, অবৈদিক কপিল-স্মৃতি স্বীকার করিলে উপনিষদ অর্থাৎ শ্রুতি ও পুরাণ, মহাভারত, গীতা, আপস্তম্ব, মনু প্রভৃতি বৈদিক স্মৃতির সঙ্গে বিরোধ হইবে। স্মৃতিবিরোধ ঘটিলে একমাত্র শ্রুতিই প্রমাণ। পরব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে, "যত্তৎ সূক্ষ্মম্ অবিজ্ঞেয়ম্"; পুনরায় বলা হইয়াছে "সহ্যন্তরাত্মাভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতিকথ্যতে"। পুনরায় বলা হইয়াছে "তস্মাদ্ অব্যক্তম্ উৎপন্নং

ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম"। পুনরায় বলা হইয়াছে "অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মণ নির্গুণে সংপ্রলীয়তে॥

ব্রহ্ম সূক্ষ্ম অবিজ্ঞেয়; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, তিনিই জীব; ব্রহ্ম হইতেই ত্রিগুণ অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ, সেই অব্যক্ত নির্গুণ পুরুষে (ব্রহ্মে) বিলীন হয়। এইভাবে বৈদিক স্মৃতিসকলে, ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব, আত্মার একত্ব ইত্যাদি সুস্পষ্ট প্রমাণিত।

কপিল একটা নাম মাত্র। শ্বেতাশ্বতর (৫।২) বলিয়াছেন ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানং চপশ্যেৎ। এই মন্ত্রাংশে বর্ণিত কপিল কে, তাঁর বর্ণনা নাই। রত্নপ্রভা টীকা উক্ত মন্ত্রাংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,

আদৌ যো জায়মানং চ কপিলং জনযেদ্ ঋষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্জ্ঞানৈ স্তংপশ্যেৎ পরমেশ্বরম্॥

যে পরমেশ্বর আদিতে কপিল ঋষিকে জন্ম দিয়াছিলেন, এবং জন্মের পর তাহাকে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন সেই পরমেশ্বরকে শ্বেতাশ্বতরের ঋষিরা দেখিয়াছিলেন। কে এই কপিল? কেহ কেহ বলেন, হিরণ্যগর্ভই কপিল। যিনিই কপিল হউন না কেন, তাঁহার স্রষ্টা পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বরকে দেখাই উচিত। কপিলের স্রষ্টা ও জ্ঞানদাতা পরমেশ্বর অর্থাৎ পরব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধানকারণবাদ সুতরাং অগ্রাহ্য।

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ॥ ২।১।২ ॥

সাংখ্যশাস্ত্রে ইতর অর্থাৎ মহত্ত্বাদিকে যাহা কহিয়াছেন তাহা প্রামাণ্য নহে; যেহেতু বেদেতে এমত সকল বাক্যের উপলব্ধি হয় নাই॥ ২।১।২ ॥

টীকা—২য় সূত্র—প্রধান হইতে মহৎ বা বুদ্ধি ও মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি বলিয়া সাংখ্য উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লোকে বা বেদে কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই। সুতরাং এ সকল অগ্রাহ্য।

বেদে যে যোগ কহিয়াছেন তাহা সাংখ্যমতে প্রকৃতি-ঘটিত করিয়া কহেন; অতএব সেই যোগের প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতি প্রামাণ্য হয় এমত নহে।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ২।১।৩ ॥

সাংখ্যমত খণ্ডনের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রে যে প্রধানঘটিত যোগ কহিয়াছেন তাহার খণ্ডন সুতরাং হইল ॥ ২।১।৩ ॥

টীকা—৩য় সূত্র—যোগশাস্ত্র বলেন, তত্ত্বদর্শনোপায়ঃ যোগঃ। বৈদিক জ্ঞান ও ধ্যানের নামই সাংখ্যযোগ। যোগের যে অংশে এই সকল উপদিষ্ট আছে, তাহা গ্রাহ্য; কিন্তু যোগশাস্ত্রের যে অংশে প্রধানকে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা পরিত্যাজ্য।

এখন দুই সূত্রেতে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সন্দেহের নিরাকরণ করেন।

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ২।১।৪ ॥

জগতের উপাদানকারণ চেতন না হয়, যে হেতু চেতন হইতে জগৎকে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন দেখিতেছি; ঐ চেতন হইতে জগৎ ভিন্ন হয় অর্থাৎ জড় হয় এমত বেদে কহিতেছেন ॥ ২।১।৪ ॥

যদি কহ শ্রুতিতে আছে যে ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যেকে আপন আপন বড় হইবার নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছেন, অতএব ইন্দ্রিয়সকলের এবং পৃথিবীর চেতনত্ব পাওয়া যায়, এমত কহিতে পারিবে নাই ॥

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং ॥ ২।১।৫ ॥

ইন্দ্রিয়সকলের এবং পৃথিবীর অভিমানী দেবতা এ স্থানে পরস্পর বিবাদী এবং মধ্যস্থ হইয়াছিলেন; যেহেতু এখানে অভিমানী দেবতার কথন বেদে আছে; তথাহি তাহৈব দেবতা অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা আর অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ অর্থাৎ অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন। ঐ দেবতা শব্দের বিশেষণের দ্বারা আর অগ্নির গতির দ্বারা এখানে অভিমানী দেবতা তাৎপর্য হয় ॥ ২।১।৫ ॥

দৃশ্যতে তু ॥ ২।১।৬ ॥

এখানে তু শব্দ পূর্ব দুই সূত্রের সন্দেহের সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক হয়। সচেতন পুরুষের অচেতন স্বরূপ নখাদির উৎপত্তি যেমন দেখিতেছি

সেইরূপ অচেতন জগতের চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হয়েন ॥ ২।১।৬ ॥

টীকা—৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ সূত্র—চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্রে ব্রহ্মকারণবাদের উপর সাংখ্যের আপত্তি ও ষষ্ঠ সূত্রে তার খণ্ডন।

(ক) ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলা হয়; কিন্তু ব্রহ্ম চেতন, জগৎ জড় সুতরাং বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন, ; তাহাতে প্রকৃতিবিকৃতি-ভাবের অনুপপত্তি হয়।

(খ) শ্রুতি বলেন, ইন্দ্রিয়সকল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য বিবাদ করিয়াছিলেন; ইহার কারণ, এখানে ইন্দ্রিয় শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের অভিমানী দেবতাদের কথাই বলা হইয়াছে; জীব চেতন কিন্তু ভূত ও ইন্দ্রিয়-সকল অচেতন, ইহাই সূত্রের বিশেষ শব্দের অর্থ। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে পৃথিবীর অভিমানী দেবতার উল্লেখ আছে; পুরাণেও তাহাই বর্ণিত আছে; ইহাই সূত্রের অনুগতি (উল্লেখ) শব্দের অর্থ; দেবতা ব্যতীত পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, সবই জড়। সুতরাং ব্রহ্মকারণবাদ অসংগত। (শঙ্করানন্দের দীপিকাবৃত্তি)।

(গ) সূত্রের তু শব্দের দ্বারা আপত্তি অগ্রাহ্য করা হইল। চেতন মানুষ হইতে জড় কেশ লোম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, ইহা দেখা যায়; সুতরাং চেতন ব্রহ্ম হইতে জড় জগতের উৎপত্তি সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মকারণবাদ সঙ্গত।

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ২।১।৭ ॥

সৃষ্টির আদিতে জগৎ অসৎ ছিল; সেইরূপ অসৎ জগৎ সৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন হইল এমত নহে; যেহেতু সতের প্রতিষেধ অর্থাৎ বিপরীত অসৎ তাহার সম্ভাবনা কোনমতেই হয় নাই। অতএব অসতের আভাস শব্দমাত্রে কেবল উপলব্ধি হয়, বস্তুত নাই; যেমন খপুষ্পের আভাস শব্দমাত্রে হয়, বস্তুত নয় ॥ ২।১।৭ ॥

টীকা—৭ম সূত্র—চেতনকারণ হইতে অচেতন জগৎ-এর উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল, ইহাও মানিতে হয়; কিন্তু সাংখ্য মতে অসৎ-এর উৎপত্তি অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, অসৎ-এর এই প্রতিষেধ খ পুষ্প অর্থাৎ আকাশকুসুমের মত কল্পনামাত্র। বেদান্তমতে কার্য কারণ হইতে অপৃথক্; সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মে অপৃথক্ ভাবে ছিল,

উৎপত্তির পরেও তাহাই আছে; সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে এবং পরে, সকল অবস্থাতেই জগৎ ব্রহ্মাত্মক। (সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীকৃত বৃত্তি)।

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং ॥ ২।১।৮ ॥

জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্মকে কহিলে যুক্ত হয় নাই; যেহেতু অপীতি অর্থাৎ প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্মতে লীন হইলে যেমন তিক্তাদি সংযোগে দুগ্ধ তিক্ত হয় সেইরূপ জগতের সংযোগে ব্রহ্মেতে জগতের জড়তা গুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া পরসূত্রে নিবারণ করিতেছেন ॥ ২।১।৮ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ২।১।৯ ॥

তু শব্দ এখানে সিদ্ধান্ত নিমিত্ত হয়। যেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাতে লীন হইলে মৃত্তিকার দোষ জন্মাইতে পারে নাই, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে জড়জগৎ প্রলয়কালে ব্রহ্মেতে লীন হইলেও ব্রহ্মের জড় দোষ জন্মাইতে পারে নাই ॥ ২।১।৯ ॥

টীকা—৮ম হইতে ৯ম—পূর্বসূত্রে আপত্তি, পরসূত্রে আপত্তি খণ্ডন; ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

স্বপক্ষেদোষাচ্চ ॥ ২।১।১০ ॥

প্রধানকে জগতের কারণ কহিলে যে যে দোষ পূর্বে কহিয়াছি সেই সকল দোষ স্বপক্ষে অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষে হইতে পারে নাই; অতএব এই পক্ষ যুক্ত হয় ॥ ২।১।১০ ॥

টীকা—১০ম সূত্র—ব্রহ্মকারণবাদ পক্ষে (স্বপক্ষে) দোষ না থাকাতে (অদোষাৎ) ব্রহ্মকারণবাদই যুক্তিযুক্ত। প্রধানকারণবাদীরা ব্রহ্মকারণ-বাদের উপর তিনটী দোষের আরোপ করিয়াছেন; সেই দোষগুলি এই :— প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অনুপপত্তি, উৎপত্তির পূর্বে জগতের অসত্ত্ব, প্রলয়কালে অশুদ্ধ জগৎ ব্রহ্মে লীন হইলে শুদ্ধব্রহ্মও অশুদ্ধ হইবেন (প্রকৃতিবিকৃতি ভাবানুপপত্তিঃ, উৎপত্তেঃ প্রাক্ জগতোঽসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ, প্রলয়ে অশুদ্ধং জগৎ ব্রহ্মণি লীয়মানং জগৎ স্বনিষ্ঠাশুদ্ধ্যা ব্রহ্ম দূষয়েৎ (সদাশিবেন্দ্রসরস্বতীকৃত বৃত্তি)

বস্তুতঃ ব্রহ্মকারণবাদে এই সকল দোষের আরোপ হইতে পারে না। ঐ দ্বিতীয় দোষও ৭ম সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে ; কারণ, বেদান্তমতে কার্য ও কারণ অপৃথক হওয়াতে সব বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। সাংখ্যেরা প্রপঞ্চকে সত্য বলেন, সুতরাং সাংখ্যেই প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অনুপপত্তি ; বেদান্তীরা অনির্বচনীয়-বাদী ; প্রপঞ্চ মায়িক হওয়ায় তাহাদের মতে প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অনুপপত্তি হয় না, কারণ মায়া নিজেই অনির্বচনীয়।

আমার সরিষার তৈলের প্রয়োজন হইলে আমি সরিষা কিনিয়া পেষণ করাই ও তৈল সংগ্রহ করি। উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই কার্য বা বিকার বা বিকৃতি, যথা, তৈল। কারণবস্তু মাত্রই প্রকৃতি। কার্য কারণে নিয়ত বর্তমান, তাই তৈলের জন্য সরিষা কিনি, চিনি কিনি না। কার্য ও কারণের একই স্বভাব বা গুণ। সরিষার গন্ধ ইত্যাদি তৈলে থাকেই ; এ জন্যই বলা হয় কার্য ও কারণ একপ্রকৃতিক। সাংখ্যের মূল তত্ত্বের নাম সৎকার্যবাদ ; অর্থাৎ কার্যবস্তু কারণে নিয়ত বর্তমান। অদৃশ্য প্রধানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে ; কার্যবস্তুসকলের পর্যালোচনা করিয়া ইহা অনুমান করা যায়। সাংখ্যের মতে, জড় প্রধান হইতে বিসদৃশ পরিণামের ফলে বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের বস্তু অভিব্যক্ত হয় ; সেই সবই জড় ; কচ্ছপের হাত, পা, মাথা কখনো শরীর হইতে নির্গত হয় ; প্রধান হইতে জড়জগৎও এইভাবে প্রকাশিত হয়। আবার কচ্ছপের অবয়বসকল কখনো বা দেহেই অন্তর্হিত হয়। জড়বস্তুসকলও তেমনি বিপরীতক্রমে প্রধানে লীন হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার পঞ্চদশ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন, সেই পরমাব্যক্ত কারণ (প্রধান) হইতে সাক্ষাৎভাবে পরম্পরক্রমে সমস্ত কার্যের বিভাগ হয় ; প্রতিসর্গে অর্থাৎ সৃষ্টির বিপরীতক্রমে, মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণপিণ্ড, ঘট বা মুকুট প্রভৃতি (প্রধানে) প্রবেশ করিয়া অব্যক্তই হইয়া যায়। (সোঽয়ং কারণাৎ পরমাব্যক্তাৎ সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ অন্বিতস্য বিশ্বস্য কার্য্যস্য বিভাগঃ। প্রতিসর্গেতু মৃৎপিণ্ডং সুবর্ণপিণ্ডং বা ঘটমুকুটাদয়ো বিশন্তঃ অব্যক্তীভবন্তি)।

বেদান্তমতে কার্যবস্তুর নিজ কারণে ফিরিয়া যাওয়ার নাম লয় বা প্রলয় ; সাংখ্য এখানে স্পষ্টভাবেই প্রলয় স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য প্রলয়ে জগতের অশুদ্ধতা ব্রহ্মকেও অশুদ্ধ করে, এই প্রকার দোষারোপ ব্রহ্মকারণ-বাদের উপর করিয়াছেন। প্রধান নিজে অশব্দ বা শব্দহীন ; শব্দসকল বা

শব্দগুণযুক্ত বস্তুসকল প্রধানে ফিরিয়া প্রধানকে শব্দযুক্ত করিবে না কি? অর্থাৎ সাংখ্যের আরোপিত দোষ সাংখ্যের উপরেই পড়ে। পূর্বেই দেখানো হইয়াছে, এই দোষ ব্রহ্মে আরোপ করা যায় না; কারণ প্রপঞ্চ মায়ারই কার্য; মায়া অনির্বচনীয়। সুতরাং ব্রহ্মকারণবাদই সত্য, প্রধান-কারণবাদ নহে।

এখানে বক্তব্য এই, রামমোহনের ব্রহ্মসূত্রের পাঠ "স্বপক্ষে অদোষাৎ চ", ইহার অর্থ, নিজের পক্ষে অর্থাৎ ব্রহ্মকারণবাদ পক্ষে দোষ না থাকা হেতু, তাহাই সত্য; কিন্তু ভগবান শঙ্করধৃত পাঠ "স্বপক্ষদোষাৎ চ"; ইহার অর্থ, সাংখ্য ব্রহ্মকারণবাদের উপরে যে সব দোষের আরোপ করেন সেই সব দোষ প্রধানকারণবাদেই থাকা হেতু তাহা সত্য নহে। বিভিন্ন আচার্যদের ধৃত পাঠে কয়েক স্থানে সূত্রের পাঠে এইরূপ প্রভেদ আছে; কিন্তু তাহাতে অর্থগত প্রভেদ হয় নাই।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ২।১।১১ ॥

তর্ক কেবল বুদ্ধিসাধ্য এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই অর্থাৎ স্থৈর্য নাই, অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে নাই। যদি তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক। যদি এইরূপে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ স্বীকার করহ, তবে শাস্ত্রের দ্বারা যে নিশ্চিত মোক্ষ হয় তাহার অভাবপ্রসঙ্গ কপিলাদি বিশুদ্ধ তর্কের দ্বারা হইবেক; অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই ॥ ২।১।১১ ॥

টীকা—১১শ সূত্র—শুধু তর্কের দ্বারাই সত্য নির্ণয় হয় না; কারণ তর্কের দ্বারা নির্ণীত সত্য সুনিশ্চিত একথা বলা যায় না। কপিল ও কণাদ এই দুইজনই মহর্ষি; ইহাদের মত পরস্পরবিরুদ্ধ; এই বিরোধের মীমাংসা কে করিবে? অগ্নি উষ্ণ, এই জ্ঞানের কখনোই বাধা হয় না; কোন বিষয়ে এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞানই সম্যগ্ জ্ঞান। শুধু তর্কের দ্বারা সম্যগ্ জ্ঞান হওয়া জড় বিষয়েই সম্ভব, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে সম্ভব নহে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই মোক্ষ হয়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মের রূপাদি নাই, সুতরাং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য নহেন। ব্রহ্মের কোন লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন নাই; সুতরাং ব্রহ্ম অনুমান প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারেন না।

ব্রহ্মের সদৃশ কিছুই নাই; সুতরাং ব্রহ্ম উপমানপ্রমাণগম্য নহেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহারা নিজ অনুভবের দ্বারা জানিতেছেন যে, ব্রহ্ম আছেন; তিনি দয়াময়, করুণাময়, প্রেমময়। অধিকতর জ্ঞানী আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাহাদের অনুভবের ভিত্তি কি? বলিতেই হইবে, সেই ভিত্তি, অন্তঃকরণের বৃত্তিমাত্র; অন্তঃকরণ জড়, সুতরাং সেই অনুভবও জড় জ্ঞান; জড় জ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে প্রমাণিত করিতে কোন কালেই পারে না। সুতরাং আপত্তিকারী বলিলেন ব্রহ্মই নাই; দয়াময় করুণাময় হওয়া তো অসম্ভব। ভক্ত বলিলেন তিনি ভক্তি দ্বারাই আত্মাকে জানিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করা যায় ভক্তি কি? ভক্ত বলিলেন ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। অনুরক্তিও অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ জড় জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়াছ কোন্ প্রমাণে? ঈশ্বরও অতীন্দ্রিয়; সুতরাং শ্রুতি প্রমাণ ছাড়া ঈশ্বরকেও জানার উপায় নাই। তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের নিরূপণ অসম্ভব। সুতরাং তর্কের নিশ্চয়তা নাই, তর্কের দ্বারা মোক্ষ লাভও সম্ভব নহে। একমাত্র শ্রুতি প্রমাণেই ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে, ব্রহ্মকে না জানিলে অনুরক্তিও অসম্ভব। সুতরাং মোক্ষেরই অভাব হয়। শুধু তর্কের উপর নির্ভর করিলে, সত্য নির্ণয়ও হয় না, মোক্ষেরও অভাব হয়, ইহাই রামমোহনের কথার অর্থ।

যদি কহ ব্রহ্ম সর্বত্র ব্যাপক হয়েন, তবে আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়া জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু পরমাণু জগতের উপাদানকারণ হয়, এরূপ তর্ক করা অশাস্ত্র তর্ক না হয়, যেহেতু বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে, এমত কহিতে পারিবে না॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ॥ ২।১।১২।

সদ্রূপ ব্রহ্মকে যে শিষ্ট লোকে কারণ কহেন তাঁহারা কোন অংশে পরমাণ্বাদি জগতের উপাদানকারণ হয় এমত কহেন নাই; অতএব বৈশেষিকাদি মত পরস্পর বিরোধের নিমিত্ত ত্যাজ্য করিয়া শিষ্ট-সকলে ব্যাখ্যান করিয়াছেন॥ ২।১।১২ ॥

টীকা—১২শ সূত্র—বৈশেষিক মতে ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না, কারণ, ব্রহ্ম আকাশের মত বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী; কিন্তু অদৃশ্য পরমাণু

সকলই জগতের কারণ। সূত্রে শিষ্ট শব্দের দ্বারা মনু প্রভৃতি মহর্ষিকে বুঝানো হইয়াছে; শিষ্টেরা যে সকল যুক্তির দ্বারা প্রধানকারণবাদ খণ্ডন করেন, সেই সকল যুক্তির দ্বারাই অবৈদিক পরমাণুবাদ এবং ঈদৃশ অন্যান্য কারণবাদও নিরস্ত হইল, ইহাই বুঝিতে হইবে। (মন্বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ কেনচিৎ সৎকার্য্যবাদাঙ্গং যেন পরিগৃহীত প্রধানকারণবাদনিরাকরণ প্রকারেণ শিষ্টৈঃ কেনচিদং যেনা পরিগৃহীতাঃ অন্বাদিকারণবাদাঃ ব্যাখ্যাতাঃ নিরস্তাঃ—সদাশিবেন্দ্রসরস্বতী)।

টীকা—২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, সূত্র ৪-১২—বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদনকারণ; রামমোহনও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (১।৪।২৩ সূত্র) দ্রষ্টব্য। কিন্তু সাংখ্যেরা তাহা স্বীকার করেন না; তাহারা বলেন, সর্বত্রই কারণ ও কার্যের মধ্যে সারূপ্য দেখা যায়। কিন্তু ব্রহ্মে ও জগতে সারূপ্য নাই, কারণ, ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ, জগৎ জড় ও অশুদ্ধ। বরং সাংখ্যের প্রধানের সহিত জগতের সারূপ্য আছে; সুতরাং প্রধানকেই জগৎকারণ স্বীকার করা উচিত। এইরূপ বিভিন্ন আপত্তি সাংখ্যেরা উত্থাপন করিয়াছেন। ভগবান বেদব্যাস উক্ত নয়টী সূত্রে ঐসকল আপত্তির উল্লেখ করিয়া নিজেই তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

বেদব্যাস বলিয়াছেন, ব্রহ্মে ও জগতে সারূপ্য নাই, একথা যথার্থ নহে; সত্তা একমাত্র ব্রহ্মেরই লক্ষণ; এই লক্ষণ, আকাশাদি সকল পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাই তাহারা সত্য বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ জগতে দেখা যায়, অচেতন হইতে চেতনের এবং চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি হইতেছে; অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ নখ উৎপন্ন হয়। সুতরাং সারূপ্য নাই একথা সত্য নহে। সুতরাং প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না, ব্রহ্মই জগৎকারণ।

পুনরায় সাংখ্যের আপত্তি, ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ স্বীকার করিলে দোষ হয়; কারণ, তাহা হইলে জগৎ প্রলয়ে নিজের কারণ ব্রহ্মে লীন হইয়া নিজের জড়ত্ব অশুদ্ধত্ব প্রভৃতি দ্বারা দোষযুক্ত করিবে; দেখা যায়, তিক্ত দ্রব্যের সংযোগে মিষ্ট দুধও তিক্ত হয়। উত্তরে বেদব্যাস বলিতেছেন, মাটীর ঘট মাটীতে লয় পাইলে মাটী তো দূষিত হয় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত না থাকায় এই আপত্তি খণ্ডিত হইল।

রামমোহনধৃত ১০নং সূত্রের পাঠ স্বপক্ষেঽদোষাচ্চ ; ইহার অর্থ, নিজের পক্ষে অর্থাৎ ব্রহ্মকারণবাদ বিষয়ে কোন দোষের উল্লেখ না থাকায়, তাহাই গ্রাহ্য। প্রধানকারণবাদ বিষয়ে ১।১।৫ সূত্র হইতে ১১শ সূত্র পর্যন্ত বহু দোষ দর্শিত হইয়াছে ; তাই তাহা অগ্রাহ্য। ভাষ্যকারধৃত ১০নং সূত্র, স্বপক্ষদোষাচ্চ। সাংখ্য বেদান্তের উপর যে সকল দোষের আরোপ করেন, তার নিজের পক্ষে অর্থাৎ সাংখ্যেও সেই সকল দোষ রহিয়াছে ;

পুনরায় আপত্তি, ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, ইহা স্বীকার করা যায় না ; মানুষ বুদ্ধির দ্বারা তর্ক করিয়াই নূতন নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছে ; স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত তর্কের দ্বারাই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সুতরাং তর্কই গ্রাহ্য। উত্তরে বেদব্যাস বলিতেছেন, কপিলাদির তর্ক অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মকারণবাদ অগ্রাহ্য করিলে মোক্ষেরই উচ্ছেদ হইবে, মানুষের সর্বনাশ হইবে।

তর্ক কি? ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ-ই তর্ক। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা ; সহজ কথায়, কার্যকারণসূত্র অবলম্বনে একটী প্রতিষ্ঠিত মতকে খণ্ডিত করিয়া যখন অপর মতের স্থাপন করা হয়, তখন তাহাই হয় তর্ক। কিন্তু যাহা কার্যকারণ সম্বন্ধ বা কোন লৌকিক প্রমাণের অধীন নহে, সেই অতীন্দ্রিয়বিষয়ে তর্কের অবকাশ কোথায়? তর্কের প্রতিষ্ঠাই নাই, এক বুদ্ধিমান তর্কের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন, অধিকতর বুদ্ধিমান তাহা খণ্ডন করিয়া অপর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিলেন। এরূপ তো সর্বত্র সর্বদাই ঘটিতেছে, তাই নিরঙ্কুশ তর্কের দ্বারা সত্য নির্ণয় সম্ভব নহে। এ বিষয়ে রত্নপ্রভা বলিতেছেন—কখনো কখনো তর্কের প্রতিষ্ঠা থাকিলেও, ব্রহ্ম জগৎকারণ, এই বিশেষ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। (কচিৎতর্কস্য প্রতিষ্ঠায়ামপি জগৎকারণবিশেষে তর্কস্য স্বাতন্ত্র্যং নাস্তি)। ভামতী বলিতেছেন, আমরা অন্যবিষয়ে তর্ককে অপ্রমাণ মনে করি না ; কিন্তু ব্রহ্ম কারণবাদ বিষয়ে কোন স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ বা অন্য কোন হেতু নাই, যাহাতে তর্ক উঠিতে পারে (ন বয়ম্ অন্যত্র তর্কম্ অপ্রমাণযাম, কিন্তু জগৎকারণ সত্ত্বে স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবন্ন লিঙ্গমস্তি)।

কিন্তু এত বিস্তৃতভাবে সাংখ্যমতেরই আলোচনা বেদব্যাস করিলেন কেন? অন্য দার্শনিকদের কথা তো বলিলেন না? এই প্রসঙ্গে সূত্র ১২-তে বেদব্যাস বলিলেন, সাংখ্যেরাই ব্রহ্মকারণবাদের প্রধান বিরোধী, তাই

তাহাদেরই খণ্ডন করা হইল। শিষ্টগণ অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় মনু প্রভৃতি যে সকল মত গ্রহণ করেন নাই, সেগুলি পরিত্যক্তই হইয়াছে ; যথা বৈশেষিকের মত। বৈশেষিকের আপত্তি, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ; যাহা সর্বব্যাপী তাহা জগৎকারণ হইতে পারে না ; সুতরাং পরমাণুপুঞ্জই জগৎকারণ। এই প্রকার মত মনু প্রভৃতি শ্রদ্ধেয়গণ গ্রহণ করেন নাই, তাই ঐসকল মত অগ্রাহ্য হইল, ব্রহ্মকারণবাদই স্বীকৃত হইল।

পরসূত্রে আদৌ সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সমাধান করিতেছেন।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ২।১।১৩ ॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ হয়েন তবে ভোক্তা আর ভোগ্যের মধ্যে বিভাগ অর্থাৎ ভেদ থাকে নাই ; অথচ ভোক্তা এবং ভোগ্যের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে লোকেতে রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং দণ্ডভ্রম হইয়া উভয়ের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ যেমন মিথ্যা উপলব্ধি হয়, সেই মত ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভেদ কল্পিত মাত্র ॥ ২।১।১৩ ॥

টীকা—১৩শ সূত্র—প্রপঞ্চের মধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মই যদি জগৎকারণ হন তবে ভোক্তাভোগ্য ভেদের বাধা হয় ; এই আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বেদব্যাস নিজেই উত্তর দিয়াছেন—ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইলেও লৌকিক দৃষ্টিতে কল্পিত ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদ স্বীকার করা হয়। (যথালোকে মৃদাত্মনা অভিন্নানাং ঘটাদীনাং পরস্পরং ভেদোঽস্তি, তদ্বৎ। অতঃ কল্পিত ভেদসত্ত্বাং ন প্রত্যক্ষবিরোধঃ—সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী)। ঘট, কলস, জালা, এ সকলই মৃত্তিকা, কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে ব্যবহার ক্ষেত্রে ইহাদের পার্থক্য আছে, ইহাতে প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিরোধ হয় না।

ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে যে সংশয় উপস্থিত হয়, তার উল্লেখ করিয়া বেদব্যাস নিজেই তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। জগতে দেখা যায়, বস্তুসকল ভোক্তা ও ভোগ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত ; জীব রূপ, রস, সুখ, দুঃখ ভোগ করে। মানুষের দেহনিঃসৃত মল ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয় ; তাহা হইতে যে সকল শাকসবৃজি উৎপন্ন হয়, তাহা মানুষই ভোজন করিয়া

পুষ্ট হয়। ব্রহ্মই উপাদানকারণ হইলে এই ভোক্তা-ভোগ্য বিভাগ লুপ্ত হইবে, ইহাই সংশয়। উত্তরে বেদব্যাস বলিতেছেন, না, তাহা হইবে না; লোক শব্দের অর্থ ভুবন; সূত্রের লোকবৎ শব্দের অর্থ, ভুবনে অর্থাৎ জগতে যেমন দেখা যায় তেমন। বেদব্যাসের বক্তব্য, লৌকিক দৃষ্টিতে যেমন দেখা যায়, তেমন ভোক্তা-ভোগ্য ভেদ থাকিবেই। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তও আছে।

এ বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য এই। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া রামমোহন বলিয়াছেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে সিঁড়িতে একটা বস্তু দেখিয়া একজন মনে করে, ইহা সাপ; অপরে মনে করে, ইহা দণ্ড। ইহা সার্বজনীন অভিজ্ঞতা। কিন্তু দুই ধারণাই ভ্রম; মানুষের এই প্রকার ভেদজ্ঞান থাকিবেই, যতদিন অজ্ঞান বর্তমান থাকিবে।

এবিষয়ে ভাষ্যকারের দৃষ্টান্ত সমুদ্র; সমুদ্রে তরঙ্গ, বীচি, ফেণ, বুদ্বুদ দেখা যায়; এ সকল সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, অথচ মনে হয় ভিন্ন; এই প্রকার ভোক্তাভোগ্য-ভেদ থাকিবেই।

এখানে বিশেষ বক্তব্য এই। রামমোহন ১।১।২ সূত্রের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, এবং ২।১।১৩ সূত্রে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা হইতে এই ধারণা হয় যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়, রামমোহন কোন প্রকারেই স্বীকার করিতেন না। এক ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় কিছুই নাই, এবিষয়ে রামমোহণের ধারণা ছিল কঠোর, দৃঢ়।

দুগ্ধ লোকেতে যেমন দধি হইয়া দুগ্ধ হইতে পৃথক কহায়, এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্ম এবং জগতের ভেদ বস্তুত হইতে পারে এমত নহে।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ২।১।১৪ ॥

ব্রহ্ম হইতে জগতের অন্যত্ব অর্থাৎ পার্থক্য না হয়, যেহেতু বাচারম্ভণাদি শ্রুতি কহিতেছেন যে নাম আর রূপ যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ, সে কেবল কথনমাত্র; বস্তুত ব্রহ্মই সকল ॥ ২।১।১৪ ॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ২।১।১৫ ॥

জগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয়, যেহেতু ব্রহ্মসত্তাতে জগতের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে ॥ ২।১।১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ২।১।১৬ ॥

অবর অর্থাৎ কার্যরূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব ব্রহ্মস্বরূপে ছিল, অতএব সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয়, যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্বে পূর্বে মৃত্তিকারূপে ছিল, পশ্চাৎ ঘট হইয়াও মৃত্তিকা হইতে অন্য হয় নাই ॥ ২।১।১৬ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ২।১ ১৭ ॥

বেদে কহেন জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎ ছিল, অতএব কার্যের অর্থাৎ জগতের অভাব সৃষ্টির পূর্বে জ্ঞান হয় এমত নহে ; যেহেতু ধর্মান্তরেতে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল অর্থাৎ নামরূপে যুক্ত হইয়া সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল নাই ; কিন্তু নামরূপ ত্যাগ করিয়া কারণেতে সে কালে জগৎ লীন ছিল। ইহার কারণ এই যে ঐ বেদের বাক্য শেষে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সৎ ছিল ॥ ২।১।১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ২।১।১৮ ॥

ঘট হইবার পূর্বে মৃত্তিকারূপে ঘট যদি না থাকিত তবে ঘট করিবার সময় মৃত্তিকাতে কুম্ভকারের যত্ন হইত না, এই যুক্তির দ্বারা সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল নিশ্চয় হইতেছে এবং শব্দান্তরের দ্বারা সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সৎ ছিল এমত প্রমাণ হইতেছে ॥ ২।১।১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ২।১।১৯ ॥

যেমন বস্ত্রসকল আকুঞ্চন অর্থাৎ তানা আর প্রসারণ অর্থাৎ পড়্যান হইতে ভিন্ন না হয় সেইমত ঘট জন্মিলে পরেও মৃত্তিকা ঘট হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপ সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নয় ॥ ২।১।১৯ ॥

যথা চ প্রাণাদি ॥ ২।১।২০ ॥

ভিন্ন লক্ষণ হইয়া যেমন প্রাণ অপানাদি পবন হইতে ভিন্ন না হয়, সেইরূপ রূপান্তরকে পাইয়াও কার্য আপন উপাদানকারণ হইতে পৃথক হয় নাই ॥ ২।১।২০ ॥

টীকা—সূত্র ১৪—২০।—এই অধিকরণের নাম আরম্ভণাধিকরণ (The Section on the non-duality of the effect and cause)। অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য এই সাতটী সূত্রের গুরুত্ব সমধিক। ১৪ সূত্রের অর্থ এই—সেই দুইটী বস্তুর অর্থাৎ কারণ ও কার্যের (তয়োঃ) অনন্যত্ব ; আরম্ভণাদি মন্ত্রাংশ হইতে ইহা জানা যায়।

কার্য ও কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ আছে ; সেগুলি সংক্ষেপে এই। বৈশেষিক ও ন্যায়মতে, কার্য যাহা উৎপন্ন হয় তাহা উৎপত্তির পূর্বে থাকে না ; তাহাদের মতবাদের নাম অসৎকার্যবাদ। সাংখ্যমতে কার্যবস্তু কারণে বর্তমান থাকে বলিয়াই কারণের কারণত্ব ; তাহাদের নাম সৎকার্যবাদ। বেদান্তমতে, কার্য কারণ হইতে অনন্য। তাই সূত্রে বলা হইয়াছে, তদনন্যত্বাৎ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। ইহার অর্থ, কার্য ও কারণের (তয়োঃ) অনন্যত্বহেতু (অনন্যত্বাৎ) কার্যের অভাব, শ্রুতিতে আরম্ভণাদি শব্দের উল্লেখ হেতু।

রামমোহনের মতে অনন্যত্ব শব্দের অর্থ পার্থক্য না থাকা ; কারণ ও কার্যের মধ্যে পার্থক্য যদি না থাকে, উভয়ই এক হয় ; এবং তাহা হইলে কারণবস্তুই সত্য মানিতে হয়, এবং কার্যবস্তুর কারণ হইতে পৃথক সত্তাই নাই ইহাই মানিতে হয়, অর্থাৎ কার্যবস্তুর অভাবই স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম জগতের কারণ ; কিন্তু জগৎকার্যের অভাব, তাহার অস্তিত্বই নাই, সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছুই নাই। বেদব্যাস এই অর্থ বুঝাইবার জন্যই অনন্যত্ব শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভগবান ভাষ্যকার অনন্যত্ব শব্দের অর্থ করিলেন, ব্যতিরেকেন অভাবঃ। অর্থাৎ কার্যদ্রব্য বস্তুতঃ নাই। এই সত্য বুঝাইবার জন্য রামমোহন বেদান্তসারে লিখিয়াছেন, "মধ্যাহ্নকালে সূর্যের রশ্মিতে যে জল দেখা যায়, সেই জলের আশ্রয় সূর্যের রশ্মি হয় ; বস্তুতঃ সে মিথ্যা জল সত্যরূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায় ; সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়।" অর্থাৎ রামমোহনের মতে জগৎ মিথ্যা, একটা প্রতীতি মাত্র, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।

নহি মৃদ্ ব্যতিরেকেণ ঘটো নাম কশ্চিদ্ উপলভ্যতে। কারণ ব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাস্তি। মৃত্তিকা ছাড়া ঘট নামে কিছুর উপলব্ধি হয় না ; কারণ ভিন্ন কার্য নাই (সদাশিবেন্দ্র)।

'তৎ সদ্ আসীৎ' বাক্যশেষে এই উক্তি থাকাতে জানা যায় যে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সৎ ছিল। 'সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ' এই বাক্যান্তের অর্থাৎ অন্য শ্রুতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জগৎ পূর্বে সৎ ছিল।

সংবেষ্টিত অর্থাৎ পুটলিরূপে বদ্ধ পট অথাৎ বস্ত্র দেখিলে তার বিষয়ে ধারণা অস্পষ্টই হয়; প্রসারিত করিলে স্পষ্ট জ্ঞান হয় অর্থাৎ তাহা কত দীর্ঘ, প্রস্থ কত, তাহা কিরূপ গুণযুক্ত এই সব জানা যায়; সেই বস্ত্র কিন্তু সংবেষ্টিত বস্ত্র হইতে ভিন্ন নহে। তেমনি জগৎও ব্রহ্ম হইতে কখনোই ভিন্ন নহে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, সূত্রসমষ্টিই বস্ত্ররূপে পরিণত হয়; ইহারাও কি অনন্য? ইহার উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন তন্তুসকল বস্ত্রেরই কারণাবস্থা, সেই অবস্থায় বস্ত্র অস্পষ্ট। তাঁত, মাকু ও তন্তুবায়ের ব্যাপারের দ্বারা সেই অস্পষ্ট বস্ত্রই স্পষ্টরূপে বোধ হয়। (তন্ত্বাদিকারণাবস্থং পটাদিকার্য্যম্ অস্পষ্টং সৎ তুরীবেমকুবিন্দাদিকারকব্যাপারাদিভি ব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে)।

প্রাণায়ামের দ্বারা নিরুদ্ধ প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ পবনমাত্রে পরিণত হইয়া থাকে। আবার যখন সক্রিয় হইয়া প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য সাধন করে, তখন তাহাতে আকুঞ্চন প্রসারণাদি হয়; কিন্তু তাহাতে পঞ্চপ্রাণ ভিন্নতা প্রাপ্ত হয় না। আকুঞ্চন প্রসারণাদি সত্ত্বেও পঞ্চপ্রাণে একই প্রাণ থাকে: তেমনি কার্যও কারণ হইতে অনন্য।

সূত্রের "তদনন্যত্বম্" অংশের আলোচনা সমাপ্ত হইল। "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" অংশের তাৎপর্য কি? তাহা জানা যায় উপনিষদ হইতে।

ছান্দোগ্য ষষ্ঠাধ্যায়ের ১ম খণ্ড ৪-৬ মন্ত্রে আছে যে ঋষি অরুণের পৌত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, পুত্রকে বিদ্যাভিমানী বুঝিয়া পিতা আরুণি বলিলেন, "হে পুত্র, তুমি সেই উপদেশটি জানিয়াছ কি, যাহা জানিলে, অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়?" শ্বেতকেতু তাহা পান নাই, তাই আরুণির নিকট উপদেশ চাহিলেন।

পিতা বলিলেন "হে সোম্য, (কারণবস্তু) মৃত্তিকাপিণ্ডকে জানিলে, তাহা হইতে উৎপন্ন যাবতীয় মৃন্ময় কার্যবস্তু অর্থাৎ বিকার যথা ঘট, কলস, জালা, সবই জানা হয়; সুতরাং বিকারমাত্রই শুধু বাগাড়ম্বর, শুধু নাম; মৃত্তিকাই (কারণবস্তুই) সত্য।" (যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং

মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্)। পুনরায় বলিলেন "একটি সুবর্ণপিণ্ড (লোহমণিম্) জানিলে সুবর্ণময় সকল বস্তুই জ্ঞাত হয়, বিকার বাগাড়ম্বর মাত্র, নাম মাত্র, সুবর্ণই (লোহম্) সত্য। তৃতীয়বার পিতা বলিলেন "একটি নরুণ (অর্থাৎ নরুণ-এর দ্বারা উপলক্ষিত লৌহপিণ্ড) জানিলে লৌহের পরিণাম যাবতীয় বস্তুই (কার্ষ্ণায়সম্) জানা হয়, বিকার বাগাড়ম্বর মাত্র, নাম মাত্র; লোহই (কার্ষ্ণায়সই) সত্য"। ইহাই সেই উপদেশ।

এই তিনটী উদাহরণ দিয়া আরুণি বলিলেন "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই কার্য বা বিকার। উৎপন্ন কার্যবস্তু বা বিকার কথা মাত্র, শুধু নাম মাত্র; কারণবস্তু মৃত্তিকাই সত্য।

পিতা কন্যাকে বহু সুবর্ণালঙ্কার দিলেন। পরে কন্যা প্রয়োজনে অলঙ্কার বিক্রয় করিতে গেলে হার, বালা ইত্যাদি নামে সেগুলি বিক্রীত হইবে না, সুবর্ণরূপেই বিক্রীত হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, কার্যবস্তু মাত্রই মিথ্যা, শুধু নাম মাত্র; ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন, সুতরাং জগৎ-কার্য মিথ্যা, নাম মাত্র; ব্রহ্মই সত্য। ইহাই আরুণির উপদেশের তাৎপর্য।

পিতার উপদেশের তাৎপর্য এই যে, কারণবস্তুই একমাত্র সত্য; সেই কারণবস্তু হইতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু (বিকার), শুধু কথার কথা, শুধু নাম মাত্র, সুতরাং কারণবস্তু জানিলে তাহা হইতে উৎপন্ন সকল বস্তুই জানা হয়। ব্রহ্মই জগৎকারণ; সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ শুধু কথার কথা, শুধু নাম মাত্র অর্থাৎ মিথ্যা; সুতরাং ব্রহ্মকে জানিলে সবই জানা হয়। আরো বক্তব্য, কারণই সত্য, কার্য মিথ্যা। পিতা তিনটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বুঝাইলেন।

মন্ত্রের বাচারম্ভণং শব্দের আরম্ভণ শব্দই বেদব্যাস সূত্রে ব্যবহার করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, বৃক্ষ এক, কিন্তু শাখা প্রশাখা দৃষ্টিতে নানা। তেমনি ব্রহ্ম এক এবং নানাত্ববিশিষ্ট, একথা স্বীকার করাই সঙ্গত, তাহা হইলে একত্ব জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হইবে; এবং নানাত্ব-জ্ঞানের দ্বারা উপাসনাদি, যাগযজ্ঞাদি, দেশসেবা, জনসেবা প্রভৃতি সব কাজই হইতে পারে। এই মতের নাম অনেকান্তবাদ। ভাষ্যকার তীব্রভাবে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, একই ব্যক্তিতে একই কালে একত্বের ও নানাত্বের পরস্পরবিরোধী জ্ঞানদ্বয় কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যাহার সবই আত্মা হইয়া গিয়াছে, সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে ইত্যাদি। সুতরাং এই মতবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ, অতএব অগ্রাহ্য।

১৪ নং সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রামমোহনের ব্যাখ্যা হইতে ঐ সকল বিষয়ের অবতারণা করা যায় না। তাই আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। আগ্রহী পাঠকের নিকট অনুরোধ, কালীবর বেদান্তবাগীশের বঙ্গানুবাদ যেন তাহারা পড়েন; তাহা হইলে জ্ঞান ও আনন্দ, উভয়ই পাইবেন।

১৫—১৭ সূত্রের ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

১৮ সূত্রে বলা হইয়াছে, যুক্তি দ্বারা এবং শব্দান্তর অর্থাৎ অন্য শ্রুতিবাক্য দ্বারাও জানা যায় যে কার্যবস্তু কারণ হইতে অনন্য। যে তৈল চায়, সে সর্ষপই কিনে, চিনি কিনে না, যে কলসী চায়, সে মাটীই আনে। সুতরাং কার্যবস্তু কারণবস্তু হইতে অপৃথক। অন্য শ্রুতিবাক্য যথা "যদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। ১৯ এবং ২০ সূত্রেও একই কথা বলা হইয়াছে।

এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে ইহার নিরাকরণ করিতেছে॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥২।১।২১ ॥

ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ হয়েন তবে জীব জগতের কারণ হইবেক, যেহেতু জীবকে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে আর জীব জড়াদিকে অর্থাৎ ঘটাদিকে সৃষ্টি করে; কিন্তু জীবরূপ ব্রহ্ম আপন কার্যের জড়ত্ব দূর করিতে পারে নাই, এ দোষ জীবরূপ ব্রহ্মে উপস্থিত হয় ॥২।১।২১॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২।১।২২ ॥

অল্পজ্ঞ জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক হয়েন, যেহেতু নানা শ্রুতিতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ কথন আছে; অতএব জীব আপন কার্যের জড়ত্ব দূর করিতে পারে নাই ॥ ২।১।২২ ॥

বিঃ দ্রষ্টব্য—২১ সূত্র হইতে এই পাদের শেষ সূত্র পর্যন্ত বেদব্যাস ব্রহ্মের জগৎকারণত্বের উপর নানা প্রকার শঙ্কা উত্থাপন করিয়া নিজেই সেই সকলের নিরসন করিয়াছেন।

টীকা—সূত্র ২১-২২। ২১ সূত্রে শঙ্কা ও ২২ সূত্রে নিরসন। ২১ সূত্রের অর্থ এই, ইতর অর্থাৎ জীবের উল্লেখ থাকাতে এবং ব্রহ্মকেই জীবরূপে উল্লেখ থাকাতে, জীবই স্রষ্টা হইয়া পড়ে; তাহাতে জীবের জড়ত্ব দোষ হেতু নিজের অহিতকরণ প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়। তত্ত্বমসি মন্ত্রে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি (ছা: ৬।৩।২) এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মই জীবরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন; জীবরূপী ব্রহ্ম নিজের জড়ত্বদোষে জরামরণাদি নিজের অহিতসাধন করিয়াছেন ইহাই শঙ্কা। ২২ সূত্রে নিরসন এই প্রকার,—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ব্রহ্মই স্রষ্টা; তিনি সর্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ; "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই মন্ত্রে আত্মা হইতে জীবের ভেদও কল্পিত হইয়াছে; সুতরাং জীবের জড়ত্বাদিজনিত দোষ আত্মাতে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আরো বক্তব্য, নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের হিত বা অহিত, কিছুই সম্ভব নহে।

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২।১।২৩ ॥

এক যে ব্রহ্ম উপাদানকারণ তাহা হইতে নানাপ্রকার পৃথক পৃথক কার্য কিরূপে হইতে পারে, এ দোষের এখানে সঙ্গতি হইতে পারে নাই; যেহেতু এক পর্বত হইতে নানা প্রকার মণি এবং এক বীজ হইতে যেমন নানাপ্রকার পুষ্প ফলাদি হয় সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার কার্য প্রকাশ পায় ॥ ২।১।২৩ ॥

টীকা—২৩শ সূত্র—অশ্ম শব্দের অর্থ প্রস্তর। সূত্রের ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

পুনরায় সন্দেহ করিয়া সমাধান করিতেছেন।

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি। ২।১।২৪ ॥

উপসংহার দণ্ডাদি সামগ্রীকে কহে। ঘট জন্মাইবার জন্যে মৃত্তিকার সহকারী দণ্ডাদি সামগ্রী হয় কিন্তু সে সকল সহকারী ব্রহ্মের নাই; অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ না হয়েন এমত নহে; যেহেতু ক্ষীর যেমন সহকারী বিনা স্বয়ং দধি হয় এবং জল যেমন আপনি আপনাকে জন্মায় সেইরূপ সহকারী বিনা ব্রহ্ম জগতের কারণ হয়েন ॥ ২।১।২৪ ॥

টীকা—২৪শ সূত্র—শ্রুতি বলেন, ন তস্য কার্য্যং করণশ্চ বিদ্যতে। ব্রহ্মের

করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বা সহায়ক যন্ত্রাদি নাই, তবুও জগৎস্রষ্টা। দুগ্ধ যেমন বিনা সাহায্যেই দধিত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের জগৎ স্রষ্টৃত্বও সেইরূপ।

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২।১।২৫ ॥

লোকেতে যেমন দেবতা সাধন অপেক্ষা না করিয়া ভোগ করেন সেই মত ব্রহ্ম সাধন বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥ ২।১।২৫ ॥

টীকা—২৫শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দকোপোবা ॥ ২।১।২৬ ॥

ব্রহ্মকে যদি অবয়বরহিত কহ তবে তিহোঁ একাকী যখন জগৎ রূপ কার্য হইবেন তখন তিহোঁ সমস্ত এক বারে কার্যস্বরূপ হইয়া যাইবেন, তিহোঁ আর থাকিবেন নাই। তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার্য হইলে তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব থাকে নাই। যদি অবয়ববিশিষ্ট কহ তবে শ্রুতি শব্দের কোপ হয় অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু শ্রুতিতে তাঁহাকে অবয়বরহিত কহিয়াছেন ॥ ২।১।২৬ ॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২।১।২৭ ॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তের নিমিত্ত। একই ব্রহ্ম উপাদান এবং নিমিত্তকারণ জগতের হয়েন, যে হেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন অতএব এখানে যুক্তির অপেক্ষা নাই, আর যেহেতু বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ হয়েন ॥ ২।১।২৭ ॥

টীকা—সূত্র ২৬-২৭শ—ব্রহ্মই জগৎরূপ কার্য হন। যদি ব্রহ্ম নিরবয়ব হন তবে সমগ্র ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইবেন অর্থাৎ ব্রহ্ম থাকিবেন না। ইহাই কৃৎস্ন প্রসক্তি। যদি বল ব্রহ্ম অবয়ববিশিষ্ট তবে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইবে, ইহাই শব্দকোপঃ। এই যুক্তি পরসূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষ হইতে পারে না ; কারণ ছান্দোগ্য (৩।১২।৬) বলিয়াছেন,

তাবান্ অস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥

ব্রহ্মের মহিমা এমন পরিমাণ, যে, প্রপঞ্চরূপ সর্ব ভূত তাঁর এক পাদ অর্থাৎ অংশ মাত্র ; পুরুষ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তাহা অপেক্ষা মহত্তর ; ইহার ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃতস্বরূপ। ইহার তাৎপর্য বিশ্বভুবনরূপ প্রপঞ্চ ব্রহ্মের অংশ মাত্র বলা যায় ; যাহা কিছু পরিণাম বা পরিবর্তন, তাহা এই অংশেই কল্পিত হয় ; পূর্ণব্রহ্ম কিন্তু আদিহীন, অন্তহীন, এবং প্রপঞ্চাংশেরও অতীত এবং অমৃত-স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম অপরিণামী বিকাররহিত। এখানে স্পষ্টতঃই বিবর্ত-বাদের বর্ণনা হইয়াছে ; সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র ; সুতরাং কৃৎস্নপ্রসক্তি অসম্ভব। (সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী)।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ২।১।২৮ ॥

পরমাত্মাতে সর্বপ্রকার বিচিত্র শক্তি আছে এমত শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতিতে বর্ণন দেখিতেছি ॥ ২।১।২৮ ॥

টীকা—২৮শ সূত্র—যেহেতু জগৎ বিবর্তমাত্র, সেইহেতু জগৎ মায়িক ; সুতরাং সৃষ্টির বৈচিত্রও স্বপ্নের ন্যায় মায়িক। ইহাতে পরমাত্মার বিচিত্র শক্তিরই প্রকাশ পায়।

স্বপক্ষদোষাচ্চ॥ ২।১।২৯ ॥

নিরবয়ব যে প্রধান তাহার পরিণামের দ্বারা জগৎ হইয়াছে এমত কহিলে প্রধানের অভাব দোষ জন্মে, কিন্তু ব্রহ্ম পক্ষে এ দোষ হইতে পারে নাই ; যেহেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হয়েন॥ ২।১।২৯ ॥

টীকা—২৯শ সূত্র—ইহা দশম সূত্রের পুনরাবৃত্তি ; প্রধানেরই কৃৎস্নপ্রসক্তি সম্ভব ; ব্রহ্মে কিন্তু এই দোষ অসম্ভব ; কারণ ব্রহ্ম জগতের শুধু উপাদান নহেন, অভিন্ননিমিত্তোপাদান।

শরীররহিত ব্রহ্ম কিরূপে সর্বশক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন ইহার উত্তর এই।

সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। ২।১।৩০ ।

ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত হয়েন, যেহেতু এমত বেদে দৃষ্ট হইতেছে॥ ২।১।৩০ ॥

টীকা—৩০শ সূত্র—সর্বকর্মা সর্বকাম: ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় ব্রহ্মের নানা শক্তি আছে।

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং। ২।১।৩১ ॥

ইন্দ্রিয়রহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন এমত যদি কহ, তাহার উত্তর পূর্বে দেয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ দেবতাসকল লোকেতে বিনা সাধন যেমন ভোগ করেন সেইরূপ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥ ২।১।৩১ ॥

টীকা—৩১ সূত্র—বিকরণ শব্দের অর্থ, ইন্দ্রিয়রহিত ; ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ২।১।৩২ ॥

ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন যেহেতু যে কর্তা হয় সে বিনা প্রয়োজনে কার্য করে নাই ; ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন জগতের সৃষ্টিতে নাই ॥ ২।১।৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ॥ ২।১।৩৩ ॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তার্থ ; লোকেতে যেমন বালকেরা রাজাদিরূপ গ্রহণ করিয়া লীলা করে সেইরূপ জগৎ রূপে ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়া লীলা মাত্র হয় ॥ ২।১।৩৩ ॥

টীকা—৩২-৩৩শ—প্রথম সূত্রে আপত্তি, দ্বিতীয় সূত্রে তার খণ্ডন।

২।১।৩৩ সূত্রের বাক্যার্থ—লোকে যে প্রকার আচরণ করে, সেই প্রকার ইহা লীলা মাত্র। ব্রহ্ম আপ্তকাম, সুতরাং ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন নাই, তবে ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিলেন কেন? উত্তরে বেদব্যাস বলিলেন, জগৎসৃষ্টি ব্রহ্মের লীলা মাত্র।

লীলা কি? রামমোহন বলিয়াছেন, জগৎরূপে ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়াই লীলা। এই তত্ত্ব শ্রুতিসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত, মানুষের অনুভবগোচর।

সংস্কৃত ভাষায় লীলা শব্দের এক অর্থ আয়াসশূন্যতা ; সেইজন্য লীলয়া শব্দের অর্থ অনায়াসেন। জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে, জীব তাহা

জানে না। শ্বাসপ্রশ্বাস কিন্তু লীলা নহে। লীলা শব্দের আর এক অর্থ মহাশক্তি কোন পুরুষের সম্পাদিত দুরূহ কর্ম (গুরুসংরম্ভঃ)। মহামুনি অগস্ত্য এক গণ্ডূষে সমুদ্র নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন। মহাবীর্য রামচন্দ্র শিলাদ্বারা সমুদ্রকে বদ্ধ করিয়াছেন, এই দুই জনের কার্য কিন্তু লীলা নহে। লীলা তবে কি?

মধ্বস্বামী এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, মত্ত ব্যক্তির যখন সুখের উদ্রেক হয়, তখন সে নৃত্যগীত প্রভৃতি লীলা করিয়া থাকে, ইহাতে প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই; ঈশ্বরের লীলাও এই প্রকার (যথালোকে মত্তস্য সুখোৎদ্রেকাদেব নৃত্যগানাদিলীলা ন তু প্রয়োজনাপেক্ষয়া, এবমেব ঈশ্বরস্য)। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর মাতাল নহেন সুতরাং তাঁর সুখোদ্রেকও সম্ভব নহে। অপিচ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ;—এই সকল অসঙ্গতির জন্য এই ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য।

রামানুজস্বামী বলিয়াছেন, সপ্তদ্বীপামেদিনীর অধিকারী মহাশৌর্য ও পরাক্রমবিশিষ্ট মহারাজ কেবল লীলা প্রয়োজনেই কন্দুক ক্রীড়া অর্থাৎ বল লোফালোফি খেলা করেন, পরব্রহ্মও কেবল সংকল্প দ্বারা জগতের জন্মস্থিতিধ্বংস সাধন করেন, লীলাই ব্রহ্মের এই কাজের প্রয়োজন (যথা লোকে সপ্তদ্বীপাং মেদিনীম্ অধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণ শৌর্যপরাক্রমস্য মহারাজস্য কেবললীলাপ্রয়োজনাঃ কন্দুকাদ্যারম্ভাঃ দৃশ্যন্তে, তথৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বসংকল্পা-বক্লৃপ্ত জন্মস্থিতিধ্বংসাদে লীলৈব প্রয়োজনম্)।

এইবার ভগবান্ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার আলোচনা।

শঙ্করমতে লীলা—যথালোকে কস্যচিৎ আপ্তকামস্য রাজ্ঞঃ রাজমাত্যস্যবা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ অনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি, যথা চ উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়ঃ অনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তি ভবিষ্যতি। নহি ঈশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতঃ বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্যানুযোক্তুং শক্যতে।

যদি নাম লোকে লীলাসু অপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনম্ উপক্ষ্যতে, তথাপি নৈব অত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপি অপ্রবৃত্তিঃ উন্মত্তপ্রবৃত্তিঃ বা, সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ।

ন চ ইয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ ব্যবহার গোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদন পরত্বাৎ চ ইতি এতদপি ন বিস্মর্তব্যম্।

যেমন লোকমধ্যে দৃষ্ট হয়, যাহার এষণা অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হইয়াছে এবং তার ফলে যিনি নিত্যতৃপ্ত অচঞ্চল হইয়াছেন, তেমন মহারাজার বা মন্ত্রীর কোনরূপ প্রয়োজন ব্যতীতই ক্রীড়াবিহারে অর্থাৎ খেলাধূলায় আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অথবা কোন প্রয়োজন বিনা নিশ্বাস প্রশ্বাস কেবল স্বভাববশতঃই হইয়া থাকে, ঈশ্বরেরও কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাববশতঃই লীলারূপ প্রবৃত্তি হইবে। ঈশ্বরের অন্য কোন প্রয়োজনের নিরূপণ শ্রুতি বা যুক্তি দ্বারা সম্ভব নহে; আর স্বভাবকেও দোষ দেওয়া যায় না। হয়তো কেহ লীলারও সূক্ষ্ম প্রয়োজন বলিয়া তর্ক করিতে পারেন; এ স্থলে, অর্থাৎ ব্রহ্মের লীলা বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই, কারণ ব্রহ্ম আপ্তকাম; আর ঈশ্বরের প্রবৃত্তি নাই, বা পাগলের মত তার প্রবৃত্তি, ইহাও মনে করা যায় না; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, আর সৃষ্টি বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত নামরূপবিষয়কমাত্র; ব্রহ্মই আত্মা, ইহা উপলব্ধি করানোই সৃষ্টিশ্রুতির একমাত্র তাৎপর্য।

ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন, এই জগৎ রচনা আমাদের পক্ষে গুরুতর হইলেও অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মের তাহা লীলামাত্র। তিনি আরও বলিয়াছেন, জগতের সৃষ্টি পারমার্থিক নহে; এই সৃষ্টিশ্রুতি অবিদ্যাজনিত নাম ও রূপের ব্যবহার বিষয়ক এবং ব্রহ্মই আত্মা ইহা প্রতিপাদনের জন্য। (নচেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ ব্যবহার গোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মপ্রতিপাদন পরত্বাচ্চ)। রামমোহনের মতে লীলা অর্থ বালকের খেলা। বালকের রাজা সাজা যেমন প্রয়োজননিরপেক্ষ, কেবল খেলামাত্র, ব্রহ্মের জগৎরূপে প্রকাশও তেমনি প্রয়োজননিরপেক্ষ খেলা মাত্র।

আপত্তি এই—জগতের সৃষ্টি পারমার্থিক নহে, শঙ্করের এই উক্তির প্রমাণ কি? উত্তর—শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ইত্যেতদনুশাসনম্। ব্রহ্ম অপর কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই সেই জন্য ব্রহ্ম অপূর্ব; ব্রহ্ম হইতে অন্য কিছু উৎপন্ন হয় নাই, সে জন্য তিনি অনপর, ব্রহ্মের

অন্তর নাই, বাহির নাই সে জন্য তিনি অনন্তর, অবাহ্য। ব্রহ্ম শুধু অনুভব স্বরূপ। ইহাই অনুশাসন, অর্থাৎ চরম সিদ্ধান্ত। এই মন্ত্রে ব্রহ্ম হইতে অপর বস্তুর উৎপত্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাই সৃষ্টিশ্রুতি পারমার্থিক নহে।

পুনরায় আপত্তি—পূজনীয় বেদব্যাস এই লীলাসূত্র রচনা করিলেন কেন? উত্তর, লৌকিক দৃষ্টিতে জগৎ আছে; তাই বেদব্যাস লৌকিক দৃষ্টি অনুযায়ী লীলাসূত্র রচনা করিয়াছেন। অপ্রতিহতশক্তি পুরুষ আপন খুসিমত, বিনা প্রয়োজনে যে আচরণ করেন, তাহাই লীলা নামে আখ্যাত হয়। পুনরায় আপত্তি—পারমার্থিক সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং লীলা কল্পনা মাত্র, বেদব্যাস এমন কথা বলিলেন না কেন? উত্তর—বলিয়াছেন। ২।১।১৪ সূত্রে তদনন্যত্বম্ বাক্যের দ্বারা জগতের অভাবই নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং লীলা বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পারে না।

লীলারসিক ভক্তগণের মুখে লীলার যে বর্ণনা শুনা যায় তাহাতে লীলার রূপ ও স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাহা বুঝিবার জন্যই পুজ্যপাদ প্রধান তিন আচার্যের ব্যাখা টীকাকার উদ্ধৃত করিয়াছে। আচার্যদের ব্যাখ্যা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের লীলা সম্ভব নহে। সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত উক্তি এই:—মায়ামষ্যা লীলয়া ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বম্ অবাদি; মায়াময়ীর লীলার জন্যই ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব ইহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টা বলা হয় তার লীলার জন্য, আর সেই লীলা মায়াময়ী অর্থাৎ অনির্বচনীয়, এজন্যই লীলার প্রকৃতি ও স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না।

আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্র ভামতী নামে সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, ৩২নং সূত্রে এই আপত্তি করা হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং তাঁর কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা নহেন। ইহারই উত্তরে ৩৩নং সূত্রে বলা হইয়াছে যে রাজা মহারাজেরা প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলাবশতঃ ক্রীড়া বিহারে প্রবৃত্ত হন; তেমনি ব্রহ্ম প্রয়োজন না থাকিলেও লীলাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহার উত্তরে বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি পারমার্থিক নহে। সৃষ্টির মূলে আছে অবিদ্যা। জলের স্বভাবই নিম্নদিকে গমন; অবিদ্যাও স্বভাবতঃই কার্যোন্মুখী; অর্থাৎ অবিদ্যা কার্যে পরিণত হইবেই; এর জন্য কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই। অবিদ্যা ব্রহ্মেরই আশ্রিত; ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত মিশ্রিত অবিদ্যাই জগৎরূপে পরিণত হয়; এই জন্যই চেতন ব্রহ্মকে

জগৎকারণ বলা হয়। কিন্তু তার প্রকৃত তাৎপর্য, জগতের সৃষ্টিই হয় নাই। যাহা সৃষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ব্রহ্মই, আত্মাই; ইহা বলাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সৃষ্টি বিষয়ে বলা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং বিবক্ষার অভাবে, অর্থাৎ শাস্ত্রের বলার অভিপ্রায় না থাকাতে, ব্রহ্মের উপর ৩২ সূত্রে যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা নিরর্থকই হয়; সুতরাং লীলাসূত্র (৩৩নং)ও নিরর্থক।

অমলানন্দ ভামতী টীকার উপর কল্পতরু নামে টীকা রচনা করিয়াছেন; তিনি লীলাসূত্র বিষয়ে লিখিয়াছেন—বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসূত্রম্ অলুলুপৎ। বাচস্পতি পরমেশ্বরের লীলাবিষয়ক সূত্রটীরই বিলোপ ঘটাইলেন; অর্থাৎ সেই সূত্রই নিরর্থক ইহা প্রমাণিত করিলেন।

রামমোহন লিখিয়াছেন জগৎরূপে ব্রহ্মের আবির্ভাব লীলামাত্র। ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলে জন্মাদ্যস্য যতঃ (১।১।২) সূত্র মনে রাখিতে হইবে। সেখানে রামমোহন তটস্থ লক্ষণ স্বীকার করেন নাই; তিনি সেখানে লিখিয়াছেন "মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে"; অর্থাৎ রামমোহনের মতেও জগৎ কোনরূপেই সত্য নহে, রজ্জুসর্পের মত প্রতীতিমাত্র।

কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে পারেন, জগৎ যদি মিথ্যাই, তবে কার জন্য রামমোহন লোকশ্রেয়: সাধন করিতেন? এ প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

জগতে কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হইতেছে; অতএব ব্রহ্মের বিষম সৃষ্টি করা দোষ জন্মে, এমত যদি কহ তাহার উত্তর এই।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। ২।১।৩৪।

সুখী আর দুঃখীর সৃষ্টিকর্তা এবং সুখ আর দুঃখের দূরকর্তা যে পরমাত্মা, তাঁহার বৈষম্য এবং নির্দয়ত্ব জীবের বিষয়ে নাই; যেহেতু জীবের সংস্কার কর্মের অনুসারে কল্পতরুর ন্যায় ব্রহ্ম ফলকে দেন; পুণ্যেতে পুণ্য উপার্জিত হয় এবং পাপে পাপ জন্মে এমত বর্ণন বেদে দেখিতেছি॥ ২।১।৩৪ ॥

টীকা—৩৪ সূত্র—ব্রহ্মের উপর বৈষম্য এবং নির্দয়ত্বের দোষ আরোপিত হইতে পারে না। নিজের কর্মের ফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, ব্যাখ্যা স্পষ্ট। এষহ্যেব সাধুকর্ম কারয়তি, ইনিই সাধুকর্ম করান। ইহাই শ্রুতি প্রমাণ।

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ॥ ২।১।৩৫॥

বেদে কহিতেছেন সৃষ্টির পূর্বে কেবল সৎ ছিলেন, এই নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্বে কর্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্মের সত্তা ছিল নাই, অতএব সৃষ্টি কোনমতে কর্মের অনুসারী না হয় এমত কহিতে পারিবে না; যেহেতু সৃষ্টি আর কর্মের পরস্পর কার্যকারণত্বরূপে আদি নাই, যেমন বৃক্ষ ও তাহার বীজ কার্যকারণরূপে অনাদি হয়॥ ২।১।৩৫॥

টীকা—৩৫ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ॥ ২।১।৩৬॥

জগৎ সহেতুক হয় অতএব হেতুর অনাদিত্ব ধর্ম লইয়া জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। আর বেদে উপলব্ধি হইতেছে যে, কেবল নাম আর রূপের সৃষ্টি হয় কিন্তু সকল অনাদি আছেন॥ ২।১।৩৬॥

টীকা—৩৬ সূত্র—সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ (ঋকৃসংহিতা ১০।১৯০।৩) ধাতা সূর্য ও চন্দ্রমাকে পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির মতই রচনা করিয়াছিলেন। জগতের হেতু ব্রহ্ম; তিনি অনাদি; সুতরাং সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি। সৃষ্টি হওয়ার অর্থ, শুধু নাম ও রূপের অভিব্যক্তি হওয়া। অনাদি-কারণ ব্রহ্ম অনাদি, নির্বিকারই থাকেন। ইহাই রামমোহনের সৃষ্টি ব্যাখ্যা।

নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন নাই এমত নহে।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ॥ ২।১।৩৭॥

বিবর্ত্তরূপে ব্রহ্ম জগৎকারণ হয়েন, যেহেতু সকল ধর্ম আর সকল শক্তি ব্রহ্মে সিদ্ধ আছে। বিবর্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট না হইয়া কার্যরূপে উৎপন্ন হয়েন॥ ২।১।৩৭॥ •॥•॥

টীকা—৩৭ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট ; "সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম" ইহাই শ্রুতিপ্রমাণ। রামমোহন যে বিবর্তবাদী ছিলেন, এই সূত্র তার আরো এক প্রমাণ। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এই কথার অর্থ, জগৎ সত্য নহে ; কিন্তু রজ্জুতে সর্পের মত ভ্রমমাত্র ; জগতের বাস্তব সত্তা নাই।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

দ্বিতীয় পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ সত্ত্বরজস্তমস্বরূপ প্রকৃতি জগতের উপাদানকারণ কেন না হয়েন ॥

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং ॥ ২।২।১ ॥

অনুমান অর্থাৎ প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান হইতে পারে নাই, যেহেতু জড় হইতে নানাবিধ রচনার সম্ভাবনা নাই ॥ ২।২।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—ত্রিগুণাত্মক জড় প্রধান, বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের কারণ হইতে পারে না। বৈচিত্রপূর্ণ মনোরম প্রাসাদ দেখিলে, বুদ্ধিমান কুশলী শিল্পীর কার্য বলিয়া নিশ্চিত অনুমান হয়। জড় নিজে বৈচিত্র্যরচনার কারণ হইতে পারে না। সুতরাং প্রধান জগতের কারণ নহে।

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২।২।২ ॥

চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, অতএব প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদানকারণ নহে ॥ ২।২।২ ॥

টীকা—২য় সূত্র—ঈশ্বরকৃষ্ণের ১৫ নং কারিকাতে প্রধানের প্রবৃত্তি (activity) বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। কারণে কার্যের অব্যক্তাবস্থায় স্থিতিই কারণশক্তি (Efficiency of the cause) কিন্তু

কারণ ও কার্য উভয়ই জড়। চেতনের পরিচালনা ভিন্ন জড়ের ক্রিয়া সম্ভব নহে। রথ নিজে কখনো চলে না; সারথি চালাইলেই রথ চলে। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রবৃত্তিই সাংখ্যের কারণশক্তি; ব্রহ্মের প্রবৃত্তিতেই প্রধানের প্রবৃত্তি। সুতরাং প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান হইতে পারে না।

পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥ ২।২।৩ ॥

যদি কহ যেমন দুগ্ধ স্বয়ং স্তন হইতে নিঃসৃত হয় আর জল যেমন স্বয়ং চলে সেই মত প্রধান অর্থাৎ স্বভাব স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমত হইলেও ঈশ্বরকে প্রধানের এবং দুগ্ধাদের প্রবর্তক তত্রাপি স্বীকার করিতে হইবেক; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জলেতে স্থিত হইয়া জলকে প্রবর্ত্ত করান ॥ ২।২।৩ ॥

টীকা—৩য় সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট। 'যোঽপসু তিষ্ঠন্ যোঽপোঽন্তরো যময়তি' যিনি জলের অন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করেন ইত্যাদিই শ্রুতিপ্রমাণ।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ২।২।৪ ॥

তোমার মতে প্রধান যদি চেতনের সাপেক্ষ সৃষ্টি করিবাতে না হয় তবে কার্যের অর্থাৎ জগতের পৃথক অবস্থিতি প্রধান হইতে যাহা তুমি স্বীকার করহ, সে পৃথক অবস্থিতি থাকিবেক না; যেহেতু প্রধান তোমার মতে উপাদানকারণ; সে যখন জগৎস্বরূপ হইবেক তখন জগতের সহিত ঐক্য হইয়া যাইবেক, পৃথক থাকিবেক নাই; অতএব তোমার প্রমাণে তোমার মত খণ্ডিত হয় ॥ ২।২।৪ ॥

টীকা—৪র্থ সূত্র—এ সূত্রের রামমোহন কৃত ব্যাখ্যা অস্পষ্টার্থক মনে হয় দুই কারণে; সূত্রে বর্ণিত তত্ত্বের জটিলতা এবং বাংলায় এ তত্ত্ব জটিল বাক্যের (complex sentence) সাহায্যে প্রকাশের জন্য। তত্ত্বের উপলব্ধি স্পষ্ট হইলে ভাষার অসুবিধাও দূর হইবে। এজন্য তত্ত্বটী আদ্যোপান্ত বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

কুম্ভকার মাটি দিয়া কলস তৈয়ার করে; কুম্ভকার নিমিত্তকারণ এবং

মাটি উপাদানকারণ কিন্তু কুম্ভকার ও মাটি থাকিলেই কলস তো উৎপন্ন হইতে পারে না; কুম্ভকারের চক্র এবং দণ্ড এবং চক্রের ঘূর্ণন না হইলে ঘট উৎপন্ন হইবে না। এজন্য চক্র, দণ্ড এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিকে বলা হয় সহকারী (auxillaries)। প্রথম পাদের ৩৪নং সূত্রে, ব্রহ্মের বৈষম্য ও নির্দয়ত্বের অভিযোগ খণ্ডনকালে রামমোহন লিখিয়াছেন, ব্রহ্ম কল্পতরু ন্যায় ফল দেন, কিন্তু জীবের সুখ দুঃখ হয় পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও জীবের সুখ দুঃখ বিধানে জন্মান্তরীণ কর্ম, ধর্ম, অধর্ম এসকল সহকারীর প্রয়োজন হয়।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই (state of equilibrium) প্রধান; প্রধানই অব্যক্ত (unmanifested)। সাংখ্যের পুরুষ উদাসীন; তিনি প্রধানের প্রবর্তক বা নিবর্তক নহেন। কর্ম, ধর্ম অধর্ম এই সকল সহকারী প্রধান হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রধানের নিয়ন্ত্রণের শক্তি ইহাদের নাই।

সূত্রে দুইটী হেতুবাচক শব্দ আছে—ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ এবং অনপেক্ষত্বাৎ। ব্যতিরেক শব্দের অর্থ, কর্ম, ধর্ম, অধর্ম এই সকল সহকারী, ইহাদের অভাবে প্রধানের নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য কিছু না থাকা হেতু; অনপেক্ষত্বাৎ অর্থ, সাংখ্যের পুরুষও উদাসীন হওয়াতে প্রধান অনপেক্ষ্য অর্থাৎ নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িল; সেই হেতু প্রধানের পরিণাম (evolution) আরম্ভ হইলে, কোথায় সেই পরিণাম ক্ষান্ত হইবে তাহারও নিয়ামক কিছু রহিল না।

রামমোহন বলিতেছেন, চেতনের নিয়ন্ত্রণে (সাপেক্ষে) প্রধান সৃষ্টি করে না, অর্থাৎ স্বতঃ সৃষ্টি করে, এই কথা বলিলে, নিরঙ্কুশ প্রধানের সৃষ্টিকার্য কখন ক্ষান্ত হইবে, তার নিয়ামক না থাকায় এবং প্রধানই জগতের উপাদানকারণ হওয়াতে, সমস্ত প্রধানই নিঃশেষে জগৎরূপ কার্যে পরিণত হইয়া পড়িবে; সাংখ্যের মতে প্রধানের ও জগতের প্রভেদ থাকিবে না; কারণ নিঃশেষিত প্রধানের অস্তিত্বই থাকিবে না; শুধু জগৎই থাকিবে। ইহাতে সাংখ্য শাস্ত্রের মূলই ছিন্ন হইবে। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগৎ কারণ, ইহা মানিলে জড়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক সমস্যা থাকিবেই না।

ভগবান ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা রামমোহন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। সাংখ্য শাস্ত্রের মতে প্রধান হইতে মহৎ, তাহা হইতে অহঙ্কার, এই ক্রমে সৃষ্টি হয়।

ভাষ্যকারের মতে, প্রধান নিরঙ্কুশ হইলে, তাহা হইতে মহৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে, না হইতেও পারে। ইহাতে সাংখ্যমত অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।' ঈশ্বরকারণবাদে কোন দোষই নাই।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ॥ ২।২।৫ ॥

ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা প্রধান জগৎস্বরূপ হইতে পারে না, যেমন গবাদির ভক্ষণ বিনা ক্ষেত্রস্থিত তৃণ স্বয়ং দুগ্ধ হইতে অসমর্থ হয়॥ ২।২।৫ ॥

টীকা—৫ম সূত্র—প্রধান স্বয়ং পরিণাম প্রাপ্ত হয়, যেমন তৃণ দুগ্ধে পরিণত হয়; সাংখ্যের এই মত যুক্তিসহ নহে। কারণ গাভী, মহিষী প্রভৃতি স্ত্রীপশুর দ্বারা ভক্ষিত হইলেই তৃণ দুগ্ধে পরিণত হয়, অন্যথা নহে।

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ॥ ২।২।৬ ॥

প্রধানের স্বয়ং প্রবৃত্তি সৃষ্টিতে অঙ্গীকার করিলে প্রধানেতে যাহাদিগ্যের প্রবৃত্তি নাই, তাহাদিগের মুক্তিরূপ অর্থ হইতে পারে না; অথচ বেদে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লিখেন, প্রধানের জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লিখেন না॥ ২।১।৬ ॥

টীকা—৬শ সূত্র—ঈশ্বরকৃষ্ণের ৫৭নং কারিকায় বলা হইয়াছে, "পুরুষ-বিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য"। পুরুষের বিমুক্তির জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি হয়। অর্থাৎ নিজের কোন প্রয়োজনে (স্বার্থে) প্রধানের প্রবৃত্তি হয় না, পরের প্রয়োজনে, অর্থাৎ পুরুষের মুক্তির প্রয়োজনে (অর্থাৎ পরার্থেই) প্রধানের প্রবৃত্তি। প্রধানের স্বয়ং প্রবৃত্তি সম্ভব নহে; একথা পঞ্চম সূত্র পর্যন্ত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। এখন, পুরুষের অর্থাৎ আত্মার মুক্তির জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি; এই দাবী খণ্ডনের জন্যই ৬ষ্ঠ সূত্র রচিত। রামমোহনকৃত এই সূত্রের ব্যাখ্যা স্পষ্ট; তিনি বলিয়াছেন "বেদে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লিখেন, প্রধানের জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লিখেন না"; সুতরাং প্রধানে যাহাদের প্রবৃত্তি অর্থাৎ বিশ্বাস নাই, সাংখ্য তাহাদের মুক্তি দিতে পারিবে না; ব্রহ্মজ্ঞানে সকলেরই মুক্তি হয়। রামমোহন এই সূত্রেরও স্বাধীন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভগবান শঙ্করকৃত এই সূত্রের ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার, তিনি বলিয়াছেন, প্রধানের স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় ইহা তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলেও সাংখ্যের ইষ্টসিদ্ধি অসম্ভব। কারণ প্রধান জড় ; যাহা জড় তাহা অচেতন ; যাহা অচেতন তাহা অপরের প্রয়োজন সাধনে প্রবৃত্ত হয় ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ অর্থাভাবাৎ, সূত্রের এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে ; ইহার অর্থ, প্রধানের যেমন সহকারীকারণের অপেক্ষা নাই, তেমনি কোন প্রয়োজনেরও অপেক্ষা নাই। যদি বলা হয়, প্রধানের সহকারীর অপেক্ষা না থাকিলেও প্রয়োজনের অপেক্ষা আছে, তবে জিজ্ঞাস্য, সেই প্রয়োজন কি ? উত্তরে যদি বলা হয়, পুরুষের অর্থাৎ আত্মার মুক্তিই সেই প্রয়োজন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, ১১নং কারিকা অনুসারে তদ্‌বিপরীতস্তপুমান্" বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ জড় প্রধান হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ; সুতরাং সততই মুক্ত। আর বেদান্ত মতে মোক্ষ আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপ ; যাহা স্বাভাবিক স্বরূপ, তাহা প্রধানের ক্রিয়ার পূর্ব হইতে আছে ; সুতরাং আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপ যে মোক্ষ, প্রধান তাহা আত্মাকে প্রাপ্ত করাইবে কি প্রকারে ? সুতরাং প্রধানের প্রয়োজনের অভাবই হয়।

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ॥ ২।২।৭ ॥

যদি বল যেমন পঙ্গু পুরুষ হইতে অন্ধের চেষ্টা হয় আর অয়স্কান্তমণি হইতে লৌহের স্পন্দন হয়, সেইরূপ প্রক্রিয়ারহিত ঈশ্বরের দ্বারা প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয়, এমত হইলেও তথাপি যেমন পঙ্গু আপনার বাক্য দ্বারায় অন্ধকে প্রবর্ত করায় এবং অয়স্কান্তমণি সান্নিধ্যের দ্বারা লৌহকে প্রবর্ত করায়, সেইরূপ ঈশ্বর আপনার ব্যাপারের দ্বারা প্রধানকে প্রবর্ত করান, অতএব প্রধান ঈশ্বরের সাপেক্ষ হয়। যদি কহ ব্রহ্ম তবে ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইলেন, তাহার উত্তর এই তাঁহার ক্রিয়া কেবল মায়ামাত্র বস্তু করিতে ব্রহ্ম ক্রিয়াবিশিষ্ট নহেন ॥ ২।২।৭ ॥

টীকা—৭ম সূত্র—ঈশ্বরকৃষ্ণের ২১নং কারিকায় বলা হইয়াছে "পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপিসংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ" পঙ্গু এবং অন্ধ, এই দুয়ের সংযোগের মত প্রধান ও পুরুষের সংযোগ হয় এবং সেই সংযোগবশতঃই সৃষ্টি আরম্ভ

হয়। রামমোহন এখানে ঈশ্বর শব্দের দ্বারা পুরুষকেই বুঝাইয়াছেন; কারণ প্রধানের সংযোগ পুরুষের সঙ্গে, কারিকাতে একথাই বলা হইয়াছে। অবশ্য ভাষ্যে পরে বেদান্তমতের উল্লেখ আছে, এবং রামমোহন যাহা বলিয়াছেন তাহাও আছে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় কিন্তু মায়াযোগে ক্রিয়াবান মনে হয়। ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ২।২।৮ ॥

বেদে সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের সমতাকে প্রধান কহেন, এই তিন গুণের সমতা দূর হইলে সৃষ্টির আরম্ভ হয়, অতএব প্রধানের সৃষ্টি আরম্ভ হইলে সেই প্রধানের অঙ্গ থাকে না ॥ ২।২।৮ ॥

টীকা—৮ম সূত্র—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রধান; অর্থাৎ প্রধানাবস্থায় কোন গুণই অঙ্গি অর্থাৎ প্রধান এবং অপর দুই গুণ অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান নহে। সুতরাং যতক্ষণ প্রধানাবস্থা থাকে ততক্ষণ অহং অহঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে পারে না; ইহা প্রথম দোষ। যখন কোন একটী গুণ অপর দুই গুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়, তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কিন্তু সাম্যাবস্থায় তিন গুণই প্রধান অর্থাৎ সমশক্তি ছিল। উৎপত্তির মুহূর্তে একটী গুণ কর্তৃক অপর দুই গুণের অভিভব ঘটে, নিশ্চয়ই বাহ্য কোন শক্তিদ্বারা; কিন্তু সেই শক্তির নিরূপণ সাংখ্য শাস্ত্রে নাই। ইহা দ্বিতীয় দোষ।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ২।২।৯ ॥

কার্যের উৎপত্তির দ্বারা প্রধানের অনুমান যদি করিতে চাহ তাহা করিতে পারিবে না, যেহেতু জ্ঞানশক্তি প্রধানে নাই আর জ্ঞানশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টি-কর্তা হইতে পারে নাই ॥ ২।২।৯ ॥

টীকা—৯ম সূত্র—গুণসকল চঞ্চল, ইহা স্বীকৃত হয়; সুতরাং সাম্যাবস্থায়ও গুণসকলের মধ্যে বৈষম্যপ্রবণতা থাকা সম্ভব, সেই জন্য সৃষ্টিও আরম্ভ হইতে পারে; কিন্তু বিচিত্রাকার সৃষ্টি তো সম্ভব নহে; কারণ সাংখ্যমতে প্রধানে জ্ঞানশক্তি নাই এবং জ্ঞানশক্তির অভাবে বৈচিত্র সৃষ্টিও সম্ভব হয় না। যদি কেহ বলেন যে প্রধানে জ্ঞানশক্তি আছে, এবং সেই জন্য

প্রধানই বিচিত্রসৃষ্টিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তবে তিনি বহুপ্রপঞ্চযুক্ত ব্রহ্মবাদই স্বীকার করিলেন।

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসং ॥ ২।২।১০ ॥

কেহ কেহ তত্ত্ব পঁচিশ কেহ ছাব্বিশ কেহ আঠাইশ এই প্রকার পরস্পর বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ অনৈক্য তত্ত্বসংখ্যাতে হইয়াছে অতএব পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানকে যে গণনা করিয়াছেন সে অযুক্ত হয় ॥ ২।২।১০ ॥

টীকা—১০ম সূত্র—পরস্পরবিরোধী উক্তি থাকাতে সাংখ্যশাস্ত্র সামঞ্জস্য-হীন, সুতরাং অগ্রাহ্য। সাংখ্যাচার্যদের কাহারো মতে ইন্দ্রিয় সাতটী, কাহারো মতে এগারটী; কেহ বলেন তন্মাত্রের সৃষ্টি মহৎ হইতে হয়; অপরে বলেন, অহঙ্কার হইতে হয়; কেহ বলেন অন্তঃকরণ তিনটী, কেহ বলেন একটী। যে শাস্ত্রে স্ববিরোধী উক্তি থ্যকে তাহা দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয় না।

সাংখ্যের যুক্তিসকলের খণ্ডন সমাপ্ত হইল।

বৈশেষিক আর নৈয়ায়িকের মত এই যে সমবায়িকারণের গুণ কার্যেতে উপস্থিত হয়, এ মতে চৈতন্যবিশিষ্ট ব্রহ্ম কিরূপে চৈতন্যহীন জগতের কারণ হইতে পারেন, ইহার উত্তর এই ॥

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং ॥ ২।২।১১ ॥

হ্রস্ব অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহাতে মহত্ত্ব নাই পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু তাহাতে দীর্ঘত্ব নাই কিন্তু যখন দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হয় তখন মহত্ত্ব গুণকে জন্মায়, পরমাণু যখন দ্ব্যণুক হয় তখন দীর্ঘত্ব জন্মায় অতএব এখানে যেমন কারণের গুণ কার্যেতে দেখা যায় না সেইরূপ ব্রহ্ম এবং জগতের গুণের ভেদ হইলে দোষ কি আছে ॥ ২।২।১১ ॥

টীকা—১১শ সূত্র হইতে ১৭শ সূত্র পর্যন্ত—বৈশেষিক মত-এর খণ্ডন করা হইয়াছে। বৈশেষিকমতবাদের নাম পরমাণুবাদ।

পরমাণু কি? "পদার্থের পরমসূক্ষ্ম অংশেরই নাম পরমাণু। পরমাণু

নিরবয়ব, যাহা নিরবয়ব, তার উৎপত্তি নাই; যার উৎপত্তি নাই, তার বিনাশও নাই; সুতরাং পরমাণু নিত্য। পরমাণু প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু অনুমেয়; সেই অনুমান এই প্রকার; সাবয়ব দ্রব্যের অবয়বধারার বা অবয়বপরম্পরার নিশ্চয়ই বিশ্রাম আছে; ঘটের অবয়ববিভাগ করিতে গেলে, ক্রমে সূক্ষ্ম অবয়বে উপনীত হইতে হয়; এইরূপে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইবার পর ঈদৃশ অবয়ব উপস্থিত হয় যার বিভাগ করা অসম্ভব; যার বিভাগ হইতে পারে না, যাহা অভেদ্য, তাহাই পরমসূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়; অনন্তর সংযোগাৎ দ্ব্যণুমারভ্যতে —আনন্দগিরি। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্র্যণুক ইত্যাদিক্রমে মহাবয়বী বা অন্ত্যাবয়বী উৎপন্ন হয়। বৈশেষিকমতে পরিমাণ চারিপ্রকার—অণু, মহৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ; প্রত্যেক বস্তুতে দ্বিবিধ পরিমাণ আছে; যাহাতে অণুত্বপরিমাণ আছে, তাহাতে হ্রস্বপরিমাণও আছে; এইরূপে মহত্ত্ব ও দার্ঘত্ব সমদেশবর্তী। মহত্ত্বই প্রত্যক্ষের কারণ।" (স্বর্গত মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার)

বৈশেষিকমতে চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের কারণ হইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক কারণদ্রব্যের গুণ কার্যদ্রব্যে নিজের সদৃশ গুণ জন্মায়। চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলে জগৎও চেতন হইত কিন্তু জগৎ অচেতন, সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ নহেন। এই আপত্তির উত্তরে বেদব্যাস ১১নং সূত্র রচনা করিয়াছেন। সূত্রস্থ পরিমণ্ডল শব্দের অর্থ পরমাণু, সূত্রের তাৎপর্য এই, চারিটী দ্ব্যণুকের সংযোগে চতুরণুক জন্মে। দ্ব্যণুক পরিমাণে-অণুহ্রস্ব, ত্রসরেণু ও চতুরণুক পরিমাণে মহদ্দীর্ঘ, দ্ব্যণুকের শুক্লগুণ চতুরণকে জন্মে, ইহা সত্য; কিন্তু দ্ব্যণুকের পরিমাণগত অণুহ্রস্বতা তো চতুরণুকে জন্মে না। সুতরাং বৈশেষিকের মতেও কারণবস্তুর বিসদৃশ গুণ কার্যবস্তুতে উৎপন্ন হয়। অতএব চেতন ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ গুণযুক্ত অচেতন জগৎ জন্মে, ইহা বৈশেষিকের সিদ্ধান্তের দ্বারাও সমর্থিত।

যদি কহ দুই পরমাণু নিশ্চল কিন্তু কর্মাধীন দুইয়ের যোগের দ্বারা দ্ব্যণুকাদি হয় ঐ দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি জন্মে, ইহার উত্তর এই।

উভয়থাপি ন কর্মাহতস্তদভাবঃ ॥ ২।২।১২ ॥

ঐ সংযোগের কারণ যে কর্ম তাহার কোন নিমিত্ত আছে কি না; তাহাতে নিমিত্ত আছে ইহা কহিতে পারিবে না যেহেতু জীবের যত্ন

সৃষ্টির পূর্বে নাই, অতএব যত্ন না থাকিলে কর্মের নিমিত্তের সম্ভাবনা থাকে না, অতএব ঐ কর্মের নিমিত্ত কিছু আছে এমত কহা যায় না; আর যদি কহ নিমিত্ত নাই তবে নিমিত্ত না থাকিলে কর্ম হইতে পারে না; অতএব উভয় প্রকারে দুই পরমাণুর সংযোগের কারণ কোন মতে কর্ম না হয়; এই হেতু ঐ মত অসিদ্ধ ॥ ২।২।১২ ॥

টীকা—১২ সূত্র—এই সূত্রে বেদব্যাস পরমাণুকারণবাদের নিরাস করিতেছেন। বৈশেষিকমতে "প্রলয়কালে চতুর্বিধ মহাভূতের (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু) চারিপ্রকার পরমাণুমাত্র বিভক্তরূপে অবস্থান করে; আর ধর্ম, অধর্ম ভাবনাখ্যসংস্কারযুক্ত আত্মাসকল ও আকাশ প্রভৃতি নিত্যপদার্থ গুলিমাত্র অবস্থিত থাকে; প্রলয়কালের অবসানে মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন ভোগপ্রযোজক অদৃষ্ট বৃত্তিলাভ করে। ঐ অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে প্রথমতঃ পবনপরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয়। পবন পরমাণুসকলের পরস্পরসংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। তারপর জলীয় পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান জলরাশি উৎপন্ন হয় এবং বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া বায়ুতে অবস্থিত হয়। তখন পার্থিব পরমাণুসংযোগে মহাপৃথিবী উৎপন্ন হইয়া ঐ জলরাশিতে অবস্থিতি করে। তৎপরে ঐরূপে দীপ্যমান মহান তেজোরাশি উৎপন্ন হইয়া ঐ জলরাশিতেই অবস্থিত হয়।" (মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার)

এই সকল যুক্তির উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই—নিমিত্ত ছাড়া কর্ম উৎপন্ন হইতে হইতে পারে না; পরমাণুতে যে প্রথম কর্ম উৎপন্ন হইল, তার নিমিত্ত কি? যদি বল, নিমিত্ত নাই, তবে কর্ম উৎপন্ন হইবে না, সুতরাং সৃষ্টি অসম্ভব হইবে। যদি বল আত্মার প্রযত্ন বা মুদ্গরাদির আঘাতই কার্যের নিমিত্ত, তা হইলেও এখানে এইরূপ কোন নিমিত্ত নাই। কারণ আত্মার শরীর নাই; শরীর ও মনের সহিত আত্মার সংযোগ না হইলে প্রযত্ন উৎপন্ন হয় না, আর মুদ্গরাদির আঘাতের কোন কারণই নাই, এজন্য পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তির সম্ভাবনাই নাই।

যদি বল অদৃষ্টই কর্মের নিমিত্ত, তবে জিজ্ঞাস্য, (১) এই অদৃষ্ট আত্মাতে স্থিত না পরমাণুতে স্থিত? (২) অদৃষ্ট নিজে অচেতন, সুতরাং চেতনের পরিচালনাভিন্ন সে কার্য উৎপন্ন করিতে পারে না। (৩) তোমার মতে

প্রলয়কালে জীবাত্মা অচেতন থাকে; অদৃষ্ট আত্মাতে থাকে বলিলেও অচেতন আত্মাতে স্থিত অচেতন অদৃষ্ট পরমাণুতে কর্ম উৎপন্ন করিতেই পারে না; কারণ, পরমাণুর সহিত অদৃষ্টের বা আত্মার সম্বন্ধই নাই। এই সকল কারণে দুই পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি বা পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। সুতরাং পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত। রামমোহনও তাঁর ব্যাখ্যায় এই সকল যুক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রে উভয়থাঃ শব্দের অর্থ উভয়প্রকারেই; অর্থাৎ কর্মের নিমিত্ত থাকুক বা না থাকুক উভয়প্রকারেই কর্মের উৎপত্তি অসম্ভব।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ। ২।২।১৩ ॥

পরমাণু দ্ব্যণুকাদি হইতে যদি সৃষ্টি হয় তবে পরমাণু আর দ্ব্যণুকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হইবেক; পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ পরমাণুবাদীর সম্মত নহে অতএব ঐ মত সিদ্ধ হইল নাই; যদি পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করহ তবে অনবস্থা দোষ হয়, যেহেতু পরমাণু হইতে ভিন্ন দ্ব্যণুক, সেই দ্ব্যণুক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষা করে; এইরূপ দ্ব্যণুকের সহিত ত্রসরেণ্বাদের ভেদের সমতা আছে অতএব ত্রসরেণু দ্ব্যণুকের সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে, এই প্রকারে সমবায় সম্বন্ধের অবধি থাকে না; যদি কহ পরমাণুর সম্বন্ধ দ্ব্যণুকের সহিত দ্ব্যণুকের সম্বন্ধ ত্রসরেণুর সহিত ত্রসরেণুর চতুরেণুর সহিত সমবায় না হইয়া স্বরূপ সম্বন্ধ হয়, এমতে পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সৃষ্টি জন্মে এমত যাঁহারা কহেন সে মতের স্থাপনা হয় না॥ ২।২।১৩ ॥

টীকা—১৩শ সূত্র—এই সূত্রের রামমোহনকৃত ব্যাখ্যার অর্থ এই প্রকার—যদি বল, পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে দ্ব্যণুক হইতে তবে তোমাকে দ্ব্যণুক ও পরমাণুর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু পরমাণুতে পরমাণুতে সমবায় বৈশেষিক শাস্ত্র স্বীকার করে না; তার মতে দুই পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। যদি দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার কর, তবে অনবস্থাদোষ হয়, কারণ, দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে ভিন্ন, সেই

দ্ব্যণুক পরমাণু সহিত সমবায়ের অপেক্ষা করে ; দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু ভিন্ন সুতরাং ত্রসরেণু দ্ব্যণুকের সহিত সমবায়ের অপেক্ষা করে ; ইহাই অনবস্থা দোষ, অর্থাৎ সমবায়ের শেষ কোথাও হইবে না। তারপর রামমোহন এক নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন ; যদি কহ দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণুর, ত্রসরেণুর সহিত দ্ব্যণুকের, চতুরণুকের সহিত ত্রসরেণুর স্বরূপ সম্বন্ধ, সমবায় নহে ; এবং স্বরূপসম্বন্ধের জন্যই সৃষ্টি হয়, তবে সে মতের স্থাপনা হয় না।

স্বরূপ সম্বন্ধ কি ? ন্যায় বৈশেষিক মতে সম্বন্ধ মাত্র দুই প্রকার—সংযোগ ও সমবায়। দুইটী সাবয়ব বস্তুর সম্বন্ধই সংযোগ। "অবয়বীর সহিত অবয়বের, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের, জাতির সহিত ব্যক্তির এবং বিশেষের সহিত নিত্যদ্রব্যের যে সম্বন্ধ তাহার নাম সমবায়।" (মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার)।

টেবিলের উপর বই আছে টেবিলের সহিত বই-এর সম্বন্ধ, সংযোগ ; লালগোলাপ, লালগুণ গোলাপের সহিত নিত্যসম্বন্ধ, কখনই তাহাদের পৃথক করা যায় না ; সুতরাং এখানে সমবায় সম্বন্ধ। স্বরূপই স্বরূপ সম্বন্ধ। অর্থাৎ পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু, চতুরণুক এই সবই এক ; তাহা হইতেই সৃষ্টি হয়। রামমোহন নিজেই এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রামমোহন এই সূত্রে এই যুক্তি কোন্ গ্রন্থে পাইয়াছেন তাহা নিরূপণ করিতে পারি নাই। ভগবান ভাষ্যকারকৃত ব্যাখ্যা ভিন্ন প্রকার। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ; দুই পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সমবায় স্বীকার করাতে সেই সৃষ্টির অভাবই হয়। কঠিন সাম্যহেতু অনবস্থা দোষ ঘটে। ইহাই সূত্রার্থ। পরমাণু ও দ্ব্যণুকের সমবায় সম্বন্ধ বৈশেষিক স্বীকার করে ; কিন্তু তার মতে সমবায়ও একটি পদার্থ, যদি বল অত্যন্ত ভিন্ন দুই পরমাণু সমবায়ের দ্বারা সংবদ্ধ হইয়া দ্ব্যণুক হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে, সমবায়ও সমবায়িদের হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই ভেদ সমান। যদি বল দুইটী ভিন্ন পরমাণু সমবায়ের দ্বারা সংবদ্ধ হইয়া দ্ব্যণুক হয় ; তবে মানিতে হইবে যে, সমবায়ি ও সমবায় অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াও অন্য এক সমবায়ের দ্বারা সংবদ্ধ হয় ; সেই সমবায় ও অপর এক সমবায়ের দ্বারা সমবায়ির সহিত সংবদ্ধ ; এইভাবে সমবায়ের ধারা মানিতে হইবে ; কোথাও সমবায়ের শেষ হইবে না। ইহাই অনবস্থা দোষ। এই দোষের জন্য দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি অসম্ভব হয়।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ২।২।১৪ ॥

পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করিলে পরমাণুর প্রবৃত্তি নিত্য মানিতে হইবেক, তবে প্রলয়ের অঙ্গীকার হইতে পারে নাই, এই এক দোষ জন্মে ॥ ২।২।১৪ ॥

টীকা—১৪শ সূত্র—পরমাণু হইতে সৃষ্টি মানিলে, পরমাণুর সৃষ্টি প্রবৃত্তিও নিত্য মানিতে হয় ; তাহাতে নিত্যই সৃষ্টি হইবে, প্রলয় হইবে না।

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্যয়োদর্শনাৎ ॥ ২।২।১৫ ॥

পরমাণু যদি সৃষ্টির কারণ হয় তবে পরমাণুর রূপ স্বীকার করিতে হইবেক এবং রূপ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যতার বিপর্যয় হয় অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিতে পারে নাই যেমন পটাদিতে দেখিতেছি রূপ আছে এ নিমিত্ত তাহার নিত্যত্ব নাই ॥ ২।২।১৫ ॥

টীকা—১৫শ সূত্র—বৈশেষিক মতে পরমাণু সকলের রূপ অর্থাৎ আকার আছে ; কিন্তু তাহা মানিলে বিকার্য্য ঘটে ; বলা হয় পরমাণু নিরবয়ব অনুপরিমাণ এবং নিত্য ; কিন্তু রূপ থাকাতে তাহা সাবয়ব মহৎপরিমাণ ও অনিত্যই হয় ; কারণ লোকে দেখা যায় বস্ত্রে রূপ থাকাতে তাহা অনিত্য হয়।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২।২।১৬ ॥

পরমাণু বহুগুণবিশিষ্ট হইবেক কিম্বা গুণবিশিষ্ট না হইবেক ; বহুগুণবিশিষ্ট যদি কহ তবে তাহার ক্ষুদ্রতা থাকে না, গুণবিশিষ্ট না হইলে পরমাণুর কার্য্যেতে অর্থাৎ জগতে রূপাদি হইতে পারে নাই অতএব উভয় প্রকারে দোষ জন্মে ॥ ২।২।১৬ ॥

টীকা—১৬শ সূত্র—বৈশেষিক মতে পরমাণু চার প্রকার—বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী ; ইহাদের গুণও চারি প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ। বায়ুর এক গুণ, তেজের গুণ দুই, জলের গুণ তিন, পৃথিবীর গুণ চার। যদি এই মত স্বীকার করা হয়, তবে গুণের বহুত্ব হেতু পরমাণুর ক্ষুদ্রতা থাকিবে না ;

যদি বল, পরমাণুর গুণ নাই, তবে পরমাণুর কার্যে অর্থাৎ জগতে রূপাদির প্রকাশ হইবে না। সুতরাং এই মত অসিদ্ধ।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা॥ ২।২।১৭॥

বিশিষ্ট লোকেতে কোন মতে পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন নাই অতএব এ মতের কোন প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে নাই॥ ২।২।১৭॥

টীকা—১৭শ সূত্র—সাংখ্যের মতবাদের কোন কোন অংশ মণু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি, মনু প্রভৃতি কেহই স্বীকার করেন নাই; সুতরাং পরমাণুকারণবাদ অগ্রাহ্য।

বৈভাষিক সৌত্রান্তিকের মত এই যে, পরমাণুপুঞ্জ আর পরমাণু-পুঞ্জের পঞ্চস্কন্ধ এই দুই মিলিত হইয়া সৃষ্টি জন্মে। প্রথমত রূপস্কন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ যাহা নিরূপিত আছে, দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানস্কন্ধ অর্থাৎ গন্ধাদের জ্ঞান, তৃতীয়ত বেদনাস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের জ্ঞানের দ্বারা সুখ দুঃখের অনুভব, চতুর্থ সংজ্ঞাস্কন্ধ অর্থাৎ দেবদত্তাদি নাম, পঞ্চম সংস্কারস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা। এই মতকে বক্তব্য সূত্রের দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন।

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ॥ ২।২।১৮॥

অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ এই উভয়ের দ্বারা যদি সমুদায় দেহ স্বীকার কর তত্রাপি সমুদায় দেহের সৃষ্টি ঐ উভয় হইতে নির্বাহ হইতে পারে নাই, যেহেতু চৈতন্যস্বরূপ কর্তার ঐ উভয়ের মধ্য উপলব্ধি হয় নাই॥ ২।২।১৮॥

টীকা—১৮শ-৩২শ সূত্র—বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন।

বৌদ্ধমতবাদের মূলসূত্র ভগবান বুদ্ধের একটী উক্তি। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন সর্বং ক্ষণিকং সর্বম্ অনিত্যং সর্বম্ অনাত্মম্। বৌদ্ধদের মধ্যে চারিপ্রকার মতবাদের প্রচার আছে; বৈভাষিক মতবাদ, সৌত্রান্তিক, যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ এবং মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ। চারিপ্রকার মতবাদই মূলসূত্র

তিনটী মানিয়া চলে। বুদ্ধের উক্তি তিনটী পিটকাকারে সংগৃহীত হয়, তার নাম হয় ত্রিপিটক। শেষ পিটকের নাম অভিধর্মসূত্রপিটক; তাহা হইতে অভিধর্মকোষ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়; বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মত এই কোষ গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত।

যে পনরটী সূত্রে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে, সেগুলির রামমোহনকৃত ব্যাখ্যা অভিনব; অন্য কোন আচার্যের ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলে না, সুতরাং এই সকল রামমোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা। পূর্ব পূর্ব পাদে যে সকল সূত্রে রামমোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে, তাহা সেই সেই স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধমত খণ্ডনের অংশে রামমোহন ভাষাও স্বচ্ছ; আধুনিক রীতিতে যতিচিহ্ন ব্যবহার করিলে অর্থবোধ সহজেই হইবে।

টীকা—১৮শ সূত্র—বৌদ্ধ দার্শনিকেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, বিজ্ঞানবাদী অপর নাম যোগচারী, মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী॥ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকমতে বাহ্যবস্তু আছে; তার প্রকাশ দুই প্রকারে হইয়াছে বাহ্য পরমাণুপুঞ্জ, এবং আন্তর পঞ্চস্কন্ধ; এই স্কন্ধগুলি রামমোহনই ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। পরমাণুপুঞ্জ ও স্কন্ধগুলি, সবই সমুদয় অর্থাৎ সমষ্টি মাত্র; এবং তাহাদের দ্বারাই জগৎ গঠিত। কিন্তু চেতনকর্তা না থাকিলে, জড়, বাহ্য ও আন্তর পদার্থ সকলের সমষ্টি হইতে পারে না। সমুদয় শব্দের অর্থ সমষ্টি (aggregate)। বুদ্ধের উপদেশ, সবই ক্ষণিক। বৈভাষিক মতে, ক্ষণিক হইলেও বাহ্যবস্তু জ্ঞেয়; সৌত্রান্তিক মতে তাহা অনুমেয়; বিজ্ঞানবাদী বলেন, বস্তু নাই, ক্ষণিক বিজ্ঞানই আছে; শূন্যবাদী বলেন, শূন্যই তত্ত্ব, বস্তু কিছুই নাই, অথচ দৃশ্য হয়, যথা কেশোণ্ড্রক; চোখের কোণ আঙ্গুল দিয়া চাপিলে আলোর ছটা দেখা যায়, অথচ তার বস্তুসত্তা নাই; তাই শূন্যই তত্ত্ব।

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তি-
মাত্রনিমিত্তত্বাৎ। ২।২।১৯।

পরমাণুপুঞ্জ ও তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর কারণ হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় দেহকে জন্মায় এমত কহিতে পারিবে না, যেহেতু ঐ পরমাণুপুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে,

কিন্তু ঐ সকল বস্তুর একত্র হওনের কারণ অপর এক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মকে স্বীকার না করিলে হইতে পারে নাই, যেমন ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদি থাকিলেও কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারে না॥ ২।২।১৯ ॥

টীকা—১৯শ সূত্র—এই সূত্রে বৌদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ নামক তত্ত্ব রামমোহন অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। মৃৎপিণ্ড, ঘটনির্মাণের চক্র ও দণ্ড থাকিলেও, সেগুলি পরস্পরের সাহায্য করিতে পারে না, সুতরাং ঘটও উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কুম্ভকার থাকিলেই এই সকলের সাহায্যে ঘট উৎপন্ন হয়। তেমনি ব্রহ্মকে স্বীকার না করিলে পরমাণুপুঞ্জ ও স্কন্ধসকল পরস্পরের সাহায্য করিতে পারে না সুতরাং জগতের উৎপত্তি সম্ভব নহে।

উত্তরোৎপাদেচ পূর্ব্বনিরোধাৎ। ২।২।২০ ॥

ক্ষণিক মতে যাবৎ বস্তু ক্ষণিক হয়; এ মত স্বীকার করিলে পরক্ষণে যে কার্য হইবেক, তাহার কারণ পূর্বক্ষণে ধ্বংস হয় এ মত স্বীকার করিতে হইবেক; অতএব হেতুবিশিষ্ট কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে নাই এই দোষ ওমতে জন্মে॥ ২।২।২০ ॥

টীকা—২০শ সূত্র—জল থাকিলেই বরফ উৎপন্ন হইতে পারে এবং গ্রীষ্মের কষ্ট দূর হইতে পারে, কারণ বরফের হেতুই জল; কিন্তু সব বস্তু ক্ষণিক, ইহা স্বীকার করিলে, জল প্রথমক্ষণেই নাশপ্রাপ্ত হইবে; দ্বিতীয়ক্ষণে বরফ হইবে না। সুতরাং ক্ষণিকবাদে হেতুবিশিষ্ট কার্যের উৎপত্তি অসম্ভবই হইবে। পূর্বে ও পরক্ষণের বস্তুদ্বয়ের মধ্যে হেতুফলভাব না থাকিলে পরক্ষণের উৎপত্তিই হয় না।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা। ২।২।২১ ॥

যদি কহ হেতু নাই অথচ কার্যের উৎপত্তি হয়, এমত কহিলে তোমার এ প্রতিজ্ঞা যে যাবৎ কার্য সহেতুক হয় ইহা রক্ষা পায় না;

আর যদি কহ কার্য কারণ দুই এককক্ষণে হয় তবে তোমার ক্ষণিক মত অর্থাৎ কার্যের পূর্বক্ষণে কারণ পরক্ষণে কার্য ইহা রক্ষা পাইতে পারে নাই ॥ ২।২।২১ ॥

টীকা—২১শ সূত্র—কারণ অভাবেও কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে ইহা স্বীকার করিলে ক্ষণিকবাদী এক সিদ্ধান্ত নষ্ট হয়; তাহা এই, "চতুর্বিধান্ হেতুন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে", চারি প্রকার হেতু হইতেই বাহ্য ও আন্তর বস্তুসকল উৎপন্ন হয়। আবার কার্য ও কারণ একই ক্ষণে হয় অর্থাৎ কারণ ও কার্য যুগপৎ অবস্থিত থাকে, ইহা মানিলে, পূর্বক্ষণের বস্তু পরক্ষণ পর্যন্ত থাকে, ইহাও মানিতে হয়, তাহাতে ক্ষণিকবাদ নষ্ট হয়। (শঙ্করানন্দকৃত দীপিকাবৃত্তি)।

বৈনাশিকের মত যে এই সকল ক্ষণিক বস্তুর ধ্বংস অবশ্য। বিশ্ব-সংসার কেবল আকাশময়, সে আকাশ অস্পষ্টরূপ এ কারণ বিচার-যোগ্য হয় না, ঐ মতকে নিরাকরণ করিতেছেন।

প্রতিসংখ্যাহপ্রতিসংখ্যানিরোধা-
প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২।২।২২ ॥

সামান্য জ্ঞানের দ্বারা এবং বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর নাশের সম্ভাবনা হয় না, যেহেতু যদ্যপিও প্রত্যেক ঘট পটাদি বস্তুর নাশ সম্ভব হয় তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিতে যে ঘট পটাদি পদার্থের ধারা চলিতেছে তাহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ ২।২।২২ ॥

টীকা—২২শ সূত্র—এই সূত্রের অর্থ এই—বুদ্ধিপূর্বক নাশ এবং স্বয়ং নাশ, বৌদ্ধদিগের স্বীকৃত এই দুই প্রকার নাশেরই অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসম্ভাবনা, কারণ বৌদ্ধমতে বস্তুপ্রবাহের বিচ্ছেদ নাই। বৌদ্ধদিগের মতে, তিনটী ছাড়া জ্ঞানের সকল বিষয়ই ক্ষণিক; ব্যতিক্রম তিনটি—প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ; বুদ্ধিপূর্বক বস্তুর নাশই প্রতিসংখ্যা-নিরোধ, যথা প্রস্তর দিয়া কলস ভাঙ্গা; বস্তুর স্বভাবতঃ নাশই অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ; আকাশ আবরণের অভাব মাত্র; এই তিনটীই অভাবস্বরূপ সুতরাং অবস্তু (non entity)

মাধ্যমিক বা শূন্যবাদীরাই বৈনাশিক; তাহাদের মতে শূন্যই পরমার্থ অর্থাৎ শেষ তত্ত্ব। রামমোহন এই সূত্রে যে মতের নিরাকরণ করিতেছেন তাহা এই;—এই শূন্যবাদীদের মতে বস্তু বলিয়া যাহা বোধ হয়, সেই সবই ক্ষণিক, সুতরাং তাহাদের ধ্বংস অবশ্য অর্থাৎ সুনিশ্চিত; ধ্বংস সামান্য জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা হইতে পারে,—যেমন আমি প্রয়োজনবোধে পাথর দ্বারা কলসী ভাঙ্গিয়া দিতে পারি; ইহা স্থূলবস্তুর নাশ; সূক্ষ্ম বা আন্তর বস্তুসকলের নাশ যে জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব, তাহাই রামমোহনের বিশেষজ্ঞান; আকাশ যে অবস্তু নহে, তার নিরসন ২৪নং সূত্রে আছে। সমস্ত বস্তুই যদি নাশ প্রাপ্ত হয় তবে শূন্যই অবশিষ্ট থাকে, বৌদ্ধদের এই যুক্তির নিরসনে রামমোহন বলিতেছেন, বস্তুর নাশ হওয়া সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু নিরন্বয় নাশ (total extinction) কোনমতেই সম্ভব নহে; কারণ বৌদ্ধমতেই স্বীকার করা হয় যে জ্ঞানপ্রবাহের বিচ্ছেদ কখনোই হয় না; সুতরাং ঘটপটাদি বস্তুসকলের নাশ হইলেও বুদ্ধিতে ঘটপটাদি জ্ঞানের যে ধারা চলিতেছে, তার বিচ্ছেদ হয় না; সুতরাং সব বস্তু নাশ প্রাপ্ত হইয়া শূন্যে পর্যবসিত হয়, তাহা সম্ভব নহে; সুতরাং শূন্যবাদ অযৌক্তিক।

বৈনাশিকেরা যদি কহে সামান্য জ্ঞানের কিম্বা বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নাশ ব্যতিরেকে যে সকল বস্তু দেখিতেছি সে কেবল ভ্রান্তি, যেহেতু ব্যক্তিসকল ক্ষণিক আর মূল মৃত্তিকা আদিতে মৃত্তিকাদি ঘটিত সকল বস্তু লীন হয়, তাহার উত্তর এই।

উভয়থা চ দোষাৎ। ২।২।২৩।

ভ্রান্তির নাশ দুই প্রকারে হয়, এক যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রান্তি দূর হয় দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং নাশকে পায়। জ্ঞান হইতে যদি ভ্রান্তির নাশ কহি তবে বৈনাশিকের মতবিরুদ্ধ হয় যেহেতু তাহারা নাশের প্রতি হেতু স্বীকার করে নাই; যদি বল স্বয়ং নাশ হয় তবে ভ্রান্তি শব্দের কথন ব্যর্থ হয়, যেহেতু তুমি কহ নাশ আর তদ্ভিন্ন ভ্রান্তি এই দুই পদার্থ তাহার মধ্যে ভ্রান্তির স্বয়ং নাশ স্বীকার করিলে দুই পদার্থ থাকে না; অতএব উভয় প্রকারে বৈনাশিকের মতে দোষ হয়॥ ২।২।২৩॥

টীকা—২৩শ সূত্র—যদি শূন্যবাদীরা বলেন যে দুই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা নাশ ব্যতীত যত বাহ্যবস্তু দেখা যায়, যথা ঘটাদি, সেই সকল ভ্রান্তিমাত্র, কারণ ঘটাদি দৃশ্যমান বস্তুসকলও স্বকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতিতে লয় পায়; তার উত্তরে রামমোহন বলিতেছেন যে দৃশ্যমান বস্তুসকল ভ্রান্তি হইলে সেই ভ্রান্তিরও নাশের কি উপায়? যদি স্বীকার কর যে যথার্থজ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্তির নাশ হয় তবে তোমার নিজের সিদ্ধান্তই ব্যাহত হয়; কারণ তোমার মতে কোন হেতু ছাড়াই নাশ ঘটে। যদি বল, ভ্রান্তি স্বয়ং নাশ-প্রাপ্ত হয়, তবে তুমি স্বীকার করিতেছ যে বস্তু ছিল, তাই নিজে নাশ পাইল; বস্তু না থাকিলে কার নাশ হইল? সুতরাং বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল। বৌদ্ধের উক্ত নাশ ও ভ্রান্তি এই দুই শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত। রামমোহনের ব্যাখ্যাতে "মৃত্তিকা আদিতে" বাক্যের অর্থ মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণবস্তুতে কার্যবস্তুর লয় হয়।

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২।২।২৪ ॥

যেমন পৃথিব্যাদিতে গন্ধাদি গুণ আছে সেইরূপ আকাশেতেও শব্দ গুণ আছে, এমত কোন বিশেষণ নাই যে আকাশকে পৃথক স্বীকার করা যায় ॥ ২।১।২৪ ॥

টীকা—২৪শ সূত্র—বৌদ্ধমতে আকাশ অবস্তু; গুণের দ্বারাই বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়; লালবর্ণই বুঝাইয়া দেয় বস্তুটী গোলাপ; গন্ধ আছে বলিয়া পৃথিবী আছে, ইহা বৌদ্ধ স্বীকার করে। আকাশের গুণ শব্দ; তবে আকাশ অবস্তু হইবে কিরূপে? এখানে বিশেষণ শব্দের অর্থ গুণ। অপর বস্তুসকলে এমন কোনও বিশেষণ বা গুণের উল্লেখ করিতে পারিবে না, যাহা না থাকাতে আকাশ অপর বস্তু হইতে পৃথক অর্থাৎ অবস্তু।

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২।২।২৫ ॥

আত্মা প্রথমতঃ বস্তুর অনুভব করেন পশ্চাৎ স্মরণ করেন, যদি আত্মা ক্ষণিক হইতেন তবে আত্মার অনুভবের পর বস্তুর স্মৃতি থাকিত নাই ॥ ২।২।২৫ ॥

টীকা—২৫শ সূত্র—যথার্থ জ্ঞান দুই প্রকার, অনুভব ও স্মৃতি ; জীব প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভব অর্থাৎ উপলব্ধি করে ; পরে কোনও সময়ে তাহা স্মরণও করে। যৌবনে যে হিমালয় দেখিয়াছে, বার্দ্ধক্যে সে হিমালয়ের দৃশ্য স্মরণ করিতে পারে ; এই অনুভব ও স্মৃতি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করে, বৌদ্ধের ক্ষণিকবাদ সত্য হইতে পারে না।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২।২।২৬ ॥

ক্ষণিক মতে যদি কহ যে অসৎ হইতে সৃষ্টি হইতেছে, এমত সম্ভব হয় না যেহেতু অসৎ হইতে বস্তুর জন্ম কোথায় দেখা যায় না ॥ ২।২।২৬ ॥

টীকা—২৬শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২।২।২৭ ॥

অসৎ হইতে যদি কার্যের উৎপত্তি হয় এমত বল তবে যাহারা কখনও কৃষি-কর্ম করে নাই এমত উদাসীন লোককে কৃষিকর্মের কর্তা কহিতে পারি, বস্তুত এই দুই অপ্রসিদ্ধ ॥ ২।২।২৭ ॥

টীকা—২৭শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

কোন ক্ষণিকে বলেন যে সাকার ক্ষণিক বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবাভাস এই ভিন্ন অন্য বস্তু নাই, এ মতকে নিরাস করিতেছেন।

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২।২।২৮ ॥

বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তুর যে অভাব কহে সে অভাব অপ্রসিদ্ধ যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে, আর এই সূত্রের দ্বারা শূন্যবাদীকেও নিরাস করিতেছেন ; তখন সূত্রের এই অর্থ হইবেক যে বিজ্ঞান আর অর্থ অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থের অভাব নাই যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেছে ॥ ২।২।২৮ ॥

টীকা—২৮শ সূত্র—যোগাচার মতে সমস্ত বস্তুই, এমন কি জীবাত্মাও

ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র ; এইক্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণে নাশ পাইতেছে ; এই মত সত্য হইতে পারে না ; ঘট পট প্রভৃতি বস্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় ; সেই উপলব্ধির পরক্ষণেই নাশ হয় না। রামমোহন এই যুক্তিরই দ্বারা শূন্যবাদের অসঙ্গতিও প্রমাণিত করিয়াছেন।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২।২।২৯ ॥

যদি কহ স্বপ্নেতে যেমন বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তু থাকে না সেই মত জাগ্রত অবস্থাতেও বিজ্ঞান ব্যতিরেক বস্তু নাই যাবদ্বস্তু বিজ্ঞান কল্পিত হয়, তাহার উত্তর এই স্বপ্নতে যে বস্তু দেখা যায় সে সকল বস্তু বাধিত অর্থাৎ অসংলগ্ন হয় জাগ্রৎ অবস্থার বস্তু বাধিত হয় নাই, অতএব স্বপ্নাদির ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থা নহে যেহেতু জাগ্রৎ অবস্থাতে এবং স্বপ্নাবস্থাতে বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ দেখিতেছি। শূন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এই সূত্রের এই অর্থ হয় যে স্বপ্নাদিতে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে কেবল শূন্য মাত্র রহে তদতিরিক্ত বস্তু নাই এমত কহা যায় না, যেহেতু সুষুপ্তিতেও আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হইতেছে অতএব সুষুপ্তিতেও শূন্যের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ আছে ॥ ২।২।২৯ ॥

টীকা—২৯শ সূত্র—বৌদ্ধেরা বলেন, স্বপ্নের দৃশ্য বস্তুসকল মিথ্যা, সুতরাং বিজ্ঞানমাত্র ; এই সাদৃশ্যে স্বীকার করিতে হইবে যে জাগ্রৎ কালে দৃশ্য বস্তু সকলও তেমনি মিথ্যা; সুতরাং বিজ্ঞানমাত্র। রামমোহন যোগাচার-মতের এই যুক্তি খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে স্বপ্নের দৃশ্য বাধিত হয় ; কিন্তু জাগ্রতের দৃশ্য বাধিত হয় না। সুতরাং যোগাচারীদের যুক্তি অসঙ্গত। শূন্যবাদীদেরও এই যুক্তি সম্মত ; তার খণ্ডনে রামমোহন বলিতেছেন, সুষুপ্তিতে কোনও জ্ঞানই থাকে না, অর্থাৎ শূন্যই থাকে ; সুতরাং শূন্যই তত্ত্ব। রামমোহন বলিতেছেন, সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে না, ইহা যথার্থ নহে ; কারণ সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া মানুষ বলে, "আঃ কি আরামে ঘুমাইয়া ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই ;" সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এই উক্তিই প্রমাণিত করে, সে সুষুপ্তিতে আরাম অনুভব করিয়াছিল। সুতরাং সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে না, শূন্যবাদীর এই যুক্তি মিথ্যা।

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ। ২।২।৩০ ॥

যদি কহ বাসনা দ্বারা ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে, তাহার উত্তর এই, বাসনার সম্ভব হইতে পারে নাই যেহেতু বাসনা লোকেতে পদার্থের অর্থাৎ বস্তুর হয়, তোমার মতে পদার্থের অভাব মানিতে হইবেক অতএব সুতরাং বাসনার অভাব হইবেক। শূন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এ সূত্রের এই অর্থ হয় যে শূন্যকে যদি স্বপ্রকাশ বল তবে শূন্যকে ব্রহ্ম নাম দিতে হয়, যদি কহ শূন্য অপ্রকাশ নয় তবে তাহার প্রকাশকর্তার অঙ্গীকার করিতে হইবেক কিন্তু বস্তুত তাহার প্রকাশকর্তা নাই যেহেতু তোমার মতে পদার্থমাত্রের উপলব্ধি নাই ॥ ২।২।৩০ ॥

টীকা—৩০শ সূত্র—যোগাচার মতে "বাসনা"র বিচিত্রতাহেতু "জ্ঞানের" বিচিত্রতা। বাসনাও সংস্কারমাত্র। তাহাদের মতে বাসনার জন্য ঘট, পট, পুরুষ, নারী ইত্যাদি বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাহ্যবস্তু থাকিলেই বাসনা উৎপন্ন হইতে পারে, নতুবা নহে। যোগাচার মতে বাহ্যবস্তুই নাই, সুতরাং বাসনারই অভাব হইবে।

রামমোহন এই সূত্র শূন্যবাদের খণ্ডনেও প্রয়োগ করিয়াছেন; তার যুক্তি এই প্রকার;—রামমোহন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শূন্যই যদি পরমতত্ত্ব হয়, তবে শূন্যের উপলব্ধি তোমার কি প্রকারে হয়? যাহা প্রকাশিত নহে, তার উপলব্ধি হইতে পারে না; অন্ধকারে তোমার ফুলগাছের ফুলটী তুমি দেখিতে পাও না; প্রদীপ জ্বালিলে, অর্থাৎ জ্যোতিঃর সাহায্য পাইলেই ফুলটী তুমি দেখিতে পাও; শূন্যকে উপলব্ধি তুমি কর কোন জ্যোতিঃর সাহায্যে? যদি বল শূন্য স্বপ্রকাশ, তবে আমি বলি, আমার স্বপ্রকাশ ব্রহ্মই তোমার শূন্য। যদি বল শূন্য স্বপ্রকাশ নহে, তবে তোমাকে বলিতে হইবে, শূন্যের প্রকাশের কর্তা কে, অথবা কোন্ জ্যোতিঃ। কিন্তু তোমার ওমতে অন্য পদার্থের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং প্রকাশের অভাবে শূন্যের উপলব্ধিও অসম্ভব হয়। সুতরাং শূন্যবাদ গ্রাহ্য নহে।

ক্ষণিকত্বাচ্চ। ২।২।৩১।

যদি কহ আমি আছি আমি নাই ইত্যাদি অনুভব যাবজ্জীবন

থাকে ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে যে বাসনা জীবের ধর্ম হয়, তাহার উত্তর এই, আমি এই ইত্যাদি অনুভবও তোমার মতে ক্ষণিক তবে তাহার ধর্মেরও ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়; শূন্যবাদী মতে কোন বস্তুর ক্ষণিক হওয়া স্বীকার করিলে তাহার শূন্যবাদী বিরোধ হয় ॥ ২।২।৩১ ॥

টীকা—৩১ সূত্র—যোগাচার মতে অহং জ্ঞানের নাম 'আলয়বিজ্ঞান'। আলয়বিজ্ঞানই বাসনার আশ্রয়। আলয়বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলে তাহা বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না; বাসনার অভাবে বিচিত্র জ্ঞানসকল উৎপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং সর্বাভাবে ক্ষণিক, শূন্য, এই সকল বাক্যও নিরর্থক হয়।

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ২।২।৩২ ॥

পদার্থ নাই এমত কথন দর্শনাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্বপ্রকারে অসিদ্ধ হয় ॥ ২।২।৩২ ॥

টীকা—৩২শ সূত্র—বাহ্যপদার্থ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়; পদার্থ নাই বলিয়া বৌদ্ধাচার্যেরা বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিকবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি বিষয়ে যেসব উপদেশ দিয়াছেন, সেই সব যুক্তিদ্বারা সমর্থিত নহে; সুতরাং বৌদ্ধমত অযৌক্তিক।

অস্তি নাস্তি ইত্যাদি অনেক বস্তুকে বিবসনেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ বিশেষেরা অঙ্গীকার করে, এমতে বেদের তাৎপর্য এক বস্তুকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা তাহার বিরোধ হয়, এ সন্দেহের উত্তর এই।

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ২।২।৩৩ ॥

এক সত্য বস্তু ব্রহ্ম তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্মের অঙ্গীকার করা সম্ভব হয় না, অতএব নানাবস্তুবাদীর মত বিরুদ্ধ হয়; তবে জগতের যে নানা রূপ দেখি তাহার কারণ এই জগৎ মিথ্যা তাহার রূপ মায়িক মাত্র ॥ ২।২।৩৩ ॥

টীকা—৩৩-৩৬শ সূত্র—জৈনমত খণ্ডন। রামমোহন বিবসন শব্দের দ্বারা দিগম্বর জৈনকে বুঝাইয়াছেন। প্রাচীন কোন কোন আচার্যের মত রামমোহনও মনে করিতেন, বেদকে অর্থাৎ বেদের ব্রহ্মবাদকে পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া তারই খণ্ডনের জন্য বৌদ্ধ ও জৈনমতের অভ্যুদয় হইয়াছিল; তাই রামমোহন জৈনদিগকে বৌদ্ধবিশেষ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

জৈনেরা সাতটী পদার্থ স্বীকার করেন (১) জীব—ভোক্তা; (২) অজীব—ভোগ্য জড়পদার্থ (৩) আশ্রব—বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি, (৪) সংবর—শমদমাদি যাহা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে বন্ধ করে, (৫) নির্জর—তপ্তশিলায় আরোহণ, দীর্ঘ অনশন প্রভৃতি দ্বারা কষ্ট ভোগ করিয়া পাপ ও পুণ্যের ধ্বংস, (৬) বন্ধ (৭) মোক্ষ—কর্মক্ষয়ের দ্বারা জীবের উর্দ্ধগমন। ইহাদের মধ্যেও জীব ও অজীবই প্রধান; অপর পাঁচটী এই দুইটীর অন্তর্গত।

জৈনমতে সত্য নির্ণয় হয় সপ্তভঙ্গীনয়-এর দ্বারা; সপ্তভঙ্গীনয়েরই অপর নাম স্যাদ্‌বাদ—(১) স্যাদস্তি (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ (৪) স্যাদবক্তব্য, (৫) স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ; (৬) স্যান্নাস্তিচ অবক্তব্যশ্চ, (৭) স্যাদস্তিচ নাস্তিচ অবক্তব্যশ্চ। ইহাদের ব্যাখ্যা ভামতী টীকায় পাওয়া যাইবে। সপ্তভঙ্গীনয়ের দ্বারা বস্তুর স্বভাব কোন প্রকারে এক, কোন প্রকারে অনেক; কোন প্রকারে নিত্য, কোন প্রকারে অনিত্য, নির্ণীত হয়।

টীকা—৩৬শ সূত্র—রামমোহন বলিতেছেন—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, তাহাতে একত্ব, নানাত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মের কোন রূপ সম্ভাবনাই নাই; তবে জগতে যে নানাত্ব দেখা যায়, তার কারণ, জগৎ মায়িক, অর্থাৎ ভ্রান্তিমাত্র। ভ্রান্তি অপগত হইলে ব্রহ্মই থাকেন।

এবঞ্চাত্মাহকাৎ স্ন্যং ॥ ২।২।৩৪ ॥

যদি কহ দেহের পরিমাণের অনুসারে আত্মার পরিমাণ হয় তাহার উত্তর এই, দেহকে যেমন পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত স্বীকার করিতেছ সেইরূপ আত্মাকেও পরিচ্ছিন্ন স্বীকার যদি করহ তবে ঘটপটাদি যাবৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তু অনিত্য দেখিতেছি সেই মত আত্মারো অনিত্য হওয়া দোষ মানিতে হইবেক ॥ ২।২।৩৪ ॥

টীকা—৩৪শ সূত্র—জৈনমতে আত্মা মধ্যমপরিমাণ; মধ্যমপরিমাণ হইলে আত্মা অব্যাপী, অপূর্ণ হন; তাহাতে ঘটপটাদির ন্যায় আত্মাও অনিত্য হইয়া পড়েন। তাহা দোষ। মধ্যমপরিমাণ অর্থ মনুষ্যদেহপরিমাণ; তাহা স্বীকার করিলেও দোষ জন্মে। পূর্বজন্মে যে আত্মা মনুষ্যদেহপরিমাণ, কর্মবশে সেই আত্মা হস্তিদেহ প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্যপরিমাণ আত্মা হস্তিশরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে না। সুতরাং জৈনমত অগ্রাহ্য।

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৩৫ ॥

আত্মাকে যদি বৈদান্তিকেরা এক এবং অপরিমিত কহেন তবে সেই আত্মা হস্তীতে এবং পিপীলিকাতে কিরূপে ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারেন; অতএব পর্য্যায়ের দ্বারা অর্থাৎ বড় স্থানে বড় হওয়া ছোট স্থানে ছোট হওয়া এই রূপ আত্মার পৃথক গমন স্বীকার করিলে বিরোধ হইতে পারে না, এমত দোষ বেদান্তমতে যে দেয় তাহার মত অগ্রাহ্য, যেহেতু আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি এমতে অঙ্গীকার করিতে হয় আর যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে তাহার ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ২।২।৩৫ ॥

টীকা—৩৫শ সূত্র—সূত্রের পর্য্যায় শব্দের অর্থ, অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধি; তাহা স্বীকার করিলে, আত্মাতে বিকারিত্বাদি দোষ জন্মে। বেদান্তের উপর দোষারোপ করিয়া জৈন শাস্ত্র বলেন, বেদান্তের সর্বব্যাপী আত্মাও হস্তিদেহে বিশাল ও পিপীলিকাদেহে ক্ষুদ্রই হয়; তাহাও দোষ সুতরাং জৈনমতে হস্তিদেহে আত্মা বিশাল হয় এবং পিপীলিকাদেহে ক্ষুদ্র হয়, ইহা মানাই সঙ্গত। ইহার উত্তরে বেদান্ত বলেন, এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি স্বীকার করিলে আত্মা বিকারী একথাও মানিতে হয়, যাহা বিকারী, তাহা নাশ প্রাপ্ত হয়ই। বেদান্তমতে আত্মা সর্বব্যাপী, নিত্য, নির্বিকার। সুতরাং জৈনমত অসংগত।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ২।২।৩৬ ॥

জৈনেরা কহে যে মুক্ত আত্মার শেষ পরিমাণ মহৎ কিম্বা সূক্ষ্ম হইয়া নিত্য হইবেক; ইহার উত্তরে এই দৃষ্টান্তানুসারে অর্থাৎ শেষ

পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আদি পরিমাণের এবং মধ্য পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু অন্ত্য পরিমাণ নিত্য হইলে পরিমাণের উৎপত্তির অভাব হয় এই হেতু অন্ত্য পরিমাণের আদি মধ্য পরিমাণের সহিত বিশেষ রহিল নাই ; অতএব সিদ্ধান্ত এই যে এক আত্মার পরিমাণান্তরের সম্ভাবনা না থাকিলে শরীরের স্থূল সূক্ষ্মতা লইয়া আত্মার পরিমাণ হয় না ॥ ১।২।৩৬ ॥

টীকা—৩৬শ সূত্র—সূত্রের অন্ত্য শব্দের অর্থ, মুক্তাবস্থা, উভয়ত্ব শব্দের অর্থ আদ্য মধ্য। জৈনেরা বলেন, মুক্তির অবস্থায় জীবপরিমাণ নিত্য। যাহা অন্তাবস্থায় নিত্য, তাহা আদি ও মধ্য অবস্থায় নিত্যই হইবে। আদিতে ও মধ্যে যাহা অনিত্য, তাহা অন্তেও অনিত্য হইবে, নিত্য হইবে না। এই জন্য জৈন মত অসংগত ও অগ্রাহ্য।

যাহারা কহে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ হয়েন উপাদানকারণ নহেন তাহারদিগ্‌গের মত নিরাকরণ করিতেছেন ॥

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ২।২।৩৭ ॥

যদি ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণ বল তবে কেহ সুখী কেহ দুঃখী এরূপ দৃষ্টি হইবাতে পতির অর্থাৎ ঈশ্বরের রাগ দ্বেষ উপলব্ধি হইয়া সামঞ্জস্য থাকে না ; বেদান্তমতে এই দোষ হয় না যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জগৎস্বরূপে প্রতীত হইতেছেন ; তাঁহার রাগ দ্বেষ আত্মস্বরূপ জগতে স্বীকার করিতে হয় নাই যেহেতু আপনার প্রতি কাহারো অসামঞ্জস্য থাকে না ॥ ২।২।৩৭ ॥

টীকা—৩৭ সূত্র—৪১ সূত্র—তটস্থেশ্বরবাদ, অর্থাৎ ঈশ্বর শুধু নিমিত্ত-কারণ, এই মতবাদ খণ্ডন।

৩৭শ সূত্র—পতি অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের শুধু নিমিত্তকারণ, এই মত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। নৈয়ায়িক বৈশেষিক যোগী এবং মাহেশ্বরগণের মতে ঈশ্বর শুধু নিমিত্তকারণ, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মতে পরমাণুসকলই জগতের উপাদানকারণ, যোগী ও মাহেশ্বরগণের মতে প্রধানই উপাদান কারণ ;

ঈশ্বরের অধীনে পরমাণু বা প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। এই মত স্বীকার করিলে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কোন মানুষ সুখী, কোন মানুষ দুঃখী, কেহ জন্মান্ধ, কেহ জন্ম হইতেই কঠিন রোগগ্রস্ত; অতএব ইহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ, বিদ্বেষ ইত্যাদি আছে, ইহাতে ঈশ্বরই দোষগ্রস্ত হন। বেদান্তমতে এই সমস্যার সমাধান কি? ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩-২৪ সূত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, এই উভয় প্রকার কারণই। উর্ণনাভের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করা হইয়াছে যে একই বস্তু নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হওয়া সম্ভব। সুতরাং ঈশ্বরে রাগ দ্বেষের সম্ভাবনা নাই। মানুষের সুখদুঃখ স্বোপার্জিত কর্মের ফল।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ২।২।৩৮ ॥

ঈশ্বর নিরবয়ব তাহাতে অপরকে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ নিরবয়ব বস্তু অপরকে প্রেরণা করিতে পারে না, অতএব জগতের কেবল নিমিত্তকারণ ঈশ্বর নহেন ॥ ২।২।৩৮ ॥

টীকা—৩৮শ সূত্র—নিমিত্তকারণবাদী বলেন, ঈশ্বরের প্রেরণায় পরমাণু বা প্রধান জগৎ উৎপন্ন করে, কিন্তু তাহা অসম্ভব; কারণ ঈশ্বর নিরবয়ব; যাহা নিরবয়ব, তার সহিত জড় পরমাণুর বা জড় প্রধানের সংযোগ বা সমবায়, কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না। সম্বন্ধের অনুপপত্তি হওয়াতে নিমিত্তকারণবাদও অসিদ্ধ।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ। ২।২।৩৯ ॥

ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ হইলে তাঁহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণা প্রধানাদি জড়েতে সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ২।২।৩৯ ॥

টীকা—৩৯ সূত্র—ন্যায়মতে কুম্ভকার মৃত্তিকার অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘট উৎপন্ন করে; ঈশ্বরও তেমনি প্রধানের অধিষ্ঠাতা হইয়া জগৎ উৎপন্ন করেন। ইহা সঙ্গত নহে। মৃত্তিকা প্রত্যক্ষ এবং রূপবিশিষ্ট, সুতরাং তাহা কুম্ভকারের অধিষ্ঠান হইতে পারে; প্রধান অপ্রত্যক্ষ এবং রূপাদিহীন,

সুতরাং তাহা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। সুতরাং এই মতবাদ অযৌক্তিক। (শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা)।

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ। ২।২।৪০ ॥

যদি কহ জীব ইন্দ্রিয়াদি জড়কে প্রেরণ করেন সেইরূপ প্রধানাদি জড়কে ঈশ্বর প্রেরণ করেন, তাহাতে উত্তর এই যে ঈশ্বর পৃথক হইয়া জড়কে প্রেরণ করেন এমত স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয়॥ ২।২।৪০ ॥

টীকা—৪০শ সূত্র--রূপাদিহীন জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে। কিন্তু ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেহ কল্পনাই করা যায় না। সুতরাং এই মতবাদ অসঙ্গত। (শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা)।

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা॥ ২।২।৪১ ॥

ঈশ্বরকে যদি কহ যে প্রধানাদিকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত করিয়াছেন তবে ঈশ্বরের অন্তবত্ত্ব অর্থাৎ বিনাশ স্বীকার করিতে হয় যেমন আকাশের পরিচ্ছেদক ঘট অতএব তাহার নাশ দেখিতেছি ; যদি কহ ঈশ্বর প্রধানের পরিমাণ করেন না তবে এমতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব থাকে নাই, অতএব উভয় প্রকারে এই মত অসিদ্ধ হয়॥ ২।২।৪১ ॥

টীকা—৪১ সূত্র—মাহেশ্বরগণের মতে ঈশ্বর অনন্ত, প্রধান অনন্ত এবং জীবাত্মাও অনন্ত এবং তাহারা পরস্পর পৃথক। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর শুধু নিমিত্ত-কারণ হইলে তিনি প্রধান ও জীবাত্মা হইতেও পৃথক ; তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কি নিজের পরিমাণ, প্রধানের পরিমাণ এবং জীবাত্মার পরিমাণ জানেন ? যদি বলা হয়, তিনি জানেন, তবে মানিতে হয় ঈশ্বর, প্রধান ও জীবাত্মা অন্তবিশিষ্ট, তার ফলে প্রধান ও জীবাত্মা নিঃশেষিত (exhausted) হইয়া যাইবে। যদি বলা হয়, ঈশ্বর জানেন না, তবে মানিতে হয়, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন। এই সকল কারণে ঈশ্বরের শুধু নিমিত্তকারণতা অসিদ্ধ। মাহেশ্বরদর্শন চারি প্রকার—নকুলীশপাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর দর্শন।

ভাগবতেরা কহেন বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ জীব সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এমত নহে ॥

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২।২।৪২॥

জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে জীবের ঘট পটাদের ন্যায় অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে পুনঃ পুনঃ জন্মবিশিষ্ট যে জীব তাহাতে নির্বাণ মোক্ষের সম্ভাবনা হয় না ॥২।২।৪২॥

টীকা—৪২ সূত্র—৪৫সূত্র—পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমত খণ্ডন।

৪২ সূত্র—এই মতানুসারে ভগবান বাসুদেবই পরম তত্ত্ব; তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ; সেই ভগবান বাসুদেব নিজেকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া,—বাসুদেবব্যূহ, সংকর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ, এবং অনিরুদ্ধব্যূহ এই চারিব্যূহরূপে অবস্থিত; বাসুদেব পরমাত্মা, সংকর্ষণ জীব, প্রদ্যুম্ন মন, অনিরুদ্ধই অহঙ্কার। বাসুদেবই মূল কারণ; তাহা হইতে সংকর্ষণ, সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন।

এই সূত্রে ব্যূহভাগেরই খণ্ডন করা হইয়াছে, পূর্বভাগের নহে। এই মতে পরমতত্ত্ব বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ নামক জীব উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ; শ্রুতি বলিয়াছেন "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি", এই জীবাত্মারূপে সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিব। সুতরাং সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট আত্মাই জীবাত্মা; অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় নাই। পাঞ্চরাত্রমতে বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, সঙ্কর্ষণই জীব; জীবের উৎপত্তি স্বীকার করলে, ঘট পট প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জীবও অনিত্যই হয়, তাহা হইলে সে পুনঃ পুনঃ জন্মিবে এবং মরিবে; সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভের অবকাশ থাকিবে কি? সুতরাং জীবের উৎপত্তি অযৌক্তিক।

ন চ কর্ত্তুঃ করণং ॥ ২।২ ৪৩ ॥

ভাগবতেরা কহেন সঙ্কর্ষণ জীব হইতে মনরূপ করণ জন্মে সেই মনরূপ করণকে অবলম্বন করিয়া জীব সৃষ্টি করে, এমত কহিলে সেমতে

দোষ জন্মে, যে হেতু কর্তা হইতে করণের উৎপত্তি কদাপি হয় নাই যেমন কুম্ভকার হইতে দণ্ডাদের উৎপত্তি হয় না ॥ ২।২।৪৩ ॥

টীকা—৪৩শ সূত্র—জীব নামক সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তিও অসম্ভব, কারণ জীব কর্তা, মন করণ। কর্তা হইতে করণের উৎপত্তি কোথাও হয় না। কুম্ভকার হইতে তার চক্র ও দণ্ড উৎপন্ন হয় না।

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ॥ ২।২।৪৪ ॥

সঙ্কর্ষণাদের এমতে বিজ্ঞানের স্বীকার করিতেছ অতএব যেমন বাসুদেব বিজ্ঞানবিশিষ্ট সেইরূপ সঙ্কর্ষণাদিও বিজ্ঞানবিশিষ্ট হইবেন, তবে বাসুদেবের ন্যায় সঙ্কর্ষণাদেরো উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না, অতএব এমত অগ্রাহ্য ॥ ২।২।৪৪ ॥

টীকা—৪৪শ সূত্র—যদি বলা হয়, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ইহারা বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহেন, বাসুদেবের যে জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি আছে, তাহাদেরও তাহাই আছে, তবে বাসুদেবের ন্যায় ইহাদেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। সুতরাং এই মত অসঙ্গত।

বিপ্রতিষেধাচ্চ। ২।২ ৪৫ ॥

ভাগবতেরা কোন স্থলে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণাদের অভেদ কহেন কোন স্থলে ভেদ কহেন, এইরূপ পরস্পর বিরোধহেতুক এমত অগ্রাহ্য ॥ ২।২।৪৫ ॥

টীকা—৪৫শ সূত্র—ভাগবতেরা কোন স্থলে সংকর্ষণাদিকে বাসুদেব হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন, অন্যস্থলে ভিন্ন বলিয়াছেন। স্ববিরোধী উক্তির জন্য এই মত অগ্রাহ্য।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

তৃতীয় পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ ছান্দোগ্য উপনিষদে কহেন যে তেজ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকাশের কথন নাই ; অন্য শ্রুতিতে কহেন যে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ শ্রুতির বিরোধ দেখিতেছি ; এই সন্দেহের উপর বাদী কহিতেছে ॥

শ্রুতিসকল ব্রহ্মকারণবাদের উপদেশই দিয়াছেন ; কিন্তু সৃষ্টিপ্রকরণে বস্তুর উৎপত্তির ক্রমে, লয়ের ক্রমে এবং জীবের স্বরূপ বিষয়ে শ্রুতিসকলের মধ্যেও স্থানে স্থানে স্ববিরোধের প্রতীতি হয়। সেই সকল স্থলের বিরোধের সমাধান, দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে করা হইয়াছে।

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ২।৩।১ ॥

বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশ তাহার উৎপত্তি নাই যেহেতু আকাশের জন্ম বেদে পাওয়া যায় নাই ॥ ২।৩।১ ॥

টীকা—১—৭ম সূত্র।—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

বাদীর এই কথা শুনিয়া প্রতিবাদী কহিতেছে।

অস্তি তু ॥ ২।৩।২ ॥

বেদে আকাশের উৎপত্তিকথন আছে তথাহি আত্মন আকাশ ইতি অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে ॥ ২।৩।২ ॥

ইহাতে পুনরায় বাদী কহিতেছে।

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২।৩।৩ ॥

আকাশের উৎপত্তিকথন যেখানে বেদে আছে সে মুখ্য নহে কিন্তু গৌণ অর্থাৎ উৎপত্তি শব্দ হইতে প্রকাশের তাৎপর্য হয় যেহেতু নিত্য যে আকাশ তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ২।৩।৩ ॥

শব্দাচ্চ ॥ ২।৩।৪ ॥

বায়ুকে এবং আকাশকে বেদে অমৃত করিয়া কহিয়াছেন অতএব অমৃত বিশেষণ দ্বারা আকাশের উৎপত্তির অঙ্গীকার করা যায় নাই ॥ ২।৩।৪ ॥

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ২।৩।৫ ॥

প্রতিবাদী সন্দেহ করে যে একই ঋচাতে আকাশের জন্ম যখন কহিবেন তখন গৌণার্থ লইবে, যখন তেজাদির উৎপত্তিকে কহিবেন তখন মুখ্যার্থ লইবে, এমত কিরূপে হইতে পারে ; ইহার উত্তর বাদী করিতেছে যে, একই উৎপত্তি শব্দের এক স্থলে গৌণত্ব মুখ্যত্ব দুই হইতে পারে, যেমন ব্রহ্ম শব্দের পরমাত্মা বিষয়ে মুখ্য অন্নাদি বিষয়ে গৌণ স্বীকার আছে। গৌণ তাহাকে কহি যে প্রসিদ্ধার্থের সদৃশার্থকে কহে ॥ ২।৩।৫ ॥

এখন বাদী প্রতিবাদীর বিরোধ দেখিয়া মধ্যস্থ কহিতেছেন।

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ২।৩।৬ ॥

ব্রহ্মের সহিত সমুদায় জগতের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ আছে এই নিমিত্তে ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়েতে এবং এক ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল জগতের জ্ঞান হয় এবিষয়েতে যে প্রতিজ্ঞা বেদে করিয়াছেন, আকাশকে নিত্য স্বীকার করিলে ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হয়, যেহেতু ব্রহ্ম আর আকাশ এমতে দুই পৃথক নিত্য হইবেন, তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে নাই ॥ ২।৩।৬ ॥

এখন সিদ্ধান্তী বিরোধের সমাধান করিতেছেন।

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ২।৩।৭ ॥

আকাশাদি যাবৎ বিকার হইতে ব্রহ্মের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ আছে, যেহেতু আকাশাদের উৎপত্তি আছে ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই যেমন

লোকেতে ঘটাদের সৃষ্টিতে পৃথিবীর সৃষ্টির অঙ্গীকার করা যায় না; তবে যদি বল তেজাদের সৃষ্টি ছান্দোগ্য কহিয়াছেন আকাশের কহেন নাই, ইহার সমাধা এই আকাশাদের সৃষ্টির পরে তেজাদের সৃষ্টি হইয়াছে এই অভিপ্রায় ছান্দোগ্যের হয়, আর যদি বল শ্রুতিতে বায়ুকে আকাশকে অমৃত কহিয়াছেন তাহার সমাধা এই পৃথিবী প্রভৃতির অপেক্ষা করিয়া আকাশ আর বায়ুর অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে ॥ ২।৩।৭ ॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২।৩।৮ ॥

এইরূপ আকাশের নিত্যতা বারণের দ্বারা মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুর নিত্যত্ব বারণ করা গেলে যেহেতু তৈত্তিরীয়তে বায়ুর উৎপত্তি কহিয়াছেন আর ছান্দোগ্যেতে অনুৎপত্তি কহিয়াছেন অতএব উভয় শ্রুতির বিরোধ পরিহারের নিমিত্তে নিত্য শব্দের গৌণতা আর উৎপত্তি শব্দের মুখ্যতা স্বীকার করা যাইবেক ॥ ২।৩।৮ ॥

টীকা—৮—৯ম সূত্র—শ্বেতাশ্বতর বলিতেছেন "হে বিশ্বতোমুখ, তুমি জন্মিয়াছ (ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ)। ইহাতে ব্রহ্মেরও জন্মের উল্লেখ আছে। (আপত্তি)। পরসূত্রে খণ্ডন; সৎস্বরূপ ব্রহ্মের জন্ম অসম্ভব। ব্রহ্মের জন্মের উল্লেখ ঔপাধিকমাত্র।

শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে হে ব্রহ্ম তুমি জন্মিতেছ এবং জন্মিয়াছ অতএব ব্রহ্মের জন্ম পাওয়া যাইতেছে, এমত নহে।

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ২।৩।৯ ॥

সাক্ষাৎ সদ্রূপ ব্রহ্মের জন্ম সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে সম্ভব হয় নাই যেহেতু ঘটত্ব জাতি হইতে ঘটত্ব জাতি কি রূপে হইতে পারে, তবে বেদে ব্রহ্মের যে জন্মের কথন আছে সে ঔপাধিক অর্থাৎ আরোপণ মাত্র ॥ ২।৩।৯ ॥

এক বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি হয় অন্য

শ্রুতি কহিতেছেন যে বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয়, এই দুই বিরোধ হয় এমত নহে।

তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ২।৩।১০ ॥

বায়ু হইতে তেজের জন্ম হয় এই শ্রুতিতে কহিতেছেন, তবে যেখানে ব্রহ্ম হইতে তেজের জন্ম কহিয়াছেন সে বায়ুকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন মাত্র ॥ ২।৩।১০ ॥

এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি, অন্য শ্রুতিতে কহিয়াছেন তেজ হইতে জলের উৎপত্তি, অতএব উভয় শ্রুতিতে বিরোধ হয় এমত নহে।

আপঃ ॥ ২।৩।১১ ॥

অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি হয় তবে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি যে কহিয়াছেন সে অগ্নিকে ব্রহ্ম রূপাভিপ্রায়ে কহেন ॥ ২।৩।১১ ॥

বেদে কহেন জল হইতে অন্নের জন্ম, সে অন্নশব্দ হইতে পৃথিবী ভিন্ন অন্নরূপ খাদ্য সামগ্রী তাৎপর্য হয় এমত নহে।

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ। ২।৩।১২।

অন্নশব্দ হইতে পৃথিবী কেবল প্রতিপাদ্য হয়, যে হেতু অন্য শ্রুতিতে অন্নশব্দেতে পৃথিবী নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ২।৩।১২ ॥

টীকা—১২শ সূত্র—অধিকার শব্দের অর্থ, মহাভূতসকলের প্রসঙ্গে; পৃথিবীমহাভূত। রূপ শব্দ পৃথিবীর কৃষ্ণরূপ বুঝাইতেছে। ইহার অর্থ এই যে মহাভূত পৃথিবী, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাও অন্ন; শ্রুতি বলিয়াছেন 'জলের উপরে যাহা সর পড়িল, তাহাই জমাট হইয়া পৃথিবী হইল (তদ্ যদ্ অপাং শর আসীৎ, তৎ সমহন্যত, সা পৃথিব্যভবৎ (বৃহঃ ১।২।২) (তদ্ যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য) পৃথিবীর যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের। দুধের উপর যেমন সর পড়ে

জলের উপরও শর পড়িয়াছিল এবং তাহা জমাট হইয়া পৃথিবী হইয়াছিল। শরসর।

আকাশাদি পঞ্চভূতেরা আপনার আপনার সৃষ্টি করিতেছে ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে না এমত নহে।

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ। ২।৩।১৩।

আকাশাদি হইতে সৃষ্টি যাহা দেখিতেছি তাহাতে সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মই স্রষ্টা হয়েন যেহেতু সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিতেছি ॥ ২।৩।১৩ ॥

পঞ্চভূতের পরস্পর লয় উৎপত্তির ক্রমে হয় এমত কহিতে পারিবে না।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ। ২।৩।১৪ ॥

উৎপত্তিক্রমের বিপর্যয়েতে লয়ের ক্রম হয়, যেমন আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম হয় কিন্তু লয়ের সময় আকাশেতে বায়ু লীন হয় যেহেতু কারণে অর্থাৎ পৃথিবীতে কার্যের অর্থাৎ ঘটের নাশ সম্ভব হয়, কার্যে কারণের নাশ সম্ভব নহে ॥ ২।৩।১৪ ॥

টীকা—১৪শ সূত্র—যে ক্রমে সৃষ্টি হয়, তার বিপরীতক্রমে প্রলয় হয়। সেই জন্য সমস্ত পদার্থ প্রলয়ে ব্রহ্মে লীন হয়।

এক স্থানে বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সর্বেন্দ্রিয় আর আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মে, দ্বিতীয় শ্রুতিতে কহিতেছেন যে আত্মা হইতে আকাশাদিক্রমে পঞ্চভূত হইতেছে অতএব দুই শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বিরুদ্ধ হয়, এই বিরোধকে পরসূত্রে সমাধান করিতেছেন।

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ। ২।৩।১৫।

বিজ্ঞান শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রতিপাদ্য হয়, সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন ইহারদিগের সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির অন্তরা অর্থাৎ পূর্বে হয় এইরূপ

ক্রম শ্রুতির দ্বারা দেখিতেছি এমত কহিবে না। যেহেতু পঞ্চভূত হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন হয় অতএব উৎপত্তি বিষয়েতে মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমের কোন বিশেষ নাই, যদি কহ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় তাহার সমাধা কিরূপে হয়, ইহাতে উত্তর এই যে শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বর্ণন করা তাৎপর্য নহে কিন্তু ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই তাৎপর্য ॥ ২।৩।১৫ ॥

টীকা—১৫শ সূত্র—শ্রুতি বলিয়াছেন "এই আত্মা হইতে প্রাণমন, ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হইয়াছে (এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ। মুণ্ডক ২।১।৩)। এখানে দেখা যাইতেছে যে আত্মা ও ভূতসকলের মধ্যে প্রাণ মন, ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে ; তবে প্রলয়ে কি ক্রম অনুসৃত হইবে ? উত্তরে বলা হইতেছে এই যে বিজ্ঞান (জ্ঞানেন্দ্রিয়), মন, এই সকল সৃষ্টির ক্রম অনুসারে উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে ; সকল বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য। সুতরাং প্রলয়ে বিরোধ হইবে না।

যদি কহ জীব নিত্য তবে তাহার জাতকর্মাদি কিরূপে শাস্ত্রসম্মত হয়।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ। ২।৩।১৬ ॥

জীবের জন্মাদিকথন স্থাবর জঙ্গম দেহকে অবলম্বন করিয়া কহিতেছেন, জীব বিষয়ে যে জন্মাদি কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত মাত্র যেহেতু দেহের জন্মাদি লইয়া জীবের জন্মাদি কহা যায় অতএব দেহের জন্মাদি লইয়া জাতকর্মাদি উৎপন্ন হয় ॥ ২।৩।১৬ ॥

টীকা—১৬—৫৩শ সূত্র—জীব বিষয়ে আলোচনা।

টীকা—১৬শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি হয় অতএব জীব নিত্য নহে।

নাত্মাশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ২।৩।১৭ ॥

আত্মা অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি নাই যেহেতু বেদে এমত শ্রবণ নাই আর অনেক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে জীব নিত্য ; যদি কহ ব্রহ্ম হইতে জীবসকল জন্মিয়াছে এই শ্রুতির সমাধান কি, ইহার উত্তর এই সেই শ্রুতিতে দেহের জন্ম লইয়া জীবের জন্ম কহিয়াছে ॥ ২।৩।১৭ ॥

টীকা—১৭শ সূত্র—সর্বে এতে আত্মনো ব্যচ্চবন্তি এই শ্রুতি অনুসারে জীবেরও জন্ম হয় ? উত্তরে বলা হইতেছে জীবের জন্ম নাই।

বেদে কহেন জীব দেখেন এবং জীব শুনেন এ প্রযুক্ত জীবের জ্ঞান জন্য বোধ হইতেছে এমত নহে।

জ্ঞোঽত এব ॥ ২।৩।১৮ ॥

জীব জ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয়, যে হেতু জীবের উৎপত্তি নাই যদি কহ, তবে আধুনিক দৃষ্টি-কর্তা শ্রবণ-কর্তা জীব কিরূপে হয় ; তাহার উত্তর এই জীবের শ্রবণ এবং দর্শনের শক্তি নিত্য আছে তবে ঘট পটাদের আধুনিক প্রত্যক্ষ লইয়া জীবের দর্শন শ্রবণের আধুনিক ব্যবহার হয় ॥ ২।৩।১৮ ॥

টীকা—১৮শ সূত্র—জীবাত্মার স্বরূপ। জীবের উৎপত্তি নাই, সুতরাং জীব নিত্য ; যেহেতু জীব নিত্য, সেই হেতু জীবের জ্ঞান বা চৈতন্য তাহার স্বরূপ, আগন্তুক নহে ; এই জন্য জীব স্বপ্রকাশ। কিন্তু সূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন, জীব জ্ঞ ; অর্থাৎ জ্ঞাতা, অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা, সেই হেতু জীব জ্ঞান হইতে পৃথক ; তবে স্বপ্রকাশ কিরূপে ? এই জন্যই রামমোহন পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন। জীব দৃষ্টিকর্তা, শ্রবণকর্তা, যেহেতু শ্রবণ ও দর্শণের নিত্যশক্তি জীবের আছে ; যেহেতু নিত্যশক্তি আছে, সেই হেতুই জীব স্বপ্রকাশ। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ কি ? বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন, আত্মা এব অস্য জ্যোতি র্ভবতি। জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি অন্তর্হিত হয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন কোন্ জ্যোতিঃর সাহায্যে জীব ঘরের বাহিরে যায়, কর্ম করে, পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসে ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আত্মাই তার জ্যোতিঃ হয়।

তিনি পুনরায় বলিলেন নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ বিপরিলোপোভবতি অবিনাশিত্বাৎ, যিনি দ্রষ্টা, তার দৃষ্টির লোপ কখনই হয় না, কারণ তিনি অবিনাশী; অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা। তিনি পুনরায় বলিলেন, পশ্যংশ্চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্; বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আত্মজ্যোতিঃ চক্ষুঃরূপ দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া অপর বস্তুকে প্রকাশিত করে, তখন বলা হয় চক্ষু দেখিতেছে, কিন্তু প্রকৃত দ্রষ্টা আত্মাই; চক্ষুঃ প্রতিফলিত আত্মজ্যোতিঃ-র প্রসরণের দ্বারমাত্র। প্রতিদিনের দর্শনাদি ক্রিয়ার এই ব্যাখ্যাই রামমোহন করিয়াছেন।

সুষুপ্তিসময়ে জীবের জ্ঞান থাকে না এমত কহিতে পারিবে নাই।

যুক্তেশ্চ ॥ ২।৩।১৯ ॥

নিদ্রার পর আমি সুখে শুইয়াছিলাম এই প্রকার স্মরণ হওয়াতে নিদ্রাকালেতে জ্ঞান থাকে এমত বোধ হয়, যেহেতু পূর্বে জ্ঞান না থাকিলে পশ্চাৎ স্মরণ হয় না ॥ ২।৩।১৯ ॥

টীকা—১৯শ সূত্র—সুষুপ্তি হইয়া উঠিয়া বলে, সে কি আরামে ঘুমাইয়াছিল; অর্থাৎ সুষুপ্তিতে সে আরাম উপলব্ধি করিয়াছিল, তাই জাগিয়া উঠিয়া সেই আরাম স্মরণ করিয়াছিল। এই যুক্তি প্রমাণিত করে যে গাঢ় সুষুপ্তিতেও আত্মজ্যোতিঃ বর্তমান থাকে।

শঙ্করব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই সূত্রটী নাই।

শ্রুতিতে কহিয়াছেন জীব ক্ষুদ্র হয় ইহাকে অবলম্বন করিয়া দশ পরসূত্রে পূর্ব পক্ষ করিতেছেন যে জীবের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করিতে হয়।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং ॥ ২।৩।২০ ॥

এক বেদে কহেন দেহ ত্যাগ করিয়া জীবের উর্দ্ধগতি হয় আর দ্বিতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্রলোকে যান তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পুনর্বার জীব আইসেন, এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয় ॥ ২।৩।২০ ॥

টীকা—২০—২৯শ সূত্র—আত্মার অণুত্ব বিষয়ে পূর্বপক্ষ। রামমোহনের ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

যদি কহ দেহের সহিত যে অভেদ জ্ঞান জীবের হয় তাহার ত্যাগকে উৎক্রমণ কহি সেই উৎক্রমণ জীবে সম্ভব হয় কিন্তু গমন পুনরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় নাই যেহেতু গমনাগমন দেহসাধ্য ব্যাপার হয়, তাহার উত্তর এই।

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ॥ ২।৩।২১॥

স্বকীয় সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরের দ্বারা জীবের গমনাগমন সম্ভব হয়॥ ২।৩।২১॥

নাণুরতৎশ্রুতেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ॥ ২।৩।২২॥

যদি কহ জীব ক্ষুদ্র নহে যেহেতু বেদে জীবকে মহান কহিয়াছেন, এমত কহিতে পারিবে না কারণ এই যে শ্রুতিতে জীবকে মহান কহিয়াছেন সে শ্রুতির তাৎপর্য ব্রহ্ম হয়েন॥ ২।৩।২২॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ॥ ২।৩।২৩॥

জীবের প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি তাহাকে স্বশব্দ কহেন আর জীবের পরিমাণ করেন যে শ্রুতিতে তাহাকে উন্মান কহেন, এই স্বশব্দ উন্মানের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রত্ব বোধ হইতেছে॥ ১।৩।২৩॥

অবিরোধশ্চন্দনবৎ॥ ২।৩।২৪॥

শরীরের এক অঙ্গে চন্দন লেপন করিলে সমুদয় দেহে সুখ হয় সেইরূপ জীব ক্ষুদ্র হইয়াও সকল দেহের সুখ দুঃখ অনুভব করেন অতএব ক্ষুদ্র হইলেও বিরোধ নাই॥ ২।৩।২৪॥

অবস্থিতি বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি॥ ২।৩।২৫॥

চন্দন স্থানভেদে শীতল করে কিন্তু জীব সকল দেহ ব্যাপী যে সুখ তাহার জ্ঞাতা হয় অতএব জীবের মহত্ত্ব স্বীকার যুক্ত হয় এমত কহিতে

পারিবে নাই, যে হেতু অল্প স্থান হৃদয়েতে জীবের অবস্থান হয় এমত শ্রুতি শ্রবণের দ্বারা জীবকে ক্ষুদ্র স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ২।৩।২৫ ॥

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২।৩ ২৬ ॥

জীব যদ্যপি ক্ষুদ্র কিন্তু জ্ঞান গুণের প্রকাশের দ্বারা জীব ব্যাপক হয় যেমন লোকে অল্প প্রদীপের তেজের ব্যাপ্তির দ্বারা সমুদায় গৃহের প্রকাশক দীপ হয় ॥ ২।৩।২৬ ॥

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥ ২।৩।২৭ ॥

জীব হইতে জ্ঞানের আধিক্য হওয়া অযুক্ত নয়, যে হেতু জীবের জ্ঞান সর্বথা ব্যাপক হয় যেমন পুষ্প হইতে গন্ধের দূর গমনে আধিক্য দেখিতেছি ॥ ২।৩।২৭ ॥

তথা চ দর্শয়তি ॥ ২।৩।২৮ ॥

জীব আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় এমত শ্রুতিতে দেখাইতেছেন ॥ ২।৩'২৮ ॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২।৩।২৯ ॥

বেদে কহিতেছেন জীব জ্ঞানের দ্বারা দেহকে অবলম্বন করেন অতএব জীব কর্তা হইলেন জ্ঞান কারণ হইলেন ; এই ভেদ কথনের হেতু জানা গেল যে জীব জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় বস্তুত ক্ষুদ্র ॥ ২।৩।২৯ ॥

এই পর্যন্ত বাদীর মতে জীবের ক্ষুদ্রতা স্থাপন হইল। এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২।৩।৩০ ॥

বুদ্ধের অণুত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব গুণ লইয়া জীবের ক্ষুদ্রতা কথন হইতেছে যেহেতু জীবেতে বুদ্ধির গুণ প্রাধান্যরূপে থাকে, যেমন

প্রাজ্ঞকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত উপাধি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া বেদে কহেন, বস্তুত পরমাত্মা ও জীব কেহ ক্ষুদ্র নহেন। এই সূত্রে তু শব্দ শঙ্কা নিরাসার্থে হয় ॥ ২।৩।৩০ ॥

টীকা—৩০শ সূত্র—জীবাত্মার অণুত্ববিষয়ক পূর্বোক্ত আপত্তিগুলির খণ্ডন। সূত্রের তদ্‌গুণ অংশের অর্থ, বুদ্ধির গুণ। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি এবং উৎক্রান্তি, গতাগতি, এই সকল বুদ্ধিরই গুণ। আত্মাই নাম রূপ অভিব্যক্ত করিবার জন্য জীবাত্মা স্বরূপে সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন। বুদ্ধির সহিত সম্পর্কবশতঃ বুদ্ধির অনুত্ব, উৎক্রান্তি, গতাগতি প্রভৃতি জীবাত্মাতে আরোপিত হয়। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মার সগুণ উপাসনাতে যেমন মনোময় প্রাণশরীর বা দহরাকাশ প্রভৃতি উপাধি যুক্ত হয়, এইভাবে জীবাত্মাতেও বুদ্ধির গুণের আরোপ হয়।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ২।৩।৩১ ॥

যদি কহ বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা ধর্ম জীবেতে আরোপন করিয়া জীবের ক্ষুদ্রত্ব কহেন তবে যখন সুষুপ্তিসময়ে বুদ্ধি না থাকে তখন জীবের মুক্তি কেন না হয়; তাহার উত্তর এ দোষ সম্ভব হয় না যেহেতু যাবৎ কাল জীব সংসারে থাকেন তাবৎ বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকে, বেদেতে এই মত দেখিতেছি স্থূল দেহ বিয়োগের পরেও বুদ্ধির যোগ জীবেতে থাকে কিন্তু ভ্রমমূল বুদ্ধিযোগের নাশ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে হয় ॥ ২।৩।৩১ ॥

টীকা—৩১শ সূত্র—রামমোহনের ব্যাখ্যা স্পষ্ট। সুষুপ্তিতেও জীবাত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না; মৃত্যুর পরেও সেই যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। শুধু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই সেই যোগ নষ্ট করে।

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২।৩।৩২ ॥

সুষুপ্তিতে বুদ্ধির বিয়োগ জীব হইতে হয় না, যেহেতু যেমন শরীরেতে বাল্যাবস্থায় পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব সূক্ষ্মরূপে বর্তমান থাকে

যৌবনাবস্থায় ব্যক্ত হয় সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থাতে সূক্ষ্মরূপে বুদ্ধির যোগ থাকে জাগ্রতবস্থায় ব্যক্ত হয় ॥ ২।৩।৩২ ॥

টীকা—৩২শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥ ২।৩।৩৩ ॥

যদি মনকে স্বীকার না কর আর কহ মনের কার্যকারিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েতে আছে তবে সকল ইন্দ্রিয়েতে এককালে যাবৎ বস্তুর উপলব্ধি দোষ জন্মে যেহেতু মন ব্যতিরেকে জ্ঞানের কারণ চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের সন্নিধান সকল বস্তুতে আছে ; যদি কহ জ্ঞানের কারণ থাকিলেও কার্য হয় নাই তবে কোন বস্তুর উপলব্ধি না হইবার দোষ জন্মে, আর যদি এক ইন্দ্রিয়ের কার্যকালে অন্য সকল ইন্দ্রিয়েতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বীকার করহ তবে সর্ব প্রকারে দোষ হয় ; যেহেতু আত্মা নিত্য চৈতন্যকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পার না, সেই রূপ জ্ঞানের কারণ যে ইন্দ্রিয় তাহাকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পারিবে না, অতএব জ্ঞানের বাধকের সম্ভব হয় না ॥ ২।৩।৩৩ ॥

টীকা—৩৩শ সূত্র—অন্তঃকরণের অস্তিত্বের প্রমাণ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের মিলিত নামই অন্তঃকরণ। মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্ম, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, চিত্ত অনুসন্ধানাত্মক এবং অহঙ্কার অভিমানাত্মক। অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগ হইলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা সাধারণ ধারণা। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় গণিতের প্রশ্নের সমাধানে যার চিত্ত নিবিষ্ঠ, সেই ছাত্র পাশে সঙ্গীত হইলেও শুনিতে পায় না ; কারণ কর্ণ ও শব্দের যোগ হইলেও মন-এর যোগ না থাকাতে বালকের জ্ঞান হয় নাই। রামমোহন মন শব্দের দ্বারা অন্তঃকরণই বুঝাইয়াছেন। আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ ; সেই জ্যোতিঃ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুকেই সতত উদ্ভাসিত করিতেছে ; কিন্তু মানুষের তাহা উপলব্ধি হয় না। কারণ তাহাতে অন্তঃকরণের সংযোগ থাকে না। যদি বল, অন্তঃকরণ নাই, তবে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ সতত থাকাতে মানুষের

সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল জ্ঞানের উপলব্ধি সতত হইবে। যদি বল বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেও জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না, তবে কখনোই কোন উপলব্ধি হইবে না। যদি বল, এক ইন্দ্রিয়ের কার্যকালে অপর সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক ঘটে, তবে তাহা অসম্ভব। কারণ নিত্যচৈতন্য আত্মা সকল বস্তুকে সতত প্রকাশ করিতেছেন; সেই প্রকাশের কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। আবার আত্মজ্যোতিঃ-র প্রতিফলনে উজ্জ্বল বুদ্ধি যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া প্রসারিত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানোৎপাদনে বাধা দিতে কিছুই পারে না। জ্ঞান সতত প্রকাশ, তার বাধক নাই। তবে মানুষের জ্ঞানের সময় সময় বাধা জন্মে অন্তঃকরণে সংযোগ ও তার অভাবের জন্য।

বেদে কহিতেছেন যে আত্মা কোন বস্তুতে আসক্ত হয়েন না অতএব বিধি নিষেধ আত্মাতে হইতে পারে না, বুদ্ধির কেবল কর্তৃত্ব হয় তাহার উত্তর এই।

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ২।৩।৩৪ ॥

বস্তুতঃ আত্মা কর্তা না হয়েন কিন্তু উপাধির দ্বারা আত্মা কর্তা হয়েন, যেহেতু আত্মাতে কর্তৃত্বের আরোপণ করিলে শাস্ত্রের সার্থক্য হয় ॥ ২।৩।৩৪ ॥

টীকা—৩৪-৪৩শ সূত্র—জীবের কর্তৃত্ব।

টীকা—৩৪শ সূত্র—শ্রুতি বলিয়াছেন, যজেত, জুহুয়াৎ। বস্তুতঃ জীবের কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু কর্তা কেহ না থাকিলে, যজ্ঞ করিবে, হোম করিবে, এই সকল বিধি নিরর্থক হয়। বেদের বিধিকে সার্থক করিবার জন্যই উপাধি যুক্ত আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়।

বিহারোপদেশাৎ ॥ ২।৩।৩৫ ॥

-- বেদে কহেন জীব স্বপ্নেতে বিষয়কে ভোগ করেন অতএব জীবের বিহার বেদে দেখিতেছি এই প্রযুক্ত জীব কর্তা হয়েন ॥ ২।৩।৩৫ ॥

টীকা—৩৫শ সূত্র—বৃহদারণ্যক (৪,৩।১২) মন্ত্রে আছে, সেই অমৃত

আত্মা যেখানে ইচ্ছা গমন করেন (স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্)। ইহাতে স্বপ্নেতে জীবের বিহারের কথা আছে, সুতরাং জীব কর্তা।

উপাদানাৎ ॥ ২।৩।৩৬ ॥

বেদে কহেন ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণশক্তিকে স্বপ্নেতে জীব লইয়া মনের সহিত হৃদয়েতে থাকেন অতএব জীবের গ্রহণকর্তৃত্ব শ্রবণ হইতেছে এই প্রযুক্ত জীব কর্তা ॥ ২।৩।৩৬ ॥

টীকা—৩৬শ সূত্র—বৃহঃ (২।১।১৭) বলিয়াছেন সুপ্ত পুরুষ বিজ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া হৃদয়মধ্যস্থ আকাশে শয়ন করেন (সুপ্তঃ এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষ অন্তঃহৃদয়ঃ আকাশঃ তস্মিন শেতে)। সুতরাং জীব কর্তা।

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥ ২।৩।৩৭ ॥

বেদে কহেন জীব যজ্ঞ করেন অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে আত্মার কর্তৃত্বের কথন আছে অতএব আত্মা কর্তা ; যদি আত্মাকে কর্তা না কহিয়া জ্ঞানকে কর্তা কহ তবে যেখানে বেদে জ্ঞানের দ্বারা জীব যজ্ঞাদি কর্ম করেন এমত কথন আছে সেখানে জ্ঞানকে করণ না কহিয়া কর্তা করিয়া বেদে কহিতেন ॥ ২।৩।৩৭ ॥

টীকা—৩৭শ সূত্র—জীবই যজ্ঞ করে, কর্মও করে (বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্মাণি তনুতেঽপিচ (তৈত্তিরীয় ২।৫)।

আত্মা যদি স্বতন্ত্র কর্তা হয়েন তবে অনিষ্ট কর্ম কেন করেন ইহার উত্তর পরস্‌সূত্রে করিতেছেন।

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ২।৩।৩৮ ॥

যেমন অনিষ্ট কর্মের কখন কখন ইষ্টরূপে উপলব্ধি হয় সেই রূপ অনিষ্ট কর্মকে ইষ্ট কর্ম ভ্রমে জীব করেন, ইষ্ট কর্মের ইষ্টরূপে সর্বদা উপলব্ধি হইবার নিয়ম নাই ॥ ২।৩।৩৮ ॥

টীকা—৩৮শ সূত্র—মানুষ ইষ্টকর্মকে ইষ্ট বলিয়া সর্বদা উপলব্ধি করে না; তাই কখনো কখনো অনিষ্ট কর্মকে ইষ্ট বলিয়া ধারণা করে, কখনো বা ভ্রমে অনিষ্টকর্মকে ইষ্ট ভাবে।

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২।৩।৩৯ ॥

বুদ্ধিকে আত্মা কহিতে পারিবে না যেহেতু বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বস্তুসকলের জ্ঞান জন্মে, বুদ্ধিকে জ্ঞানের কর্তা কহিলে তাহার করণ অপেক্ষা করে; এই হেতু বুদ্ধি জীবের করণ হয় জীব নহে ॥ ২।৩।৩৯ ॥

টীকা—৩৯শ সূত্র—বুদ্ধি আত্মা নহে, আত্মার করণ (Instrument) মাত্র।

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ২।৩।৪০ ॥

সমাধিকালে বুদ্ধি থাকে নাই আর যদি আত্মাকে কর্তা করিয়া স্বীকার না করহ তবে সমাধির লোপাপত্তি হয়, এই হেতু আত্মাকে কর্তা স্বীকার করিতে হইবেক। চিত্তের বৃত্তির নিরোধকে সমাধি কহি ॥ ২।৩।৪০ ॥

টীকা—৪০শ সূত্র—সমাধিকালে বুদ্ধির লোপ হয়, আত্মা থাকে। তাই আত্মা কর্তা।

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ২।৩।৪১ ॥

যেমন তক্ষা অর্থাৎ ছুতার বাইসাদিবিশিষ্ট হইলেই কর্মকর্তা হয় আর বাইসাদি ব্যতিরেকে তাহার কর্মকর্তৃত্ব থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট হইলে জীবের কর্তৃত্ব হয় উপাধি ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব থাকে নাই, সে অকর্তৃত্ব সুষুপ্তিকালে জীবের হয় ॥ ২।৩।৪১ ॥

টীকা—৪১শ সূত্র—বস্তুত: জীবের কর্তৃত্ব নাই, উপাধি যোগেই কর্তৃত্ব আরোপিত হয়। ছুতার বাইস প্রভৃতি যন্ত্রপাতি থাকিলেই কর্ম করে, নতুবা নহে; জীবাত্মাও বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগেই কর্তা হয়। সুষুপ্তিতে বুদ্ধি

লোপ পায় সুতরাং জীবাত্মার কর্তৃত্বও থাকে না। ইহাই প্রমাণ। এখানে আরো বক্তব্য এই, আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, আরোপিত মাত্র। আত্মা স্বভাবতঃ অসঙ্গ। বৃহঃ ৪।৩।১৫ মন্ত্রে আছে—অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ, এই পুরুষ অসঙ্গই। রামমোহনের কথার তাৎপর্যও তাহাই।

সেই জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন না হয় এমত নহে।

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ২।৩।৪২ ॥

জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হয় যেহেতু এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন যে ঈশ্বর যাহাকে উর্দ্ধ লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে উত্তম কর্মে প্রবৃত্ত করান ও যাহাকে অধো লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অধম কর্ম করান ॥ ২।৩।৪২ ॥

টীকা—৪২শ সূত্র—৪৩শ সূত্র—কৌষিতকী (৩।৮) মন্ত্রে আছে "এষহ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি, তং যম এভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ হ্যেবাসাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ অধো নিনীষতে।" ইনিই তাহাকে সাধু কর্ম করান, যাহাকে এই সকল লোক হইতে উর্দ্ধে নিতে ইচ্ছা করেন; ইনিই তাহাকে অসাধুকর্ম করান, যাহাকে অধোলোকে নিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং মানুষের কর্ম ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর জীবের কর্মানুসারে তাহাকে সাধু অসাধু কর্মে প্রবৃত্ত করান। সুতরাং ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

ঈশ্বর যদি কাহাকেও উত্তম কর্ম করান কাহাকেও অধম কর্ম করান তবে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয় এমত নহে।

**কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত প্রতিষিদ্ধা
বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২।৩।৪৩ ॥**

ঈশ্বর জীবের কর্মানুসারে জীবকে উত্তম অধম কর্মেতে প্রবর্ত্ত করান এই হেতু যে বেদেতে বিধি নিষেধ করিয়াছেন তাহার সাফল্য হয় যদি বল, তবে ঈশ্বর কর্মের সাপেক্ষ হইলেন এমত কহিতে পারিবে না; যেহেতু যেমন ভোজবিদ্যার দ্বারা লোকদৃষ্টিতে মারণ বন্ধনাদি

ক্রিয়া দেখা যায় বস্তুত যে ভোজবিদ্যা জানে তাহার দৃষ্টিতে মারণ বন্ধন কিছুই নাই, সেইরূপ জীবের সুখ দুঃখ লৌকিকাভিপ্রায়ে হয় বস্তুত নহে ॥ ২।৩।৪৩ ॥

লৌকিকাভিপ্রায়েতেও জীব ঈশ্বরের অংশ নয় এমত নহে।

অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি
দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ২।৩।৪৪ ॥

জীব ব্রহ্মের অংশের ন্যায় হয়েন যেহেতু বেদে নানা স্থানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ করিয়া কহিতেছেন ; কিন্তু জীব বস্তুত ব্রহ্মের অংশ না হয়েন যেহেতু তত্ত্বমসীত্যাদি শ্রুতিতে অভেদ করিয়া কহিতেছেন আর আথর্বণিকেরা ব্রহ্মকে সর্বময় জানিয়া দাস ও শঠকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন ॥ ২।৩।৪৪ ॥

টীকা—৪৪ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট। সর্বব্যাপী সর্বময় ব্রহ্মের অংশ সম্ভব নয়, সুতরাং জীব ব্রহ্মের কল্পিত অংশ মাত্র।

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ২।৩।৪৫ ॥

বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারাতেও জীবকে অংশের ন্যায় জ্ঞান হয় ॥ ২।৩।৪৫ ॥

টীকা—৪৫ সূত্র—ছান্দোগ্য (৩।১২।৬) মন্ত্রে বলা হইয়াছে ("পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি), সকল জীব ও স্থাবর জঙ্গম, সবই ব্রহ্মের একপাদমাত্র, অবশিষ্ট তিন পাদ অমৃত, তাহা দ্যুলোকে স্থিত। এখানেও লৌকিক ভেদদৃষ্টিতেই অংশ বলা হইয়াছে।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২।৩।৪৬ ॥

গীতাদি স্মৃতিতেও জীবকে অংশ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ২।৩।৪৬ ॥

টীকা—৪৬ সূত্র—গীতা প্রমাণেও অংশ উক্ত হইয়াছে লৌকিক ভেদদৃষ্টি অনুসারে।

যদি কহ জীবের দুঃখেতে ঈশ্বরের দুঃখ হয় এমত নহে।

প্রকাশাদিবন্নৈবম্পরঃ ॥ ২।৩।৪৭ ॥

জীবের দুঃখেতে ঈশ্বরের দুঃখ হয় নাই, যেমন কাষ্ঠের দীর্ঘতা লইয়া অগ্নির দীর্ঘতা অনুভব হয় কিন্তু বস্তুত অগ্নি দীর্ঘ নহে ॥ ২।৩।৪৭ ॥

টীকা—৪৭-৪৮ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

স্মরন্তি চ ॥ ২।৩।৪৮ ॥

গীতাদি স্মৃতিতেও এইরূপ কহিতেছেন যে জীবের সুখ দুঃখে ঈশ্বরের দুঃখ সুখ হয় না ॥ ২।৩।৪৮ ॥

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ২।৩।৪৯ ॥

জীবেতে যে বিধিনিষেধ সম্বন্ধ হয় সে শরীরের সম্বন্ধ লইয়া জানিবে, যেমন এক অগ্নি যজ্ঞের ঘটিত হইলে গ্রাহ্য হয় শ্মশানের ঘটিত হইলে ত্যাজ্য হয় ॥ ২।৩।৪৯ ॥

টীকা—৪৯ সূত্র—জীবের উপর বেদের যে বিধিনিষেধ, তাহা বস্তুতঃ জীবের দেহ সম্বন্ধে, আত্মার সম্বন্ধে নহে। একই অগ্নি, তাহা যজ্ঞস্থলে প্রজ্জ্বলিত হইলে পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয় কিন্তু শ্মশানে জ্বলিলে অশুদ্ধ বোধে ত্যাগ করা হয়। তেমনি বেদের বিধানও দেহ অনুসারে।

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ২।৩।৫০ ॥

জীব যখন উপাধিবিশিষ্ট হইয়া এক দেহেতে পরিচ্ছিন্ন হয় অন্য দেহের সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ তখন সে জীবের থাকে নাই ॥ ২।৩।৫০ ॥

টীকা—৫০ সূত্র—সূত্রের অর্থ—জীবাত্মা দেহরূপ উপাধির বাহিরে প্রসারিত হয় না, এই হেতু (অসন্ততেঃ) কর্মফলের সঙ্গে সম্বন্ধে মিশ্রণ হয় না (অসংকর) অর্থাৎ একের কর্মফল অপরে ভোগ করে না। আত্মা এক হইলে, সকল জীবদেহে সেই আত্মাই বিরাজমান। তাহাতে এক দেহমনের কর্মফল অপর দেহমনে যুক্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, আত্মা এক হইলেও দেহরূপ উপাধির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া

জীবাত্মা দেহের বাহিরে প্রসারিত হয় না ; সুতরাং দেহ বিভিন্ন হওয়ায় এক জীবাত্মার কর্মফল অপরে ভোগ করিবে, এরূপ সম্ভব নহে। "উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ আত্মা সকল দেহের সহিত সংবদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং কর্মফলের সহিত সম্বন্ধেরও মিশ্রণ হইতে পারে না।" (সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী)

আভাস এব চ ॥ ২।৩।৫১ ॥

যেমন সূর্যের এক প্রতিবিম্বের কম্পনেতে অন্য প্রতিবিম্বের কম্পন হয় না সেইরূপ জীবসকল ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এই হেতু এক জীবের সুখ দুঃখ অন্য জীবের উপলব্ধি হয় না ॥ ২।৩।৫১ ॥

টীকা—৫১ সূত্র—এক অখণ্ড আত্মা হইলে এক জীবের সুখ দুঃখ অন্য জীবের কেন হইবে না ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, বিভিন্ন পাত্রে জল থাকিলে, সূর্যের বিভিন্ন প্রতিবিম্ব পড়িবে ; একটী প্রতিবিম্ব কাঁপিলে অন্যগুলি কিন্তু কাঁপে না। জীবসকলও তেমনি ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব মাত্র ; সুতরাং এক জীবের সুখ দুঃখ অন্যের হইবে না।

সাংখ্যেরা কহেন সকল জীবের ভোগাদি প্রধানের সম্বন্ধে হয়, নৈয়ায়িকেরা কহেন জীবের এবং ঈশ্বরের সর্বত্র সম্বন্ধ হয়, অতএব এই দুই মতে দোষ স্পর্শে যেহেতু এমন হইলে এক জীবের ধর্ম অন্য জীবে উপলব্ধি হইতো ; এই দোষের সমাধা সাংখ্যেরা ও নৈয়ায়িকেরা এইরূপে করেন যে পৃথক পৃথক অদৃষ্টের দ্বারা পৃথক পৃথক ফল হয় এমত সমাধান কহিতে পারিবে নাই।

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ২।৩।৫২ ॥

সাংখ্যেরা কহেন অদৃষ্ট প্রধানেতে থাকে নৈয়ায়িকেরা কহেন অদৃষ্ট জীবে থাকে, এই রূপ হইলে প্রধানের ও জীবের সর্বত্র সম্বন্ধের দ্বারা অদৃষ্টের অনিয়ম হয়, অতএব এই দুই মতে দোষ তদবস্থ রহিল ॥ ২।৩।৫২ ॥

টীকা—৫২-৫৪ সূত্র—এই তিন সূত্রে বেদব্যাস বহু পুরুষবাদ খণ্ডন

করিয়াছেন। এই সূত্রগুলির রামমোহন কৃত ব্যাখ্যা বুঝিবার পূর্বে সেই মতবাদ সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন আছে। তাহা সংক্ষেপে এই প্রকার।

বৈশেষিক, ন্যায় এবং সাংখ্য বলেন, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা বহু। যদি একথা স্বীকার করা হয়, সেই হেতু ইহাও মানিতে হয় যে, আত্মার সর্বগত হওয়াতে, তাহাদের কর্মফলের পরস্পর সম্বন্ধের দ্বারা কর্মফলের সাংকর্য অর্থাৎ মিশ্রণ ঘটিবে; তাহাতে এক আত্মার কর্মফল অপর আত্মায় বর্তিবে। ঐ তিন শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান সাংখ্য; সাংখ্য বলেন, আত্মাসকল বহু; প্রত্যেক আত্মা বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী, চৈতন্যই তার একমাত্র স্বরূপ; তাহা নির্গুণ; সর্বত্র সমানভাবে বর্তমান প্রধানই আত্মাসকলের ভোগ মোক্ষের ব্যবস্থা করেন।

বৈশেষিক মতে, আত্মা বহু; তাহারাও বিভু অর্থাৎ ব্যাপক; কিন্তু তাহারা স্বতঃ অচেতন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আত্মাসকল ঘট, স্তম্ভ প্রভৃতির মত অচেতন দ্রব্যমাত্র; আত্মাসকলের কর্মসাধনের উপকরণস্বরূপ পরমাণুসকল ও মনসকলও অচেতন। দ্রব্যস্বরূপ আত্মাসকল এবং জড়স্বভাব মনসকলের সংযোগ ঘটিলে, আত্মাতে নয়টি গুণ উৎপন্ন হয়; সেই গুণগুলি যথাক্রমে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা। এই নয় গুণ প্রত্যেক আত্মাতে সমবেত হয়, অর্থাৎ সমবায় নামক নিত্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়; লাল গোলাপের লাল রং গোলাপ নামক বস্তু হইতে কখনোই পৃথক করা যায় না; ইহারই নাম সমবায়। ঐ নয় গুণও প্রতি আত্মাতে এই ভাবে সংবদ্ধ হয়।

সাংখ্যমতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাসকলের পরস্পর সান্নিধ্য থাকাতে এক আত্মার সুখদুঃখ অপর এক আত্মাও ভোগ করিবে। এই ভাবে কর্মফল ভোগের সাংকর্য ঘটিবে। আবার, প্রধানই প্রবৃত্ত হইয়া আত্মাসকলের মোক্ষসাধক হয়; কিন্তু সেই প্রবৃত্তির উৎপত্তির কোন হেতুর উল্লেখ না থাকায় প্রবৃত্তির অভাবে মোক্ষের অভাব ঘটিবে।

বৈশেষিকমতে আত্মাসকল পরস্পর সন্নিহিত; সুতরাং এক আত্মাতে মনের সংযোগ ঘটিলে সন্নিহিত অন্য আত্মাগুলিতেও সেই সংযোগ ঘটিবে; সুতরাং এক আত্মার সুখদুঃখের অনুভব সন্নিহিত আত্মাসকলেও হইবে; এইভাবে কর্মফলের সাঙ্কর্য ঘটিবে।

আপনার গৃহে বৈদ্যুতিক আলো আছে; অন্য কেহ নিজের প্রয়োজনে আপনার গৃহের তারের সহিত অপর এক তার যুক্ত করিয়া দিল; তাহাতে

আপনার তারের প্রবাহিত আলোকরশ্মি তাহার তার বাহিয়া তার ঘরও আলোকিত করিবে। এক আত্মাতে মনের সংযোগ ঘটিলে, সেই সংযোগ অপর সন্নিহিত আত্মাতেও প্রসারিত হইবে (Extension), ইহাই এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। ন্যায়শাস্ত্রও বহু পুরুষ অর্থাৎ আত্মা স্বীকার করেন। আলোচ্য বিষয়ে তার মত বৈশেষিকের সঙ্গে এক ; যুক্তিও একই।

এই বিষয়ে রামমোহন বলিয়াছেন, সাংখ্যেরা কহেন, সকল জীবের ভোগাদি প্রধানের সম্বন্ধে হয়, অর্থাৎ প্রধানই জীবের ভোগদান করেন ; নৈয়ায়িকেরা কহেন, জীবের ও ঈশ্বরের সর্বত্র সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে এক জীবাত্মা অপর সকল জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধ ; এই দুই মতে দোষ স্পর্শে, যেহেতু এই মত হইলে, এক জীবের ধর্ম অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি, অন্য জীবেও উপলব্ধি হইবে, অর্থাৎ কর্মফলের সাংকর্য ঘটিবে।

এই কর্মফল সাংকর্যের খণ্ডনের জন্য সাংখ্য ন্যায় প্রভৃতি বলেন, সুখ দুঃখ ভোগের নিয়ামক অদৃষ্ট।

টীকা—৫২শ সূত্র—আত্মাসকল কায় মন ও বাক্যের দ্বারা যে সকল কর্ম করে তার ফলে ধর্মাধর্মরূপে অদৃষ্ট উপার্জিত হয়। সেই অদৃষ্টই সুখ দুঃখ ভোগের নিয়ামক। সাংখ্যেরা বলেন, এই অদৃষ্ট আত্মাতে থাকে না, প্রধানেই থাকে। ন্যায় বৈশেষিক বলেন, আত্মা ও মনের প্রথম সংযোগ ক্ষণেই অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়। এ সকল যুক্তি স্বীকার করিলেও কোন্ অদৃষ্ট কোন্ আত্মার, তাহার সুনিরূপণ অসম্ভব ; সেই সাংকর্য দোষের সম্ভাবনাই থাকিল।

রামমোহন বলিতেছেন, সাংখ্যেরা বলেন, অদৃষ্ট প্রধানে থাকে ; নৈয়ায়িকেরা কহেন অদৃষ্ট জীবে থাকে। এইরূপ হইলে, প্রধান সর্বত্রব্যাপী হওয়াতে এবং জীবও ব্যাপী হওয়াতে প্রধানের সম্বন্ধ সর্বত্র ঘটিতেছে, জীবেরও সম্বন্ধ সর্বত্র ঘটিতেছে। সুতরাং প্রধানের ও জীবের সর্বত্র সম্বন্ধের দ্বারা অদৃষ্টের অনিয়ম হয় অর্থাৎ কোন্ অদৃষ্ট কোন্ আত্মার, তার নিয়ামক থাকে না ; অতএব এই দুই মতে দোষ তদবস্থ রহিল অর্থাৎ সাংকর্য দোষের সম্ভাবনা থাকিয়াই গেল।

যদি কহ আমি করিতেছি এইরূপ পৃথক পৃথক জীবের সঙ্কল্প পৃথক পৃথক অদৃষ্টের নিয়ামক হয় তাহার উত্তর এই।

অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈবং ॥ ২।৩।৫৩ ॥

অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্প মনোজন্য হয় সে সকল্প জীবেতে আছে অতএব সেই জীবের সর্বত্র সম্বন্ধ প্রযুক্ত অদৃষ্টের ন্যায় সঙ্কল্পের অনিয়ম হয় ॥ ২।৩।৫৩ ॥

টীকা—৫৩শ স্থত্র—যদি বলা হয় অভিসন্ধির দ্বারা অর্থাৎ মনের সংকল্প দ্বারা অদৃষ্ট নিয়মিত হয়, তবে উত্তরে বলা যায়, অভিসন্ধিও আত্মা ও মনের সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহা অদৃষ্টকে নিয়মিত করিতে পারে না।

রামমোহন বলিতেছেন, যদি কহ, আমি কব্রিতেছি, এইরূপ পৃথক জীবের সংকল্প পৃথক পৃথক অদৃষ্টের নিয়ামক হয়, তবে তার উত্তর এই, অভিসন্ধি অর্থাৎ সংকল্প মনোজন্য হয়। যে সংকল্প জীবেতে আছে, সেই জীবের সর্বত্র সম্বন্ধ প্রযুক্ত, অদৃষ্টের ন্যায় সংকল্পেরও অনিয়ম হয়।

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ২।৩।৫৪ ॥

প্রতি শরীরের সঙ্কল্পের পার্থক্য কহিতে পারি না যেহেতু যাবৎ শরীরে জীবের এবং প্রধানের আবির্ভাব স্বীকার ঐ দুই মতে করেন ॥ ২।৩।৫৪ ॥

টীকা—৫৪শ সূত্র—যদি আপত্তি কর যে, আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও শরীরস্থ আত্মাতেই মনঃসংযোগ হয়; অর্থাৎ শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (Limited) আত্মপ্রদেশেই যে অভিসন্ধি বা সংকল্প জন্মে, তাহাই অদৃষ্টের নিয়ামক হয়, তবে উত্তর এই। আত্মার প্রদেশ অর্থাৎ অংশ অসম্ভব।

রামমোহন বলিতেছেন, প্রতি শরীরে সংকল্পের পার্থক্য কহিতে পারি না; যেহেতু যাবৎ শরীরে জীবের ও প্রধানের আবির্ভাব স্বীকার ঐ দুই মতে করেন। অর্থাৎ ন্যায় ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রই বলেন যে যাবতীয় শরীরে প্রধান ও জীবাত্মা বর্তমান। সুতরাং শরীরে শরীরে পার্থক্য নাই; সুতরাং আত্মার প্রদেশ নাই, সুতরাং অভিসন্ধির পার্থক্য নাই, সুতরাং অদৃষ্টের নিয়ামক নাই, সুতরাং কর্মফলের সাংকর্য ঘটেই, সুতরাং বহুপুরুষবাদ অগ্রাহ্য।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

চতুর্থ পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ বেদে কহেন সৃষ্টির প্রথমেতে ব্রহ্ম ছিলেন আর ইন্দ্রিয়গণ ছিলো ; অতএব এই শ্রুতি দ্বারা বুঝায় যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি নাই এমত নহে ॥

তথা প্রাণাঃ ॥ ২।৪।১ ॥

যেমন আকাশাদির উৎপত্তি সেইরূপ প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এমত অনেক শ্রুতিতে আছে ॥ ২।৪।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—এই সূত্রে দেখা যায়, রামমোহন প্রাণ শব্দের, ইন্দ্রিয়সকল, এই অর্থই করিয়াছেন। ইহার কারণ, ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণ সকলের উপরে ব্যাসাধিকরণমালা নামক যে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে, তাহাতে প্রাণ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়সকল পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের এক প্রাচীন, শঙ্করেরও পূর্ববর্তী, ভাষ্যকার ছিলেন, যার নাম ছিল আচার্য ভাস্কর ; তিনি লিখিয়াছেন প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়ানি ; রামমোহন ঐ সকল অর্থ পড়িয়াছিলেন, তাই ইন্দ্রিয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সৃষ্টির পূর্বে ইন্দ্রিয়সকলের অস্তিত্বের উল্লেখ শঙ্করভাষ্যেই পাওয়া যায়। 'অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ' এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় (তৈঃ ২।৭) দেখা যায়, "কিং তদ্ অসৎ আসীৎ" সেই অসৎ কি (কি পদার্থ) ছিল ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে "ঋষয়ঃ তে অগ্রে অসৎ আসীৎ", হে বৎস সেই ঋষিরাই পূর্বে অসৎ ছিলেন ; পুনরায় প্রশ্ন "তদাহুঃ কে তে ঋষয়ঃ" কাহারা সেই ঋষিগণ ? উত্তরে বলা হইল "প্রাণা বাব ঋষয়" ; প্রাণসকলই সেই ঋষিগণ ; এখানে সৃষ্টির পূর্বে প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের বর্তমানতার ইহাই প্রমাণ। সে জন্যই রামমোহন লিখিয়াছেন, বেদে কহেন, সৃষ্টির প্রথমেতে অর্থাৎ পূর্বে, ব্রহ্ম ছিলেন আর ইন্দ্রিয়গণ ছিল।

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২।৪।২ ॥

যদি কহ যে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে গৌণার্থ হয় মুখ্যার্থ নহে ; এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম

ব্যতিরেকে সকলকে বিশেষরূপে অনিত্য কহিয়াছেন ; দ্বিতীয়ত এক শ্রুতিতে আকাশাদের উৎপত্তি মুখ্যার্থ হয় ইন্দ্রিয়াদের উৎপত্তি গৌণার্থ, এমত অঙ্গীকার করা অত্যন্ত অসম্ভব হয় ॥ ২।৪।২ ॥

টীকা—৭ম সূত্র পর্যন্ত ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ২।৪।৩ ॥

বাক্য মন ইন্দ্রিয় এ সকল উৎপন্ন হয়, যেহেতু বাক্যের কারণ তেজ মনের কারণ পৃথিবী ইন্দ্রিয়ের কারণ জল অতএব কারণ আপন কার্যের পূর্বে অবশ্য থাকিবেক ; তবে বেদে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্বে ইন্দ্রিয়েরা ছিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে অব্যক্তরূপে ব্রহ্মেতে ছিলেন ॥ ২।৪।৩ ॥

কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন পশুরূপ পুরুষকে আট ইন্দ্রিয়েরা বন্ধ করে আর কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান সাত অপ্রধান দুই, এই নয় ইন্দ্রিয় হয় ; এই দুই শ্রুতির বিরোধেতে কেহ এইরূপে সমাধান করেন।

সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ২।৪।৪ ॥

ইন্দ্রিয় সাত হয়েন বেদে এমত উপগতি অর্থাৎ উপলব্ধি আছে যেহেতু ইন্দ্রিয় সাত করিয়া বিশেষ বেদে কহিতেছেন, তবে দুই ইন্দ্রিয়ের অধিক বর্ণন আছে তাহা ঐ সাতের অন্তর্গত জানিবে, এই মতে মন এক, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচেতে এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ এই সাত হয় ॥ ২।৪।৪ ॥

এখন সিদ্ধান্তী এই মতে দোষ দিয়া স্বমত কহিতেছেন ॥

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবং ॥ ২।৪।৫ ॥

বেদেতে হস্ত পাদাদিকেও ইন্দ্রিয় করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাত ইন্দ্রিয় কহিতে পারিবে না, কিন্তু ইন্দ্রিয় একাদশ হয় পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়

পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন, তবে সপ্ত ইন্দ্রিয় যে বেদে কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য মস্তকের সপ্তছিদ্র হয় আর অপ্রধান দুই ইন্দ্রিয় কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য অধোদেশের দুই ছিদ্র হয় ॥ ২।৪।৫ ॥

অপরিমিত অহঙ্কারের কার্য ইন্দ্রিয়সকল হয় অতএব ইন্দ্রিয়সকল অপরিমিত হয় এমত নহে ॥

অণবশ্চ ॥ ২।৪।৬ ॥

ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরিমিত হয়েন যেহেতু ইন্দ্রিয়বৃত্তি দূর পর্যন্ত যায় না এবং বেদেতে ইন্দ্রিয়সকলের উৎক্রমণের শ্রবণ আছে ॥ ২।৪।৬ ॥

বেদে কহেন মহাপ্রলয়েতে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন আর ঐ শ্রুতিতে আনীত এই শব্দ আছে ; তাহাতে বুঝা যায় প্রাণ ছিল, এমত নহে।

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ২।৪।৭ ॥

শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ তিনিও ব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন যেহেতু বেদে কহিয়াছেন প্রাণ আর সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ; তবে আনীত শব্দের অর্থ এই। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েন নাই কিন্তু বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২।৪।৭ ॥

প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু হয় কিম্বা বায়ুজন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হয় এই সন্দেহেতে কহিতেছেন ॥

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২।৪।৮ ॥

প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু নহে এবং বায়ুজন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নহে যেহেতু প্রাণকে বায়ু হইতে বেদে পৃথক করিয়া কহিয়াছেন, তবে পূর্ব শ্রুতিতে যে কহিয়াছেন যে বায়ু সেই প্রাণ হয় সে কার্যকারণের অভেদরূপে কহিয়াছেন ॥ ২।৪।৮ ॥

টীকা—৮ম সূত্র—এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ (মুণ্ডক ২।১।৩১) মন্ত্রে জানা যায় যে প্রাণমন ইন্দ্রিয়সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন

হইয়াছেন। ঋগ্‌বেদের ৮।৭।১৭ সূক্তের নাম নাসদীয়সূক্ত; ইহা অতি প্রসিদ্ধ সূক্ত। দুইজন বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত, Prof. Macdonell and Prof. Muir, এই সূক্তটীর পৃথক পৃথক অনুবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহা পৃথিবীর সাহিত্যে সর্ব প্রাচীন Song of creation। শুনিয়াছি জার্মান ভাষায়ও ইহার অনুবাদ আছে। সেই সুক্তের দুইটী পংক্তি এই:—

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্নঃ আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস॥

ইহার অনুবাদ এই—তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না; রাত্রির চিহ্ন (প্রকেতঃ) চন্দ্র এবং দিনের চিহ্ন সূর্যও ছিল না; বায়ু না থাকিলেও সেই এক (তদেকং) স্বধার সহিত (পিতৃপুরুষকে দেয় অন্নের সহিত, কিন্তু কোন কোন আচার্যের মতে, নিজের আশ্রিত মায়ার সহিত) চেষ্টা করিতে ছিলেন। তাহা (তদেকং) হইতে পৃথক অন্য কিছুই ছিল না। আনীৎ ক্রিয়াটী অন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, অন্ ধাতুর অর্থ প্রাণন ক্রিয়া করা, এই অর্থ গ্রহণ করিয়া কোন কোন আচার্য বলিলেন, সৃষ্টির পূর্বেও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল; সুতরাং প্রাণ অজ। তদ্ একং, ব্রহ্মই। মুণ্ডক শ্রুতি বলিলেন, ব্রহ্মপ্রাণোহ্যমন্যঃ শুভ্রঃ, ব্রহ্ম প্রাণ ও মনরূপ বিক্রিয়ারহিত, সেজন্য শুভ্র অর্থাৎ নির্মল। তাই শঙ্কর বলিলেন, সুক্তটীর প্রথমে যে তখন (তর্হি) শব্দটী আছে, তার অর্থ প্রলয়কালে; অর্থাৎ সুক্তটী সৃষ্টির বর্ণনা নহে; প্রলয়ের বর্ণনা। আনীৎ শব্দের অর্থ প্রাণনক্রিয়া করা নহে, চেষ্টা করা। অর্থাৎ প্রলয়েও তদেকং ব্রহ্ম ছিলেন, কিন্তু তিনি জড় ছিলেন না, চেতনই ছিলেন। রামমোহনও পূর্বোক্ত নাসদীয় সূক্তটী প্রলয়েরই বর্ণনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তাই তিনি লিখিয়াছেন, আনীৎ শব্দটীর অর্থ, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েন নাই কিন্তু বিদ্যমান ছিলেন।

যদি কহ জীব আর প্রাণের ভেদ আছে অতএব দেহ উভয়ের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাকুল হইবেক এমত নহে॥

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ॥ ২।৪।৯॥

চক্ষুকর্ণাদের ন্যায় প্রাণো জীবের অধীন হয়, যেহেতু চক্ষুরাদির উপর প্রাণের অধিকার জীবের সহকারে আছে পৃথক অধিকার নাই,

তাহার কারণ এই যে চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণো ভৌতিক এবং অচেতন হয় ॥ ২।৪।৯ ॥

চক্ষুরাদির সহিত প্রাণের তুল্যতা কহা উচিত নহে যেহেতু চক্ষুরাদির রূপাদি বিষয় আছে প্রাণের বিষয় নাই, তাহার উত্তর এই ॥

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ২।৪।১০ ॥

যদি কহ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের করণ না হয় ইহা কহিলে দোষ হয় না, যেহেতু প্রাণ জীবের করণ না হইয়াও দেহধারণরূপ বিষয় করিতেছে, বেদেতেও এইরূপ দেখিতেছি ॥ ২।৪।১০ ॥

পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥ ২।৪।১১ ॥

প্রাণের পাঁচ বৃত্তি, নিঃশ্বাস এক প্রশ্বাস দুই দেহক্রিয়া তিন উৎক্রমণ চারি সর্বাঙ্গে রসের চালন পাঁচ। মনের যেমন অনেক বৃত্তি সেইরূপ প্রাণেরো এই পাঁচ বৃত্তি বেদে কহিয়াছেন, অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয়যুক্ত হইল ॥ ২।৪।১১ ॥

বেদে কহিয়াছেন জীব তিন লোকের সমান হয়েন, জীবের সমান প্রাণ হয়, ইহাতে বুঝা যায় প্রাণ মহান হয় এমত নহে ॥

অণুশ্চ ॥ ২।৪।১২ ॥

প্রাণ ক্ষুদ্র হয়েন যেহেতু প্রাণের উৎক্রমণ বেদে শ্রবণ আছে, তবে পূর্ব শ্রুতিতে যে প্রাণকে মহান করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য সামান্য বায়ু হয় ॥ ২।৪।১২ ॥

বেদে কহিতেছেন জীব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদিকে দর্শনাদিকে করেন, অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে অপেক্ষা না করিয়া আপন আপন বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে ॥

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ২।৪।১৩ ॥

জ্যোতিরাদি অর্থাৎ অগ্ন্যাদির অধিষ্ঠানের দ্বারা চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়েরা আপন আপন বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয়েন যেহেতু সূর্য চক্ষু হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছেন এমত বেদেতে কথন আছে ; যদি বল যিনি তাহার অধিষ্ঠাতা হয়েন তিনি তাহার ফল ভোগ করেন তবে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ইন্দ্রিয়জন্য ফলভোগের আপত্তি হয় ; ইহার উত্তর এই, রথের অধিষ্ঠাতা সারথি সে তাহার ফল ভোগ করে না ॥ ২।৪।১৩ ॥

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ২।৪।১৪ ॥

প্রাণবিশিষ্ট যে জীব তিনি ইন্দ্রিয়ের ফল ভোগ করেন যেহেতু শব্দ ব্রহ্মে কহিতেছেন যে চক্ষু ব্যাপ্ত হইয়া জীব চক্ষুতে অবস্থিতি করিলে তাহাকে দেখাইবার জন্য সূর্য চক্ষুতে গমন করেন ॥ ২।৪।১৪ ॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ২।৪।১৫ ॥

ভোগাদি বিষয়ে জীবের নিত্যতা আছে অতএব অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ফল-ভোক্তা নহেন ॥ ২।৪।১৫ ॥

বেদেতে আছে যে ইন্দ্রিয়েরা কহিতেছেন যে আমরা প্রাণের স্বরূপ হইয়া থাকি, এতএব সকল ইন্দ্রিয়ের ঐক্য মুখ্য প্রাণের সহিত আছে এমত নহে ॥

ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ২।৪।১৬ ॥

শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকল ভিন্ন হয় যেহেতু বেদেতে ভেদ কথন আছে ; তবে যে পূর্ব শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়কে প্রাণের স্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণের অধীন হয় ॥ ২।৪।১৬ ॥

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ২।৪।১৭ ॥

বেদেতে কহিয়াছেন যে সকল ইন্দ্রিয়েরা মুখস্থ প্রাণকে আপনার আপনার অভিপ্রায় কহিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয় আর প্রাণের ভেদ দেখিতেছি ॥ ২।৪।১৭ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ২।৪।১৮ ॥

সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়ের সত্তা থাকে না প্রাণের সত্তা থাকে; এই বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় আর প্রাণের ভেদ আছে ॥ ২।৪।১৮ ॥

বেদে কহিতেছেন যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে জীবের সহিত পৃথিবী এবং জল আর তেজেতে প্রবিষ্ট হইয়া এই পৃথিব্যাদি তিনকে নামরূপের দ্বারা বিকারবিশিষ্ট করি, পশ্চাৎ ঐ তিনকে একত্র করিয়া পৃথক করি; অতএব এখানে জীব শব্দ ব্রহ্ম শব্দের সহিত আছে এই নিমিত্ত নামরূপের কর্তা জীব হয় এমত নহে ॥

সংজ্ঞামূর্তিক৯প্তিস্তুত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ। ২।৪।১৯ ॥

পৃথিব্যাদি তিনকে একত্র করেন পৃথিব্যাদি তিনকে পৃথক করেন এমন যে ঈশ্বর তিনি নামরূপের কর্তা, যেহেতু বেদে নামরূপের কর্তা ঈশ্বরকে কহিয়াছে॥ ২।৪।১৯ ॥

টীকা—১৯শ সূত্র—ছান্দোগ্য (৬।৩।২) বলিয়াছেন, সেই দেবতা চিন্তা করিলেন, আমি জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতাতে (তেজঃ, অপ্ ও অন্নতে অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবীতে) অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে অভিব্যক্ত করিব। তাহাদের (তেজ, অপ্, অন্নের অর্থাৎ পৃথিবীর) এক একজনকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব (অর্থাৎ তিন তিনভাগে (বিভক্ত করিব)। সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবানি ইতি)।

সূত্রের সংজ্ঞামূর্তি ক্লৃপ্তি শব্দের অর্থ নাম ও রূপের অভিব্যক্তি। যিনি ত্রিবৃৎ কর্মের উপদেশ করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরই নামরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ছান্দোগ্য ৬।৩।২ মন্ত্রে আছে, পরমেশ্বর জীবাত্মারূপে সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ

করিয়াছিলেন। সুতরাং সৃষ্টিতে তখন জীবও ছিল। তাহা হইলে নামরূপের অভিব্যক্তি কি জীবই করিয়াছেন? এই আশংকার উত্তরে বলিতেছেন, না, নামরূপের সৃষ্টির সামর্থ জীবের নাই। পরমেশ্বরই তাহা করিয়াছেন, ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়ার দ্বারা। ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়া, জগৎ সৃষ্টির এক প্রক্রিয়া। তার বিবরণ এই। তুমি দেখিলে, প্রবল অগ্নি জ্বলিতেছে; ছান্দোগ্য ৬।৪।৯ বলিলেন, অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ; তাহার যে শ্বেতরূপ, তাহা জলেরই রূপ; তাহার যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নেরই রূপ। বেদান্তে অন্ন শব্দের দ্বারা জড় পৃথিবীকে বুঝানো হয়। পুনরায় শ্রুতি বলিলেন "অনাগাৎ অগ্নেরগ্নিত্বম্" অগ্নির অগ্নিত্বই চলিয়া গেল। সুতরাং বস্তুর নাম ও রূপ সবই মিথ্যা; তেজ, জল ও অন্ন, এই তিনের রূপই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত; বস্তু নাই, পরিবর্তে আছে তিন মহাভূতের রূপ। যখন বলা হয়, ব্রহ্ম ভুবন সুন্দর, তখন শ্রুতি ধীরে ধীরে বলেন যাহাকে সৌন্দর্য বলিতেছ, তাহা তেজের, জলের ও অন্নের রূপ ভিন্ন কিছু নহে। ত্রিবৃৎ করণের প্রক্রিয়া এই প্রকার :

তেজ ১/২ + জল ১/৪ + অন্ন ১/৪ = ১ তেজ অণু।

জল ১/২ + তেজ ১/৪ + অন্ন ১/৪ — ১ জল অণু।

অন্ন ১/২ + তেজ ১/৪ + জল ১/৪ = ১ অন্ন অণু।

এই হারে যত কিছু জড়বস্তু গঠিত। ইহাতে দেখা যাইবে যে আকাশ ও বায়ু এই দুই মহাভূতকে বাদ দেওয়া হইয়াছে; অথচ সৃষ্ট বস্তুতে আকাশ ও বায়ু বর্তমান; এজন্য পঞ্চীকরণ নামে সৃষ্টির আরো এক প্রক্রিয়া আছে; তার নাম পঞ্চীকরণ; পঞ্চীকরণের উদাহরণ তেজ ১/২ + আকাশ ১/৮ + বায়ু ১/৮ + জল ১/৮ + অন্ন ১/৮ — ১ তেজ অণু। ছান্দোগ্য উপনিষদ কিন্তু ত্রিবৃৎ করণেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

যদি কহ পৃথিবী জল তেজ এই তিন একত্র হইলে তিনের কার্যের ঐক্য হয় এমত কহিতে পারিবে না॥

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ॥ ২।৪।২০॥

মাংস পুরীষ মন এই তিন ভূমের কার্য আর এই দুয়ের অর্থাৎ জল আর তেজের তিন তিন করিয়া ছয় কার্য হয়; জলের কার্য মূত্র

রুধির প্রাণ, তেজের কার্য অস্থি মজ্জা বাক্য এই রূপ বিভাগ বেদের অসম্মত নহে, ত্রিবৃৎ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি তিনকে পঞ্চীকরণের দ্বারা একত্রকরণ হয়। পঞ্চীকরণ একের অর্দ্ধেক আর ভিন্ন দুইয়ের এক এক পাদ মিশ্রিত করণকে কহি ॥ ২।৪।২০ ॥

টীকা—২০শ সূত্র—এই সূত্রে রামমোহন পঞ্চীকরণের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু পঞ্চীকরণের যে প্রক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কিন্তু ত্রিবৃৎ করণের প্রক্রিয়া অর্থাৎ এক এক মহাভূতের $\frac{1}{2}$ এর সহিত অপর দুই মহাভূতের এক চতুর্থাংশ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} =$ প্রতি মহাভূতের অণু।

যদি কহ পৃথিব্যাদি তিন একত্র হইলে তবে তিনের পৃথক পৃথক ব্যবহার কি প্রকারে হয়, তাহার উত্তর এই ॥

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ। ২।৪।২১ ॥

ভাগাধিক্যের নিমিত্তে পৃথিব্যাদের পৃথক পৃথক ব্যবহার হইতেছে, সূত্রেতে তু শব্দ সিদ্ধান্তবোধক হয় আর তদ্বাদস্তদ্বাদঃ পুনরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক ॥ ২।৪।২১ ॥

টীকা—২১শ সূত্র—ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা মিশ্রিত হইলে ব্যবহার ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে? উত্তরে বলা হইতেছে যে তিন বর্ণের সূত্র দ্বারা রজ্জু নির্মাণ করিলে, সেই রজ্জু কিন্তু একই হয় তেমনি ত্রিবৃৎকৃত বস্তুসকলও একই হয়; তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ হয় না। তবে যে বস্তুতে যে মহাভূতের আধিক্য, তাহা সেই ভূতস্বরূপই হয়। সূত্রের বৈশেষ্য শব্দের অর্থ সংখ্যার আধিক্য (ভূয়স্ত্বম্)। রামমোহনও লিখিয়াছেন, ভাগাধিক্যের নিমিত্তে পৃথিব্যাদির পৃথক পৃথক ব্যবহার হইতেছে।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ। ইতি শ্রী বেদান্তে গ্রন্থে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥০॥

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ যদি এতৎ শরীরারম্ভক পঞ্চভূতের সহিত জীব মিলিত না হইয়া অন্য দেহেতে গমন করেন এমত কহিতে পারিবে না ॥

বৈরাগ্য উৎপন্ন না হইলে জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুল হয় না। পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের চক্রে নিষ্পেষণের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এজন্য তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং ॥ ৩।১।১ ॥

অন্য দেহপ্রাপ্তিসময়ে এই শরীরের আরম্ভক যে পঞ্চ ভূত তাহার সহিত মিলিত হইয়া জীব অন্য দেহেতে গমন করেন ; প্রবহণরাজের প্রশ্নে শ্বেতকেতুর উত্তরেতে ইহা প্রতিপাদ্য হইতেছে যে জল হইতে স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হয় ॥ ৩।১।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—সূত্রার্থ—দেহান্তরপ্রাপ্তি বিষয়ে (তদন্তর প্রতিপত্তৌ) জীব দেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম ভূতসকলের দ্বারা আলিঙ্গিত (সংপরিষক্ত) হইয়া গমন করে (সংহতি)। প্রশ্ন ও তার নিরূপণের দ্বারা তাহা জানা যায়।

উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চাল জনপদবাসীদের সমিতিতে গিয়াছিলেন। সেখানে জীবলের পুত্র প্রবাহণ তাহাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার একটী এই :— তুমি কি জান, পঞ্চম আহুতি প্রদত্ত হইলে, জল (অর্থাৎ তরল আহুতিগুলি যে প্রকারে পুরুষশব্দবাচ্য (অর্থাৎ জীব) হয় ? (বেত্থ, যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি ইতি)। শ্বেতকেতু জানিতেন না, প্রবাহণই তাহাকে ইহা শিখাইয়াছিলেন। ইহার নাম পঞ্চাগ্নিবিদ্যা। (ছান্দোগ্য ৫।৩।৩-৫।৯।১)। প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে শিখাইয়াছিলেন যে দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (নারী) এই পাঁচ অগ্নিতে, শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন এবং রেতঃ এই পাঁচ আহুতি। এই

সকল আহুতি দিলে পুরুষশব্দবাচ্য (জীব) জাত হয়। ইহার তাৎপর্য, জীব জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই যায়। রামমোহন এই প্রবাহণ ও শ্বেতকেতুরই উল্লেখ করিয়াছেন।

যদি কহ এই শ্রুতিতে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় অন্য চারি ভূতের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় না।

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ৩।১।২ ॥

পূর্ব শ্রুতিতে পৃথিবী অপ্ তেজ এই তিনের একত্রীকরণ শ্রবণের দ্বারা জলের সহিত জীবের মিলন হওয়াতে পৃথিবী আর তেজের মিলন হওয়া সিদ্ধ হয়; আপ এই বহুবচন বেদে দেখিতেছি, ইহাতেও বোধ হয় যে কেবল জলের সহিত মিলন নহে কিন্তু জল পৃথিবী তেজ এই তিনের সহিত জীবের মিলন হয় আর শরীর বাতপিত্তময় এবং গন্ধস্বেদপাদক প্রাণ-আকাশময় হয়, ইহাতে বুঝায় যে কেবল জলের সহিত দেহের মিলন নহে কিন্তু পৃথিব্যাদি পাঁচের সহিত মিলন হয় ॥ ৩।১।২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩।১।৩ ॥

বেদেতে কহিতেছেন যে জীব গমন করিলে প্রাণো গমন করে, প্রাণ যাইলে সকল ইন্দ্রিয় যায়, এই প্রাণাদের সহিত গমনের দ্বারা বোধ হয় যে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন নহে সেই পাঁচের সঙ্গে মিলন হয় ॥ ৩।১।৩ ॥

অগ্ন্যাদিষু গতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৩।১।৪ ॥

যদি কহ অগ্নিতে বাক্য বায়ুতে প্রাণ আর সূর্যতে চক্ষু যান, এই শ্রুতির দ্বারা এই বোধ হয় যে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল অগ্ন্যাদিতে যায় জীবের সহিত যায় না এমত নহে। ওই শ্রুতির উত্তরশ্রুতিতে

লিখিয়াছেন যে লোমসকল ঔষধিতে লীন হয় কেশসকল বনস্পতিতে লীন হয় অতএব এই দুই স্থলে যেমন ভাক্ত লয় তাৎপর্য হইয়াছে সেইরূপ অগ্ন্যাদিতেও লয় হয় ভক্তি স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ৩।১।৪ ॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৩।১।৫ ॥

বেদে কহিতেছে যে ইন্দ্রিয়সকল প্রথম স্বর্গস্থ অগ্নিতে শ্রদ্ধাহোম করিয়াছেন অতএব পঞ্চমী আহুতিতে জলকে পুরুষরূপে হোম করা সিদ্ধ হইতে পারে নাই এমত নহে, যেহেতু এখানে শ্রদ্ধা শব্দে লক্ষণার দ্বারা দধ্যাদিস্বরূপ জল তাৎপর্য হয় যেহেতু শ্রদ্ধার হোম সম্ভব না হয় ॥ ৩।১।৫ ॥

টীকা—২য় সূত্র—৫ম স্বত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাম্প্রতীতে ॥ ৩।১।৬ ॥

যদি বল জল যদ্যপিও পুরুষবাচক তথাপি জলের সহিত জীবের গমন যুক্ত হয় না যেহেতু আহুতি শ্রুতিতে জলের সহিত গমন শ্রুত হইতেছে নাই এমত কহিতে পারিবে না, যেহেতু বেদে কহিতেছেন আহুতির রাজা সোম আর যে জীব যজ্ঞ করে সে ধূম হইয়া গমন করে, অতএব জীবের পঞ্চভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গমন দেখিতেছি ॥ ৩।১।৬ ॥

টীকা—৬ষ্ঠ সূত্র—(য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তেদত্তম্ ইত্যুপাসতে তে ধূমম্ অভিসংভবন্তি) যাহারা গ্রামে অর্থাৎ গৃহে থাকিয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং বাপীকূপাদির প্রতিষ্ঠারূপ যজ্ঞবেদির বাহিরে দান করে, তাহারা ধূমকে অর্থাৎ ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। (ছাঃ ৫।১০।৩)। এইজন্য রামমোহন বলিয়াছেন, সে ধূম হইয়া গমন করে।

যদি কহ বেদে কহিতেছেন জীবসকল চন্দ্রকে পাইয়া অন্ন হয়েন সেই অন্ন দেবতারা ভক্ষণ করেন অতএব জীবসকল দেবতার ভক্ষ্য হয়েন, ভোগ করিতে স্বর্গ যান এমত প্রসিদ্ধ হয় না এমত নহে।

ভাক্তং বাহনাত্মবিত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩।১।৭ ॥

শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার ভক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত, যেহেতু আত্মজ্ঞানরহিত যে জীব তাহারা অন্নের ন্যায় তুষ্টি-জনকের দ্বারা দেবতার ভোগসামগ্রী হয়েন, যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন যাঁহারা দেবতার উপাসনা করেন তাঁহারা দেবতার পশু হয়েন। স্বর্গে গিয়া দেবতার ভক্ষ্য হইয়া জীবের ধ্বংস হয় এমত স্বীকার করিলে যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে স্বর্গের নিমিত্ত অশ্বমেধ করিবেক সেই শ্রুতি বিফল হয় ॥ ৩।১।৭ ॥

টীকা—৭ম সূত্র—সূত্রার্থ—অন্ন শব্দের গৌণ অর্থ বুঝিতে হইবে, (ভাক্তং), আত্মজ্ঞ না হওয়া হেতু (আনত্মবিত্তাৎ), দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা দেখাইতেছেন।

(এষ সোমঃ রাজা, তদ্দেবানাম্ অন্নম্, তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তি)। এই সোম রাজা, তাহা দেবতাদের অন্ন তাহা দেবতারা ভক্ষণ করেন। এই অন্ন এবং ভক্ষণ গৌণ অর্থে, দেবতারা প্রকৃতপক্ষে ভক্ষণ করেন না।

ন হ বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বাতৃপ্যন্তি (ছাঃ ৩।৬।১) দেবতারা ভক্ষণ করেন না, পান করেন না, শুধু দেখিয়াই তৃপ্ত হন। সুতরাং দেবতাদের ভক্ষণ অর্থ তৃপ্তি লাভ।

বেদে কহিতেছেন যে জীব যাবৎ কর্ম তাবৎ স্বর্গে থাকেন কর্ম ক্ষয় হইলে তাহার পতন হয় অতএব কর্মশূন্য হইয়া জীব পৃথিবীতে পতিত হয়েন এমত নহে।

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৩।১।৮ ॥

কর্মবান ক্ষয় হইলে কর্মের যে সূক্ষ্ম ভাগ থাকে জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া যে পথে যায় তদ্বিপরীত পথে আসিয়া ইহলোকে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ধুম আর আকাশাদির দ্বারা যায়, রাত্রি আর মেঘাদির দ্বারা আইসে, যেহেতু বেদে কহিতেছেন যিনি উত্তম কর্মবিশিষ্ট তিনি ইহলোকে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়েন, যিনি নিন্দিত কর্ম করেন তিনি

নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়েন এবং স্মৃতিতেও কহিতেছেন যে যাবৎ মোক্ষ না হয় তাবৎ কর্মক্ষয় হয় নাই ॥ ৩।১।৮ ॥

টীকা—৮ম সূত্র—অর্থ—সৎকর্মজনিত পুণ্যের ক্ষয়ে (কৃতাত্যয়ে) চন্দ্রলোকগত জীব কর্মবিশেষ সহ (অনুশয়বান্) যে পথে আসিয়াছিল (যথা ইতম্) তার বিপরীত মার্গে অবতরণ করে (অনেবম্), ইহা লৌকিক (দৃষ্ট), স্মৃতি, এই দুই প্রমাণে জানা যায়। কর্মফল ভোগের পর যে সামান্য কর্ম অবশিষ্ট থাকে তাহাই অনুশয়। কর্মের অবশেষ থাকিতে থাকিতেই জীবের অবতরণ হয় (শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা)। তৈলভাণ্ডের তৈল নিঃশেষিত হইলেও একেবারে নিঃশেষ হয় না; তলদেশে একটু থাকিয়াই যায়; তেমনি কর্মফল ভোগের পরেও কর্মের লেশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অনুশয়; তাহাই অবতরণের কারণ।

শ্রুতি কর্মীদের ও উপাসকদের পরলোকের পথ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কর্মীদের পথের নাম পিতৃযান ও উপাসকদের পথের নাম দেবযান। চিতার অগ্নি হইতেই দুই পথ ভিন্ন। পিতৃযানের যাত্রীরা প্রথমে ধূমকে প্রাপ্ত হন। তাহারা ধূম হইতে রাত্রি, তাহা হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, তাহা হইতে দক্ষিণায়ন-এর মাসসকলকে, তাহা হইতে পিতৃলোক, তাহা হইতে আকাশ, তাহা হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। সেখানে অর্জিত কর্মফল ভোগ করিয়া, ভোগশেষে প্রত্যাবর্তনের পথে, প্রথমেই আকাশকে প্রাপ্ত হন; তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে ধূম, তাহা হইতে অভ্র অর্থাৎ হালকা মেঘ, তাহা হইতে মেঘ, তাহা হইতে বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া ফল, শস্য, বৃক্ষলতারূপে জাত হন। এই ব্রীহি, যব, ফল, শস্য রূপ হইতে উদ্ধার লাভ অতি কঠিন। সন্তানোৎপাদনে যাহারা সমর্থ, তাহারা ঐ ব্রীহি যব ফল শস্য ভক্ষণ করিয়া সন্তানোৎপাদন করেন। সেই সন্তানই জীবপদ বাচ্য। এই জীব জন্ম হইতে মরণে এবং মরণ হইতে পুনরায় জন্মে প্রবেশ করে। জন্মমরণের চক্রের নিষ্পেষণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় ব্রহ্মসাধনা, আত্মজ্ঞান; অন্য উপায় নাই। সুতরাং বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের একমাত্র কর্তব্য ব্রহ্মসাধনা।

রামমোহন বলিয়াছেন ধূম আর আকাশাদির দ্বারা যায়, রাত্রি আর

মেঘাদির দ্বারা আইসে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত জন্মমরণের চক্রের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রামমোহন দিয়াছেন।

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৩।১।৯ ॥

যদি কহ চরণ অর্থাৎ আচারের দ্বারা উত্তর অধম যোনি প্রাপ্ত হয় কর্মের সুক্ষ্মাংশবিশিষ্ট হইয়া হয় না এমত কহিতে পারিবে না, যে-হেতু কার্ষ্ণাজিনি মুনি চরণ শব্দকে কর্ম করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৩।১।৯ ॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ৩।১।১০ ॥

যদি কহ কর্ম উত্তম অধম যোনিকে প্রাপ্তি করায় তবে আচার বিফল হয় এমত নহে, যেহেতু আচার ব্যতিরেকে কর্ম হয় না ॥ ৩।১।১০ ॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ৩।১।১১ ॥

সুকৃত দুষ্কৃত কর্মকে আচার করিয়া বাদরিও কহিয়াছেন ॥ ৩।১।১১ ॥

টীকা—৯ম সূত্র—১১শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

পরসূত্রে সন্দেহ করিতেছেন।

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতং ॥ ৩।১।১২ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে লোক এখান হইতে যায় সে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় অতএব পাপকর্মকারীও পুণ্যকারীর ন্যায় চন্দ্রলোকে গমন করে ॥ ৩।১।১২ ॥

পরসূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ৩।১।১৩ ॥

সংযমনে অর্থাৎ যমলোকে পাপীজন দুঃখকে অনুভব করিয়া

বারবার গমনাগমন করে বেদেতে নচিকেতসের প্রতি যমের উক্তি এই প্রকার দেখিতেছি ॥ ৩।১।১৩ ॥

টীকা—১২শ—১৩শ সূত্র—যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম।

অয়ং লোকো নাস্তিপর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশম্ আপদ্যতে মে॥ (কঠ ২।৬)।

"বালকের ন্যায় বিবেকহীন, ধনের মোহে বিমূঢ় ব্যক্তির নিকট সাম্পরায় অর্থাৎ পরলোক চিন্তা প্রকাশিত হয় না। শুধুমাত্র এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এইরূপ মনে করিয়া সে পুনঃপুনঃ আমার বশ হয়।" ইহারাই দুষ্কৃতকারী; সুতরাং ইহারা চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় না; যমলোকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া সেস্থান হইতে আবার সংসারে জন্মে।

স্মরন্তি চ ॥ ৩।১।১৪ ॥

স্মৃতিতেও পাপীর নরক গমন কহিয়াছেন ॥ ৩।১।১৪ ॥

অপি চ সপ্ত ॥ ৩।১।১৫ ॥

পাপীদিগের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্তবিধ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তবে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি পুন্যবানদিগ্‌গের হয় এই বেদের তাৎপর্য হয় ॥ ৩।১।১৫ ॥

টীকা—১৪শ—১৫শ স্ত্র—পাপীদিগের নরকযন্ত্রণা ভোগ গীতা এবং পুরাণেও আছে। শুধু পুণ্যবানরাই চন্দ্রলোকে যায়।

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ৩।১।১৬ ॥

শাস্ত্রেতে যমকে শাস্তা কহেন কোন স্থানে যমদূতকে শাস্তা দেখিতেছি কিন্তু সে যমের আজ্ঞার দ্বারা শাসন করে অতএব বিরোধ নাই ॥ ৩।১।১৬ ॥

টীকা—১৬শ সূত্র ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৩।১।১৭ ॥

জন্ম আর মৃত্যুর স্থানকে বেদে তৃতীয় স্থান করিয়া কহিয়াছেন ; সেই তৃতীয় স্থান পাপীর হয় যেহেতু দেবস্থান বিদ্যাবিশিষ্ট লোকের পিতৃস্থান কর্মবিশিষ্ট লোকের বেদে পূর্বেই কহিয়াছেন ॥ ৩।১।১৭ ॥

টীকা—১৭ সূত্র—জায়স্ব-ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয় স্থানম্ (ছাঃ ৫।১০।৮)। যে সব জীব জন্মিয়াই মরে, তাহারাই তৃতীয় স্থান বা জায়স্ব-ম্রিয়স্ব যথা বিষ্ঠায় উৎপন্ন কৃমিসকল।

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ৩।১।১৮ ॥

তৃতীয়ে অর্থাৎ নরকমার্গে যাহারা যায় তাহাদিগ্‌গের পঞ্চাহুতি হয় নাই, যেহেতু আহুতি বিনা তাহাদিগ্‌গের পুনঃ পুনঃ জন্ম বেদে উপলব্ধি হইতেছে ॥ ৩।১।১৮ ॥

টীকা—১৮ সূত্র—পূর্বে পঞ্চমী আহুতির কথা বলা হইয়াছে; শুধু মনুষ্যশরীর লাভের জন্যই এই আহুতি ; কীট পতঙ্গশরীরলাভের জন্য নহে। সুতরাং তৃতীয়স্থানবাসীদের পঞ্চমী আহুতি হয় নাই, সুতরাং তাহারা পুনঃপুনঃ জন্মে ও মরে।

স্মর্য্যতেপি চ লোকে ॥ ৩।১।১৯ ॥

পুণ্যবিশিষ্ট হইবার প্রতি পঞ্চাহুতির নিয়ম নাই যেহেতু লোকে অর্থাৎ ভারতে স্ত্রী পুরুষের পঞ্চাহুতি ব্যতিরেকে দ্রৌপদী প্রভৃতির জন্ম ঋষিরা কহিতেছেন ॥ ৩।১।১৯ ॥

টীকা—১৯শ সূত্র—পঞ্চাহুতিতে উৎপন্ন হইলে পুণ্যবান হইবে, এমন নহে। রামমোহন মহাভারতের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে পঞ্চাহুতি ছাড়াই দ্রৌপদীর জন্ম হইয়াছিল।

দর্শনাচ্চ ॥ ৩।১।২০ ॥

মশকাদির স্ত্রী পুরুষ ব্যতিরেকে জন্ম দেখিতেছি এই হেতু পুণ্যবান

পঞ্চাহুতি করিবেক পঞ্চাহুতি না করিলে পুণ্যবান হয় নাই এমত নহে ॥ ৩।১।২০ ॥

বেদে কহিয়াছেন অণ্ড হইতে এবং বীজ হইতে আর ভেদ করিয়া এই তিন প্রকারে জীবের জন্ম হয়, অণ্ড হইতে পক্ষ্যাদির বীজ হইতে মনুষ্যাদির তৃতীয় ভেদ করিয়া বৃক্ষাদের জন্ম হয়, অতএব স্বেদ হইতে মশকাদির জন্ম হয় এই প্রকার জীব অর্থাৎ মশকাদি এ তিনের মধ্যে পাওয়া যায় নাই, তাহার সমাধা এই ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ৩।১।২১ ॥

সংশোকজ অর্থাৎ স্বেদজ যে মশকাদি তাহার সংগ্রহ তৃতীয় শব্দে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারা অবরোধ অর্থাৎ সংগ্রহ হয় যেহেতু মশকাদিও ঘর্ম জলাদি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় ॥ ৩।১।২১ ॥

টীকা—২০শ—২১শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

বেদে কহিতেছেন জীবসকল স্বর্গ হইতে আসিবার কালে আকাশ হইয়া বায়ু হইয়া মেঘ হইয়া আইসেন অতএব এই সন্দেহ হয় যে জীব সাক্ষাৎ আকাশাদি হয়েন এমত নহে ॥

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ৩।১।২২ ॥

আকাশাদের সাম্যতা জীব পান সাক্ষাৎ আকাশ হয়েন না, যেহেতু সাক্ষাৎ আকাশ হইলে বায়ু হওয়া অসম্ভব হয়, এই হেতু আকাশাদি শব্দ তাহার সাদৃশ্য বুঝায় ॥ ৩।১।২২ ॥

টীকা—২২শ সূত্র—সূত্রস্থ স্বাভাব্য শব্দের অর্থ সাম্য ; অবতারণকালে চন্দ্রলোকস্থ জীব কর্মফল ভোগের পর অবতরণ করে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র (হালকা মেঘ), তাহা হইতে মেঘ তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। জিজ্ঞাস্য এই, সেই জীব স্বরূপতঃই আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি হয় ? তার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, আকাশাদির সাম্য লাভ করে। কি প্রকার সাম্য ? চন্দ্রমণ্ডলস্থ জীবের জলময় শরীর ভোগক্ষয়ে বিলীয়মান হইতে থাকে ;

সেই শরীর প্রথমে সূক্ষ্ম আকাশের মত হয়, তার পরে বায়ুর বশে ধূমের মত হয়। এইরূপ সাম্যের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

আকাশাদির সাম্যত্যাগ বহুকাল পরে জীব করেন এমত নহে।

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ॥ ৩।১।২৩॥

জীবের আকাশাদি সাম্যের ত্যাগ অল্পকালে হয় যেহেতু বেদে আকাশাদি সাম্য ত্যাগের কাল বিশেষ না কহিয়া জীবের ব্রীহি সাম্যের ত্যাগ অনেক কষ্টে বহুকালে হয় এমত ত্যাগের কাল বিশেষ কহিয়াছেন, অতএব জীবের স্থিতি ব্রীহিতে অধিক কাল হয় আকাশাদিতে অল্প কাল হয়॥ ৩।১।২৩॥

টীকা—২৩শ সূত্র—আকাশাদির সহিত জীবের সাম্য অল্পস্থায়ী হয়। তবে ব্রীহি প্রভৃতি ভাব হইতে নিষ্ক্রমণ দীর্ঘতর কালসাপেক্ষ।

বেদেতে কহিয়াছেন জীবসকল পৃথিবীতে আসিয়া ব্রীহি যবাদি হয়েন ইহাতে বোধ হয় যে জীবসকল সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন না এমত নহে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ। ৩।১।২৪।

জীবের ব্রীহিযবাদিতে অধিষ্ঠান মাত্র হয় জীব সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন নাই অতএব ব্রীহিযবাদের যন্ত্রবিশেষে মর্দণের দ্বারা জীবের দুঃখ হয় না, পূর্বের ন্যায় আকাশাদির কথনের দ্বারা যেমন সাদৃশ্য তাৎপর্য হইয়াছে সেইরূপ এখানে ব্রীহি কথনের দ্বারা ব্রীহি সম্বন্ধ মাত্র তাৎপর্য হয়, যেহেতু পূর্বেতে কহিয়াছেন যে উত্তম কর্ম করে সে উত্তম যোনিকে প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেইরূপে জীব ব্রীহিধর্মকে পায় না॥ ৩।১।২৪॥

টীকা—২৪শ সূত্র—ছাঃ (৫।১০।৬) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ ইত্যাদি রূপে জাত হন (ইহব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে)।

তাহারা কি প্রকৃত ব্রীহিযব হন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে, তাহারা যথার্থ ব্রীহিযব হয় না, অর্থাৎ ব্রীহিযবের সহিত সংসর্গ মাত্র হয়। সুতরাং প্রকৃত যব প্রভৃতি যখন পেষণযন্ত্রে পিষ্ট বা চূর্ণ হয়, তখন ঐ সংসৃষ্ট যবাদিতে যে সকল জীব থাকেন, তাহাদের দুঃখ হয় না। কারণ, পূর্বে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে, এখানেও সেই সাদৃশ্যই তাৎপর্য হয়। ছান্দোগ্য (৫।১০।৭) বলিয়াছেন, যাহারা রমনীয় আচরণ করেন, অর্থাৎ শুভ কর্ম করেন তাহারা রমণীয় জন্ম অর্থাৎ শুভ জন্ম লাভ করেন (তদ্ য ইহ রমনীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্)। ইহার তাৎপর্য এই, ব্রীহি যবাদিরূপে যে সকল জীব অবতরণ করে, তাহাদের বিষয়ে কর্মের কোন উল্লেখ না থাকায়, তাহারা কর্মফল ভোগ করেন না। সূত্রে অন্যাধিষ্ঠিতেষু শব্দটী আছে ; তার তাৎপর্য—অন্য জীবগণ কর্তৃক ব্রীহি প্রভৃতিতে অনুশয়ীদিগের সংসর্গ মাত্র হয়। অন্যৈর্জীবৈরষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রম অনুশয়িনাং ভবতি—সদাশিবেন্দ্রকৃত বৃত্তি)। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অনুশয়িরা অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে অবতরণকারী জীবেরা যে সকল ব্রীহিযব-এর সহিত সংশ্লিষ্ট হন সেই সকল ব্রীহিযবাদি পূর্ব হইতেই অপর জীবসকল আবদ্ধ আছেন ; তণ্ডুল, তিল, যব, গম, প্রভৃতি ক্ষুদ্র শস্যের মধ্যে আবদ্ধ জীবসকল স্থাবরই হইয়া যান। তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহাদের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" (ছা: ৫।১০।৬)। ইহাদের অবস্থা নিষ্প্রপতরম্, অর্থাৎ স্থাবর অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণ ঐ সকল জীবের অতি কষ্টকর। দুষ্কৃতকারীরাই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ৩.১।২৫ ॥

পশুহিংসনাদির দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম অশুদ্ধ হয় অতএব যজ্ঞাদি-কর্তা যে জীব তাহার ব্রীহিযবাদি অবস্থাতে দুষ্খ পাওয়া উচিত হয় এমত নহে যেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদি কর্মের বিধি আছে ॥ ৩।১।২৫ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ৩।১।২৬ ॥

ব্রীহিযবাদি ভাবের পর রেতের সংসর্গ হয় ॥ ৩।১।২৬ ॥

যদি কহ রেতের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ মাত্র অতএব ভোগাদের নিমিত্তে জীবের মুখ্য জন্ম হয় না এমত নহে ॥

যোনেঃ শরীরং ॥ ৩।১।২৭ ॥

যোনি হইতে নিষ্পন্ন হয় যে শরীর, সেই শরীর ভোগের নিমিত্তে জীব পায়, জীবের যে জন্মাদির কথন এই অধ্যায়েতে সে কেবল বৈরাগ্যের নিমিত্তে জানিবে ॥ ৩।১।২৭ ॥

টীকা—২৪শ—২৭শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

ব্যাখ্যা শেষে রামমোহন বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে (পাদে) জীবের জন্মাদির যে বর্ণনা আছে, তাহা কেবল বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য। বৈরাগ্য জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

দ্বিতীয় পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ দুই সূত্রে স্বপ্ন বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন ॥

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ৩।২।১ ॥

জাগ্রৎ সুষুপ্তির সন্ধি যে স্বপ্নাবস্থা হয় তাহাতে যে সৃষ্টি সেও ঈশ্বরের কর্ম, অতএব অন্য সৃষ্টির ন্যায় সেও সত্য হউক, যেহেতু বেদে কহিতেছেন রথ রথের সম্বন্ধ এবং পথ এসকলের স্বপ্নেতে সৃষ্টি হয় ॥ ৩।২।১ ॥

নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ৩।২।২ ॥

কোনো শাখীরা পাঠ করেন যে স্বপ্নেতে পুত্রাদিসকলের আর অভিষ্ট সামগ্রীর নির্মাণকর্তা পরমাত্মা হয়েন ॥ ৩।২।২ ॥

প্রথম পাদে জীবের গতি নির্ণীত হইয়াছে। এই পাদে জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার বিচার করা হইয়াছে।

টীকা—১ম—২য় সূত্র—স্বপ্ন সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ মাত্র।

পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেন।

মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩।২।৩ ॥

স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু হয় সে মায়ামাত্র, যেহেতু স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয় তাহার উচিত মতে স্বরূপের প্রকাশ নাই যেমন পার্থিব শরীর মনুষ্যের উড়িতে দেখেন; তবে পূর্ব শ্রুতিতে যে রথের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে সকল কাল্পনিক যেহেতু পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে স্বপ্নেতে রথ, রথের যোগ পথ সকলি মিথ্যা ॥ ৩।২।৩ ॥

টীকা—৩য় সূত্র—পূর্বপক্ষের খণ্ডন। স্বপ্নে দেখা যায় পার্থিব অর্থাৎ স্থূলশরীরযুক্ত মানুষ উড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহা অবাস্তব; সুতরাং স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না; সুতরাং স্বপ্নের দৃশ্য মায়া

মাত্র। স্বপ্নে দেখা যায়, রথ পথ দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে ; কিন্তু রথ, রথের সংযোগ, পথ কিছুই বস্তুতঃ নাই। ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থা নো ভবন্তি (বৃহঃ ৪।৩।১০)। আরো মনে উপলব্ধি করিতে হইবে যে স্বপ্নদ্রষ্টা দেহের বাহিরে থাকিয়াই স্বপ্ন দেখে ; সুতরাং প্রকৃত দ্রষ্টা যে আমি, তাহা দেহ হইতে পৃথক। আমি নিজ গৃহে শয়ন করিয়া স্বপ্নে দেখিলাম, হিমালয়ের কৈলাস আশ্রমে বসিয়া মহাত্মাদের উপদেশ শুনিতেছি। আমার দেহ ক্ষুদ্র গৃহে নিজ শয্যায় যখন পড়িয়া আছে, তখনই হিমালয়ের ঘটনা দেখিলাম। সুতরাং প্রকৃত আমি দেহ হইতে পৃথক এবং দেহের বাহিরে আসিয়াই স্বপ্ন দেখিলাম।

যদি কহ স্বপ্ন মিথ্যা হয় তবে শুভাশুভের সূচক স্বপ্ন কিরূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই।

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ। ৩।২।৪ ॥

স্বপ্ন যদ্যপিও মিথ্যা তথাপি উত্তম পুরুষেতে কদাচিৎ স্বপ্ন শুভাশুভ সূচক হয়, যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন এবং স্বপ্নজ্ঞাতারা এই প্রকার কহেন ॥ ৩।২।৪ ॥

টীকা—৪র্থ সূত্র—স্বপ্নে গজে আরোহণ দেখিলে সৌভাগ্য, গর্দভে আরোহণ দেখিলে মৃত্যু, কাম্যকর্ম অনুষ্ঠানকালে নারীর স্বপ্ন দেখিলে সৌভাগ্য সূচিত হয়, তবে স্বপ্ন মিথ্যা কেন? উত্তরে বলা হইতেছে যে স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞেরা এইরূপই বলেন। যাহা সূচিত হয় তাহা সত্য হইলেও, যে স্বপ্ন দেখা হইয়াছে, তাহা সত্য নহে ; কারণ তাহা তৎক্ষণেই অন্তর্হিত হয় সুতরাং তাহা মায়া মাত্র।

যদি কহ ঈশ্বরের সৃষ্টি সংসার যেমন সত্য হয় সেইরূপ জীবের সৃষ্টি স্বপ্ন সত্য হয় যেহেতু জীবের ঈশ্বরের সহিত ঐক্য আছে, এমত কহিতে পারিবে না ॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোহ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ। ৩।২।৫।

জীব যদ্যপিও ঈশ্বরের অংশ তত্রাপি জীবের বহির্দৃষ্টির দ্বারা

ঐশ্বর্য আচ্ছন্ন হইয়াছে, এই হেতু জীবের বন্ধ আর দুঃখ অনুভব হয় ; অতএব ঈশ্বরের সকল ধর্ম জীবেতে নাই ॥ ৩।২।৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৩।২।৬ ॥

দেহকে আত্মসাৎ লইবার নিমিত্তে জীবের বহির্দৃষ্টি হইয়া ঐশ্বর্য আচ্ছন্ন হয় কিন্তু পুনরায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে বহির্দৃষ্টি থাকে না ॥ ৩।২।৬ ॥

টীকা—৫ম—৬ষ্ঠ সূত্র—স্বপ্ন বিষয়ে দ্বিতীয় আপত্তি ;—জীব পরমাত্মার অংশ ; সুতরাং জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঐশ্বর্যই ; সুতরাং জীবের সঙ্কল্পজনিত স্বপ্ন কেন সত্য হইবে না ? এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে যে জীব ঈশ্বরের অংশ হইলেও, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাতে জীব বদ্ধ হয়, সুতরাং জীবের ঈশ্বরত্বও তখন থাকে না, তাই জীবের সংকল্পিত স্বপ্ন মিথ্যাই হয়। দ্বিতীয়তঃ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকাতে জীবের স্বরূপ তিরোহিত ; তাই জীবের সংকল্পও সত্য হয় না।

বেদে কহিয়াছেন যে জীবসকল নাড়ী ভ্রমণ করিয়া পুরীতন্নাড়ীতে যাইয়া কেবল সেই নাড়ীতে সুষুপ্তি করেন এমত নহে।

তদভাবো নাড়ীষু তৎশ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৩।২।৭ ॥

স্বপ্নের অভাব যে সুষুপ্তি, সে কালে পুরীতৎনাড়ীতে এবং পরমাত্মাতে শয়ন করেন ; সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়নের মুখ্যস্থান ব্রহ্ম হয়েন এমত বেদেতে কহিয়াছেন ॥ ৩।২।৭ ॥

অতঃপ্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৩।২।৮ ॥

সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়নের মুখ্যস্থান পরমাত্মা হয়েন এই হেতু পরমাত্মা হইতে জীবের প্রবোধ হয় এমত বেদে কহিয়াছেন ॥ ৩।২।৮ ॥

যদি সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন পুনরায় জাগ্রৎ সময়ে ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেন, তবে এই বোধ হয় যে এক জীব ব্রহ্মেতে লয়

হয়েন অপর জীব ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেন, যেমন পুষ্করিণীতে এক কলসী জল নিঃক্ষেপ করিয়া পুনরায় উত্থাপন করাইলে সে জলের উত্থান হয় নাই, ইহার উত্তর এই।

স এব তু কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ। ৩।২।৯॥

সুষুপ্তি সময়ে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন জাগ্রৎ কালে সেই জীব উত্থান করেন ইহাতে এই পাঁচ প্রমাণ; এক কর্ম শেষ অর্থাৎ শয়নের পুর্বে কোন কর্মের আরম্ভ করিয়া শয়ন করে উত্থান করিয়াও সেই কর্মের শেষ পূর্ণ করে এমত দেখিতেছি, দ্বিতীয় অনু অর্থাৎ নিদ্রার পুর্বে যে আমি ছিলাম সেই আমি নিদ্রার পরে আছি এমত অনুভব, তৃতীয় পুর্ব ধনাদের স্মরণ, চতুর্থ বেদে কহিয়াছেন সেই জীব নিদ্রার পরে সেই শরীরে আইসেন, পঞ্চম যদি জীব সেই না হয় তবে প্রতিদিন স্নান করিবেক ইত্যাদি বেদের বিধি সফল হয় না॥ ৩।২।৯॥

টীকা—৭ম সূত্র—৯ম সূত্র: সুষুপ্তিবিচার—সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা কোথায় সুপ্ত থাকে? ছাঃ (৮।৬।৩) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, জীবাত্মা সুষুপ্তিকালে নাড়ীসকলেতে গমন করেন এবং তখন কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না। নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি)। বৃহঃ (২।১।১৯) মন্ত্রে আছে, সেই সকল নাড়ী হইতে সরিয়া পুরীতৎ নাড়ীতে শয়ন করে (তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে)। হৃদয় (Heart) কে যে শিরজাল বেষ্টিত করিয়া আছে সেই জালই পুরীতৎ। ছাঃ (৬।৮।১) মন্ত্রে আছে, হে বৎস, তখন (সুষুপ্তিতে) সৎস্বরূপ-এর সঙ্গে একীভূত হয়, স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, সেই জন্ম লোকে ইহাকে (জীবাত্মাকে) সুষুপ্ত এই শব্দে আখ্যাত করে, কারণ সে স্ব স্বরূপকেই প্রাপ্ত হয়। এই স্ব শব্দের অর্থ আত্মা, সুতরাং স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হয় কথার অর্থ, আত্মস্বরূপ হন (সত্য সোম্য, তদা সংপন্নো ভবতি, স্বম্ অপীতো ভবতি। স্ব শব্দেন আত্মা অভিলপ্যতে)। পুরীতৎও নাড়ীই; সেইজন্য সূত্রে শুধু পুরীতৎ ও ব্রহ্মের উল্লেখই আছে। সুতরাং সুষুপ্তিতে জীবাত্মা ব্রহ্মেই আত্মাতেই শয়ন করে অর্থাৎ একীভূত হয়। ছাঃ (৬।১০।১) মন্ত্রে আছে, সৎ হইতে আসিয়াও জীবেরা জানেনা যে তাহারা সৎস্বরূপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে (সতঃ আগম্য ন বিদুঃ সত: আগচ্ছামহে।

ছাঃ (৮৷৩৷২) মন্ত্রে আছে, সকল প্রাণী অহরহ এই ব্রহ্মলোকে যাইতেছে, কিন্তু জানিতেছে না (সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহ র্গচ্ছন্তি এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি)। সুতরাং জীবসকল ব্রহ্মেই শয়ন করে, ব্রহ্ম হইতেই জাগিয়া উঠে।

যে জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মে গমন করেন, জাগরণে সেই জীবই উত্থিত হন কি? এক কলসী জল সরোবরে ঢালিয়া ফেলিয়া পুনরায় এক কলসী জল তুলিলে পূর্বের জল তো উঠে না; ব্রহ্মে শয়ান জীবই জাগরণে উত্থিত হয়, এই বিশ্বাসের প্রমাণ কি? নবম সূত্রে তাহারি উত্তরে বলা হইয়াছে, সেই জীবই উঠে (স এব)। কর্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি ও বিধি। সূত্রে চারিটী কারণ দেওয়া হইয়াছে; রামমোহন দিয়াছেন পাঁচটী কারণ, কর্মশেষ, নিদ্রার পূর্বে ও পরে একই আমি আছি এই অনুভব, পূর্বাধনাদের স্মরণ, বেদ এবং বিধি। পূর্বধনাদের স্মরণ এই যুক্তি রামমোহনের নূতন যুক্তি; কিন্তু এর অর্থ কি? ধনা শব্দ বাঙ্গালায় নাই। রামমোহন গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে এই পাঠই আছে। যদি ছাপার ভুলে ধনীশব্দের স্থানে ধনা হইয়াছে বলা হয়, তবে অর্থ দাঁড়ায়, শয়নের পূর্বে যে ধনীদের জানা ছিল, উত্থানের পরেও তাহাদিগকে স্মরণ করা সম্ভব হইল। সুতরাং সুপ্ত এবং উত্থিত একই জন। ব্যাখ্যা সহজবোধ্য।

মূর্চ্ছাকালে জ্ঞান থাকে নাই অতএব মূর্চ্ছা জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের ভিন্ন, আর শরীরেতে মূর্চ্ছাকালে উষ্ণতা থাকে এই হেতু মৃত্যু হইতেও ভিন্ন হয়, অতএব এ তিন হইতে ভিন্ন যে মূর্চ্ছা সে সুষুপ্তির অন্তর্গত হয় এমত নহে।

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ৩৷২৷১০ ॥

মূর্চ্ছা সুষুপ্তির অর্দ্ধাবস্থা হয়, যেহেতু সুষুপ্তিতে বিশেষ জ্ঞান থাকে নাই মূর্চ্ছাতেও বিশেষ জ্ঞান থাকে না; কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রাণের গতি থাকে মূর্চ্ছাতে প্রাণের গতি থাকে না, এই ভেদপ্রযুক্ত মূর্চ্ছা সুষুপ্তি হইতেও ভিন্ন হয় ॥ ৩৷২৷১০ ॥

টীকা—১০ সূত্র—মানুষের চারি অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু;

কিন্তু মূর্চ্ছা এদের অন্তর্ভুক্ত নহে। শাস্ত্রে মানুষের পঞ্চম অবস্থারও উল্লেখ নাই; সুতরাং মূর্চ্ছাতে আংশিক ব্রহ্মপ্রাপ্তি মানিতে হয়।

বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম স্থূল হয়েন সূক্ষ্ম হয়েন গন্ধ হয়েন রস হয়েন অতএব ব্রহ্ম দুই প্রকার হয়েন, তাহার উত্তর এই।

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ৩।২।১১ ॥

উপাধি দেহ আর উপাধেয় জীব এই দুয়ের পর যে পরম ব্রহ্ম তিনি দুই নহেন, যেহেতু সর্বত্র বেদেতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ এক করিয়া কহিয়াছেন; তবে যে পূর্বশ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্বগন্ধ সর্বরস করিয়া কহিয়াছেন, সে ব্রহ্ম সর্বস্বরূপ হয়েন এই তাহার তাৎপর্য হয় ॥ ৩।২।১১ ॥

টীকা—সূত্র ১১শ—২১শ—ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব স্থাপন।—সূত্রের স্থান শব্দের অর্থ উপাধি; স্থানতোঽপি শব্দের অর্থ উপাধি যোগহেতুও পরব্রহ্ম (পরস্য) উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই উভয় প্রকার (উভয়লিঙ্গং) হন না (ন)। সর্বত্রই অর্থাৎ শ্রুতির সকল ব্রহ্মবোধক বাক্যেই (সর্ব্বত্র হি) ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

টীকা—১১শ সূত্র—পূর্বশ্রুতিতে—সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বরস : সর্ব্বগন্ধঃ (ছাঃ ৩।১৪।২)

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ৩.২।১২ ॥

বেদে কোন স্থানে ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কোন স্থানে ব্রহ্ম ষোড়শকলা কোন স্থানে ব্রহ্ম বিশ্বরূপ হয়েন এমত কহিয়াছেন; এই ভেদকথনের দ্বারা নির্বিশেষ না হইয়া নানা প্রকার হয়েন এমত নহে, যেহেতু বেদেতে পৃথিবী এবং দেহাদি সকল উপাধি হইতে অভেদ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন ॥ ৩।২।১২ ॥

টীকা—১২শ সূত্র—যশ্চায়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ যশ্চায়ম্ অধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়ঃ অমৃতময় পুরুষঃ। স যোঽয়মাত্মা (বৃহঃ ২।৫।১)।

অপি চৈবমেকে ॥ ৩.২।১৩ ॥

কোন শাখীরা পূর্বোক্ত উপাধিকে নিরাস করিয়া ব্রহ্মের অভেদকে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৩।২।১৩ ॥

টীকা—১৩শ সূত্র—মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। (কঠ ৪।১০)।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৩।২।১৪ ॥

ব্রহ্মের রূপ কোন প্রকারে নাই, যেহেতু যাবৎ শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন, তবে সগুণ শ্রুতি যে সে কেবল ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি বর্ণন মাত্র ॥ ৩।২।১৪ ॥

টীকা—১৪শ সূত্র—অস্থূলমনণ্বমহ্রস্বমদীর্ঘম্ (বৃহঃ ৩।৮।৮)

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ৩ ২।১৫ ॥

অগ্নি যেমন বস্তুত বক্র না হইয়াও কাষ্ঠের বক্রতাতে বক্ররূপে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ মনের তাৎপর্য লইয়া ঈশ্বর নানা প্রকার প্রকাশের ন্যায় হয়েন, যেহেতু এমত স্বীকার না করিলে সগুণ শ্রুতির বৈয়র্থ্য হয় ॥ ৩।২।১৫ ॥

টীকা—১৫শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

আহ হি তন্মাত্রং ॥ ৩।২।১৬ ॥

বেদে চৈতন্যমাত্র করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন, যেমন লবণের রাশি অন্তরে এবং বাহ্যে স্বাদু থাকে সেইরূপ ব্রহ্ম সর্বথা বিজ্ঞানস্বরূপ হয়েন, এইরূপ বেদে কহিয়াছেন ॥ ৩।২।১৬ ॥

টীকা—১৬শ সূত্র—স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘন এবৈবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। (বৃহঃ ৪।৫।১৩)।

দর্শয়তি চাথোঽপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩।২।১৭ ॥

বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরম্ভ করিয়াছেন যে যাহা পূর্বে কহিলাম সে বাস্তবিক না হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ হইতে পারেন নাই, এবং স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম সৎ কিম্বা অসৎ করিয়া বিশেষ্য হয়েন নাই ॥ ৩।২।১৭ ॥

টীকা—১৭শ সূত্র—অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহঃ ২।৩।৬)

অত এবোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ৩।২।১৮ ॥

ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েন অতএব যেমন জলেতে সূর্য থাকেন সেই জলরূপ উপাধি এক সূর্যকে নানা করে, সেইরূপ ব্রহ্মকে মায়া নানা করিয়া দেখায়, বেদেতেও এইরূপ উপমা দিয়াছেন ॥ ৩।২।১৮ ॥

টীকা—১৮শ সূত্র—এক এব হি ভুতাত্মা ভুতে ভুতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বং ॥ ৩।২।১৯ ॥

সূর্য এবং জল সমূর্তি হয়েন আর ব্রহ্ম অমূর্তি হয়েন, অতএব জলাদির ন্যায় ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যাইবেক নাই, এই নিমিত্ত এই উপমা উপযুক্ত হয় নাই। এই পূর্বপক্ষ ইহার সমাধান পরসূত্রে কহিতেছেন ॥ ৩।২।১৯ ॥

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং ॥ ৩।২।২০ ॥

সূর্যের যেমন জলেতে অন্তর্ভাব হইলে জলের ধর্ম কম্পনাদি সূর্যেতে আরোপিত বোধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের অন্তর্ভাব দেহেতে হইলে দেহের ধর্ম হ্রাস বৃদ্ধি ব্রহ্মেতে ভাক্ত উপলব্ধি হয় ; এইরূপে উভয় অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জল সূর্যের দৃষ্টান্ত উচিত হয় ; এখানে মূর্তি অংশে দৃষ্টান্ত নহে ॥ ৩।২।২০ ॥

টীকা—১৯শ—২০শ সূত্র—পূর্বসূত্রে আপত্তি, পরসূত্রে তার খণ্ডন ; ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

দর্শনাচ্চ ॥ ৩।২।২১ ॥

বেদে সর্বদেহেতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাবের দর্শন আছে, যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম দ্বিপাদ চতুষ্পাদ শরীরকে নির্মাণ করিয়া আপনি পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গদেহ হইয়া ইন্দ্রিয়ের পূর্বে ঐ শরীরে প্রবেশ করিলেন, এই হেতু জল সূর্যের উপমা উচিত হয় ॥ ৩।২।২১ ॥

টীকা—২১শ সূত্র—পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ (বৃহঃ ২।৫।১৮)।

যদি কহ বেদেতে ব্রহ্মকে দুই প্রকারে অর্থাৎ সবিশেষ নির্বিশেষ রূপে কহিয়া পশ্চাৎ নেতি নেতি বাক্যের দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝায় যে সবিশেষ আর নির্বিশেষ উভয়ের নিষেধ বেদে কহিতেছেন তবে সুতরাং ব্রহ্মের অভাব হয়, তাহার উত্তর এই।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি
ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ৩।২।২২ ॥

প্রকৃতি আর তাহার কার্যসমুদায়কে প্রকৃত কহেন, সেই প্রকৃতের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াকে বেদে নেতি নেতি শব্দের দ্বারা নিষেধ করিতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিমিত নহেন এই কহিবার তাৎপর্য বেদের হয়, যেহেতু ঐ শ্রুতির পরশ্রুতিতে ব্রহ্ম আছেন এমত বারবার কহিয়াছেন ॥ ৩।২।২২ ॥

টীকা—২২শ সূত্র—সূত্রের শব্দার্থ।—এতাবৎ শব্দের অর্থ এই পরিমাণ ; এতাবত্ত্ব শব্দের অর্থ এই পরিমাণতা অর্থাৎ ইয়ত্তা। প্রকৃত ইয়ত্তার (প্রকৃতৈতাবত্ত্বং) নিষেধ করা হইয়াছে। (প্রতিষেধতি is rejected) তারপর বারংবার বলা হইয়াছে (ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ)। প্রশ্ন জাগে এই, কার ইয়ত্তার প্রতিষেধ করা হইয়াছে এবং তারপরে বারংবার কার বিষয় বলা হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করেন, তাহারা জানেন,

ভগবান বেদব্যাস এই সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন উপনিষদের মন্ত্রসকলের উপদিষ্ট তত্ত্বসকল বুঝাইবার জন্য। প্রতিসূত্র এক বা একাধিক মন্ত্র অবলম্বনে রচিত। যে মন্ত্রসকল অবলম্বনে এই সূত্র রচিত তার প্রথম মন্ত্র, দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তংচ অমূর্ত্তং চ (বৃহঃ ২।৩।১), হে বৎস, ব্রহ্মের দুইরূপ, মূর্ত ও অমূর্ত ; ক্ষিতি, জল ও তেজঃ এই তিন মহাভূত হইতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তুই মূর্ত। বায়ু ও আকাশ হইতে উৎপন্ন বস্তুসকলই অমূর্তরূপ। তারপরে এই দুই রূপের যাবতীয় তত্ত্বের উপদেশ দিয়া এবং হিরণ্যগর্ভের অর্থাৎ প্রাণের আবির্ভাবের ও উপাসনার উপদেশ দিয়া (বৃহঃ ২।৩।৬) শ্রুতি এই সকলের প্রতিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, অথ আদেশঃ নেতি নেতি ; পরিশেষে ইহার নামকরণ করিয়া বলিলেন সত্যস্য সত্যম্ ; নামের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন প্রাণসকল সত্য কিন্তু ইনি সত্যেরও সত্য (বৃহঃ ২।৩।৬)।

সংশয় জাগিয়াছিল নেতি নেতি বলিয়া প্রতিষেধ করা হইল কার? মূর্তামূর্তরূপের? না ব্রহ্মের? না উভয়ের? এই সংশয় ছেদনের জন্য বেদব্যাস সূত্র রচনা করিয়া বলিলেন মূর্তামূর্তবিষয়ে যাবতীয় তত্ত্বেরই প্রতিষেধ করা হইল, নামরূপাতীত নেতি নেতি ব্রহ্মের প্রতিষেধ করা হয় নাই, কারণ, নামের ব্যাখ্যার শেষে স্পষ্টই শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রাণসকল সত্য কিন্তু এই নেতি নেতি আত্মাই সত্যেরও সত্য। এখানে যেমন নিরুপাধিক আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, শ্রুতির বহুস্থানে এই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।

কেহ কেহ মূর্তামূর্ত ব্রহ্মের দোহাই দিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ পৃথক পৃথক বস্তু-সকলের উপাসনা প্রচার করেন। সবগুলি মন্ত্র পড়া থাকিলে এরূপ করা সম্ভব হইত না। এই সূত্রের রামমোহনকৃত ব্যাখ্যা পড়িলে দেখা যাইবে যে মূর্তামূর্ত ব্রহ্মকেই তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ আখ্যা দিয়াছেন। মূর্তরূপ ও অমূর্তরূপ এই দুইই ব্রহ্মের উপাধি বলিয়া গণ্য। উপাধিযোগে ব্রহ্ম সবিশেষও হন।

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ৩।২।২৩ ॥

সেই ব্রহ্ম বেদ বিনা অব্যক্ত অর্থাৎ অজ্ঞেয় হয়েন এইরূপ বেদে কহিয়াছেন ॥ ৩।২।২৩ ॥

টীকা—২২শ-২৩ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ৩।২।২৪ ॥

সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয় এইরূপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে স্মৃতিতে কহেন ॥ ৩।২।২৪ ॥

টীকা—২৪শ সূত্র—শঙ্কর মতে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান অর্থাৎ সমাধি এই সবই সংরাধনের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ (মুণ্ডক ৩।১।৮)।

যদি কহ এমত ধ্যেয় যে ব্রহ্ম তাহার ভেদ ধ্যাতা হইতে অর্থাৎ সমাধিকর্ত্তা হইতে অনুভব হয়, তাহার উত্তর এই।

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং ॥ ৩।২।২৫ ॥

যেমন সূর্য্যেতে ও সূর্য্যের প্রকাশেতে বৈশেষ্য অর্থাৎ ভেদ নাই সেইরূপ ব্রহ্মেতে আর ব্রহ্মের ধ্যাতাতে ভেদ না হয় ॥ ৩।২।২৫ ॥

প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ৩।২।২৬ ॥

যেমন অন্য বস্তু থাকিলে সূর্য্যের কিরণকে রৌদ্র করিয়া কহা যায় বস্তুতঃ এক, সেইরূপ কর্ম উপাধি থাকিলে ব্রহ্মের প্রকাশকে জীব করিয়া ব্যবহার হয়, অন্যথা বেদবাক্যের অভ্যাসের দ্বারা জীবে আর ব্রহ্মে বস্তুতঃ ভেদ নাই ॥ ৩।২।২৬ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গং ॥ ৩।২।২৭ ॥

এই জীব আর ব্রহ্মের অভেদের দ্বারা মুক্তি অবস্থাতে জীব ব্রহ্ম হয়েন বেদে কহিয়াছেন ॥ ৩।২।২৭॥

টীকা—২৫শ—২৭শ সূত্র—রামমোহনের যুক্তি স্পষ্ট। ২৬ সূত্রের ব্যাখ্যা রামমোহনের নিজস্ব। শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রে ২৫ এবং ২৬ সূত্র একসূত্রে আছে।

উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ৩।২।২৮॥

এখানে তু শব্দ ভিন্ন প্রকরণজ্ঞাপক হয়, যেমন সর্পের কুণ্ডল

কহিলে সর্পের সহিত কুণ্ডলের ভেদ অনুভব হয় আর সর্পস্বরূপ কুণ্ডল কহিলে উভয়ের অভেদ প্রতীতি হয়, সেইরূপ জীব আর ঈশ্বরের ভেদ আর অভেদ বেদে ভাক্ত মতে কহিয়াছেন ॥ ৩৷২৷২৮ ॥

টীকা—২৮শ সূত্র—ভেদাভেদ বিচার। ভেদাভেদ তত্ত্ব ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ অর্থাৎ অযথার্থ। সর্পের কুণ্ডল বলিলে বুঝায় সর্প ও কুণ্ডল পরস্পর ভেদবিশিষ্ট। সর্পস্বরূপ কুণ্ডল বলিলে বুঝায়, সর্পই কুণ্ডল, সুতরাং অভিন্ন।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ৩৷২৷২৯ ॥

নিরুপাধি রৌদ্রে আর তাহার আশ্রয় সূর্যে যেমন অভেদ সেই-রূপ জীবে আর ব্রহ্মে অভেদ, যেহেতু উভয়ে অর্থাৎ রৌদ্রে আর সূর্যে এবং জীবে আর ব্রহ্মে তেজস্বরূপ হওয়াতে ভেদ নাই ॥ ৩৷২৷২৯॥

টীকা—২৯শ সূত্র—অন্যান্য আচার্যেরা এই সূত্রের ব্যাখ্যা ভেদাভেদের পক্ষে করিয়াছেন, রামমোহন এই সূত্রের ব্যাখ্যা অভেদ পক্ষে করিয়াছেন; সুতরাং রামমোহনের ব্যাখ্যা নিজস্ব।

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩৷২৷৩০ ॥

যেমন পূর্বে ব্রহ্মের স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব উভয় নিরাকরণ করিয়াছেন সেইরূপ এখানে ভেদ আর অভেদের উভয়ের নিরাকরণ করিতেছেন, যেহেতু দ্বিতীয় হইলে ভেদাভেদ বিবেচনা হয়, বস্তুত ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাই ॥ ৩৷২৷৩০ ॥

টীকা—৩০শ সূত্র—এই সূত্রের রামমোহনকৃত ব্যাখ্যাও তাঁর নিজস্ব।

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩৷২৷৩১ ॥

বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম বিনা অন্য দ্রষ্টা নাই অতএব এই দ্বৈতের নিষেধের দ্বারা ব্রহ্ম অদ্বৈত হয়েন ॥ ৩৷২৷৩১ ॥

টীকা—৩১শ সূত্র—এই আত্মা ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা নাই (নান্যোঽতোঽস্তি

দ্রষ্টা (বৃহ: ৩।৭।২৩) মন্ত্র অবলম্বনে রামমোহন সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি' এই মন্ত্রও এস্থলে প্রযোজ্য।

পরমতঃ সেতুন্মান সম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩।২।৩২ ॥

এই সূত্রে আপত্তি করিয়া পরে সমাধা করিতেছেন। ব্রহ্ম হইতে অপর কোন বস্তু পর আছে, যেহেতু বেদে ব্রহ্মকে সেতু করিয়া করিয়াছেন আর ব্রহ্মের চতুষ্পাদ কহিয়াছেন ইহাতে পরিমাণ বোধ হয়, আর কহিয়াছেন যে জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মতে শয়ন করেন ইহাতে আধার আধেয় সম্বন্ধ বোধ হয়, আর বেদে কহিয়াছেন সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ উপাস্য আছেন অতএব দ্বৈতবাদ হইতেছে ; এ সকল শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু আছে এমত বোধ হয় ॥ ৩।২।৩২ ॥

সামান্যাত্তু ॥ ৩।২।৩৩ ॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তজ্ঞাপক। লোকের মর্যাদাস্থাপক ব্রহ্ম হয়েন, এই অংশে জল সেতুর সহিত ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত বেদে দিয়াছেন, জল হইতে সেতু পৃথক এই অংশে দৃষ্টান্ত দেন নাই ॥ ৩।২।৩৩ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩।২।৩৪ ॥

পাদযুক্ত করিয়া ব্রহ্মকে বিরাট্‌রূপে বর্ণন করেন ইহার তাৎপর্য ব্রহ্মের স্থূলরূপে উপাসনার নিমিত্ত হয়, বস্তুত ব্রহ্মের পাদ আছে এমত নহে ॥ ৩।২।৩৪ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩।২।৩৫ ॥

ব্রহ্মের জীবের সহিত সম্বন্ধ আর হিরণ্ময়ের সহিত ভেদ স্থান-বিশেষে হয় অর্থাৎ উপাধির উৎপত্তি হইলে সম্বন্ধ এবং ভেদের বোধ হয় বস্তুত ভেদ নাই, যেমন দর্পণাদিস্বরূপ যে উপাধি তাহার দ্বারা সূর্যের ভেদ জ্ঞান হয় ॥ ৩।২।৩৫ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩।২।৩৬ ॥

বেদে কহেন আপনাতে আপনি লীন হয়েন, ইহাতে নিষ্পন্ন হইল যে বাস্তবিক জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ নাই ॥ ৩।২।৩৬ ॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩।২।৩৭ ॥

বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম অধোমণ্ডলে আছেন অতএব অধোদেশে ব্রহ্ম বিনা অপর বস্তুস্থিতির নিষেধ করিতেছেন, এইহেতু ব্রহ্মেতে এবং জীবেতে ভেদ নাই ॥ ৩।২।৩৭ ॥

টীকা—৩২শ স্থত্র—৩৭শ স্থত্র। ৩২শ স্থত্র পূর্বপক্ষ সূত্র; ৩৩শ সূত্র—৩৭শ সূত্র পূর্বপক্ষের খণ্ডন। ৩২শ সূত্রের অর্থ—সেতু শব্দ, উন্মান অর্থাৎ পরিমাণ-বোধক শব্দ, সম্বন্ধবোধক এবং ভেদবোধক শব্দের উল্লেখ থাকাতে ব্রহ্ম হইতে (অত:) পৃথক (পরং) বস্তু আছে। সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে পারেন না; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য তত্ত্ববস্তুও আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অথ য আত্মা স সেতু: (ছান্দোগ্য ৮।৪।১), তদেতদ্ ব্রহ্মচতুষ্পাৎ, প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্ত: (বৃহ ৪।৩।২১), অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষো দৃশ্যতে (ছা: ১।৬।৬) আপত্তির শ্রুতিপ্রমাণ।

৩৩শ সূত্র হইতে ৩৭শ স্থত্র পর্যন্ত স্থত্রের রামমোহনকৃত ব্যাখ্যা স্পষ্ট; ৩৫শ স্থত্রে দর্পণের উদাহরণ রামমোহনের নিজস্ব। স্বপিতি স্বমপীতো ভবতি (ছা: ৬।৭।১) সুপ্ত হয় অর্থাৎ আত্মাতে প্রাপ্ত হয়, ইহা ৩৬ সূত্রের শ্রুতি প্রমাণ। স এবাধস্তাৎ, আত্মৈবাধস্তাৎ (ছা: ৭।২৫।১, ৭।২৫।২) ৩৭শ সূত্রের শ্রুতি প্রমাণ।

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩।২।৩৮ ॥

বেদে কহেন যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্বগত হয়েন, এই সকল শ্রুতির দ্বারা যাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্বের বর্ণন আছে ব্রহ্মের সর্বগতত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে, সেই সর্বগতত্ব তবে সিদ্ধ হয় যদি বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের অভেদ থাকে ॥ ৩।২।৩৮ ॥

টীকা—৩৮শ স্থত্র। ৩২শ সূত্রে আপত্তি করা হইয়াছিল যে ব্রহ্ম হইতে

পৃথক বস্তু আছে ; যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মকে সেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; ব্রহ্মের চতুষ্পাৎ, সুতরাং তার পরিমাণ আছে ; জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মে শয়ন করে, সুতরাং সে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ; সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ উপাস্য ; এই কথা দ্বারা দ্বৈতবাদকে স্বীকার করা হইয়াছে। সূত্র ৩৩শ হইতে সূত্র ৩৭শ পর্যন্ত এই সকল আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে। এখন ৩৮শ সূত্রে বলিতেছেন, এই সকল আপত্তির খণ্ডনের দ্বারা (অনেন) এবং আয়াম অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাচক শব্দসকলের উল্লেখ থাকায় (আয়ামশব্দাদিভ্যঃ) ব্রহ্মের সর্বগতত্ব সিদ্ধ হইল। সূত্রের আদি শব্দের দ্বারা নিত্যত্বাদিকেও বুঝানো হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ এই—এই আকাশের পরিমাণ যতদূর, হৃদয়ের অন্তঃস্থ আকাশও সেই পরিমাণ (যাবান্ বা অয়মাকাশঃ তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ (ছাঃ ৮।১।৩), নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ (গীতা ২।২৪)।

এখন পুনরায় আপত্তি ; অদ্বৈত ব্রহ্ম স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মের সর্বগতত্ব সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে ? সর্বই যদি নাই, তবে সর্বগতত্ব কিরূপে সম্ভব ? (রত্নপ্রভা টীকা)। রত্নপ্রভা টীকা নিজেই আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলিলেন, যদি প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্ম নিরবয়ব এবং অসঙ্গ ; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত প্রপঞ্চের কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না ; সুতরাং প্রপঞ্চসত্যত্ববাদী নিজেই সর্বগতত্ব খণ্ডন করিতেছেন, অদ্বৈতব্রহ্মবাদী নহে। ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত ; যাহা অধিষ্ঠান তাহাই সত্য এবং তাহা অধ্যস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখে। রজ্জুকে সর্প মনে করা হয় ; রজ্জুই সত্য, রজ্জুর আশ্রয়েই সর্পের প্রতীতি ; তেমনি ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে জগৎ-এর প্রতীতি। সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্মেই জগৎ ভাসমান মাত্র। সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্মই সর্বগত।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই সব আলোচনার উপযোগিতা কি ? একটা কথা বলা হয় যে ব্রহ্মের দুই Aspect আছে—Transcendental Aspect ও Immanent Aspect. যাহারা এইরূপ বলেন, তাহারা সর্বাতীত এবং সর্বগত, এই দুই ভাবে ব্রহ্মকে চিন্তা করিতে ভালবাসেন। প্রাচীনকালেও এই প্রকার ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন Aspect থাকা সম্ভব কি ? শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন, তদেতং ব্রহ্ম অপূর্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ (বৃহ ২।৫।১৯)। এই কারণহীন, কার্যহীন, অনন্তর অবাহ্য ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব আছে কি ? থাকা সম্ভব কি ?

রামমোহন বলিয়াছেন "সেই সর্বগতত্ব তবে সিদ্ধ হয় যদি বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের অভেদ থাকে।" বিশ্ব এবং ব্রহ্ম দুইই সমভাবে সত্য এবং যুগপৎ বর্তমান, ইহা রামমোহন বলেন নাই। দুইটী বস্তু একই হইয়া থাকিতে পারে না; কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব বিশ্ব সাবয়ব সুতরাং এই দুই এক হইতে পারে না। সুতরাং রামমোহনের উক্তির তাৎপর্য এই, ব্রহ্মই আছেন, জগৎ তাহাতে প্রতীয়মান মাত্র।

এখানে বিশেষ বক্তব্য এই: ৩০শ সূত্রে রামমোহন লিখিয়াছেন "বস্তুতঃ ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাই"; ইহার অর্থ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই; সেই হেতু ব্রহ্ম অদ্বৈত। ৩১শ সূত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, অতএব দ্বৈতের নিষেধের দ্বারা ব্রহ্ম অদ্বৈত হয়েন।" এই দুইটী অংশ হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে রামমোহন দ্বৈতবোধের লেশশূন্য অদ্বৈত ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মকেই রামমোহন প্রথম উপলব্ধি করেন। সাধারণতঃ মানুষের অন্তরে দ্বৈতবোধই প্রবল; পরে বিচারের দ্বারা দ্বৈত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতত্বে মানুষ উপনীত হয়। রামমোহনকে এই ক্রমে যাইতে হয় নাই। অদ্বৈত ব্রহ্ম রামমোহনের অন্তরে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

কোন্ বয়সে রামমোহনের ব্রহ্মলাভ হইয়াছিল? জীবনচরিতে তার উল্লেখ নাই। তবে এ বিষয়ে কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। ভগবৎ-তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব যখন মানুষের অন্তরে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সেই মানুষের মধ্যে কতগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয়; সে দেখে, কেহ তাহাকে বুঝে না এবং সেও অন্যকে বুঝে না। সে সেই সময় অপর হইতে পৃথক হইয়া যায়। যাহারা এই প্রকার অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহারাই এই কথা স্বীকার করিবেন। রামমোহনের জীবনে এই অবস্থা কখন প্রকাশিত হইয়াছিল? উত্তরে বলা যায়, যোল বৎসর বয়সে রামমোহন পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিব্বতও গিয়াছিলেন; বলা হয় পিতার সঙ্গে বিরোধ হওয়াতেই রামমোহন গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের ধারণা, ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই রামমোহনের ব্রহ্মলাভ হয়; তিনি কাহারো সঙ্গে মিলিতে পারিতেছিলেন না, তাহাই অপরে বিরোধ মনে করিত; তাই রামমোহন যোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ধর্মাধর্মের ফলদাতা কর্ম হয় এমত নহে।

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩।২।৩৯ ॥

কর্ম্মের ফল ঈশ্বর হইতে হয় যেহেতু কেবল চৈতন্য হইতে ফল নিষ্পন্ন হইতে পারে ॥ ৩।২।৩৯ ॥

টীকা—৩৯শ সূত্র—মানুষ ধর্মের অনুষ্ঠান করে, অধর্মের অনুষ্ঠানও করে ; এই ধর্ম ও অধর্মের ফল কে দেয় ? মীমাংসকরা বলেন কর্মই ফলদাতা। কিন্তু তাহা হইতে পারে না ; কারণ কর্ম জড়। চেতনের দ্বারা প্রবর্তিত না হইলে জড়ের প্রবৃত্তি (activity) হইতে পারে না ; সুতরাং চেতন ঈশ্বরই ফলদাতা। কেবল চৈতন্য হইতে ফল নিষ্পন্ন হইতে পারে, রামমোহনের এই কথার অর্থও ইহাই।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩।২।৪০ ॥

বেদেতে শুনা যাইতেছে যে সকল ফলের দাতা ঈশ্বর হয়েন ॥ ৩।২।৪০ ॥

টীকা—৪০ সূত্র—(স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ। বৃহঃ ৪।৪।২৪) ইনিই এই আত্মা, যিনি চারিদিকের সকল প্রাণীকে অন্নদান করেন এবং তিনি ধনদানও করেন। ইহাই প্রমাণিত করে যে সকল ফলের দাতা ঈশ্বর হয়েন।

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৩।২।৪১ ॥

শুভাশুভ ফল ঈশ্বর দেন এমত কহিলে ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ জন্মে অতএব জৈমিনি কহেন শুভাশুভ ফলের দাতা ধর্ম হয়েন ॥ ৩।২।৪১ ॥

টীকা—৪১শ সূত্র—স্পষ্ট।

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৩।২।৪২ ॥

পূর্বোক্ত মত অর্থাৎ ঈশ্বর ফলদাতা হয়েন ব্যাস কহিয়াছেন, যেহেতু বেদেতে কহিয়াছেন যে ঈশ্বর পুণ্যের দ্বারা জীবকে পুণ্যলোকে পাঠান অতএব পুণ্যকে হেতুস্বরূপ করিয়া আর ব্রহ্মকে কর্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৩।২।৪২ ॥

টীকা—৪২শ সূত্র—এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ উ এবঅসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ; ইনিই তাহাকে দিয়া সাধু কর্ম করান, যাহাকে এই সকল লোক হইতে উর্দ্ধলোকে নিতে ইচ্ছা করেন ; ইনিই তাহাকে দিয়া অসাধু কর্ম করান, যাহাকে অধোলোকে নিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে জানা যায় যে সাধুকর্ম বা পুণ্য এবং অসাধু কর্ম বা পাপই উন্নতঃ ও অধোলোক প্রাপ্তির হেতু এবং ব্রহ্ম প্রেরক কর্তা। আরো বিশেষ দ্রষ্টব্য, রামমোহন বাদরায়ণ ও বেদব্যাসকে অভিন্ন ব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং ॥ ৩।২।৪৩ ॥

জীবেতে যে সুখ দুষ্‌খ দেখিতেছি সে কেবল মায়ার কার্য অতএব ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই, যেমন রজ্জুতে কেহ সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়েতে দুষ্‌খ পায় কেহো মালা জ্ঞান করিয়া সুখ পায়, রজ্জুর ইহাতে বৈষম্য নাই ॥ ৩।২।৪৩ ॥ ০ ॥

টীকা—৪৩শ সূত্র—শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রে এই সূত্রটী নাই ; রামমোহন কোন্ আকর গ্রন্থে ইহা পাইয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। সূত্রসকলের পাঠ সম্বন্ধে আচার্যদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সূত্রের ব্যাখ্যা স্পষ্ট। দুষ্‌খ, ছাপার ভুল, দুঃখ হইবে।

এখানে সঙ্গতভাবেই একটা সংশয় জাগে ; ৩৮শ সূত্র পর্যন্ত অদ্বৈত ব্রহ্মের স্থাপনা করিয়া, হঠাৎ ফলদাতা ঈশ্বরের অবতারণা অসঙ্গত হয় নাই কি ? অদ্বৈত সর্বগত ব্রহ্মই সত্য ; তারপরে কর্মফল ও ঈশ্বরের অবতারণার তাৎপর্য কি ? ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন ঈশিতা এবং ঈশিতব্য, নিয়ামক এবং নিয়াম্য এই ব্যবহারিক বিভাগহেতুই কর্মফল ও ফলদাতা ঈশ্বরের অবতারণা করা হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম সাধনাধ্যায়। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে জীবের পরলোক গমনের নিরূপণের দ্বারা বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ত্বং ও তৎ পদার্থের শোধন করা হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রের পরিভাষায় ত্বং পদার্থ ও তৎ পদার্থের শোধনের দ্বারা উভয়ের ঐক্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার।

ত্বং পদার্থ জীব ; তার শোধনের অর্থ, জীবের প্রকৃত স্বরূপের নির্ণয়। প্রথম দশটী সূত্রে তাহা করা হইয়াছে। তৎ পদার্থ আত্মা ; তার শোধন অর্থ, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়। নির্বিশেষ অদ্বৈত আত্মা বা ব্রহ্মই তৎ পদার্থের স্বরূপ। একাদশ হইতে অষ্টাত্রিংশ সূত্র পর্যন্ত সেই স্বরূপ নিরূপণ হইয়াছে। সাধনার দ্বারা শোধিত ত্বং ও তৎ পদার্থের ঐক্যোপলব্ধিই সাক্ষাৎকার। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সাধনা। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদেই এই সাধনা পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী তাঁর রচিত বৃত্তি গ্রন্থে এই দ্বিতীয় পাদের সার সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন "অধিকরণ চতুষ্টয়েণ নির্বিশেষঃ স্বপ্রকাশঃ নিষেধাবিষয়ঃ অদ্বিতীয়ঃ, শাখাচন্দ্রন্যায়েন কর্মফলদাতৃত্বেন উপলক্ষিতঃ তৎ পদার্থঃ পরমাত্মা শোধিতঃ।" চারিটি অধিকরণে অর্থাৎ একাদশ হইতে অষ্টাত্রিংশ সূত্রে নির্বিশেষ, স্বপ্রকাশ, নিষেধের অবিষয় অর্থাৎ যাহাকে কোন রূপেই নিষেধ (Deny) করা যায় না, অদ্বিতীয় এবং শাখাচন্দ্রন্যায় অনুসারে যিনি কর্মফলদাতারূপে উপলক্ষিত হইয়াছেন, সেই তৎ পদার্থ পরমাত্মা শোধিত হইলেন।

শাখাচন্দ্রন্যায় অদ্বৈতবেদান্তের একটী ন্যায় বা যুক্তি। পল্লীবাসী পিতা শিশুপুত্রকে চাঁদ দেখাইতে চান ; কিন্তু বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা আবরণে চাঁদ দেখা যাইতেছে না ; পিতা একটী শাখা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ঐ যে শাখা দেখিতেছ, তার পিছনে যে সাদা বস্তু দেখিতেছ তাহাই চাঁদ ; তখন পুত্র চাঁদ চিনিতে পারিল। শাখা নিতান্তই অবান্তর বস্তু ; কিন্তু অবান্তর বস্তুর সাহায্যেও প্রকৃত বস্তুকে দেখানো, বোঝানো যায়।

উপলক্ষিত—চিহ্নিত। পিতা বলিলেন ঐ ব্রাহ্মণকে ডাক। পুত্র দেখিল, এক অপরিচিত ব্যক্তি গলে উপবীত। তাহাকে পুত্র ডাকিয়া আনিল। উপবীতের দ্বারা পুত্র চিনিতে পারিল। কিন্তু উপবীত নিজে ব্রাহ্মণ নহে। অদ্বৈত ব্রহ্ম ফলদাতা হইতে পারেন না। ফলদাতৃত্ব অবান্তর হইলেও অদ্বৈত ব্রহ্মকেই লক্ষিত করিতেছে মাত্র। যাহাকে লক্ষিত করিতেছে (Indicates) তিনি তৎ পদার্থ, পরামাত্মা।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদঃ ॥ ০ ॥

তৃতীয় পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ উপাসনা পৃথক পৃথক হয় এমত নহে ॥

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদে অদ্বৈত ব্রহ্মের স্থাপনা হইয়াছে; ত্বং পদার্থ এবং তৎ পদার্থের শোধনও উপদিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় পাদে প্রথমেই বেদান্তে উপদিষ্ট উপাসনা অর্থাৎ বিদ্যাসকলের মতভেদ উপদিষ্ট হইতেছে। উপনিষদে উপদিষ্ট প্রধান বিদ্যাগুলির নাম, পঞ্চাগ্নি, প্রাণ, দহর, শাণ্ডিল্য, বিশ্বানর বিদ্যা। এই সব বিদ্যা বা উপাসনা, সগুণোপাসনা। সগুণ বিদ্যার ফল চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তের একাগ্রতা। সেই একাগ্রতা জন্মিলে, চিত্ত নির্গুণবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের অর্থের জ্ঞানলাভের যোগ্য হয়। সেই জন্য নির্গুণ বাক্য সকলের অর্থের বিচার করা হইতেছে (সগুণবিদ্যায়াশ্চিত্তৈকাগ্রদ্বারা নির্গুণ-ব্যাকার্থ জ্ঞানেপেযোগিত্বাৎ তদ্বাক্যার্থচিন্তা ক্রিয়তে—সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী)।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ ৩।৩।১ ॥

সকল বেদের নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে এক হয়, যেহেতু বেদে কেবল এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি সংজ্ঞার অভেদ হয় ॥ ৩।৩।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—সূত্রার্থ—প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিজ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যা। বেদান্তে উপদিষ্ট প্রত্যয় অর্থাৎ বিদ্যা বা উপাসনা সকল অভিন্ন, যেহেতু এই সকলের চোদনাপ্রভৃতি অবিশেষ অর্থাৎ পার্থক্যহীন। চোদনা শব্দের অর্থ পুরুষ প্রযত্ন (Human effort)। অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ, স্বর্গকামী অগ্নিহোত্র করিবেন। জুহুয়াৎ (যজ্ঞ করিবেন) ইহাই চোদনা বা প্রেরণা। এই চোদনা বেদের বিভিন্ন শাখায় থাকাতে, অগ্নিহোত্র একইরূপে অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গলাভ ইহার ফল। যে উদ্দেশ্যে বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান হয়, সেই উদ্দেশ্যের দ্বারাই কর্মের রূপভেদও হয়। এইরূপ, ধর্মবিশেষের দ্বারাও কর্মভেদ হয়। কর্মকাণ্ডের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডেও এইরূপ নামভেদ, প্রয়োজন ভেদ, ধর্মভেদ আছে। যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ (বৃহঃ ৬।১।১, ছাঃ ৫।১।১) এই মন্ত্রে প্রাণকে জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ শ্চ শ্রেষ্ঠ শ্চ স্বানাং ভবতি (বৃহঃ ৬।১।১) এই মন্ত্রেও প্রাণকেই জ্যেষ্ঠত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব গুণযুক্ত

বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। সুতরাং নাম, রূপ, প্রয়োজন, ধর্মবিশেষের ভেদের দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের কর্মেরও ভেদ হয় ; কিন্তু উপাস্যের একত্বের দ্বারা বিভিন্ন উপাসনার একত্বই সিদ্ধ হয়। এই সূত্রের রামমোহনকৃত ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ৩।৩।২ ॥

যদি কহ এক শাখাতে আত্মাকে উপাসনা করিতে বেদে কহিয়াছেন, দ্বিতীয় শাখাতে কৃষ্ণকে, তৃতীয় শাখাতে রুদ্রকে উপাসনা করিতে বেদে কহেন, অতএব এই ভেদকথনের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয় এমত নহে ; যেহেতু একই শাখাতে ব্রহ্মকে ক করিয়া এবং খ করিয়া কহিয়াছেন, অতএব নামের ভেদে উপাসনা এবং উপাস্যের ভেদ হয় নাই ॥ ৩।৩।২ ॥

টীকা—২য় সূত্র—যদ্ বাব, কং তদেব খম্ ; ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

যদি কহ মুণ্ডক অধ্যয়নে শিরোঙ্গারব্রত অঙ্গ হয় অন্য অধ্যয়নে অঙ্গ হয় নাই অতএব বেদেতে উপাসনার ভেদ আছে, তাহার উত্তর এই।

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ ৩।৩।৩ ॥

সমাচারেতে অর্থাৎ ব্রতগ্রন্থে যেমন অন্য অধ্যয়নে গোদান নিয়ম করিয়াছেন সেইরূপ মুণ্ডক অধ্যায়ীদিগের জন্য শিরোঙ্গারব্রতকে বেদের অধ্যয়নের অঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন, অতএব শিরোঙ্গারব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয়, বিদ্যার অঙ্গ হইলে উপাসনার ভেদ হইত ; আর বেদে কহিয়াছেন এ ব্রত না করিয়া মুণ্ডক অধ্যয়ন করিবেক না আর যে ব্রত না করে সে অধ্যয়নের অধিকারী না হয়, এই হেতুর দ্বারা শিরোঙ্গারব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয় ॥ ৩।৩।৩ ॥

টীকা—৩য় সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট। মুণ্ডক উপনিষদ পাঠ করিবার পূর্বে

অধ্যয়নার্থীর শিরোব্রতের ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেই হইত। সুতরাং এই ব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ মুণ্ডকে উপদিষ্ট বিদ্যার অঙ্গ নহে।

শরবচ্চ তন্নিয়মঃ। ৩।৩।৪ ॥

শর অর্থাৎ সপ্ত হোম যেমন আথর্বণিকদের নিয়ম সেইরূপ মুণ্ডকাধ্যয়নেতে শিরোব্রতের নিয়ম হয় ॥ ৩।৩।৪ ॥

টীকা—৪র্থ সূত্র—এই সূত্র আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় সূত্রেরই অঙ্গীভূক্ত। কিন্তু আচার্য ভাস্করের ব্রহ্মসূত্রে ইহা রামমোহনের সূত্রের মত পৃথক আছে। উভয় স্থানেই বানানও একই। কিন্তু শঙ্করের সূত্রে 'শরবৎ চ'-এর পরিবর্তে 'সরবৎ চ' আছে; কিন্তু অর্থ সর্বত্রই এক। আথর্বনিকদের মধ্যে সূর্যের সপ্তহোম করার নিয়ম আছে কিন্তু তাহা বিদ্যার অঙ্গ নহে; তেমনি শঙ্করের 'সর' শব্দের একই অর্থ।

সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ। ৩।৩।৪ ॥

সমুদ্রেতে যেমন সকল জল প্রবেশ করে সেইরূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য ঈশ্বরে হয় ॥ ৩।৩।৪ ॥

সলিলবৎ চ তন্নিয়মঃ এই সূত্রটী রামমোহনের গ্রন্থে চতুর্থ সূত্র। ইহা মধ্বাচার্য প্রভুর ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ সূত্র। ইহা অন্য কোন আচার্যের ব্রহ্মসূত্রে ধৃত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে রামমোহন মধ্বভাষ্য পড়িয়া নিজে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি ইহার পৃথক সংখ্যা নির্দেশ করেন নাই। আচার্য মধ্বকৃত এই সূত্রের অর্থ এই,—সকল নদীর জল যেমন সাগরে গমন করে, তেমনি সকল বাক্য ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হয়। ব্রহ্মসূত্রের পাঠ বিভিন্ন আচার্যের গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার; ইহার সঙ্গত কারণও আছে।

দর্শয়তি চ। ৩।৩।৫ ॥

বেদের উপাস্য এক এবং উপাসনা এক এমত দেখাইতেছেন, যেহেতু কহেন সকল বেদ এক বস্তুকে প্রতিপাদ্য করেন ॥ ৩।৩।৫ ॥

টীকা—৫ম সূত্র—সর্বে বেদা যৎপদম্ আমনন্তি এই অনুসারে সকল বেদে এক ব্রহ্মেরই মননের অর্থাৎ উপাসনার উপদেশ আছে।

যদি কহ কোথায় বেদে উপাসনা কহেন কিন্তু তাহার ফল কহেন নাই অতএব সেই নিষ্ফল হয়, তাহার উত্তর এই।

উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ বিধিশেষবৎ সমানে চ॥ ৩।৩।৬ ॥

দুই সমান উপাসনার একের ফল কহিয়াছেন দ্বিতীয়ের ফল কহেন নাই, যাহার ফল কহেন নাই তাহার ফল শাখান্তর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবেক, যেহেতু সমান উপাসনার ফলের ভেদ নাই ; যেমন অগ্নিহোত্রবিধির ফল একস্থানে কহেন অন্য স্থানে কহেন নাই, যে অগ্নিহোত্র ফল কহেন নাই তাহার ফল সংগ্রহ শাখান্তর হইতে করেন॥ ৩।৩।৬ ॥

টীকা—৬ষ্ঠ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥ ৩।৩।৭ ॥

বৃহদারণ্যে প্রাণকে কর্তা কহিয়াছেন ছান্দোগ্যেরা প্রাণকে কর্ম কহেন অতএব প্রাণের উপাসনার অন্যথাত্ব অর্থাৎ দ্বিধা হইল, এই সন্দেহের সমাধান অজ্ঞ ব্যক্তি করিতেছেন যে, উভয় শ্রুতিতে প্রাণকে কর্তা করিয়া কহিয়াছেন অতএব বিশেষ অর্থাৎ ভেদ নাই ; তবে যেখানে প্রাণকে উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্গানের কর্ম করিয়া বেদে বর্ণনা করেন সেখানে লক্ষণা করিয়া উদ্গীথ শব্দের দ্বারা উদ্গীথকর্তা প্রতিপাদ্য হইবেক, যেহেতু প্রাণ বায়ুস্বরূপ তিহোঁ অক্ষরস্বরূপ হইতে পারেন নাই॥ ৩।৩।৭ ॥

টীকা—৭ম সূত্র—আপত্তি—বৃহঃ ১।৩।৭ মন্ত্রে আছে, অথ হ ইমম্ আসন্যং প্রাণম্ ঊচু ত্বং ন উদ্গায় ইতি ; দেবতারা মুখস্থিত প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর, প্রাণ বলিল আচ্ছা। এখানে প্রাণ গানের কর্তা। ছাঃ ১।২।৭ মন্ত্রে আছে অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তম্ উদ্গীথম্

উপাসাঞ্চক্রিরে। এই যে মুখ্য প্রাণ, তাহাকে দেবতারা উদ্গাতারূপে উপাসনা করিলেন। এই মন্ত্রে মুখ্য প্রাণ উপাসনাক্রিয়ার কর্ম। একই প্রাণ একস্থানে কর্তা ও অন্য স্থানে কর্ম হওয়াতে যে বিরোধ ঘটিয়াছিল, আপত্তিকারী তার যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অষ্টম সূত্রে অগ্রাহ্য হইল। উদ্গীথ সামবেদের স্তোত্রের অংশ। উদ্গাতা, যে ঋত্বিক ঐ স্তোত্র উচ্চ স্বরে গান করেন, তিনি।

এখানে সিদ্ধান্তী এই অজ্ঞের সমাধানকে হেলন করিয়া আপনি সমাধান করিতেছেন।

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ॥ ৩।৩।৮॥

ছান্দোগ্যে কহেন উদ্গীথে উদ্গীথের অবয়ব ওঁকারে প্রাণ উপাস্য হয়েন আর বৃহদারণ্যে প্রাণকে উদ্গীথের কর্তা কহিয়াছেন অতএব প্রকরণভেদের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়; যেমন উদ্গীথে সূর্যকে অধিষ্ঠাতারূপে উপাস্য কহেন এবং হিরণ্যশ্মশ্রুকে উদ্গীথের অধিষ্ঠাতা জানিয়া উপাস্য কহিয়াছেন; এখানে অধিষ্ঠানের সাম্য হইয়াও প্রকরণ ভেদের নিমিত্তে উপাসনা পৃথক পৃথক হয়॥ ৩।৩।৮॥

টীকা—৮ম সূত্র—ছাঃ ১।৯।২ মন্ত্রে আছে, স এষ পরোবরীয়ান্ উদ্গীথঃ স এষোঽনন্তঃ; এই সেই উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্গীথের অবয়বীভূত ওঁকার। ইনি পরমাত্মস্বরূপ প্রতিপন্ন হইলেন। সুতরাং ইনি অনন্ত। ওম্ ইত্যেতদক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত। উদ্গীথের অবয়বস্বরূপ ওম্কারের উপাসনা করিবে (ছাঃ ১।১।১)। পূর্বমন্ত্রে দেখানো হইল যে এই উপাস্য ওম্কার পরমাত্মাই। সুতরাং প্রকরণ ভিন্ন হওয়াতে এক উপাসনার সম্ভাবনা নাই।

ছাঃ ১।৩।১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যিনি তাপ দান করেন, এই সেই আদিত্যই উদ্গীথ, তাহাকে উপাসনা করিবে।

ছাঃ ১।৬।৭ মন্ত্রে আছে, আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে স্বর্ণবর্ণ, স্বর্ণশ্মশ্রু যে হিরণ্ময় পুরুষ, তিনিই উৎ, কারণ সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ। এখানেও দুই মন্ত্র দুই প্রকরণের হওয়াতে উপাসনা ভিন্ন হইবে।

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ৩।৩।৯ ॥

যদি কহ দুইস্থানে প্রাণের সংজ্ঞা আছে অতএব উপাসনার ঐক্য কহিতে হইবেক, ইহার পূর্বেই উত্তর দিয়াছি যে যদিও সংজ্ঞার ঐক্য ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যে আছে তত্রাপি প্রকরণভেদের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন কহিতে হইবেক ॥ ৩।৩।৯ ॥

টীকা—৯ম সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

উদ্গীথে আর ওঁকারে পরস্পর অধ্যাস হইতে পারিবেক নাই ; যেহেতু ওঁকারেতে উদ্গীথের স্বীকার করিলে আর উদ্গীথে ওঁকারের অধ্যাস করিলে প্রাণ উপাসনার দুই স্থান হইয়া এক প্রকরণে উপাসনার ভেদ উপস্থিত হয়, আর এক প্রকরণে উপাসনার ভেদ কোথাও দৃষ্ট নহে। যেমন শুক্তিতে কোন কারণের দ্বারা রূপার অধ্যাস হইয়া সেই কারণ গেলে পর রূপার অধ্যাস দূর হয় সেইমত এখানে কহিতে পারিবে নাই, যেহেতু উদ্গীথ আর ওঁকারের অধ্যাসেতে কোন কারণান্তর নাই যাহাতে এ অধ্যাস দূর হয়, উদ্গীথ আর ওঁকার এক অর্থকে কহেন এমত কহিতেও পারিবে নাই, যেহেতু বেদে এমত কথন কোন স্থানে নাই ; অতএব যে সিদ্ধান্ত করিলে তাহার অসিদ্ধ হইল, এ পূর্বপক্ষের উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৩।৩।১০ ॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসং ॥ ৩।৩।১০ ॥

অবয়বকে অবয়বী করিয়া স্বীকার করিতে হয়, যেমন পটের এক দেশ দগ্ধ হইলে পট দাহ হইল এমত কহা যায় ; এই ব্যাপ্তি অর্থাৎ ন্যায়ের দ্বারা উদ্গীথের অবয়ব যে ওঁকার তাহাতে উদ্গীথকথন যুক্ত হয়, এমত কথন অসমঞ্জস নহে ॥ ৩।৩।১০ ॥

টীকা—১০ম সূত্র—ওম্ ইত্যেতদক্ষরম্ উদ্গীথ উপাসীত, এইমন্ত্রে ওম্ এবং উদ্গীথঃ এই দুইটাই প্রধান শব্দ, দুইটাতেই প্রথমা বিভক্তি ; সুতরাং প্রশ্ন উঠে, এই দুই শব্দের সম্বন্ধ কি ? কমলই পদ্ম এই বাক্য ঐক্য বুঝায় ; আদিত্য ব্রহ্ম দুইয়ের মধ্যে অধ্যাস বুঝায় ; রক্ত পদ্ম দুয়ের মধ্যে বিশেষ্য

বিশেষণ সম্বন্ধ বুঝায়। ওম্‌কার ও উদ্‌গীথ এই দুয়ের সম্বন্ধ কি প্রকার? রামমোহন বলিতেছেন কাপড়ের এক কোণ পুড়িলে বলা হয় কাপড় পুড়িয়াছে; কারণ, পুড়া অংশ কাপড়েরই অংশ, স্মৃতরাং এক; ওম্‌ এই অক্ষরও তেমনি উদ্‌গীথের অবয়ব, স্মৃতরাং উদ্‌গীথই। স্মৃতরাং রামমোহনের মতে ওম্‌কার ও উদ্‌গীথ-এর মধ্যে অংশাশি সম্বন্ধ; অন্যমতে বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ। স্মৃতরাং এস্থলে অধ্যাসের সম্ভাবনা নাই।

ছান্দোগ্যে কহিতেছেন যে প্রাণ তিহোঁ বাক্যের শ্রেষ্ঠ হয়েন কিন্তু কৌষীতকীতে যেখানে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণের নিকট পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন সেখানে প্রাণের ঐ শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণের কথন নাই, অতএব ছান্দোগ্য হইতে ঐ সকল প্রাণের গুণ কৌষীতকীতে সংগ্রহ হইতে পারে নাই এমত কহিতে পারিবে নাই।

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে॥ ৩।৩।১১॥

সকল শাখাতে প্রাণের উপাসনার অভেদ নিমিত্ত এই সকল শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণ শাখান্তর হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবেক॥ ৩।৩।১১॥

টীকা—১১শ স্মৃত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট। শাখান্তর হইতে অর্থ বেদের অন্যান্য শাখা হইতে।

নির্বিশেষ ব্রহ্মের এক শাখাতে যে সকল গুণ কহিয়াছেন তাহার শাখান্তরে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য॥ ৩।৩।১২॥

প্রধান যে ব্রহ্ম তাহার আনন্দাদি গুণের সংগ্রহ সকল শাখাতে হইবেক যেহেতু বেদ্য বস্তুর ঐক্যের দ্বারা বিদ্যার ঐক্যের স্বীকার করিতে হয়॥ ৩।৩।১২॥

টীকা—১২শ স্মৃত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে। ৩।৩।১৩।

বেদে বিশ্বরূপ ব্রহ্মের বর্ণনে কহিয়াছেন, যে ব্রহ্মের প্রিয় সেই

তাহার মস্তক, এই প্রিয়শির আদি করিয়া সকল ব্রহ্মের সগুণ বিশেষণ শাখান্তরেতে সংগ্রহ হইবেক নাই, যেহেতু মস্তকাদি সকল হ্রাস বৃদ্ধির স্বরূপ হয়, সেই হ্রাস বৃদ্ধি ভেদবিশিষ্ট বস্তুতে দেখা যায় কিন্তু অভেদ ব্রহ্মতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই ॥ ৩।৩।১৩ ॥

টীকা—১৩শ সূত্র—তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে ব্রহ্মে প্রিয়ং, মোদঃ, প্রমোদঃ, আনন্দঃ এই সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে ; কিন্তু এই গুণগুলির হ্রাসবৃদ্ধি সূচিত হয় ; কারণ প্রিয় হইতে মোদ, তাহা হইতে প্রমোদ, তাহা হইতে আনন্দ উৎকৃষ্টতর ; কিন্তু ছাঃ ৬।২।১ মন্ত্রে আছে ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। সুতরাং প্রিয়ই ব্রহ্মের শির ইত্যাদি গুণের সংগ্রহ ব্রহ্মে হইতে পারে না।

ইতরেত্বর্থসাম্যাৎ ॥ ৩।৩।১৪ ॥

প্রিয়শির ভিন্ন সমুদায় নির্গুণ বিশেষণ, যেমন জ্ঞানঘন ইত্যাদি, সর্বশাখাতে সংগ্রহ হইবেক যেহেতু জ্ঞেয় বস্তুর ঐক্য সকল শাখাতে আছে। বেদে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয় ; এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদির শ্রেষ্ঠত্ব তাৎপর্য হয় এমত নহে ॥ ৩।৩।১৪ ॥

টীকা—১৪শ সূত্র—স্পষ্ট।

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ৩।৩।১৫ ॥

সম্যক প্রকারে ধ্যান নিমিত্ত এই শ্রুতিতে আত্মার শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য হয় কিন্তু বিষয়াদের শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য না হয়, যেহেতু আত্মা ব্যতিরেক অপরের শ্রেষ্ঠত্বকথনে বেদের প্রয়োজন নাই ॥ ৩।৩।১৫ ॥

টীকা—১৫শ সূত্র—কঠ ৩।১০,৩।১১ মন্ত্রে ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ, এই মন্ত্রে পুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকেই দর্শনের উপদেশ আছে ; ইন্দ্রিয়, বিষয় ইত্যাদির আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ৩।৩।১৬ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক, অতএব আত্মা শব্দ পুরুষকে কহেন বিষয়াদিকে কহেন নাই ; অতএব আত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ৩।৩।১৬ ॥

টীকা—১৬শ সূত্র—স্পষ্ট।

বেদে কহিয়াছেন আত্মা সকলের পূর্বে ছিলেন অতএব এ বেদের তাৎপর্য এই যে আত্মা শব্দের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে।

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ৩।৩।১৭ ॥

এই স্থানে আত্মা শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন যেমন আর আর স্থানে আত্মা শব্দের দ্বারা পরমাত্মার প্রতীতি হয় ; যেহেতু ঐ শ্রুতির উত্তরশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে আত্মা জগতের দ্রষ্টা হয়েন, অতএব জগতের দ্রষ্টা ব্রহ্ম বিনা অপর হইতে পারে নাই ॥ ৩।৩।১৭ ॥

টীকা—১৭ সূত্র—ঐতরেয় উপনিষদ ১।১ মন্ত্রে আছে, স ঈক্ষতে লোকান্ নু সৃজা ; অর্থাৎ আত্মা জগতের দ্রষ্টা।

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ৩।৩।১৮ ॥

যদি কহ ঐ শ্রুতি যাহাতে আত্মা এ সকলের পূর্বে ছিলেন এমত বর্ণন দেখিতেছি, তাহার আদ্যে এবং অন্তে সৃষ্টির প্রকরণের অন্বয় আছে, আর সৃষ্টির প্রকরণ হিরণ্যগর্ভের ধর্ম হয় অতএব আত্মা শব্দ হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদ্য হইবেন ; তাহার উত্তর এই এমত হইলেও ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হইবেন যেহেতু পরশ্রুতি কহিতেছেন যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্তু ছিল নাই ; তবে হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির দ্বার মাত্র, ব্রহ্মই বস্তুত সৃষ্টিকর্তা হয়েন ॥ ৩।৩।১৮ ॥

টীকা—১৮ শ সূত্র—আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন ; চক্ষুর উন্মেষ নিমেষকারী

অর্থাৎ সচেতন অন্য কিছুই ছিল না, বা ক্রিয়াবান কিছুই ছিল না। বেদান্তমতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সৃষ্টি ঈশ্বরকৃত ; তার পরবর্তী যাবতীয় সৃষ্টি হিরণ্যগর্ভকৃত। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টিকর্তা কিন্তু ব্রহ্ম তারও সৃষ্টিকর্তা।

প্রাণবিদ্যার অঙ্গ আচমন হয় এমত নহে।

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বং ॥ ৩।৩।১৯ ॥

ঐ প্রাণবিদ্যাতে প্রাণ ইন্দ্রিয়কে প্রশ্ন করিলেন যে আমার বাস কি হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়েরা উত্তর দিলেন যে জল প্রাণের বাস হয় ; এই নিমিত্তে প্রাণের আচ্ছাদক জল হয়, এই জলের আচ্ছাদকত্বের ধ্যান মাত্র প্রাণবিদ্যাতে অপূর্ববিধি হয়, আচমন অপূর্ববিধি না হয় ; যেহেতু আচমনবিধির কথন সকল কার্যে আছে এ হেতু এখানেও প্রাণবিদ্যার পুর্বে আচমনবিধি হয় ॥ ৩।৩।১৯ ॥

টীকা—১৯শ সূত্র—বৃহদারণ্যক ৬।১।১৪ মন্ত্রে আছে, প্রাণ ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অন্ন ও পরিধান কি হইবে? ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন, সকল প্রাণীর যাবতীয় অন্ন আপনার অন্ন হইবে এবং জলই আপনার পরিধান হইবে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন করেন। ইহা বিধিমাত্র।

বাজসনেয়িদ্দের শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে কহিয়াছেন যে মনোময় আত্মার উপাসনা করিবেক, পুনরায় সেই বিদ্যাতে কহিয়াছেন যে এই মনোময় পুরুষ উপাস্য হয়েন, অতএব পুনর্বার কথনের দ্বারা দুই উপাসনা প্রতীতি হয় এমত নহে।

সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ৩।৩।২০ ॥

সমানে অর্থাৎ এক শাখাতে বিদ্যা ঐক্য পূর্ববৎ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু মনোময় ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা অভেদ জ্ঞান হয়। পুনর্বার কথন কেবল দৃঢ় করিবার নিমিত্ত হয় ॥ ৩।৩।২০ ॥

টীকা—২০শ সূত্র—ছাঃ ৩।১৪ শাণ্ডিল্যবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার

বৃহঃ ৫।৬।১ এই বিদ্যা উক্ত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে আছে, স আত্মানম্ উপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপম্। রামমোহন বলিতেছেন, ইহা দুই উপাসনা নহে, একই উপাসনা বা বিদ্যা।

প্রথম সূত্রে আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন।

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ৩।৩।২১ ॥

অন্যত্র অর্থাৎ সূর্যবিদ্যা আর চাক্ষুস পুরুষবিদ্যা পূর্ববৎ ঐক্য হউক আর পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হউক, যেহেতু অহর অর্থাৎ সূর্য আর অহং অর্থাৎ চাক্ষুষ পুরুষ এই দুয়ের উপনিষৎস্বরূপ এক বিদ্যার সম্বন্ধ আছে এমত বেদে কহিতেছেন ॥ ৩।৩।২১ ॥

টীকা—২১শ সূত্র—২২শ সূত্রঃ—২১শ সূত্রে আশঙ্কা, ২২শ সূত্রে সমাধান।

বৃহ ৫।৫।২ মন্ত্রে আছে সত্য ব্রহ্মই আদিত্য, আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ, এবং দক্ষিণ অক্ষিতে যে পুরুষ, তাহারা পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অভিন্ন। সুতরাং উভয়ের বিদ্যা এক এবং বিশেষণও এক হউক এই আশঙ্কা।

বৃহঃ ৫।৫।৩ ও ৫।৫।৪ মন্ত্রে ইহার সমাধান আছে; ৫।৫।৩ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, আদিত্য মণ্ডলে যে পুরুষ তার রহস্য নাম অহর্ এবং দক্ষিণ অক্ষিতে যে পুরুষ, তার রহস্য নাম অহম্; সুতরাং দুই পুরুষ ভিন্ন; সুতরাং উভয় পুরুষের উপাসনা এক হইবে না, বিশেষণও এক হইবে না।

ন বা বিশেষাৎ ॥ ৩।৩।২২ ॥

সূর্য আর চাক্ষুস পুরুষের বিদ্যার ঐক্য এবং পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক নাই, যেহেতু উভয়ের স্থানের ভেদ আছে; তাহার কারণ এই, অহর নাম পুরুষের স্থান সূর্যমণ্ডল আর অহং নাম পুরুষের স্থান চক্ষু হয় ॥ ৩।৩।২২ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৩।৩।২৩ ॥

ছান্দোগ্যে কহিতেছেন, যে সূর্যের রূপ হয় সেই চাক্ষুস পুরুষের

রূপ হয়, অতএব এই সাদৃশ্যকথন উভয়ের ভেদকে দেখায়, যেহেতু ভেদ না হইলে সাদৃশ্য হইতে পারে নাই ॥ ৩।৩।২৩ ॥

টীকা—২৩শ সূত্র—ছাঃ ১।৭।৫ মন্ত্রে আছে, আদিত্যে স্থিত পুরুষের যেরূপ, অক্ষিতে স্থিত পুরুষেরও সেইরূপ; উপমেয় বস্তু ভিন্ন না হইলে সাদৃশ্য সম্ভব নহে; সুতরাং পুরুষ দুই জন ভিন্ন।

সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ। ৩।৩।২৪।

বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি হইয়া এই সকল ব্রহ্ম-বীর্য ব্রহ্ম হইতে পুষ্ট হইতেছেন আর ব্রহ্ম আকাশেতে ব্যাপ্ত হয়েন; এই সংভৃতি আর দ্যুব্যাপ্তি শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে সংগ্রহ হইতে পারিবেক নাই, যেহেতু শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে হৃদয়কে স্থান করিয়াছেন আর এ বিদ্যাতে আকাশকে স্থান করিলেন; অতএব স্থানভেদের দ্বারা বিদ্যার ভেদ হয় ॥ ৩।৩।২৪ ॥

টীকা—২৪শ সূত্র—সামবেদের কাণ্বায়নীয় শাখার খিল শ্রুতিতে অর্থাৎ বিধিবাচকও নহে নিষেধবাচকও নহে এমন মন্ত্রে সম্ভৃতানি ব্রহ্মবীর্য্যা ইত্যাদি ব্রহ্মের বিভূতিবাচক বাক্য আছে; আবার ঐ শাখার শাণ্ডিল্যবিদ্যায় মনোময় প্রাণশরীর ভারূপ এই সকল গুণযোগে ব্রহ্মের উপাসনাও কথিত হইয়াছে। সম্ভৃতি প্রভৃতি ব্রহ্মবিভূতি ও মনোময়ত্বাদি ব্রহ্মগুণ উপসংহৃত হইবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বেদব্যাস বলিয়াছেন, শাণ্ডিল্যবিদ্যায় উপাসনা করিতে হয় হৃদয়ে, সুতরাং তাহা আধ্যাত্মিক; সম্ভৃতি প্রভৃতির স্থান আকাশ, সুতরাং তাহা অধিদৈবিক; সুতরাং স্থানের ভেদে বিদ্যারও ভেদ হইবে এবং উভয়ের গুণসকলের একত্র সংগ্রহও হইবে না। মন্ত্রটী এই—

ব্রহ্মজ্যেষ্ঠশ বীর্য্যা ব্রহ্মাগ্রেজ্যেষ্ঠং দিবমাততান।
ব্রহ্ম ভূতনাং প্রথমং তু জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণাস্পর্দ্ধিতুং কঃ ॥

ব্রহ্মের বীর্য্য বা পরাক্রম সংভৃত অর্থাৎ অব্যাহত; ব্রহ্ম সকলের জ্যেষ্ঠ এবং তিনি স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সকল ভূতের প্রথমে ব্রহ্মই জাত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত স্পর্ধা করিতে কে সমর্থ?

পৈঙ্গিরা কহেন যে পুরুষরূপ যজ্ঞ তাহার আয়ু তিন কাল হয়।

তৈত্তিরীয়েতে কহেন যে বিদ্বান পুরুষ যজ্ঞস্বরূপ হয়, আত্মা যজমান এবং তাহার শ্রদ্ধা তাহার পত্নী আর তাহার শরীর যজ্ঞকাষ্ঠ হয়। এই দুই শ্রুতিতে মরণ গুণের সাম্যের দ্বারা অভেদ হউক এমত নহে।

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ৩।৩।২৫ ॥

পৈঙ্গিপুরুষবিদ্যাতে যেমন গুণান্তরের কথন আছে সেইরূপ তৈত্তিরীয়েতে গুণান্তরের কথন নাই, অতএব দুই শ্রুতিতে ভেদ স্বীকার করিতে হইবেক। এই গুণের সাম্যের দ্বারা দুই বস্তুতে অভেদ হইতে পারে নাই ॥ ৩।৩।২৫ ॥

টীকা—২৫শ সূত্র—পৈঙ্গি এবং তাণ্ডিদিগের উপনিষদে পুরুষবিদ্যার উল্লেখ আছে। যজমানের শতবৎসর আয়ুর কাল ধরিয়া তাহা তিন ভাগে গণনা হইত। প্রথমভাগকে প্রাতঃকালীন, মধ্যভাগকে মধ্যাহ্নকালীন এবং অন্ত্যভাগকে সায়ংকালীন যজ্ঞ কল্পনা করা হইত। যজমানের মরণকে যজ্ঞান্তে স্নান কল্পনা করা হইত। তৈত্তিরীয়ে এবং ছান্দোগ্যেও পুরুষযজ্ঞের বর্ণনা আছে। একই পুরুষযজ্ঞ হইলেও ইহাদের বর্ণনাতে ভেদ আছে। সুতরাং এই সকল এক হইতে পারে না, এসকল ভিন্ন ভিন্ন।

ব্রহ্মবিদ্যার সন্নিধানেতে বেদে কহিয়াছেন যে শত্রুর সর্বাঙ্গ ছেদন করিবেক অতএব এ মারণ শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যায় একাংশ হয় এমত নহে।

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ৩।৩।২৬ ॥

শত্রুর অঙ্গ ছেদন করিবেক এই হিংসাত্মক শ্রুতি উপনিষদের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতির ভিন্ন অর্থকে কহে, অতএব এইরূপ মারণ শ্রুতি আত্মবিদ্যার একাংশ না হয় ॥ ৩।৩।২৬ ॥

টীকা—২৬শ সূত্র—অথর্ববেদীয় এক উপনিষদে আছে, হে দেবতা, আমার শত্রুর হৃদয় বিদ্ধ কর, শিরাজাল ছিন্ন কর, মস্তক দ্বিধা কর (হৃদয়ং প্রবিধ্য. ধমনীঃ প্রবৃজ্য শিরঃ অভিপ্রবৃজ্য)। এই সকল মন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ হইবে কি? বেদব্যাস বলিয়াছেন, না, এই সকল ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ নহে। এই সকল অভিচারক্রিয়া মাত্র।

যদি কহ বেদে কহিতেছেন, যে জ্ঞানবান সে পুণ্য আর পাপকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ নিরঞ্জন হয়, আর সেই স্থলেতে কহেন যে সাধু সকল সাধু কর্ম করেন আর দুষ্টেরা পাপ কর্মে প্রবর্ত্ত হয়েন ; অতএব পরশ্রুতি পূর্বশ্রুতির একদেশ নয় এবং ইহার সংগ্রহ পূর্বের শ্রুতির সহিত হইবেক নাই ; যেহেতু পুণ্য পাপ উভয়রহিত যে জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহার সাধু কর্মের অপেক্ষা আর থাকে নাই, তাহার উত্তর এই।

হানৌ তুপাদানশব্দশেষত্বাৎ
কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তং ॥ ৩।৩।২৭ ॥

হানিতে অর্থাৎ পুণ্য পাপ ত্যাগেতেও সাধু কর্মের বিধির সংগ্রহ হইবেক যেহেতু পরশ্রুতি পূর্বশ্রুতির একদেশ হয় ; যেমন কুশকে এক শ্রুতিতে বৃক্ষসম্বন্ধীয় কহিয়াছেন অন্য শ্রুতিতে উদুম্বরসম্বন্ধীয় কহিয়াছেন ; অতএব পরশ্রুতির অর্থ পূর্বশ্রুতিতে সংগ্রহ হইয়া তাৎপর্য এই হইবেক যে উদুম্বরবৃক্ষের কুশের দ্বারা যজ্ঞ করিবেক, সামান্য বৃক্ষ তাৎপর্য না হয়। আর যেমন ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক এক স্থানে বেদে কহেন, অন্যত্র কহেন দেবছন্দের দ্বারা স্তব করিবেক, অতএব দেবছন্দের সংগ্রহ পূর্বশ্রুতিতে হইয়া তাৎপর্য এই হইবেক যে অসুরছন্দ আর দেবছন্দ ইহার মধ্যে দেবছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক অসুর ছন্দে করিবেক না। আর যেমন বেদে এক স্থানে কহেন যে, পাত্র গ্রহণের অঙ্গ স্তোত্র পড়িবেক ইহাতে কালের নিয়ম নাই, পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন সূর্যোদয়ে পাত্রবিশেষের স্তোত্র পড়িবেক, এই পরশ্রুতির কালনিয়ম পূর্বশ্রুতিতে সংগ্রহ করিতে হইবেক ; আর যেমন বেদে এক স্থানে কহিয়াছেন যে যাজক বেদ গান করিবেক পরে কহিয়াছেন যজুর্বেদীরা গান করিবেক নাই, অতএব পরশ্রুতির অর্থ পূর্বশ্রুতিতে সংগ্রহ হইবেক যে যজুর্বেদী ভিন্ন যাজকেরা গান করিবেক। জৈমিনিও এইরূপ বাক্যশেষ গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনি সূত্র। অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাৎ

বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ। বেদে কহিয়াছেন আশ্রাবয়। অস্তু শ্রৌষট্। যজয়ে যজামহে। বষট্। এই পাঁচ সকল যজ্ঞে আবশ্যক হয় আর অন্যত্র বেদে কহিয়াছেন যে অনুযাজেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পাঠ করিবেক নাই; অতএব পরশ্রুতি পূর্বশ্রুতির একদেশ হয় অর্থাৎ পূর্বশ্রুতির অর্থ এই হইবেক যে অনুযাজ ভিন্ন সকল যাগেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পঞ্চ বিধি আবশ্যক হইবেক; যদি পূর্বশ্রুতি পরশ্রুতির অপেক্ষা না করে তবে বিকল্প দোষের প্রসঙ্গ অনুযাজ যজ্ঞে হইবেক অর্থাৎ পূর্বশ্রুতির বিধির দ্বারা আশ্রাবয় আদি পঞ্চ বিধি যেমন সকল যাগে আবশ্যক হয় সেই রূপ অনুযাজেতেও আবশ্যক স্বীকার করিতে হইবেক এবং পর শ্রুতির নিষেধ শ্রবণের দ্বারা আশ্রাবয়াদি পঞ্চ বিধি অনুযাজেতে কর্তব্য নহে; এমত বিকল্প স্বীকার করা ন্যায়যুক্ত হয় নাই। অতএব তাৎপর্য এই হইল যে এক শ্রুতির এক দেশ অপর শ্রুতি হয়॥ ৩।৩।২৭॥

টীকা—২৭শ সূত্র—রামমোহনের সূত্রে উপাদান শব্দটী আছে; তার অর্থ, গ্রহণ। শঙ্করের বেদান্তসূত্রে তার পরিবর্তে উপায়ন শব্দ আছে; তার অর্থ, জ্ঞাতিগণকর্তৃক গ্রহণ। মূলমন্ত্রে আছে, তস্য দায়াদাঃ সুকৃতম্ উপযন্তি; মৃত জ্ঞানীর জ্ঞাতিগণ তাহার সুকৃত গ্রহণ করেন। সুতরাং সূত্রের শব্দটী উপায়ন হওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু সূত্রের ও মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, পরেই উপাদান শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং আমরা রামমোহনের পাঠই গ্রহণ করিলাম।

নির্গুণ ব্রহ্মসাধকের দেহপাতকালে তার পাপপুণ্যের বিনাশ হয় (ইহাই সূত্রের হান শব্দের অর্থ)। সুহৃদ্গণ তার পুণ্য গ্রহণ করেন, শত্রুরা তার পাপ গ্রহণ করেন (ইহাই সূত্রের উপায়ন বা উপাদান শব্দের অর্থ)। এই শ্রুত্যুক্ত পুণ্য পাপ বিনাশ ও উপায়ন (পরকর্তৃক গ্রহণ) সার্বত্রিক কি? (মঃ মঃ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)। উত্তর—এই নিয়ম সর্বত্র হইবে না। বেদের এক শাখার বিশেষ অংশ অপর শাখায় গৃহীত হইয়াই থাকে; কুশা, ছন্দ, স্তুতি, উপগানই এ বিষয়ে উদাহরণ। এ নিয়ম স্বীকার না করিলে সর্বত্রই বিকল্প স্বীকার করিতে হয়; তাহা অন্যায়।

সূত্রের কুশা, কুশ তৃণ নহে। কাষ্ঠনির্মিত দীর্ঘ শলাকার মত দ্রব্যকেই কুশ

বলা হইত। উদ্‌গাতা (সামবেদীয় ঋত্বিক) স্তোত্র গান করিতেন এবং আরেকজন শলাকার সাহায্যে গানের সংখ্যা রক্ষা করিতেন। এই শলাকাগুলিই কুশ। মন্ত্রে আছে এই বনস্পতি অর্থাৎ বিশাল বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত। ভাল্লবিদিগের শ্রুতিতে এই কথা আছে। কিন্তু কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ তাহা বলা হয় নাই। ভাল্লবিদিগের অন্য শাখা শাট্যায়নীদের মন্ত্রে আছে কুশ উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) কাষ্ঠ নির্মিত। শাট্টায়নীদের এই বিশেষ অংশ অন্যশাখাতে গৃহীত হইল।

ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবে ইহাই বিধি। কিন্তু ছন্দ দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার; কোন ছন্দে স্তুতি হইবে? এক শাখায় পাওয়া গেল দৈব ছন্দে স্তুতি করিবে। এই বিশেষ অংশ সর্বত্র গৃহীত হইল। রত্নপ্রভাটীকা বলিলেন, নবাক্ষর ছন্দই আসুর ছন্দ, অন্য সবই দৈব ছন্দ।

অতিরাত্র যাগে ষোড়শি নামক যজ্ঞপাত্রের স্তুতির বিধান আছে; কিন্তু সময়ের নির্দেশ নাই। একস্থানে পাওয়া গেল, সূর্য উদিত হইলে ষোড়শিপাত্রের স্তুতি করিবে। এই বিশেষ অংশ সর্বত্র গৃহীত হইল।

বেদের বিধান, ঋত্বিক উপগান করিবেন কিন্তু কোন্ ঋত্বিক্? অন্যত্র পাওয়া গেল, অধ্বর্য্যু (যজুবেদীয়) উপাসনা করিবেন। বুঝা গেল অধ্বর্য্যু ছাড়া অপর ঋত্বিক্‌রা উপগান করিবে।

রামমোহন ২৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় এই সকল কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার কথা বুঝিবার জন্যই এ সকল বিশদতর করার চেষ্টা হইয়াছে।

রামমোহন এর পরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যজ্ঞসংক্রান্ত মন্ত্র।

দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ বা যাগ। যজ্ঞে সাধারণতঃ একাধিক যাজকের প্রয়োজন হইত। কেহ ঋক্‌মন্ত্র আওড়াইতেন স্পষ্টভাবে উচ্চস্বরে। কেহ বা যজুর্মন্ত্র আওড়াইতেন নিম্নস্বরে। কেহ বা সামগান করিতেন। ঋগ্‌বেদীয় প্রধান যাজকের নাম হোতা, মন্ত্র পড়িয়া দেবতাকে আহ্বান করিতেন। অধ্বর্য্যু যজুর্মন্ত্রে যজ্ঞে আহুতি দিতেন। সামগানের প্রধান ঋত্বিকের নাম উদ্‌গাতা। যজ্ঞবিশেষে তার সহকারীর প্রয়োজন হইত। সকলের উপরেও যিনি সব কাজ পরিদর্শন করিতেন, তিনি ব্রহ্মা। এদেরও সহকারীর প্রয়োজন হইত সময়বিশেষে।

প্রধান যাগের পূর্বে যাহা অনুষ্ঠিত হইত, তাহা প্রযাজযাগ। পূর্বে যেমন প্রযাজযাগ, পরে তেমনি অনুযাগ যাগ। সকল যাগের কতগুলি সাধারণ নিয়ম

আছে। অধ্বর্য্যুই যাগকর্তা। হোতা দেবতার আহ্বানকর্তা মাত্র। আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিয়া যাগ হয়।

অধ্বর্য্যুর আসন আহবনীয়ের উত্তরে। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া থাকেন। যে কোন যাগের পূর্বে তিনি উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া আসেন। দক্ষিণে দাঁড়াইয়া তিনি অগ্নীৎ নামক ঋত্বিককে আদেশ দেন "ওঁ শ্রাবয়" দেবতাদিগকে মন্ত্র শুনিতে অনুরোধ কর (এখানে আশ্রাবয় বলা হয় না)। অগ্নীৎ বেদির উত্তরে একখানি কাঠের তলোয়ার লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। তলোয়ারখানির নাম "স্ফ্য"। তিনি উত্তরে বলেন "অস্তুশ্রৌষট্", আচ্ছা দেবতারা শুনিতেছেন। তখন অধ্বর্য্যু হোতাকে দেবতার আহ্বানে আদেশ দেন। হোতাকে দুইটী মন্ত্র পড়িতে হয়। প্রথমটীর নাম অনুবাক্যা। ইহা ঋক্ মন্ত্র। ইহা দ্বারা দেবতাকে অনুকূল করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রের নাম যাজ্যা। এই মন্ত্র কখনো ঋক্ কখনো যজুঃ। মনে করুন যজ্ঞের দেবতা অগ্নি। হোতা মন্ত্রপাঠের পূর্বে "যে যজামহে দেবম্ অগ্নিম্" বলিয়া আরম্ভ করেন। তৎপরে যাজ্যামন্ত্র পড়িয়া বলেন "অগ্নে, বীহি বৌষট্" অগ্নি ইহা ভক্ষণ করুন এবং দেবতাগণের নিকট বহন করুন। এই বৌষট্ উচ্চারণই বষট্কার। এই বষট্কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্বর্য্যু আহুতি দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। যজমান আহুতির পর ত্যাগমন্ত্র বলেন "ইদম্ অগ্নয়ে, নমম্," এই দ্রব্য অগ্নিকে দেওয়া হইল, আমার থাকিল না। ইহার পর অধ্বর্য্যু উত্তরে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যেক যাগের ইহা সাধারণ বিধি, প্রযাজে ও অনুযাজে এই বিধি নাই।

(শ্রদ্ধেয় মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "যজ্ঞকথা" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)।

পর্যঙ্কবিদ্যাতে কহিতেছেন যে বিরজা নদীকে মনের দ্বারা পার হইলে সুকৃত দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয়, অতএব বিরজা পার হইলে পর কর্মের ক্ষয় হয়, এমত নহে।

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥ ৩।৩।২৮ ॥

বিদ্যাকালে তরণের হেতু যে কর্মক্ষয় তাহা জ্ঞানীর হয়, কিন্তু সেই কর্মক্ষয়কে এই শ্রুতিতে তরণের সম্পরায়ে অর্থাৎ তরণের উত্তরে কহিয়াছেন; যেহেতু কর্ম থাকিলে পর দেবযানে প্রবেশ হইতে পারে

না এই হেতু তাহার তরণের কর্ম থাকিতে অসম্ভব হয়, পদ এই রূপ তাণ্ডি আদি কহিয়াছেন যে, অশ্বের ন্যায় লোম অর্থাৎ পাপ পুণ্যকে কাঁপাইয়া পশ্চাৎ তরণ করেন ॥ ৩।৩।২৮ ॥

টীকা—২৮শ সূত্র—জ্ঞানী ব্যক্তির সুকৃত দুষ্কৃতরূপ কর্মের ক্ষয় মৃত্যুকালেই হয়। কিন্তু কৌষীতকি পর্যঙ্কবিদ্যাতে বলেন যে উপাসক দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে। সেখান হইতে পর্যঙ্কে আসীন ব্রহ্মার অভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে, মনের দ্বারা বিরজা নদী পার হন এবং তখন তার সুকৃত দুষ্কৃত ক্ষয় হয়। অর্থাৎ তার কর্মক্ষয় অর্ধপথে হয়। রামমোহন বলিতেছেন, কর্ম থাকিলে দেবযানে প্রবেশ হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম থাকিলে উত্তরণ অসম্ভব। সুতরাং মৃত্যুকালেই জ্ঞানীর কর্মক্ষয় হয়। কৌষীতকি (১।৫) মন্ত্রে আছে, সেই ব্যক্তি বিরজানদী ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরস, ব্রহ্মশব্দ, ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হইয়া অপরিসীম দীপ্তিসম্পন্ন পর্যঙ্কের নিকট আসেন ; তাহাতে ব্রহ্মা বসিয়া আছেন; তাহাকে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন (তং ব্রহ্মা পৃচ্ছতি) তুমি কে। যে পর্যঙ্কের কথা বলা হইল, প্রাণই সেই পর্যঙ্ক, তাহাতেই ব্রহ্মা আসীন। ইহাই পর্যঙ্কবিদ্যা।

যদি কহ জ্ঞান হইলে পরেও লোকশিক্ষার্থ কর্ম করিলে সেই কর্ম পুনরায় জ্ঞানীর বন্ধনের কারণ হইবেক তবে মুক্তির সম্ভাবনা থাকিল নাই, ইহার উত্তর এই।

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ৩।৩।২৯ ॥

জ্ঞান হইলে ছন্দত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন যে কর্ম করিবেক তাহা বন্ধনের নিমিত্ত হইবেক না, যেহেতু জ্ঞানের পর বন্ধন প্রতিবন্ধনের সম্ভাবনা থাকে নাই ॥ ৩।৩।২৯ ॥

টীকা—২৯শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট। ব্যাখ্যা রামমোহনের নিজস্ব।

সকল জ্ঞানীর তরণপূর্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এমত নহে।

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থা অন্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩।৩।৩০ ॥

দেবযান গতির বিকল্পে যথার্থতা হয় অর্থাৎ কেহ দেবযান হইয়া

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় কেহ এই শরীরে ব্রহ্মকে পায়, যেহেতু দেবযান গতির বিকল্প অঙ্গীকার না করিলে অন্য শ্রুতিতে বিরোধ হয়; সে এই শ্রুতি যে এই দেহেই জ্ঞানী অদ্বৈতনিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মকে পায়॥ ৩।৩।৩০ ॥

টীকা—৩০শ সূত্র—নিরুপাধিক ব্রহ্মসাধক দেবযান গতিপ্রাপ্ত হন না; এই দেহেই অদ্বৈতনিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মকে পায়। বৃহঃ ৪।৪।৭ মন্ত্রে আছে অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে, এই দেহেই ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ভগবান ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন অত্র অস্মিন্ শরীরে বর্ত্তমানঃ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মভাবং মোক্ষম্ প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ, অতো মোক্ষো ন দেশান্তরগমনাদ্যপেক্ষতে; এই শরীরে বর্তমান থাকিয়াই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষস্বরূপ হয় (প্রতিপদ্যতে); অতএব মোক্ষে দেশান্তরে গমনাদির অপেক্ষা নাই। ব্যাখ্যা রামমোহনের নিজস্ব।

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ॥ ৩।৩।৩১ ॥

ঐ দেবযান গতি আর তাহার অভাবরূপার্থ শ্রুতিতে উপলব্ধি আছে এই হেতু সগুণ নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে দেবযান এবং তাহার অভাব নিষ্পন্ন হয়; অর্থাৎ স্বরূপলক্ষণে যে ব্রহ্ম উপাসনা করে তাহার দেবযান গতি নাই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তটস্থ লক্ষণে বিরাট ভাবে কিম্বা হৃদয়াকাশে যে উপাসনা করে তাহার দেবযান গতি হয়। যেমন লোকেতে একজন গঙ্গা হইতে দূরস্থ অথচ গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা করিলেক তাহার গতি বিনা গঙ্গাস্নান সিদ্ধ হইবেক না, আর এক জন গঙ্গাতে আছে এবং গঙ্গাস্নান ইচ্ছা করিলে গতি বিনা তাহার স্নান সিদ্ধ হয়॥ ৩।৩।৩১ ॥

টীকা—৩১শ সূত্র—নির্গুণ ব্রহ্মসাধকের অর্থাৎ স্বরূপসাধকের দেবযান গতি নাই; ৩০শ সূত্র অনুসারে এই দেহেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়। তটস্থ লক্ষণে বিরাটভাবে কিম্বা হৃদয়াকাশে যে উপাসনা করে তাহাদের দেবযানে গতি হয়। ব্যাখ্যা স্পষ্ট; রামমোহনের নিজস্ব।

অর্চিরাদিমার্গ যে যে বিদ্যাতে কহিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য বিদ্যাতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে।

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাং ॥ ৩।৩।৩২ ॥

সমুদায় সগুণ বিদ্যার দেবযানের নিয়ম নাই অর্থাৎ বিশেষ বিদ্যার বিশেষ মার্গ এমত কথন নাই, অতএব নিয়ম অভাবে কোন বিরোধ হইতে পারে নাই; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন, যে ব্রহ্মকে যথার্থরূপে জানে আর উপাসনা করে সে অর্চিযানকে প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপ স্মৃতিতেও কহিয়াছেন ॥ ৩।৩।৩২ ॥

টীকা—৩২শ সূত্র—সকল সগুণ উপাসকেরই অর্চিরাদিমার্গে গমন সম্ভব, এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। যাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন অথবা যাহারা অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করেন, অথবা যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করেন অথবা যাহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাহারা সকলেই অর্চিরাদিমার্গে অর্থাৎ দেবযানের পথে গমন করেন। এবিষয়ে কোন বিধি নিষেধ নাই। (ছাঃ ৫।১০।১-২ দ্রষ্টব্য)।

বশিষ্ঠাদি জ্ঞানীর ন্যায় সকল জ্ঞানীর জন্মের সম্ভাবনা আছে এমত নহে।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং ॥ ৩।৩।৩৩ ॥

দীর্ঘপ্রারব্ধকে অধিকার কহেন, সেই দীর্ঘপ্রারব্ধে যাহাদের স্থিতি হয় তাহাদিগে আধিকারিক কহি, ঐ আধিকারিকদের যাবৎ দীর্ঘ-প্রারব্ধের বিনাশ না হয় তাবৎ সংসারে জন্মাদি হয়, প্রারব্ধের বিনাশ হইলে জ্ঞানীদের জন্ম মৃত্যু ইচ্ছামতে হয় ॥ ৩।৩।৩৩ ॥

টীকা—৩৩শ সূত্র—অপান্তরতমাঃ নামক বেদাচার্য কৃষ্ণদ্বিপায়নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বশিষ্ট ব্রহ্মার মানসপুত্র হইয়াও নিমির শাপে মিত্রাবরুণরূপে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মার অপর মানসপুত্র সনৎকুমার রুদ্রদেবের বরে স্কন্দরূপে জন্মিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন তবে জন্মান্তর কেন?

রামমোহনের মীমাংসা এই যে, পূর্বজন্মকৃত যে সকল কর্ম কোন ব্যক্তির ফলোন্মুখ হইয়াছে, সেই কর্মফলই প্রারব্ধ বা অধিকার। যাহাদের প্রারব্ধ

অতি দীর্ঘ, তাহারা আধিকারিক। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই জ্ঞানী আধিকারিকদের দেহত্যাগ হয়। তখন তাহাদের মোক্ষলাভ হয়।

ভাষ্যকারের মীমাংসা এই ; যে সকল কর্মের ফলে ঐশ্বর্য বা বিভূতি লাভ হয়, সেই সকল কর্মের জ্ঞানেও ঐ সকল মহর্ষিরা আসক্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞানান্তরেষু চ ঐশ্বর্যাদিফলেষু আসক্তাস্যুর্মহর্ষয়ঃ। ঐশ্বর্য বা বিভূতিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই বোধ জন্মিবার পর তাহারা নির্বিণ্ণ হন এবং কৈবল্যপথ আশ্রয় করেন। বৃহঃ ১।৪।১০ মন্ত্রে বলা হইয়াছে তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ, তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্, দেবগণের মধ্যে যিনি প্রতিবুদ্ধ হইলেন অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এই সাক্ষাৎ উপলব্ধি যাহাদের হইয়াছিল তাহারা সর্বাত্মা ব্রহ্ম হইয়াছিলেন ; ঋষিরা ও মানুষেরাও এইরূপে সর্বাত্মা হইয়াছিলেন। যাহারা আজও এই উপলব্ধি করেন, তাহারা ব্রহ্মই হন, তাহাদের জন্মান্তর সম্ভব হয় না।

কঠবল্লীতে ব্রহ্মকে অস্পর্শ অশব্দ কহিয়াছেন অন্য শাখাতে ব্রহ্মকে অস্থূল কহিয়াছেন, এই অস্থূল বিশেষণ কঠবল্লীতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে।

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ

সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তং। ৩।৩।৩৪।

অক্ষরধিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শ্রুতিসকলের শাখান্তর হইতে অন্য শাখাতে অবরোধঃ অর্থাৎ সংগ্রহ করিতে হইবেক, যেহেতু সে সকল শ্রুতির সমান অর্থ এবং ব্রহ্মের জ্ঞাপকতা হয়। উপসদ শব্দ যামদগ্ন্যের হবিবিশেষকে কহে, সেই হবির প্রদানের মন্ত্রকে ঔপসদ কহি, সেই সকল মন্ত্রকে শাখান্তর হইতে যেমন যজুর্বেদে সংগ্রহ করা যায়। জৈমিনিও এইরূপ সংগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনি সূত্র। গুণমুখ্যবতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ। যেখানে গৌণ ও মুখ্য শ্রুতির বিরোধ হইবেক সেইস্থানে মুখ্যের সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হয় যেহেতু মুখ্য সর্বথা প্রধান হয় ; যেমন বেদে কহেন যজুর্বেদের স্বারবতীয় গান করিবেক, কিন্তু যজুর্বেদে দীর্ঘ স্বরের অভাব

নিমিত্ত এই শ্রুতি গৌণ হয় ; বেদে অগ্নির স্থাপন করিবেক আর অগ্নির স্থাপনে গান আবশ্যক আর ঐ গানে দীর্ঘ স্বরের আবশ্যকতা অতএব পরশ্রুতি মুখ্য হয়, এই নিমিত্ত সামবেদীয় বারবন্তীয় অগ্নি স্থাপনে গান করিবেন ॥ ৩।৩।৩৪ ॥

টীকা—৩৪শ সূত্র—বৃহঃ (৩।৮।৮) মন্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন অক্ষর অস্থূল অনণু অহ্রস্বন্ অদীর্ঘম্ ইত্যাদি। কঠোপনিষদে আছে ব্রহ্ম অশব্দম্ অস্পর্শম্ ইত্যাদি। এই সব বাক্যই নিষেধবাচক। কঠোপনিষদের এই সকল নিষেধপর বাক্য অক্ষর-এর সঙ্গে সংগৃহীত হইবে কিনা, ইহাই ছিল প্রশ্ন। উত্তরে বলা হইল কঠোপনিষদের নিষেধবাচক অশব্দম্ ইত্যাদি ব্রহ্ম-বাচক বিশেষণের সঙ্গে অক্ষরবিষয়ক অস্থূল প্রভৃতি নিষেধবাচক বিশেষণ একত্র সংগ্রহ হইবে ; কারণ এই সকলই ব্রহ্মের জ্ঞাপক এবং ইহাদের অর্থও সমান।

এই বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ রামমোহন ঔপসদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঋষি জামদগ্ন্য যজুর্বেদের অহীন নামক একটী যাগ করিয়াছিলেন। এই অহীন যাগের একটী অঙ্গ যাগের নাম উপসদ। উপসদে পুরোডাশ অর্থাৎ এক প্রকার পিষ্টক আহুতি দিতেই হইত। পুরোডাশ আহুতিদানের মন্ত্রগুলি কিন্তু সামবেদীয় ; কিন্তু যজ্ঞটী যজুর্বেদীয়। অথচ এই সামবেদীয় মন্ত্রগুলি পাঠ করিতেন যজুর্বেদের ঋত্বিক অধ্বর্য্যু, সামবেদের ঋত্বিক উদ্‌গাতা তাহা পাঠ করিতেন না। যে বেদের যাগ, সেই বেদের ঋত্বিকই মন্ত্র পাঠ করিতেন যদিও মন্ত্রগুলি অন্য বেদের।

রামমোহন এই বিষয়ে আরো একটী উদাহরণ দিয়াছেন, যাহা অন্য আচার্যেরা দেন নাই। যজ্ঞকালে অগ্নিস্থাপনের বিধান ছিল। অগ্নিস্থাপন কালে মন্ত্রগানও করিতে হইত। ঐ মন্ত্রসকল যজুর্বেদের এবং ইহাদের নাম ছিল বারবতীয়। ঐ গানের মন্ত্রে দীর্ঘস্বর থাকিত ; কিন্তু যজুর্বেদে দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ নাই ; সুতরাং যজর্বেদীয় ঋত্বিক তাহা গান করিতেন না। সামবেদীয় ঋত্বিক মন্ত্রগান করিয়া অগ্নি স্থাপন করিতেন।

দ্বা সুপর্ণা এই প্রকরণের শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে দুই পক্ষীর মধ্যে এক ভোগ করেন, পুনরায় কহিয়াছেন যে দুই পক্ষী এক বিষয়-ফল ভোগ করেন, অতএব দুই পক্ষীর ভোগ এবং ভেদ বুঝা যায় এমত নহে।

ইয়দামননাৎ ॥ ৩।৩।৩৫ ॥

উভয় শ্রুতিতে ইয়ত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত জীবের পরমাত্মার সহিত অভেদ আমনন অর্থাৎ কথন হয়, পরমাত্মাকে ভোক্তা করিয়া কথন কেবল জীবের সহিত অভেদ জানাইবার নিমিত্ত হয় ; অন্যথা বস্তুত এক পক্ষী অর্থাৎ সোপাধি জীব বিষয়ভোক্তা হয়েন দ্বিতীয় পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা সাক্ষী মাত্র ॥ ৩।৩।৩৫ ॥

টীকা—৩৫শ সূত্র—৩৬শ সূত্র : এখানে রামমোহন দুইটী মন্ত্রের একত্র আলোচন করিয়াছেন। সেইজন্যই ৩৫শ সূত্রে "উভয়শ্রুতি" বাক্যটী ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বা সুপর্ণা মন্ত্রটী মুণ্ডক ৩।১।১ এবং অপর মন্ত্রটী ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্যলোকে (কঠ ৩।১)। প্রথমটীর অর্থ দুইটী পক্ষীর একটী ফলভোগ করে, অন্যটী শুধু দেখে। দ্বিতীয়টীর অর্থ, একটী পক্ষী ফলভোগ করে ; অপরটীও সাহচর্যবশতঃ ভোগই করে। কিন্তু শ্রুতির তাৎপর্য তাহা নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বোঝানোই তাৎপর্য। অন্যম্ মন্ত্রে অভেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কঠ উপনিষদে অন্যত্রধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ (কঠ ২।১৪) মন্ত্রেও অভেদই উক্ত হইয়াছে। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্ (মুণ্ডক ৩।১।২ শ্বেতা ৪।৭) অংশেও অভেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সূত্রের ইতি চেৎ পর্যন্ত সন্দেহ করিয়া উপদেশান্তরবৎ এই বাক্যে সমাধান করিতেছেন।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩।৩।৩৬ ॥

যদি কহ জীব আর পরমাত্মার মধ্যে অন্তরা অর্থাৎ ভেদ আছে যেহেতু নানা স্থানে ভেদ করিয়া বেদে কহিয়াছেন যেমন পঞ্চ ভূতজন্য দেহসকল পৃথক পৃথক উপলব্ধি হয় ॥ ৩।৩।৩৬ ॥

টীকা—৩৬শ সূত্র—৩৭ সূত্র : পূর্বসূত্র সম্পূর্ণ এবং পরসূত্রের ইতিচেৎ পর্যন্ত আশঙ্কা এবং অবশিষ্ট অংশে খণ্ডন। বেদে নানা স্থানে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ উক্ত হইয়াছে। প্রতি জীবে পাঞ্চভৌতিক দেহ যেমন ভিন্ন ভিন্ন সেই প্রকার ভেদ। ভেদ স্বীকার না করিলে বেদের বচন রক্ষা হয় না। খণ্ডনের অংশের ব্যাখ্যা রামমোহনের নিজস্ব এবং স্পষ্ট।

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩।৩।৩৭ ॥

অন্যথা অর্থাৎ আত্মা আর জীবের ভেদ অঙ্গীকার না করিলে বেদে ভেদ কথনের বৈফল্য হয় ; তাহার উত্তর এই যে জীব আর পরমাত্মাতে ভেদ আছে এমত নহে, যেহেতু তত্ত্বমসি ইত্যাদি উপদেশের ন্যায় ভেদকথন কেবল আদর নিমিত্ত হয় ; তাহার কারণ এই ভেদ করিয়া অভেদ করিলে অধিক আদর জন্মে ॥ ৩।৩।৩৭ ॥

যেখানে কহেন, যে পরমাত্মা সেই আমি, যে আমি সেই পরমাত্মা, এইরূপ ব্যতীহারে অর্থাৎ বিপর্যয় করিয়া কহিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু জীবকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জানিলে পরমাত্মাকেও সুতরাং জীবের সহিত অভেদ জানিতে হয়, অতএব ঐ ব্যতীহার বাক্যের তাৎপর্য কেবল ঈশ্বর আর জীবের অভেদ চিন্তন হয়, এমত নহে।

ব্যতীহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩।৩।৩৮ ॥

এইস্থানে ঈশ্বরের অপর বিশেষণের ন্যায় ব্যতিহারকেও অঙ্গীকার করিতে হইবেক, যেহেতু জাবালেরা এইরূপ ব্যতীহারকে বিশেষ রূপে কহিয়াছেন যে, হে ঈশ্বর তুমি আমি আমি তুমি ; যে আমি সেই ঈশ্বর এ বাক্যের ফল এই যে আমি সংসার হইতে নিবর্ত আর যে ঈশ্বর সেই আমি ইহার প্রয়োজন এই যে ঈশ্বর আমার পরোক্ষ না হয়েন অতএব ব্যতীহার অপ্রয়োজন নহে ॥ ৩।৩।৩৮ ॥

টীকা—৩৮শ সূত্র—রামমোহনের ব্যাখ্যা নিজস্ব এবং স্পষ্ট।

আমি সংসার হইতে নিবর্ত বাক্যের অর্থ, সংসার হইতে নিজের পার্থক্য বোধ ; ঈশ্বর আমার পরোক্ষ নহেন বাক্যের অর্থ আমার ব্রহ্মানুভব অপরোক্ষ (যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, অপরোক্ষাৎ শব্দের অর্থ অপরোক্ষম্)।

বৃহদারণ্যে পূর্বোক্ত সত্যবিদ্যা হইতে পরোক্ত সত্যবিদ্যা ভিন্ন হয় এমত নহে।

নৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩।৩।৩৯ ॥

যে পূর্বোক্ত সত্যবিদ্যা সেই পরোক্ত সত্যবিদ্যাদি হয় যেহেতু দুই বিদ্যাতে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অভেদ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩।৩।৩৯ ॥

টীকা—৩৯শ সূত্র—বৃহঃ ৫।৪।১ মন্ত্রে আছে, সেই যে এই মহৎ যক্ষ (পুজনীয়) সত্য ব্রহ্ম। এখানে সত্য শব্দে সৎ এবং তৎ (প্রপঞ্চ) এই উভয়কে বুঝানো হইয়াছে; আবার বৃহঃ ৫।৫।২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সেই যে সত্য, ইনি আদিত্য। এই দুইস্থানে সত্যের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে; তাহা কি ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা, না এক উপাসনা? উত্তরে বলা হইয়াছে, দুই বিদ্যাতে অর্থাৎ উপাসনাতে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অভেদ।

ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে উপাস্য করিয়া আর বৃহদারণ্যে তাঁহাকে জ্ঞেয় করিয়া কহিয়াছেন, অতএব উভয় উপনিষদেতে উক্ত বিশেষণসকল পরস্পর সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩।৩।৪০ ॥

ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে সত্যকামাদিরূপে যাহা কহিয়াছেন তাহার বৃহদারণ্যে সংগ্রহ করিতে হইবেক, আর বৃহদারণ্যে যে ব্রহ্মকে সকল-বশকর্তা আর সকলের ঈশ্বর কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যে সংগ্রহ করিতে হয়; যেহেতু এ দুই উপনিষদে ব্রহ্মের স্থান হৃদয়ে হয় আর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন, একই ব্রহ্ম সেতু হয়েন এমন কথন আছে। যদি কহ ছান্দোগ্যে কহিয়াছেন যে হৃদয়াকাশে ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন আর বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন ব্রহ্ম আকাশে জ্ঞেয় হয়েন, অতএব সগুণ করিয়া এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন দ্বিতীয় শ্রুতিতে নিগুর্ণরূপে বর্ণন করেন, এই ভেদের নিমিত্ত পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক না, তাহার উত্তর এই, ভেদকথন কেবল ব্রহ্মের স্তুতিনিমিত্ত, বস্তুত ভেদ নাই ॥ ৩।৩।৪০ ॥

টীকা—৪০শ সূত্র—ছান্দোগ্য উপনিষদে দহর বিদ্যার উপদেশকালে বলা হইয়াছে (৮।১।৫) হৃদয়পুরে যে আকাশ, তাহাতে আত্মা আছেন, তিনি

সত্যসঙ্কল্প, সত্যকাম ইত্যাদি। বৃহঃ ৪।৪।২২ মন্ত্রে আছে, এই মহান অজ আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ, তাহাতে শয়ান, তিনি সকলের বশী অর্থাৎ নিয়ামক। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আত্মার গুণসকল বৃহদারণ্যকে এবং তাহাতে বর্ণিত গুণসকল ছান্দোগ্যে সংগ্রহ করা হইবে। কারণ দুই বিদ্যা একই। যদি আপত্তি হয় যে ছান্দোগ্যের উপদিষ্ট বিদ্যা সগুণ বিষয়ক, কারণ ছাঃ ৮।১।৬ মন্ত্রে সত্যকাম-এর উল্লেখ আছে ; আর বৃহঃ ৩।৯।২৬ মন্ত্রে এই সেই নেতি নেতি আত্মা বলায় নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপদেশ আছে, সুতরাং উভয় উপনিষদের প্রভেদ আছে ; তবে উত্তর এই যে এই ভেদকথন কেবল ব্রহ্মের স্তুতির নিমিত্ত, বাস্তবিক ভেদ নাই। এই শেষ অংশও রামমোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই অতএব উপাসনার লোপাপত্তি হউক এমত নহে।

আদরাদলোপঃ ॥ ৩।৩।৪১ ॥

মুক্ত ব্যক্তির যদ্যপিও উপাসনার প্রয়োজন নাই, তত্রাপি স্বভাবের দ্বারা আদরপূর্বক উপাসনা করেন ; এই হেতু উপাসনার লোপ হয় নাই ॥ ৩।৩।৪১ ॥

টীকা—৪১ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট, ইহা রামমোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা।

উপাসনা পূজাকে কহে, সে পূজা দ্রব্যের অপেক্ষা রাখে এমত নহে।

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৩।৩।৪২ ॥

দ্রব্যের উপস্থিতে দ্রব্য দিয়া উপাসনা করিবেক যেহেতু কহিয়াছেন যে ভোজনের নিমিত্ত যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই হোম করিবেক, দ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে দ্রব্যের প্রয়াস করিবেক নাই ॥ ৩।৩।৪১ ॥

টীকা—৪২ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট। ছাঃ ৫।১৯।১ মন্ত্রে আছে, প্রথম যে

ভোজনদ্রব্য উপস্থিত হয় তাহাকে যজ্ঞীয় দ্রব্য ভাবিয়া মুখে দিয়া তাহা অগ্নিহোত্র যাগ এই ভাবনা করিবে। এখানে উপাসনা অর্থ যাগ।

বেদে কহিয়াছেন বিদ্বান ব্যক্তি অগ্নি স্থাপন করিবেক অতএব কর্মের অঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা হয় এমত নহে।

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তর্দ্দৃষ্টেঃ
পৃথগ্‌হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলং। ৩।৩।৪৩॥

বিদ্যার কর্মাঙ্গ হইবার নিশ্চয়ের নিয়ম নাই যেহেতু বেদেতে কর্ম হইতে বিদ্যার পৃথক উৎকৃষ্ট ফল কহিয়াছেন, আর বেদেতে দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞানী আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী নয় উভয়ে কর্ম করিবেক; এখানে ব্রহ্মবিদ্যা বিনা কর্মের প্রতিবন্ধকতা নাই, যদি ব্রহ্মবিদ্যা কর্মের অঙ্গ হইত তবে বিদ্যা বিনা কর্মের সম্ভাবনা হইত নাই॥ ৩।৩।৪৩॥

টীকা—৪৩ সূত্র—রামমোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা। কর্মের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার সমুচ্চয় হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই কর্ম করিতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার ফল পৃথক্ ও উৎকৃষ্ট। এই প্রভেদের কারণ, ব্রহ্মবিদ্যার মহত্ত্ব। যদি ব্রহ্মবিদ্যা কর্মের অঙ্গ হইত, তবে ব্রহ্মবিদ্যাহীন ব্যক্তির কর্ম সম্ভব হইত না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে। ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাই রামমোহনের সিদ্ধান্ত।

সংবর্গবিদ্যাতে বায়ুকে অগ্নি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন আর প্রাণকে বাক্যাদি ইন্দ্রিয় হইতে উত্তম করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অতএব বায়ু আর প্রাণের অভেদ হউক এমত নহে।

প্রদানবদেব তদুক্তং॥ ৩।৩।৪৪॥

এক স্থানে বেদে কহেন ইন্দ্ররাজাকে একাদশ পাত্রের সংস্কৃত পুরোড়াশ অর্থাৎ পিষ্টক দিবেক অন্যত্র কহেন ইন্দ্রকে তিন পাত্রে পুরোড়াশ দিবেক; এই দুই স্থলে যদ্যপিও পুরোড়াশ প্রদানে ইন্দ্র দেবতা হয়েন তত্রাপি প্রয়োগের ভেদদৃষ্টিতে দেবতার ভেদ আর

দেবতার ভেদে আহুতি প্রদানের ভেদ যেমন স্বীকার করা যায়, সেইরূপ বায়ু আর প্রাণের গুণের ভেদ দ্বারা প্রয়োগভেদ মানিতে হইবেক। জৈমিনিও এইমত কহেন। জৈমিনি সূত্র। নানাদেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাৎ। যদ্যপি বস্তুত দেবতা এক, তথাপি প্রয়োগভেদের দ্বারা পৃথক পৃথক জ্ঞান করিতে হয়॥ ৩।৩।৪৪ ॥

টীকা—৪৪ সূত্র—ছাঃ ৪।৩।১ মন্ত্রে আছে বায়ুই সংবর্গ; ছাঃ ৪।৩।২ মন্ত্রে আছে প্রাণই সংবর্গ। সংবর্গ শব্দের অর্থ গ্রাসকারী অর্থাৎ যিনি সকলকে আপনার সহিত একীভূত করেন। বাহ্যবায়ু অগ্নি প্রভৃতি সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের সঙ্গে একীভূত করেন, সেইজন্য বাহ্যবায়ু সংবর্গ। অধ্যাত্ম প্রাণ তেমনি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বস্তুসকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের সঙ্গে একীভুত করেন। সুতরাং আধ্যাত্মিক প্রাণও সংবর্গ। সুতরাং বায়ু ও প্রাণ একই কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, না, এই দুই এক নহে। কারণ ইহাদের প্রয়োগের (ব্যবহারের) ভেদ আছে। এক যজ্ঞে ইন্দ্রকে এগারটী পাত্রে পুরোডাশ অর্থাৎ আহুতিতে দেয় পিষ্টক দিতে হয়। অন্য যাগে ইন্দ্রকে তিন পাত্রে পুরোডাশ দিতে হয়। একই দেবতা ইন্দ্র; কিন্তু বিভিন্ন যাগে তাহাকে বিভিন্ন ভাবে ডাকা হয়। এক যাগে ইন্দ্র শুধু রাজা; আরেক যাগে ইন্দ্র ইন্দ্রিয়সকলের অধিরাজ, আরেক যাগে তিনি স্বর্গরাজ। এইভাবে একই ইন্দ্র গুণভেদে তিন প্রকার সুতরাং পৃথক; তেমনি বায়ু ও প্রাণ এক হইয়াও পৃথক। দেবতা একই; বিভিন্ন প্রকার ফলদাতারূপে তিনি বিভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

বেদেতে মনকে অধিকার করিয়া কহিতেছেন যে ছত্রিশ হাজার দিন মনুষ্যের আয়ুর পরিমাণ; এই ছত্রিশ হাজার দিনেতে মনের বৃত্তিরূপ অগ্নিকে মন দেখেন এ শ্রুতি কর্মপ্রকরণেতে দেখিতেছি, অবএব এই সঙ্কল্পরূপ অগ্নি কর্মের অঙ্গ হয়, এমত নহে।

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৩।৩।৪৫ ॥

বেদে ঐ প্রকরণে কহিয়াছেন যে যাবৎ লোকে মনের দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করে, সেই সঙ্কল্পরূপ অগ্নিকে পশ্চাৎ সাধন করে; আর

কহিয়াছেন সর্বদা সকল লোকে সেই মনের সঙ্কল্পরূপ অগ্নিকে প্রতিপন্ন করে। এই সকল শ্রুতিতে কর্মাঙ্গ ভিন্ন যে সঙ্কল্পরূপ অগ্নি তাহার বিষয়ে লিঙ্গবাহুল্য আছে অর্থাৎ সর্ব লোকের সর্বকালে যাহা তাহা করা কর্মের অঙ্গ হইতে পারে নাই। যেহেতু প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা আছে অতএব লিঙ্গবল প্রকরণ বলের সাধক হয়। এই রূপ প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা জৈমিনিও কহিয়াছেন। জৈমিনি সূত্র। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্য-মর্থবিপ্রকর্ষাৎ। শ্রুত্যাদির মধ্যে অনেকের যেখানে সংযোগ হয় সেখানে পূর্ব পূর্ব বলবান পর পর দুর্বল যে হেতু পূর্ব পূর্বের অপেক্ষা করিয়া উত্তর উত্তর বিলম্বে অর্থকে বোধ করায়॥ ৩।৩।৪৫ ॥

টীকা—৪৫ সূত্র—যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অগ্নিরহস্য নামক খণ্ডে আছে, মন উৎপন্ন হইয়া ছত্রিশ হাজার অগ্নি দেখিলেন। ইহারা মনশ্চিৎ প্রাণচিৎ, বাক্‌চিৎ, শ্রোত্রচিৎ, কর্মচিৎ, অগ্নিচিৎ নামে আখ্যাত। এই সকল বাস্তবিক অগ্নি নহে, মনের ও ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তিমাত্র। এইসকল বৃত্তি বাহ্যবস্তুসকলকে গ্রহণ করে, তাই সেগুলি প্রকাশিত হয়, এজন্য বৃত্তিসকল অগ্নি। ইন্দ্রিয়সকল মনের অধীন; তাই ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তি মনেরই বৃত্তি। বৃত্তিসকল সাম্পাদিক অগ্নি অর্থাৎ ভাবনা বা সংকল্পমাত্র। এখন প্রশ্ন, এই সকল কি যজ্ঞকর্মের অগ্নি? না বিশেষ উপাসনা? উত্তর, এই সকল অগ্নি উপাসনাবিশেষ। শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রাণীসকল যে কিছু সংকল্প করে, সেই সংকল্পসকল, ঐ অগ্নিসকলেরই কার্য। সুতরাং ঐ সংকল্পসকল যেন যজ্ঞের অগ্নিচয়ন। ঐ স্থানেই শ্রুতি আরো বলিয়াছেন, যিনি এই তত্ত্ব জানেন, সমস্ত প্রাণী সেই জ্ঞানীর জন্য অগ্নিচয়ন করেন। অর্থাৎ যেখানে যে কোন জীব যখন সংকল্প করে, সেই সংকল্প সেই জ্ঞানীরই অগ্নিচয়ন হয়। ইহাই অগ্নিরহস্য; সুতরাং ইহা বিদ্যা বা উপাসনাবিশেষ। যেহেতু ইহা শ্রুতিতে আছে, সেইহেতু ইহাই স্বীকার্য। কারণ জৈমিনি বলিয়াছেন, শ্রুতি সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য; লিঙ্গ শ্রুতি অপেক্ষা দুর্বল, বাক্য লিঙ্গ অপেক্ষা, প্রকরণ বাক্য অপেক্ষা, স্থান প্রকরণ অপেক্ষা এবং সমস্যা বা নাম স্থান অপেক্ষা দুর্বল অর্থাৎ প্রামাণ্য বিষয়ে হীন।

পরের দুই সূত্রে সন্দেহ করিতেছেন।

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥ ৩।৩।৪৬ ॥

বেদে কহেন ইষ্টিকা অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষের দ্বারা অগ্নির আহরণ করিবেক। এই প্রকরণ নিমিত্ত মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়াগ্নি পূর্বোক্ত যাজ্ঞিক অগ্নির বিকল্পেতে অঙ্গ হয়। যেমন দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসে সকল কার্য মানসে করিবেক বিধি আছে, এই বিধিপ্রযুক্ত মানস কার্য দ্বাদশাহ যজ্ঞের অঙ্গ হয়, সেইরূপ এখানেও মনোবৃত্তি অগ্নিযজ্ঞের অঙ্গ হইতে পারে ; পূর্বোক্ত যে লিঙ্গের বলবত্তা কহিয়াছ সে এই স্থলে অর্থবাদমাত্র, বস্তুত লিঙ্গ নহে ॥ ৩।৩।৪৬ ॥

অতিদেশাচ্চ ॥ ৩।৩।৪৭ ॥

বেদে কহেন যেমন যজ্ঞাগ্নি সেইরূপ মনোবৃত্তি অগ্নি হয়, এই অতিদেশ অর্থাৎ সাদৃশ্যকথনের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্মের অঙ্গ হয় ॥ ৩।৩।৪৭ ॥

টীকা—৪৬-৪৭ সূত্র—পূর্বসূত্রের আপত্তি এই ; অগ্নিরহস্যে এর পূর্বেই ইষ্টিকা নামক অগ্নির চয়নের বিধান আছে ; ঐ অগ্নিচয়নেও সংকল্পময় অর্থাৎ মানসিক অনুষ্ঠানের বিধান আছে। দ্বাদশাহ নামে যাগ বার দিন ব্যাপী হয়। তার দশম দিনে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে পৃথিবীরূপ পাত্রে, সমুদ্ররূপ সোমরস বিধানের বিধান আছে ; তাহাও মানসিক ব্যাপার, কিন্তু তাহা উপাসনা বলিয়া গণ্য হয় না ; সুতরাং মনশ্চিৎ অগ্নিও উপাসনা হওয়া উচিত নহে।

পরের সূত্রের আপত্তি এই ; রামমোহন বলিয়াছেন, বেদে যজ্ঞাগ্নিকে যে প্রকার, মনোবৃত্তিরূপ অগ্নিকেও সেই প্রকার বলিয়াছেন, এই সাদৃশ্যের বলে মনশ্চিৎ অগ্নিও কর্মাঙ্গ হওয়া উচিত।

পরসূত্র দ্বারা সমাধান করিতেছেন।

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৩।৩।৪৮ ॥

মনের বৃত্তিরূপ অগ্নিসকল কর্মাঙ্গ না হইয়া পৃথক বিদ্যা হয়, যে হেতু বেদে পৃথক বিদ্যা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩।৩।৪৮ ॥

টীকা—৪৮সূত্র—শ্রুতি বলিয়াছেন তে হ এতে বিদ্যাচিত এব, মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নিসকল বিদ্যাচিতই ; এই শ্রুতিবলে, ঐ সকল অগ্নি উপাসনাই।

দর্শনাচ্চ। ৩।৩।৪৯।

মনোবৃত্তি অগ্নি স্বতন্ত্র হয় এমত বোধক শব্দ বেদে দেখিতেছি ॥ ৩।৩।৪৯ ॥

টীকা—৪৯ সূত্র—পূর্বসূত্রে এব (নিশ্চয়ই) শব্দদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ। ৩।৩।৫০ ॥

সাক্ষাৎ শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে মনোবৃত্তি রূপ কেবল স্বতন্ত্র বিদ্যা হয়, আর পূর্বোক্ত লিঙ্গবাহুল্য আছে, এবং বাক্যে অর্থাৎ বেদে কহিয়াছেন যে মনোবৃত্তি অগ্নি জ্ঞানী হইতে সম্পন্ন হয়েন, এই তিনের বলবত্তা দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি পৃথক বিদ্যা করিয়া নিষ্পন্ন হইল ; এই পৃথক বিদ্যা হওয়ার বাধক কেবল প্রকরণবল হইতে পারিবেক নাই ॥ ৩।৩।৫০ ॥

টীকা—৫০ সূত্র—স্বপতে জাগ্রতে চৈবং বিদে সর্ব্বদা সর্ব্বানি ভূতানি এতান্ অগ্নীন্ চিণ্বন্তি, এই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি নিদ্রিতই থাকুন বা জাগরিতই থাকুন, সর্বদাই সকল প্রাণী তার জন্য এই সকল অগ্নি চয়ন করিতেছে ; এইভাবে জ্ঞানীর জন্য মনোবৃত্তি অগ্নি সম্পন্ন হইতেছে। শ্রুতিবাক্য ; লিঙ্গ (Indication) সমর্থন করাতে এই অর্থই গ্রাহ্য হইবে ; প্রকরণের বাধা অগ্রাহ্য হইবে।

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ
দৃষ্টিশ্চ তদুক্তং। ৩।৩।৫১।

মনোবৃত্তি অগ্নিকে কর্মাঙ্গ অগ্নি হইতে পৃথকরূপে বেদেতে অনুবন্ধ অর্থাৎ কথন আছে, আর যজ্ঞাগ্নি এবং মনোবৃত্তি অগ্নি উভয়ের সাদৃশ্য বেদে দিয়াছেন, অতএব মনের বৃত্তিস্বরূপ অগ্নি যজ্ঞ হইতে স্বতন্ত্র হয় ; ইহার স্বতন্ত্র হওয়া স্বীকার না করিলে বেদের অনুবন্ধ এবং

সাদৃশ্যকথন বৃথা হইয়া যায়। প্রজ্ঞান্তর অর্থাৎ শাণ্ডিল্যবিদ্যা যেমন অন্য বিদ্যা হইতে পৃথক হয় সেইরূপ এখানে পার্থক্য মানিতে হইবেক। আর এক প্রকরণে দুই বস্তু কথিত হইয়াও কোন স্থানে এক বস্তুর বিশেষ কারণের দ্বারা উৎকর্ষতা হয়, যেমন রাজসূয় যজ্ঞ আর আগ্নেয়বেষ্ট যজ্ঞ যদ্যপিও এক প্রকরণে কথিত হইয়াছেন তথাপি আগ্নেয়বেষ্ট ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিমিত্ত রাজসূয় হইতে উৎকৃষ্ট হয়। তবে দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসীয় মানসক্রিয়া যেমন যজ্ঞের অঙ্গ হয় সেই সাম্যের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি ধর্মাঙ্গ হয় এমত আশঙ্কা যাহা করিয়াছ, তাহার উত্তর শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাদি সূত্রে কওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ শ্রুতি এবং লিঙ্গ এবং বাক্য এ তিনের প্রমাণের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি স্বতন্ত্র হয়, কর্মাঙ্গ না হয় ॥ ৩।৩।৫১ ॥

টীকা—৫১ সূত্র—এই সূত্রের ব্যাখ্যায় রামমোহন যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

(১) এখানে সম্পদ্ উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। কোন নিকৃষ্ট বস্তুতে সাদৃশ্যবশতঃ কোন উৎকৃষ্ট বস্তুরূপে ভাবনা করাই সম্পদ্ উপাসনা; ইহাও এক প্রকার প্রতীকোপাসনা। মনশ্চিৎ, মনের বৃত্তিমাত্র; সেই বৃত্তিসকলকে উৎকৃষ্ট অগ্নিরূপে ভাবনা করা হয়, সুতরাং তাহা উপাসনা; শ্রুতিও বলিয়াছেন তে হ এতে বিদ্যাচিত এব, এই শ্রুতি প্রমাণে মনশ্চিৎ আদি বিদ্যাই, উপাসনাই; কর্মাঙ্গ নহে।

(২) যজ্ঞাগ্নি ও মনোবৃত্তিরূপ অগ্নি এই দুইয়ের সাদৃশ্য বেদে উক্ত হইয়াছে; মনশ্চিৎ অগ্নি পৃথক না হইলে সাদৃশ্য বলা সম্ভব হইত না। বেদে শাণ্ডিল্য-বিদ্যার উপদেশ আছে, দহর প্রভৃতি বিদ্যারও উপদেশ আছে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা কিন্তু অন্য বিদ্যা হইতে পৃথক। মনোবৃত্তিরূপ অগ্নির উপাসনাও এইরূপ পৃথক।

(৩) পূর্বে প্রকরণজনিত আপত্তি করা হইয়াছিল; তার খণ্ডনে বলা হইতেছে যে এক প্রকরণে পঠিত হইলেও দুই বস্তু এক না হইতে পারে। বিশেষ কারণে তাহাদের একটীর উৎকর্ষ হইতে পারে। রাজসূয় যজ্ঞ স্বর্গকামী ক্ষত্রিয় রাজাদেরই অনুষ্ঠেয়। কিন্তু রাজসূয় প্রকরণে আবেষ্টি নামক যাগেরও

উপদেশ আছে, কিন্তু তাহা রাজসূয় নহে ; ব্রাহ্মণকর্তৃক সেই যাগ অনুষ্ঠিত হয়, তার উৎকর্ষও আছে। সুতরাং প্রকরণ এক হইলেও বিদ্যা পৃথক হইতে পারে। সুতরাং প্রকরণের আপত্তি অগ্রাহ্য।

(৪) দ্বাদশাহ যাগে দশম দিবসের অনুষ্ঠান মানসিক, অথচ তাহা যজ্ঞ-কর্মের অঙ্গ, সুতরাং মনশ্চিৎ প্রভৃতি মানসিক অনুষ্ঠানও যজ্ঞাঙ্গ হওয়া উচিত ; এই আপত্তির খণ্ডন শ্রুত্যাদিবলীস্বাৎ চ ন বাধঃ এই (৫০ নং) সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং মনশ্চিৎ অগ্নি স্বতন্ত্র বিদ্যা বা উপাসনা। তাহা কর্মাঙ্গ নহে।

ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছিল যে চোদনার অর্থাৎ পুরুষ প্রযত্নের পার্থক্য না থাকায় সকল বেদান্তপ্রত্যয় অর্থাৎ বিদ্যা বা উপাসনা অভিন্ন। একান্ন সূত্র পর্যন্ত ইহাই আলোচিত হইয়াছে। বাহান্ন সূত্র হইতে ভিন্ন প্রকরণ (Topic under discussion) আরম্ভ হইতেছে।

অদৃঢ় উপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় কি না এই সন্দেহেতে পরসূত্র কহিয়াছেন ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৩।৩।৫২ ॥

সামান্য উপাসনা করিলে মুক্তি হয় নাই যেহেতু সেই উপাসনা হইতে জ্ঞান কিম্বা ব্রহ্মলোক দুয়ের এক প্রাপ্তি হয় না, এইরূপ শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে ; যেমন মৃদু আঘাতে মর্মভেদ হয় না অতএব মৃত্যুও হয় না, কিন্তু দৃঢ় আঘাত হইতে মর্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয়, সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হয় ॥ ৩।৩।৫২ ॥

টীকা—৫২ সূত্র—দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। মুক্তি শব্দের অর্থ, ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্তি। ইহাই রামমোহনের বক্তব্য। রামমোহন ভক্তির উল্লেখও করিলেন না। নিউটনের অনুমান হইয়াছিল, পৃথিবী অপরাপর পদার্থকে আকর্ষণ করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া নিউটন নিজের অনুমানকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া নিউটন দেখিলেন,

শুধু পৃথিবী নয়, প্রতি বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এইভাবে নিউটন মহাকর্ষতত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন, সত্যকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন। নিউটনের পরিশ্রম সত্যের সন্ধানে দৃঢ় অনুরাগ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দৃঢ় অনুরাগ ভক্তিরই অপর নাম। কিন্তু প্রচলিত ভক্তি আরোপপ্রধান, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। জ্ঞান বস্তুকে, সত্যকে (Reality-কে) প্রকাশ করে, কিন্তু Reality-র উপর অন্য কিছুর আরোপ করে না। বস্তুকে (Reality-কে) মানুষ প্রিয়, অপ্রিয়, মাতাপিতা ইত্যাদি কিছুই ভাবে না। কিন্তু মানুষ নিজ হইতে ভিন্ন অদৃশ্য ভগবানকে মাতা, পিতা, সুহৃদ বলে; এই সকলই ভগবানের উপর ভক্তের মনের ভাবের আরোপমাত্র। ব্রহ্ম, আত্মাই একমাত্র বস্তু (Reality)। তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে জ্ঞানই একমাত্র অবলম্বন। উপাসনাই সেই জ্ঞান। উপাসনা করিতে করিতে আত্মা বিষয়ে সকল ভ্রান্ত ধারণা ছিন্ন হয়, তখন দৃঢ় নিদিধ্যাসনের পর আত্মার উপলব্ধি হয়। একনিষ্ঠ হইয়া দীর্ঘকাল উপাসনা করিলে তবেই আত্মলাভ হয়। অবিচলিত অনুরাগ ব্যতীত দীর্ঘকাল উপাসনাও সম্ভব নহে। এই অনুরাগ ভক্তিও বটে। ইহাই রামমোহনের উক্ত দৃঢ় উপাসনা।

৫২ সূত্র হইতে ৬৭ সূত্র পর্য্যন্ত সর্বত্রই রামমোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা; এই ব্যাখ্যা অপরাপর আচার্য হইতে ভিন্ন।

সকল উপাসনা তুল্য এমত নহে।

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৩.৩.৫৩ ॥

পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যনুকূল ব্যাপার এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা হয়; যেহেতু শ্রুতি এবং স্মৃতিও এইরূপ উপাসনাকে অনেক স্থানে কহিয়াছেন ॥ ৩।৩।৫৩ ॥

টীকা—৫৩ সূত্র—এই সূত্রটীর রামমোহনকৃত ব্যাখ্যা অতি গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যকতা আছে।

সূত্র—পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ। রামমোহনের ব্যাখ্যা অনুসারে সূত্রের পদান্বয় এইরূপ হইবে,—

পরেণ অনুবন্ধঃ তাদ্বিধ্যং চ (মুখ্যম্ উপাসনং ভবতি) শব্দস্যভূয়স্ত্বাৎ তু।

রামমোহনের ব্যাখ্যা,—পরমাত্মার সহিত প্রীতি ও তার জনের সহিত প্রীত্যনুকূল ব্যাপারই মুখ্য উপাসনা হয়। যেহেতু শব্দে অর্থাৎ বেদে তাহা পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে।

রামমোহন অনুবন্ধ শব্দের অর্থ করিয়াছেন প্রীতি; রামমোহনই ৫১ সূত্রে অনুবন্ধ শব্দের অর্থ করিয়াছেন কথন অর্থাৎ উক্তি; এখানে প্রীতি অর্থ কিরূপে হয়? অনুবন্ধ শব্দের বিভিন্ন অর্থ এই:—১। উপক্রম ২। আরম্ভ ৩। উপলক্ষ ৪। পূর্বলক্ষণ ৫। বন্ধন ৬। আরোপ ৭। সম্বন্ধ ৮। অনুবৃত্তি ৯। অবিচ্ছেদ ১০। অনুরোধ ১১। ব্যাকরণের ইৎ অর্থাৎ প্রত্যয়ের যে অংশ লুপ্ত হয়, তাহা। প্রকৃতিবাদ অভিধানের সম্মত এই সকল অর্থের মধ্যে প্রীতি শব্দের উল্লেখ নাই; কিন্তু তাহা না থাকিলেও সম্বন্ধ ও অবিচ্ছেদ অর্থ হইতে প্রীতি অর্থ টানিয়া আনা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কীদৃশো মে হৃদয়ানুবন্ধঃ' এই প্রয়োগ আছে; হৃদয়ানুবন্ধ, প্রীতির বন্ধনই বুঝায়, তাহা হইতেও প্রীতি অর্থ টানিয়া আনা যায়।

রামমোহন মধ্বভাষ্য ভালরূপে জানিতেন। ৩।৩।৪ মন্ত্র সলিলবৎ চ তন্নিয়মঃ সূত্র মধ্বভাষ্যেই আছে, অন্য কোন আচার্যের গ্রন্থে নাই। সুতরাং রামমোহন সূত্রটী মধ্বভাষ্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ৫৩নং সূত্রটীর অর্থ করিতে গিয়া মধ্ব বলিয়াছেন অনুবন্ধঃ অর্থ স্নেহানুবন্ধঃ। মনে হয় রামমোহন মধ্বভাষ্য হইতেই অনুবন্ধ শব্দটীর প্রীতি অর্থ পাইয়াছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই প্রীতির স্বরূপ কি? পূজনীয় মহর্ষিদেবের উপাসনার সংজ্ঞার প্রথম অংশ তস্মিন্ প্রীতিঃ। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম হইতে নিজকে পৃথক সত্তাবিশিষ্ট বোধ করিতেন; সুতরাং তিনি ব্রহ্মকে পিতা, জ্ঞানদাতা, কল্যাণ বিধাতা বলিয়া উপলব্ধি করিতেন। রামমোহন অদ্বৈত ব্রহ্মই স্বীকার করিতেন, সুতরাং উক্ত প্রীতি ঐ প্রকার হইতে পারে না। প্রীতির স্বরূপ রামমোহন পরসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বরেতে আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অধিক প্রীতি কিরূপে হইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন লিখিয়াছেন যেহেতু সর্বাবস্থাতে ঈশ্বর সমুদয় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া পরম উপকারীরূপে সর্বশরীরে অবস্থিতি করেন, সেই হেতু। সর্বাবস্থায় অর্থ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে। অদ্বৈতব্রহ্মবাদীরা বিশ্বাস করেন জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মেই শয়ন করে; সতা সম্পন্নোভবতি, অহরহ ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তি ন বিন্দন্তি, সুষুপ্তিতে জীব সংস্বরূপের সঙ্গে একীভূত হয়। জীব অহরহঃ ব্রহ্মলোকে যাইতেছে, কিন্তু

জানিতে পারে না, এই সকল শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়, পুনরায় ব্রহ্ম হইতেই জাগিয়া উঠে। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অষ্টম সূত্রে রামমোহন বলিয়াছেন, সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়নের মুখ্যস্থান ব্রহ্ম হয়েন। সুষুপ্তিতে এবং স্বপ্নে জীব ব্রহ্মেই স্থিত; জাগ্রৎকালে ব্রহ্মই সর্ব শরীরে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন, এই উপলব্ধিই রামমোহনের কথিত প্রীতি, অর্থাৎ বর্ণিত জ্ঞানই রামমোহনের উক্ত প্রীতির স্বরূপ। এই জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়াবেগের কোন সম্বন্ধ নাই; ইহা উপলব্ধিস্বরূপ।

মহর্ষিদেব বলিয়াছেন, ব্রহ্মে প্রীতি ও তার প্রিয়কার্য সাধনই উপাসনা। 'চ' এই অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হওয়াতে এই অর্থ হয় যে প্রীতি ও প্রিয়কার্য উভয়ের সমুচ্চয়েই উপাসনা সাধিত হয়। শুধু প্রীতি বা শুধু প্রিয়কার্যসাধন উপাসনা নহে। রামমোহনের মতে জ্ঞানীর কর্মের অভাব হয়। জ্ঞানলাভের পূর্বে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মের প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মে। মুক্তি কর্মের ফল নহে। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না। (৩।৪।১৬, ২৬-২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

মহর্ষিদেবের ব্রহ্মপ্রীতির স্বরূপ কি? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে প্রীতির স্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন। বিদ্যারণ্য স্বামী তাহা বিশ্লেষণ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইতেছে। (পঞ্চদশী, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ, ২১, ২৩, ৩১, ৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

পত্নীর প্রতি যে প্রীতি, তাহা অনুরাগ; যজ্ঞাদি কর্মে প্রীতি শ্রদ্ধা; গুরু, ইষ্ট দেবতার প্রতি প্রীতি ভক্তি; অপ্রাপ্ত বস্তুতে প্রীতি ইচ্ছা; অন্নপানে প্রীতি সুখসাধন। আমি নাই, এরূপ যেন কখনো না হয়, আমি যেন সর্বদা থাকি, এই আশাই লৌকিক আত্মপ্রীতি।

এখানে বক্তব্য এই, যে প্রীতি করে, সেই মানুষ পঞ্চকোষাত্মক দেহই 'আমি' বলিয়া বোধ করে; যে সর্বান্তর আত্মাকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চকোষাত্ম-দেহ ভাসমান, সেই আত্মা কিন্তু প্রকাশমান নহেন। সুতরাং মানুষ তাহাকে জানে না। যে অহংবোধকে মানুষ আমি মনে করে, সেই আমি জাগ্রৎকালে অনুভূত হয়, স্বপ্নে অনুভূত হয় না, সুষুপ্তিতে লয়ই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমি-বোধ নিতান্তই মিথ্যা। মানুষের অনুরাগ, ভক্তি, ইচ্ছা, আত্মপ্রীতি এই সকলই সুষুপ্তিতে বিলীন হয়, সুতরাং এই সকলও সাময়িক অনুভূতিমাত্র, সুতরাং

মিথ্যাপদবাচ্য। আত্মজ্যোতিঃই আত্মার স্বরূপ, তাহা নিত্য। যিনি সর্বান্তর আত্মা, যার অপর নাম সাক্ষীচৈতন্য, তিনি সুষুপ্তিরও পরে নিত্য বর্তমান। তাঁহাকে বাদ দিয়া জাগ্রৎকালেও অনুরাগ, ভক্তি ইত্যাদির অনুভব অসম্ভব। ইহা যে বুঝে, সেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদী ব্রহ্মপ্রেম, ভক্তি ইত্যাদিকে স্বীকার করিতে পারে কি ?

৫৩ সূত্রে বর্ণিত পরমেশ্বরের জন কে বা কাহারা ? রামমোহন গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণের ৫২৫ পৃষ্ঠায় তাহা আছে। রামমোহন লিখিয়াছেন, পরমেশ্বর জীব হইতেও অধিক প্রিয় হয়েন, যেহেতু পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সর্বদা শরীরে আছে, অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে সকল লয় হইলেও পুনরায় জীবকে পরমেশ্বর প্রবৃত্ত করেন। অর্থাৎ সুষুপ্তিতে যে পরমেশ্বরে শয়ান ছিলাম, তিনি ছিলেন, তিনিই পুনরায় প্রবৃত্ত করিলেন, এই বোধ হইলেই পরমেশ্বর সর্বাপেক্ষা প্রিয় হন, নতুবা প্রিয় হইতে পারেন না। সুতরাং বোধই প্রীতি।

রামমোহন পুনরায় লিখিয়াছেন, মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক এই যে, সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা। দ্বিতীয় এই যে, পরস্পর সৌজন্যেতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।

তিনি এই আলোচনার শেষে পুনরায় লিখিয়াছেন, পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান করা, আর তাঁহার সর্বসাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা আমাদিগকে পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র করিতে পারে।

সুতরাং ৫৩ সূত্রে পরমেশ্বরের জন বলিতে সর্বসাধারণ জনকেই বুঝাইতেছে।

৫৩ সূত্রে রামমোহন জনসাধারণের প্রতি প্রীত্যনুকূল ব্যাপারকে মুখ্য উপাসনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন কেন ? তাহা বুঝিতে হইলে রামমোহনের জীবনাদর্শ জানিতে হয়। রামমোহন গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' নামক পুস্তিকার প্রথম অংশে রামমোহনের জীবনাদর্শের বিবরণ পাওয়া যাইবে। ছাঃ ৫।১৮।১ মন্ত্রে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে এবং প্রজাপতি মনুকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা রামমোহনের জীবনাদর্শ। অনুষ্ঠান নামক পুস্তকে (গ্রন্থাবলী ২য় সংস্করণ ৪০৮ ও ৪০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন আমরা জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি ; প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্বাহকর্তা এই বিশ্বাসপূর্বক উপাসনা করেন ; সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের

এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা উপাসক তাহাদিগকে রামমোহন এইভাবে নিজের সঙ্গে মিলিত করিয়াছেন। জনসাধারণের যাহারা উপাসনানিষ্ঠ নহেন, তাঁহাদের সঙ্গেও আত্মবৎ ব্যবহার করিতে রামমোহন উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। রামমোহন সকলকে আত্মবৎ গ্রহণ করিতেন, তাই জনসাধারণকে মুখ্য উপাসনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

রামমোহন ৫৩ সূত্রে বর্ণিত উপাসনাকে মুখ্য উপাসনা বলিয়াছেন। অন্যত্র বলিয়াছেন পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি। এই দুই উক্তির মধ্যে প্রভেদ কি? উত্তর এই, দ্বিতীয় বাক্যে জ্ঞানের আবৃত্তিই বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞানের স্বরূপ বলা হয় নাই; ৫৩ ও ৫৪ সূত্রে সেই জ্ঞানের স্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; এই জ্ঞানের আবৃত্তিতে ব্রহ্মলাভ সুনিশ্চিত। সেই জ্ঞানের আকার এই প্রকার; সুষুপ্তিতে জীবাত্মা ব্রহ্মে শয়ন করে; তখন সে যেন লয়প্রাপ্তই হয়। পুনরায় সে ব্রহ্ম হইতেই জাগিয়া উঠে; তখন ব্রহ্মই তার ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া সর্বদেহে অবস্থান করেন। পূর্বোক্ত দুই সূত্রে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তত্ত্বে উপদিষ্ট জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই মুখ্য উপাসনা। ছাঃ ৮।৩।৪ মন্ত্রে এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৯ ও ২০ সূত্রের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

রামমোহন ব্রহ্মলাভের কত প্রকার সাধনার উল্লেখ কারয়াছেন? প্রাচীনপন্থী সাধকেরা ত্বং পদার্থ ও তৎ পদার্থের শোধন করেন। ইহা এক সাধনা। বেদান্তগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ইহার আলোচনা আছে; ইহা প্রথম প্রকার সাধনা। রামমোহন মাণ্ডূক্য উপনিষদের ভূমিকাতে অপর প্রকার সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত রামমোহনের উপনিষদের উপক্রমণিকায় সেই সাধনার আলোচনা আছে। তৃতীয় প্রকারের সাধনার উল্লেখ এই স্থানে করিয়াছেন। চতুর্থ আর এক সাধনার উল্লেখ রামমোহন বেদান্তসারে করিয়াছেন। তাহা যথাসময়ে আলোচিত হইবে।

বেদে কহিতেছেন আত্মার উপকার নিমিত্ত অপর বস্তু প্রিয়

হয় অতএব আত্মা হইতে অধিক প্রিয় কেহ নয়, তবে ঈশ্বরেতে আত্মা হইতে অধিক প্রীতি কিরূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই।

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৩।৩।৫৪ ॥

আত্মা হইতে অর্থাৎ জীব হইতেও ঈশ্বর মুখ্য প্রিয়, অতএব অতি স্নেহ দ্বারা তিহোঁ উপাস্য হয়েন; যেহেতু সর্বাবস্থাতে ঈশ্বর সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্যে প্রবর্ত করিয়া পরম উপকারীরূপে সর্বশরীরে অবস্থিতি করেন ॥ ৩।৩।৫৪ ॥

টীকা—৫৪শ সূত্র—৫৩শ সূত্রের সঙ্গেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জীব হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন নহেন অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হয়েন যেহেতু জীব ব্যতিরেক অপর ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় নাই, এমত কহিতে পারিবে নাই।

ব্যতিরেকস্তু তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তুপলব্ধিবৎ ॥ ৩।৩।৫৫ ॥

পরমেশ্বরে আর জীবে ভেদ আছে যেহেতু জীবের সত্তার দ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা না হয়, বরঞ্চ পরমেশ্বরের সত্তাতে জীবের সত্তা হয়; আর ঈশ্বর অপর বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়েন কিন্তু কেবল উত্তম জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন ॥ ৩।৩।৫৫ ॥

টীকা—৫৫শ সূত্র—এই সূত্রের ব্যাখ্যা রামমোহনের নিজস্ব। ব্রহ্মের সত্তাতে জীবের সত্তা, শুধু এই বলিলে তার অর্থ হয়, যেহেতু ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, সুতরাং তাহার সত্যতায় জীবও সত্য। তার ফলে ইহাই মানিতে হয় যে সত্য ঈশ্বরের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র সত্য জীব আছে। তাহা হইলে ঈশ্বরে ও জীবসমূহে সম্বন্ধ কি হইবে? সত্য বহু জীবসমম্বিত সত্য ঈশ্বর কিরূপে সম্ভব হয়? তাহা হইলে রামানুজের মত জীব ও ঈশ্বরে শরীর-শরীরি সম্বন্ধ মানিতে হয়, কিংবা আশ্রয়-আশ্রিত, বা আধার-আধেয়ত্ব, কিংবা দ্বৈতাদ্বৈত কিংবা অংশাংশি সম্বন্ধ স্বীকার অপরিহার্য হয়। কিন্তু ব্রহ্মের সত্তাতে জীবের সত্তা হয়, জীবের সত্তায় ঈশ্বরের সত্তা হয় না এই বলাতে ঐ সকল আপত্তি খণ্ডিত

হইয়াছে। জীবের সত্তায় ঈশ্বরের সত্তা হয় না, ইহার অর্থ যাহাকে জীব ভাবা হয় তাহাতে ঈশ্বর নাই। সুতরাং ঈশ্বরে জীবের যে সত্তা, তাহাও কল্পিত হইয়া পড়িল। সুতরাং ঈশ্বরই, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবাত্মা কাল্পনিক মাত্র, ইহাই রামমোহনের উক্তির তাৎপর্য।

রামমোহন আরো বলিয়াছেন, জীব ব্যতিরেকে অপর ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে না, এই আপত্তি অসঙ্গত। ঈশ্বরের সত্তায় জীবের সত্তা, ইহা মানিলেও, জীব কোনমতেই ঈশ্বর হইতে পারে না। ঈশ্বর অপর বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; কেবল উত্তম জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়, অন্যথা নহে।

কোন শাখাতে উদ্গীথের অবয়ব ওঁকারে প্রাণের উপাসনা কহিয়াছেন আর কোন শাখাতে উক্‌থতে পৃথিবীর উপাসনা কহেন, এই রূপ উপাসনা সেই সেই শাখাতে হইবেক অন্য শাখাতে হইবেক নাই এমত নহে।

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদং ॥ ৩।৩।৫৬ ॥

অঙ্গাবদ্ধ অর্থাৎ অঙ্গাশ্রিত উপাসনা প্রতি বেদের শাখাবিশেষে কেবল হইবেক না, বরঞ্চ এক শাখার উপাসনা অপর শাখাতে সংগ্রহ হইবেক, যেহেতু উদ্গীথাদি শ্রুতির শাখাবিশেষের দ্বারা বিশেষ না হয় ॥ ৩।৩।৫৬ ॥

টীকা—৫৬শ সূত্র—বেদে একপ্রকার উপাসনা আছে, তার নাম অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা বা কর্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা। "কর্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকল আছে; যথা উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁঙ্কারে প্রাণদৃষ্টি, উদ্গীথে পৃথিবীদৃষ্টি, পঞ্চবিধসামে পৃথিব্যাদি দৃষ্টি ইত্যাদি" (সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীকৃত বৃত্তি)। ছাঃ ৬য় ও ২য় অধ্যায়ে এ সকল বর্ণিত আছে। এ সকল উপাসনা অনুষ্ঠান নহে। দৃষ্টি শব্দের অর্থ ভাবনা। সামবেদের যে অংশ উচ্চস্বরে গীত হয় তাহা উদ্গীথ। ছাঃ প্রথমে বলা হইয়াছে উদ্গীথের মধ্যে যে ওঙ্কার আছে তাহা প্রাণ। এই ওঙ্কার অবলম্বনে তাহা প্রাণ এই ভাবনা করিতে করিতে প্রাণস্বরূপ উপলব্ধ হয়। ইহাই ওঙ্কারে প্রাণদৃষ্টি। যেহেতু এই ওঙ্কার উদ্গীথের অঙ্গ, সেই হেতু ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা।

উক্‌থ একটী স্তোত্র মন্ত্র। বৃহদারণ্যে বলা হইয়াছে, উত্থাপনকারীই উক্‌থ। প্রাণীসকল উক্‌থ উক্‌থ বলে, ইহাই উক্‌থ, ইহা পৃথিবী। রামমোহনও এই কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদের এক শাখার এই সকল উপাসনা, অন্য শাখাতে গৃহীত হইতে পারে, ইহাতে বিরোধ হয় না।

মন্ত্রাদিবদ্বাহবিরোধঃ। ৩।৩।৫৭।

যেমন পাষাণ খণ্ডনের মন্ত্র আর প্রযাজাদের মন্ত্রের শাখান্তরে গ্রহণ হয়, সেইরূপ পূর্বোক্ত উক্‌থাদি শ্রুতির শাখান্তরে লইলে বিরোধ না হয়॥ ৩।৩।৫৭॥

টীকা—৫৭শ সূত্র—প্রাচীনকালে প্রস্তরের দ্বারা ধান্যকে পেষণ করিয়া তণ্ডুল পৃথক্ করা হইত। তাই প্রস্তরকে গ্রহণ করিবার বিশেষ মন্ত্র আছে। যজুর্বেদে এই মন্ত্র নাই, তাই তার বিকল্পে অন্য একটী মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে; ইহাতে বিরোধ হয় নাই।

প্রধান যাগের পূর্বে একটী যাগ অনুষ্ঠিত হইত, তাহাই প্রযাজ যাগ। মৈত্রায়নীদের শাখাতে প্রযাজ যাগের অঙ্গ সমিদ্ যাগ-এর উল্লেখ নাই, তার পরিবর্তে ঋতুসংখ্যক অর্থাৎ ছয়টি প্রযাজ যাগ করিবে এইরূপ বিধান আছে। সুতরাং উক্‌থাদি মন্ত্র অন্য শাখা হইতে গৃহণ করিলে বিরোধ হয় না।

সত্তার এবং চৈতন্যের ভেদ কোন ব্যক্তিতে নাই অতএব সকল উপাসনা তুল্য হউক, এমত নহে।

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি। ৩।৩।৫৮।

সকল গুণের প্রকাশের কর্তা যে পরমেশ্বর তাঁহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ হয়, যেমন সকল কর্মের মধ্যে যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ মানা যায় এইরূপ বেদে দেখাইতেছেন॥ ৩।৩।৫৮॥

টীকা—৫৮শ সূত্র—রামমোহনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নিজস্ব ও পৃথক। একজন বিশেষ মানুষের সত্তা আছে বলিলে তার চৈতন্য আছে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ হয়, তেমনি তার চৈতন্য আছে বলিলে তার সত্তাও স্বতঃসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন মানুষেও সত্তা ও চৈতন্য এইভাবেই বর্তমান। সুতরাং বিভিন্ন মানুষ তুল্য বা সমান।

প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছিল যে সমস্ত বেদান্তপ্রত্যয় উপাসনা বা বিদ্যা অপৃথক। সুতরাং সমস্ত উপাসনাই সমান। ইহাই আপত্তি।

উত্তরে রামমোহন বলিয়াছেন, বৈদিক ভিন্ন প্রকার কর্ম বৈদিকই ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। তেমনি সকল বেদান্তবিদ্যা অপৃথক হইলেও, সকল গুণের প্রকাশের কর্তা অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।

তবে নানা প্রকার উপাসনা কেন তাহার উত্তর এই।

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৩।৩।৫৯ ॥

পৃথক পৃথক অধিকারীরা পৃথক উপাসনা করে, যেহেতু শাস্ত্র নানা প্রকার আর আচার্য নানা প্রকার হয় ॥ ৩।৩।৫৯ ॥

টীকা—৫৯শ সূত্র—তবে নানা প্রকার উপাসনা কেন ? ইহার উত্তর—উপদেষ্টা আচার্যেরাও ভিন্ন ভিন্ন এবং উপাসকরাও বিভিন্ন এই জন্য।

নানা উপাসনা এককালে একজন করুক এমত নহে।

বিকল্পো বিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৩।৩।৬০ ॥

উপাসনার বিকল্প হয় অর্থাৎ এক উপাসনা করিবেক, যেহেতু পৃথক পৃথক উপাসনার পৃথক পৃথক বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ আছে ॥ ৩।৩।৬০ ॥

টীকা—৬০শ সূত্র—একজনেই কি সকল উপাসনা করিবে? ইহার উত্তরে রামমোহন বলিলেন বিভিন্ন উপাসনার বিভিন্ন ফল বর্ণিত আছে। সুতরাং উপাসনার বিকল্প ঘটিতেছে। যাহার যে ফললাভের ইচ্ছা সে সেই উপাসনা করিবে।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা
পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৩।৩।৬১ ॥

কাম্যোপাসনা এককালে অনেক করে কিম্বা না করে তাহার বিশেষ কথন নাই, যেহেতু কাম্য উপাসনার বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ পূর্ববৎ অর্থাৎ অকাম্য উপাসনার ন্যায় দেখা যায় না ॥ ৩।৩।৬১ ॥

টীকা—৬১শ সূত্র—বিশেষ বিশেষ কামনা সিদ্ধির জন্য যে সকল উপাসনা, সেই সকল উপাসনাই কাম্য উপাসনা। একজন এককালে অনেক কাম্য উপাসনা করিবে কি না? ইহার উত্তর, এ বিষয়ে বিকল্পের উল্লেখ নাই; আর, অকাম্য উপাসনার ফল পৃথক অর্থাৎ এক নহে।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ং ভাবঃ॥ ৩।৩।৬২॥

সূর্যাদি যাবৎ বিরাট পুরুষের অঙ্গ হয়েন তাহাতে অঙ্গের উদ্দেশ বিনা স্বতন্ত্ররূপে সূর্যাদের উপাসনা করিবেক না॥ ৩।৩।৬২॥

টীকা—৬২শ সূত্র—বিরাট পুরুষ—সূক্ষ্ম শরীরসমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ, স্থূল শরীরসমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যই বিরাট বা বৈশ্বানর।

বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়াতে প্রতিফলিত চিদাত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরে প্রতিফলিত হন, তখন তিনি হিরণ্যগর্ভ নামে আখ্যাত হন। ঈশ্বরই যখন সমষ্টিস্থূলশরীরে প্রতিফলিত হন তখন তিনি বিরাট নামে, বৈশ্বানর নামে অভিহিত হন। ছান্দোগ্য ৫।১৮ খণ্ডে ইহার বর্ণনা আছে।

আদিত্য অর্থাৎ সূর্য বিরাটপুরুষে চক্ষুঃ; সূর্যকে বিরাটের অঙ্গরূপে না ভাবিয়া পৃথকভাবে উপাসনা করা উচিত নহে।

শিষ্টেশ্চ॥ ৩।৩।৬৩॥

শ্রুতিশাসনের দ্বারা সূর্যাদি যাবৎ দেবতাকে বিরাট পুরুষের চক্ষুরাদিরূপে জানিয়া উপাসনা করিবেক, পৃথকরূপে করিবেক নাই॥ ৩।৩।৬৩॥

টীকা—৬৩শ সূত্র—দ্যুলোক বিরাটের মস্তক, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহমধ্য-ভাগ, জল মূত্রাশয়, পৃথিবী পাদদ্বয়, বেদি বক্ষঃস্থল, মুখ আহবনীয় অগ্নি। সুতরাং বিরাটের অবয়ব মনে করিয়া ইহাদের উপাসনা করা যায়, স্বতন্ত্র ভাবে নহে।

সমাহারাৎ॥ ৩।৩।৬৪॥

সমুদায় সূর্যাদি অঙ্গ উপাসনা করিলে অঙ্গী যে বিরাট পুরুষ তাঁহার উপাসনা হয়॥ ৩।৩।৬৪॥

টীকা—৬৪শ সূত্র—বিরাটের সমুদায় অঙ্গকে উপাসনা করিলে তাহা বিরাটেরই উপাসনা হয়।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৩।৩।৬৫ ॥

গুণ অর্থাৎ অঙ্গোপাসনার সর্বত্র বেদে সাধারণে শ্রবণ হইতেছে, অতএব সমুদায় অঙ্গের উপাসনাতে অঙ্গীর উপাসনা সিদ্ধ হয়॥ ৩।৩।৬৫ ॥

টীকা—৬৫শ সূত্র—সমুদায় অঙ্গের উপাসনাতে অঙ্গীরই উপাসনা হয়। ৬৪ ও ৬৫ সূত্রের একই তাৎপর্য।

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৩।৩।৬৬ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মের সহিত সূর্যাদের সত্তা থাকে নাই অতএব সূর্যাদি দেবতার উপাসনা করিবেক কিম্বা না করিবেক উভয়ের বিকল্প প্রাপ্তি হয় ॥ ৩।৩।৬৬ ॥

টীকা—৬৬শ সূত্র—শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মেতে সূর্য প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ সূর্যের সত্তা ব্রহ্মে নাই। সুতরাং সূর্যাদির পৃথক উপাসনা সম্বন্ধে বিকল্প ব্যবস্থা বোধ হয়।

দর্শনাচ্চ ॥ ৩।৩।৬৭ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে এক ব্রহ্ম বিনা অপরের উপাসনা করিবেক না, অতএব এই দৃষ্টিতে অঙ্গোপাসনা করিবেক না ॥ ৩।৩।৬৭ ॥

টীকা—৬৭শ সূত্র—পূর্বসূত্রের বিকল্প বিধান নিষিদ্ধ হইল অর্থাৎ অঙ্গোপাসনা নিষিদ্ধ হইল।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

চতুর্থ পাদঃ

ওঁ তৎসৎ ॥ আত্মবিদ্যা কর্মের অঙ্গ হয়েন অতএব আত্মবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ফলপ্রাপ্তি না হয় এমত নহে ॥

ব্রহ্মবিদ্যাই আত্মবিদ্যা। আত্মবিদ্যা কর্মেরই অঙ্গ, সুতরাং আত্মবিদ্যা পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ দিতে পারে না ; জৈমিনির ইহাই আপত্তি। সেই আপত্তি খণ্ডন করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে উপনিষদুক্ত জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। ইহাই এই পাদের বিষয়বস্তু।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ। ৩।৪।১ ॥

আত্মবিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদে কহিয়াছেন, ব্যাসের এই মত ॥ ৩।৪।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—বেদব্যাসের মত উল্লেখ করিয়া প্রথমেই বলা হইল আত্মবিদ্যাই পুরুষার্থকসাধক, অন্য কিছু নহে।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ৩।৪।২ ॥

প্রযাজাদি যজ্ঞের স্তুতিতে লিখিয়াছেন যে, যাজক অপাপ হয় এই অর্থবাদ মাত্র ; সেইরূপ আত্মজ্ঞানীর পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় এই শ্রুতিতেও অর্থবাদ জানিবে। অতএব কেবল জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ না হয় ; যেহেতু জ্ঞান সর্বদা কর্মের শেষ হয়, স্বতন্ত্র ফল দেন নাই, জৈমিনির এই মত ॥ ৩।৪।২ ॥

টীকা—২য় সূত্র—১ম সূত্র—ব্যাসের মতে জৈমিনির আপত্তি। আপত্তি সকলের অর্থ স্পষ্ট। সমন্বারম্ভণ শব্দের অর্থ অনুগমন। যে সকল বেদবাক্য স্তুতি বা নিন্দা বুঝায়, সেইগুলির নাম অর্থবাদ।

আচারদর্শনাৎ। ৩।৪।৩।

বেদে কহিয়াছেন যে জনক বহু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন,

অতএব জ্ঞানীদের কর্মাচার দেখিয়া উপলব্ধি হইতেছে যে আত্মবিদ্যা কর্মাঙ্গ হয় ॥ ৩।৪।৩ ॥

তৎশ্রুতেঃ ॥ ৩।৪।৪ ॥

বেদে কহিয়াছেন, যে কর্মকে আত্মবিদ্যার দ্বারা করিবেক সে অন্য কর্ম হইতে উত্তম হইবেক ; অতএব আত্মবিদ্যা কর্মের শেষ এমত শ্রবণ হইতেছে ॥ ৩।৪।৪ ॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৩।৪।৫ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে, কর্ম আর আত্মবিদ্যা পরলোকে পুরুষের সমন্বারম্ভণ করে অর্থাৎ সঙ্গে যায়, অতএব আত্মবিদ্যা পৃথক ফল না হয় ॥ ৩।৪।৫ ॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৩।৪।৬ ॥

বেদাধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম বিধান হয় এমত বেদে কহিয়াছেন, অতএব আত্মবিদ্যা স্বতন্ত্র নয় ॥ ৩ ৪।৬ ॥

নিয়মাচ্চ ॥ ৩।৪।৭ ॥

বেদে শতবর্ষ পর্যন্ত কর্ম কর্তব্যের নিয়ম করিয়াছেন অতএব আত্মবিদ্যা কর্মের অন্তর্গত হইবেক ॥ ৩।৪।৭ ॥

এই সকল সূত্রে জৈমিনির পূর্বপক্ষ, তাহার সিদ্ধান্ত পর পর সূত্রে করিতেছেন।

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শণাৎ ॥ ৩।৪।৮ ॥

বেদেতে কর্মাঙ্গ পুরুষ হইতে জ্ঞানী অধিক হয়েন এমত দেখিতেছি, অতএব জ্ঞান সর্বদা কর্ম হইতে স্বতন্ত্র হয় ; এই হেতু বাদরায়ণের মত যে আত্মবিদ্যা হইতে পুরুষার্থকে পায়, সে মত সপ্রমাণ হয় ॥ ৩।৪।৮ ॥

টীকা—৮ম সূত্র—সূত্রের অধিক শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। বেদে কর্মকর্তা জীবের কথা বলা হইলেও বেদান্তের যিনি প্রতিপাদ্য, সেই আত্মা জীব হইতে উৎকৃষ্ট। সেই আত্মাকে জানেন যিনি, তাহাকেই রামমোহন জ্ঞানী বলিয়াছেন। সেই জ্ঞানী কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং জ্ঞানও কর্ম হইতে উৎকৃষ্ট এবং পৃথক্। ব্যাস সেই আত্মারই উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাসের মতই গ্রাহ্য।

টীকা—৮ম সূত্র—১৭শ সূত্র—জৈমিনির আপত্তির খণ্ডন।

তুল্যন্তু দর্শনং ॥ ৩।৪।৯ ॥

জনকের যেমত জ্ঞান এবং কর্ম দুইয়ের দর্শন আছে, সেই মত অনেক জ্ঞানীর কর্মত্যাগেরো দর্শন আছে, যেহেতু বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানীরা অগ্নিহোত্র করেন নাই ॥ ৩।৪।৯ ॥

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ৩।৪।১০ ॥

জ্ঞানসহিত যে কর্ম সে অন্য কর্ম হইতে উত্তম হয়; এই শ্রুতির অধিকার সর্বত্র নহে, কেবল উদ্‌গীথে যে কর্মসকল বিহিত, তৎপর এ শ্রুতি হয় ॥ ৩।৪।১০ ॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ৩।৪।১১ ॥

যেমন একশত মুদ্রা দুই ব্যক্তিকে দিতে কহিলে প্রত্যেককে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিতে হয়, সেইরূপ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে পুরুষের সঙ্গে পরলোকে কর্ম এবং আত্মবিদ্যা যায়, তাহার তাৎপর্য এই যে কোন পুরুষের সহিত পরলোকে কর্ম যায় কাহার সহিত আত্মবিদ্যা যায়, এইরূপ দুইয়ের ভাগ হইবেক ॥ ৩।৪।১১ ॥

টীকা—১১শ সূত্রের অর্থ, বিদ্যা ও কর্ম পরলোকগত প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সমভাবে যায় না। কাহারো সঙ্গে কর্ম যায়, কাহারো সঙ্গে বিদ্যা যায়; অর্থাৎ জ্ঞানীর সঙ্গে আত্মজ্ঞানই যায়, কর্ম নহে।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ৩।৪।১২ ॥

যেখানে বেদে কহিয়াছেন যে বেদাধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম করিবেক সেখানে তাৎপর্য জ্ঞানী না হয়; বরঞ্চ তাৎপর্য এই যে অর্থ না জানিয়া বেদাধ্যয়ন যাহারা করে এমত পুরুষের কর্ম কর্তব্য হয় ॥ ৩।৪।১২ ॥

নাবিশেষাৎ ॥ ৩।৪।১৩ ॥

যেখানে বেদে কহেন শতবর্ষ পর্যন্ত কর্ম করিবেক সেখানে জ্ঞানী কিম্বা অন্য এরূপ বিশেষ নাই, অতএব এ শ্রুতি অজ্ঞানিপর হয় ॥ ৩।৪।১৩ ॥

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ৩।৪।১৪ ॥

অথবা জ্ঞানীর স্তুতির নিমিত্তে এরূপ বেদে কহিয়াছেন যে, জ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়াও শতবর্ষ পর্যন্ত কর্ম করিবেক, তত্রাপি কদাচিৎ কর্ম সেই জ্ঞানীর বন্ধনের হেতু হইবেক না ॥ ৩।৪।১৪ ॥

কামকারেণ চৈকে ॥ ৩।৪।১৫ ॥

বেদে কহেন যে কোন জ্ঞানীরা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিয়া গার্হস্থ্য কর্ম আপন আপন ইচ্ছাতে ত্যাগ করিয়াছেন অতএব আত্মবিদ্যা কর্মাঙ্গ না হয় ॥ ৩।৪।১৫ ॥

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ৩।৪।১৬ ॥

বেদে কহিতেছেন যে, যখন জ্ঞানীর সর্বত্র আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় তখন কোন নিমিত্তে কর্মাদিকে দেখেন না, অতএব জ্ঞান হইলে পর কর্মের উপমর্দ অর্থাৎ অভাব হয় ॥ ৩।৪।১৬ ॥

টীকা—১৬শ সূত্রের তাৎপর্য এই যে, যে জ্ঞানীর কাছে সবই আত্মস্বরূপ হইয়াছে, তাহার নিকট দ্বিতীয় বস্তুই নাই, কর্মের অস্তিত্ব তো দূরের কথা।

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি। ৩।৪।১৭।

বেদে কহেন যে, এ জ্ঞান ঊর্দ্ধরেতাকে কহিবেক; অতএব ঊর্দ্ধরেতা যাহার অগ্নিহোত্রাদিতে অধিকার নাই, তাঁহারা কেবল জ্ঞানের অধিকারী হয়েন ॥ ৩।৪।১৭ ॥

টীকা—১৭শ সূত্রে ঊর্ধরেতা শব্দের অর্থ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; ইহাদের জন্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বৈদিক কর্ম নিষিদ্ধ। সুতরাং কর্ম সর্বক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় নহে; সুতরাং ব্যাসের মতই গ্রাহ্য।

বেদে কহেন ধর্মের তিন স্কন্ধ অর্থাৎ তিন আশ্রম হয়, গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ; এইহেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত কর্মসন্ন্যাসের উপর পূর্বপক্ষ করিতেছেন।

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি। ৩।৪।১৮।

বেদেতে চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসের কথন কেবল অনুবাদমাত্র জৈমিনি কহিয়াছেন; যেমন সমুদ্রতটস্থ ব্যক্তি কহে যে জল হইতে সূর্য উদয় হয়েন, সেইরূপ অলসের কর্ম ত্যাগ দেখিয়া সন্ন্যাসের অনুকথন আছে অতএব সন্ন্যাসের বিধি নাই; আর বেদেতে কহিয়াছেন যে যে-কোন ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে সে দেবতা হত্যা করে; অতএব বেদে সন্ন্যাসের অপবাদ অর্থাৎ নিষেধ আছে। যদি কহ, বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্মচর্য পরেই কর্ম সন্ন্যাস করিবেক; অতএব সন্ন্যাস করণের বিধি ইহার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে; তাহার উত্তর এই যে এ বিধি অপূর্ববিধি নহে, কেবল অলস ব্যক্তির জন্য এমত কথন আছে অথবা স্তুতিপর এ শ্রুতি হয় ॥ ৩।৪।১৮ ॥

টীকা—১৮শ সূত্র—১৯শ সূত্র—পূর্বসূত্রে সংন্যাস সম্বন্ধে জৈমিনির আপত্তি, পরসূত্রে ব্যাস কর্তৃক সংন্যাসের সমর্থন। এই সূত্রেও রামমোহন ব্যাসই বাদরায়ন ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অজ্ঞানপর শব্দের অর্থ, অজ্ঞানীদের প্রতি প্রযোজ্য।

পূর্বসূত্রের সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ৷ ৩৷৪৷১৯ ৷

সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে ব্যাস কহিয়াছেন, যেহেতু দেবতাধিকারের ন্যায় সন্ন্যাসবিধির যে শ্রুতি সে স্তুতিপর বাক্য হইয়াও ঐ শ্রুতিতে সিদ্ধ যে চারি আশ্রম তাহার সমতার নিয়ম করেন অর্থাৎ চারি আশ্রমের সমান কর্তব্যতা হয় শ্রুতিতে কহেন। দেবতাধিকারের তাৎপর্য এই যে বেদে কহিয়াছেন দেবতার মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্ম সাধন করেন তিহোঁ ব্রহ্মকে পায়েন ; এ শ্রুতি যদ্যপিও স্তুতিপর হয় তত্রাপি এই স্তুতির দ্বারা দেবতার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার পাওয়া যায়। যদি কহ অগ্নিহোত্রত্যাগী দেবতাহত্যা জন্য পাপভাগী হয়, তাহার উত্তর এই যে সে শ্রুতি অজ্ঞানপর হয় ॥ ৩৷৪৷১৯ ॥

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ৷ ৩৷৪৷২০ ৷

গৃহস্থাদি ধর্ম ধারণে যেমন বেদে স্তুতিপূর্বক বিধি আছে সেইরূপ সন্ন্যাসেরো স্তুতিপূর্বক বিধি আছে, অতএব উভয়ের বৈলক্ষণ্য নাই। আসক্ত অজ্ঞানীর ব্রহ্মনিষ্ঠা দুর্লভ হয়, এই বা শব্দের অর্থ জানিবে ॥ ৩৷৪৷২০ ॥

টীকা—২০শ সূত্র—এ সূত্রের ব্যাখ্যা রামমোহনের নিজস্ব। রামমোহনের অর্থ এই যে, বেদে গৃহস্থাশ্রমের বিধানও আছে ; সুতরাং গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের প্রভেদ নাই। শঙ্করের মতে এই সূত্রে বিধিশব্দের অর্থ সন্ন্যাসের বিধি। রামমোহনের মতে যে আসক্ত ও অজ্ঞানী, তার পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠালাভ কঠিন, ইহাই "বা" শব্দের অর্থ।

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ৷ ৩৷৪৷২১ ৷

বেদে কহেন এ উদ্গীথ সকল রসের উত্তম হয়, অতএব কর্মাঙ্গ উদ্গীথের স্তুতি মাত্র পাওয়া যাইতেছে ; যেমন স্রুবকে বেদে আদিত্যরূপে স্তুতিপূর্বক কহিয়াছেন সেইরূপ উদ্গীথের গ্রহণ এখানে তাৎপর্য হয় এমত নহে ; যেহেতু প্রমাণান্তর হইতে উদ্গীথের

উপাসনার বিধি নাই, অতএব এ অপূর্ববিধিকে স্তুতিপর কথন যুক্ত হয় না। অপূর্ববিধি তাহাকে বলি যে অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করে, যেমন স্বর্গকামী অশ্বমেধ করিবেক ; অশ্বমেধ করা পূর্বে কোন প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না এই বিধিতে অশ্বমেধের কর্তব্যতা পাওয়া গেল ॥ ৩।৪।২১ ॥

টীকা—২১শ সূত্র—২২শ সূত্র—ছাঃ (১।১।৩) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সেই উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্গীথের অবয়বভূত ওঙ্কার রসতম, সর্বাপেক্ষা উত্তম, পরমাত্মার স্থান অর্থাৎ অবলম্বন। প্রশ্ন এই, এই সকল বিশেষণ কি উদ্গীথের গুণবর্ণনা? এখানে উপাসনার উল্লেখ নাই। পরসূত্রে বলা হইয়াছে, উদ্গীথম্ উপাসীত, এই মন্ত্র থাকায় ইহা উপাসনা বলিয়া জানিতে হইবে, গুণবর্ণনামাত্র নহে। যে-কর্মাঙ্গাশ্রিত পুরুষ অর্থাৎ যজমান জ্ঞানী, তাহারই এই উপাসনা কর্তব্য। রামমোহনের সূত্র ব্যাখ্যাতে ইহার পরে যে অংশ আছে, তাহা তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠান বা সাধনা শুধু জ্ঞানীরই কর্তব্য, কর্মাঙ্গাশ্রিত পুরুষের অর্থাৎ যজমানের নহে।

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ৩।৪।২২ ॥

উদ্গীথ উপাসনা করিবেক এই ভাব অর্থাৎ উপাসনা তাহার বিধায়ক যে বেদ, সেই বেদের দ্বারা কর্মাঙ্গ পুরুষের আশ্রিত যে উদ্গীথ তাহার উপাসনা এবং রসতমত্বের বিধান জ্ঞানীর প্রতি পাওয়া যাইতেছে ; অতএব কর্মাঙ্গ পুরুষে অনাশ্রিত যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার অনুষ্ঠান জ্ঞানীর কর্তব্য এ সুতরাং যুক্ত হয় ॥ ৩।৪।২২ ॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ৩।৪।২৩ ॥

পারিপ্লব সেই বাক্য হয় যাহা অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজাদের তুষ্টির নিমিত্ত বলা যায়। আখ্যায়িকা অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ও তাহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নীর সম্বাদ যাহা বেদে লিখিয়াছেন, সে সম্বাদ পারিপ্লব মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার একদেশ না হয় এমত নহে ; যেহেতু

মনুর্বৈবস্বতো রাজা এই আরম্ভ করিয়া পারিপ্লবমাচক্ষীত এই পর্যন্ত পারিপ্লব প্রসিদ্ধ হয় এমত বিশেষ কথন আছে ॥ ৩।৪।২৩ ॥

টীকা—২৩শ সূত্র—২৪শ সূত্র—উপনিষদে. নানা আখ্যায়িকা আছে; যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল; দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন ইন্দ্রের ধামে গিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এই সকল আখ্যায়িকার প্রয়োজন কি? এ সকল কি পারিপ্লব? পারিপ্লব অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যজ্ঞ কয়েক দিন ধরিয়া চলিত। রাত্রিতে রাজা যাহাতে নিদ্রিত না হইয়া পড়েন. সেজন্য ঋষিরা রাজাকে গল্প শুনাইতেন। সেই সব গল্পই পারিপ্লব। পূর্বসূত্রের তাৎপর্য, ঐ সকল আখ্যায়িকা পারিপ্লব নহে; কারণ তার ব্যক্তব্য বিষয় নির্ধারিত ছিল। প্রথমদিনে বৈবস্বত মনুর, দ্বিতীয় দিনে বৈবস্বত যমের আখ্যায়িকা বলা হইত। পারিপ্লবের আখ্যায়িকা নির্দিষ্ট রাত্রিতে নির্দিষ্ট বিষয়েই বলা হইত। সুতরাং সেইগুলিই পারিপ্লব। উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলি তবে কি?, ইহার উত্তর পরসূত্রে আছে। যখন গল্পমাত্র নহে, তখন উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলি, ঐ সকলের নিকটে যে সকল বিদ্যার উল্লেখ আছে সেই বিদ্যার সহিত একবাক্য অর্থাৎ তার অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যের আখ্যায়িকা, তাঁর উপদিষ্ট অমৃতত্বের সহিত অপৃথক্, ইহাই তাৎপর্য।

তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ৩।৪।২৪ ॥

যদি ঐ আখ্যায়িকা পারিপ্লবের তুল্য না হইল তবে সুতরাং নিকটবর্তী আত্মবিদ্যার সহিত আখ্যায়িকার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবেক; অতএব আখ্যায়িকা আত্মবিদ্যার একদেশ হয় ॥ ৩।৪।২৪ ॥

ব্রহ্মবিদ্যার ফলশ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কর্মের সাপেক্ষ হয় এমত নহে।

অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ৩।৪।২৫ ॥

আত্মবিদ্যা হইতে পৃথক পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, এই হেতু জ্ঞানের উত্তর অগ্নি আর ইন্ধনের উপলক্ষিত যাবৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের

অপেক্ষা থাকে না ; কর্মের ফলজ্ঞানের ইচ্ছা হয়, মুক্তি কর্মের ফল নহে ॥ ৩।৪।২৫ ॥

টীকা—২৫শে সূত্র—২৬শ সূত্র—ব্রহ্মবিদ্যার ফল আছে, কর্মব্যতীত ফল উৎপন্ন হয় না, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাতে কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে যে আত্মবিদ্যার ফল মোক্ষ, যজ্ঞাদি কর্মের ফল হইতে স্বরূপতঃ পৃথক ; অর্থাৎ মোক্ষ কর্মের ফল নহে। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পর যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের প্রয়োজন থাকে না। কর্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তপস্যা দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়, সুতরাং মুক্তি কর্মের ফল নহে। পরসূত্রে বলিয়াছেন জ্ঞান লাভের পূর্বে কিন্তু কর্মের প্রয়োজন আছে। রামমোহন উদাহরণের দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন।

জ্ঞানের পূর্বেও কর্মাপেক্ষা নাই এমত নহে।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ৩।৪।২৬ ॥

জ্ঞানের পূর্বে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব কর্মের অপেক্ষা থাকে, যে-হেতু বেদেতে যজ্ঞাদিকে জ্ঞানের সাধন কহিয়াছেন ; যেমন গৃহপ্রাপ্তি পর্যন্ত অশ্বের প্রয়োজন থাকে সেই রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত কর্মের অপেক্ষা জানিবে ॥ ৩।৪।২৬ ॥

শমদমদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া
তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ৩।৪।২৭ ॥

জ্ঞানের অন্তরঙ্গ শমদমাদের বিধান বেদেতে আছে অতএব শমদমাদের অবশ্য অনুষ্ঠান কর্তব্য, এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে পরেও শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবেক। শম মনের নিগ্রহ। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তিতিক্ষা অপকারির প্রতি অপকার ইচ্ছা না করা ; উপরতি বিষয় হইতে নিবৃত্তি। শ্রদ্ধা শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। সমাধি চিত্তের একাগ্র হওয়া। বিবেক ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য বিষয় হইতে প্রীতি ত্যাগ। মুমুক্ষা মুক্তি সাধনের ইচ্ছা ॥ ৩।৪ ২৭ ॥

টীকা—২৭শ সূত্র—আত্মসাধনার অন্তরঙ্গ সাধনগুলি বর্ণিত হইয়াছে; ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞানী সকল বস্তু খাইবেক, ইহার অভিপ্রায় সর্বদা সকল খাদ্যাখাদ্য খাইবেক এমত নহে।

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩।৪।২৮ ॥

সর্বপ্রকার খাদ্যের বিধি জ্ঞানীকে প্রাণাত্যয়ে অর্থাৎ আপৎকালে আছে, যেহেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষে হস্তিপালের উচ্ছিষ্ট খাইয়াছেন; অতএব প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত সর্বান্ন ভক্ষণের বিধি বেদেতে দেখিতেছি ॥ ৩।৪।২৮ ॥

টীকা—২৮শ সূত্র—৩০শ সূত্র—সর্বান্নভক্ষণ ও সদাচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

অবাধাচ্চ ॥ ৩।৪।২৯ ॥

জ্ঞান হইলে সদাচার করিলে জ্ঞানের বাধা জন্মে নাই, অতএব সদাচার জ্ঞানীর অকর্তব্য নয় ॥ ৩।৪।২৯ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩।৪।৩০ ॥

স্মৃতিতেও আপৎকালে সর্বান্ন ভক্ষণ করিলে পাপ নাই আর সদাচার কর্তব্য হয় এমত কহিতেছেন ॥ ৩।৪।৩০ ॥

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥ ৩।৪।৩১ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিবেক না, এমত শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে ॥ ৩।৪।৩১ ॥

টীকা—৩১শ সূত্র—কামকার শব্দের অর্থ, অভক্ষ্য ভক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে স্বেচ্ছাচার। জ্ঞানীর পক্ষেও স্বেচ্ছাচারের নিষেধ বেদে আছে। শঙ্কর-ধৃত সূত্র কিঞ্চিৎ ভিন্ন, শব্দশ্চ চ অতঃ অকামকারঃ—ইহার অর্থ, এই হেতু স্বেচ্ছাচারের নিষেধ সকলের প্রতিই বেদে আছে।

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩।৪।৩২ ॥

বেদে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মের জ্ঞানীর প্রতিও বিধান আছে, অতএব জ্ঞানী বর্ণাশ্রম কর্ম করিবেক ॥ ৩।৪।৩২ ॥

টীকা—৩২শ সূত্র—জ্ঞানী নিরর্থক বর্ণাশ্রম বিহিত কর্মবিধান লঙ্ঘন করিবেন না।

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩।৪।৩৩ ॥

সৎ কর্ম জ্ঞানের সহকারি হয় এই হেতু সৎ কর্ম কর্তব্য ॥ ৩।৪।৩৩ ॥

টীকা—৩৩শ সূত্র— ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

কাশীতে মহাদেব তারক মন্ত্র প্রাণীকে উপদেশ করেন এমত বেদে কহেন, অতএব কাশীবাস বিনা অপর শুভ কর্মের প্রয়োজন নাই এমত নহে।

সর্বথাপি তু তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩।৪।৩৪ ॥

সর্বথা মহাদেবের উপদেশ কাশীতে আছে, তথাপি শুভনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল মুক্ত হয়েন অশুভনিষ্ঠ মুক্ত না হয়েন; ইহার উভয়ের নিদর্শন বেদে আছে। যেমন বিরোচন আর ইন্দ্রকে ব্রহ্মা আত্মজ্ঞান কহিলেন, বিরোচন জ্ঞান প্রাপ্ত হইল না, ইন্দ্র শুভ কর্মাধীন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩।৪।৩৪ ॥

টীকা—৩৪শ সূত্র—৩৫শ সূত্র—শুভকর্ম প্রয়োজনীয়।

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩।৪।৩৫ ॥

স্বভাবের অনভিভব অর্থাৎ আদর বেদে দেখাইতেছেন অতএব শুভ স্বভাববিশিষ্ট হইবেক ॥ ৩।৪।৩৫ ॥

বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়ারহিত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান নাই এমত নহে ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩.৪.৩৬ ॥

অন্তরা অর্থাৎ আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে ; রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন বেদে আছে ॥ ৩।৪।৩৬ ॥

টীকা—৩৬শ সূত্র—৩৭শ সূত্র—অনাশ্রমীরও ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩।৪ ৩৭ ॥

স্মৃতিতেও আশ্রম বিনা জ্ঞান জন্মে এমত নিদর্শন আছে ॥ ৩।৪।৩৭ ॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩।৪ ৩৮ ॥

ঈশ্বরের উদ্দেশে যে আশ্রম ত্যাগ করে তাহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হয়, সে ব্যক্তির জ্ঞানের অধিকার সুতরাং জন্মে ॥ ৩।৪।৩৮ ॥

টীকা—৩৮ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট। প্রথমাংশ রামমোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা। শুধু জপের দ্বারাই মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে এই মন্ত্রই প্রমাণ।

তবে আশ্রম বিফল হয় এমত নহে ॥

অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩।৪।৩৯ ॥

অনাশ্রমী হইতে ইতর অর্থাৎ আশ্রমী শ্রেষ্ঠ হয়, যেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তি হয় বেদে কহিয়াছেন ॥ ৩।৪।৩৯ ॥

টীকা—৩৯শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

উত্তম আশ্রমী আশ্রমভ্রষ্ট কর্ম করিলে পর নীচাশ্রমে তাহার পতন হয়, যেমন সন্ন্যাসী নিন্দিত কর্ম করিলে বানপ্রস্থ হইবেক, এমত নহে।

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি
নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৩।৪।৪০ ॥

উত্তমাশ্রমী হইয়া পুনরায় নীচাশ্রম করিতে পারে নাই, জৈমিনিরো

এই মত হয়, যেহেতু নিয়মভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব আশ্রমের অভাব দ্বারা সকল ধর্মের অভাব হয় ॥ ৩।৪।৪০ ॥

টীকা—৪০শ সূত্র—যিনি সাধনার দ্বারা চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস লাভ করিয়াছেন তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তৃতীয়াশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না ; ইহা শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয়েরই নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে ব্যাস ও জৈমিনি এক মত।

পরসূত্রে পূর্বপক্ষ করিতেছেন।

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩।৪।৪১ ॥

আপন আপন অধিকারপ্রাপ্ত প্রায়শ্চিত্তকে আধিকারিক কহি। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি পতিত হয় তবে তাহার আধিকারিক অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই ; যেহেতু স্মৃতিতে কহিয়াছেন যে, নৈষ্ঠিক ধর্ম হইতে যে ব্যক্তি পতিত হয় তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই, অতএব প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাবনা হয় ॥ ৩।৪।৪১ ॥

টীকা—৪১শ সূত্র—ব্রহ্মচারীর দুই শ্রেণী আছে—নৈষ্টিক ও উপকুর্বান অর্থাৎ যারা ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। নৈষ্টিকদের প্রায়শ্চিত্ত নাই, উপকুর্বানদের আছে।

এখন পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তং ॥ ৩।৪।৪২ ॥

গুরুদারাগমন ব্যতিরেক অন্য পাপ নৈষ্ঠিকাদের উপপাপে গণিত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে এমত কেহো কহিয়াছেন, যেমন মাংসাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীকার করেন। সেইরূপ অতিপাতক বিনা অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিতে কহেন। তবে পূর্ব স্মৃতি যাহাতে লিখিয়াছেন যে নৈষ্ঠিকের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধি নাই তাহার তাৎপর্য এই যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহারে সঙ্কুচিত থাকে ॥ ৩।৪।৪২ ॥

টীকা—৪২শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার সঙ্কোচিত না হয় এমত নহে।

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ॥ ৩।৪।৪৩॥

ঊর্দ্ধরেতা জ্ঞানী হইয়া যে ভ্রষ্ট হয় সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করুক অথবা না করুক উভয় প্রকারেই লোকে সঙ্কুচিত হইবেক, যেহেতু স্মৃতিতে তাহার নিন্দা লিখিয়াছেন এবং শিষ্টাচারেও সে নিন্দিত হয়॥ ৩।৪।৪৩॥

টীকা—৪৩শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

পরসূত্রে পূর্বপক্ষ করিতেছেন।

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ॥ ৩।৪।৪৪॥

অঙ্গোপাসনা কেবল যজমান করিবেক, ঋত্বিকের অর্থাৎ পুরোহিতের অধিকার তাহাতে নাই; যেহেতু বেদে লিখিয়াছেন যে উপাসনা করিবেক সেই ফল প্রাপ্ত হইবেক, এ আত্রেয়ের মত হয়॥ ৩।৪।৪৪॥

টীকা—৪৪শ সূত্র—৪৬শ সূত্র—ছান্দোগ্যে পঞ্চসামের উপাসনার বিধান আছে; এইগুলি অঙ্গোপাসনা।

আত্রেয় ঋষির মতে অঙ্গোপাসনা যজমান নিজে করিবে। পরসূত্রে ঔড়ুলোমির মত উদ্ধৃত করিয়া বলা হইল, যজমান সকল কাজের জন্য ঋত্বিককে নিযুক্ত করে, সুতরাং অঙ্গোপাসনা ঋত্বিকই করিবে।

পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে॥ ৩।৪।৪৫॥

অঙ্গোপাসনা ঋত্বিকে করিবেক ঔড়ুলোমি কহিয়াছেন, যেহেতু ক্রিয়াজন্য ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যজমান ঋত্বিককে নিযুক্ত করে॥ ৩।৪।৪৫॥

শ্রুতিশ্চ ॥ ৩।৪।৪৬ ॥

বেদেও কহিতেছেন যে আপনি ফল পাইবার নিমিত্ত যজমান ঋত্বিককে কর্ম করিতে নিযুক্ত করিবেক ॥ ৩।৪।৪৬ ॥

আর আত্মাকে দেখিবেক, শ্রবণ এবং মনন করিবেক এবং আত্মার ধ্যানের ইচ্ছা করিবেক, অতএব এই চারি পৃথক পৃথক বিধি হয় এমত নহে।

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ
তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৩।৪।৪৭ ॥

ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধ্যানের ইচ্ছা এ তিন ব্রহ্মদর্শনের সহকারী অর্থাৎ সহায় হয় এবং ব্রহ্মদর্শন বিধির অন্তঃপাতীয় হয়, অতএব জ্ঞানীর শ্রবণ মননাদি কর্তব্য হয়। তৃতীয় অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্যন্ত ভেদজ্ঞান থাকে তাবৎ কর্তব্য। যেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতী বিধি অগ্ন্যাধান বিধি হয় সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনের অন্তঃপাতীয় শ্রবণাদি হয়, যেহেতু শ্রবণাদি ব্যতিরেকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়েন না ॥ ৩।৪।৪৭ ॥

টীকা—৪৭শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

বেদে কহেন কুটুম্ববিশিষ্ট গৃহস্থ উত্তম দেশে অধ্যয়ন করিবেক, তাহার পুনরাবৃত্তি নাই; অতএব সমুদায় গৃহস্থ প্রতি এ বিধি হয় এমত নহে।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৩।৪।৪৮ ॥

কৃৎস্নে অর্থাৎ সকল কর্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে, অতএব পূর্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে সকল দেবতা এবং উত্তম গৃহস্থ যতিস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ উত্তম গৃহস্থ দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারেন এবং স্মৃতিতেও এই বিধি আছে ॥ ৩।৪।৪৮ ॥

টীকা—৪৮শ সূত্র—রামমোহন এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নিজস্ব অথচ শাস্ত্রসম্মত। রামমোহনের অনুগামীদের এই ব্যাখ্যাই গ্রহনীয়।

রামমোহন এই সূত্রের ভূমিকাতে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে উপনিষদের যে মন্ত্রটীর ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই মন্ত্রটীর আলোচনা এই প্রসঙ্গে অবশ্য কর্তব্য। সেই মন্ত্রটী ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের মন্ত্র। তাহা এই—ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিলেন, প্রজাপতি মনুকে বলিলেন, মনু প্রাণিগণকে বলিলেন যে, যথাবিধি গুরুসেবাদি করিয়া অবশিষ্ট সময় বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর দারপরিগ্রহ করিয়া পবিত্র স্থানে বাস করিবে এবং প্রতিদিন স্বাধ্যায় পাঠ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবে এবং সন্তানগণকে ধর্মনিষ্ঠ করিবে, এবং তারপর আত্মাতে ইন্দ্রিয়সকল নিরুদ্ধ করিয়া তীর্থ ভিন্ন অন্যস্থানে শাস্ত্রবিধি অনুসারে জীবনধারণ করিবে, কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না। যাবজ্জীবন এইরূপে বাস করিয়া মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ; তাঁহার পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ হয় না।

এই মন্ত্রটীতে রামমোহনের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে অর্থাৎ সমাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা বলা হইয়াছে, এবং তারপরে গৃহস্থাশ্রমের কথাই বলা হইয়াছে। ইহ'তে গৃহস্থাশ্রমের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। এখানে তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমের উল্লেখ নাই, কিন্তু অন্য প্রমাণে এই দুই আশ্রমও গৃহীত হয়।

গৃহী সন্ন্যাসী নহে ; তাহাকে যাগযজ্ঞাদি আয়াসসাধ্য কর্ম করিতে হয় ; তাছাড়া শমদমাদি সাধনও তার পক্ষে সম্ভব ; এই সমস্তই গৃহস্থের কর্তব্য। এই সকলেরই নাম কৃৎস্নভাব, উপসংহার শব্দের অর্থ, সংগ্রহ (Drawing together)। গৃহীদ্বারাই এই সকল আয়াসসাধ্য কর্ম সম্ভব বলিয়াই ছান্দোগ্য-মন্ত্রে গৃহস্থাশ্রমের উল্লেখ করিয়াই বক্তব্য শেষ করা হইয়াছে।

এখানে বক্তব্য এই ;—ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলিলে হিরণ্যগর্ভলোক প্রাপ্তিই বুঝায়। তাহা ক্রমমুক্তি। নিরুপাধিক আত্মসাক্ষাৎকারই সদ্যোমুক্তি। নিরুপাধিক আত্মা কি গৃহস্থের লভ্য নহেন? এই আশঙ্কার উত্তর এই ; আত্মা গৃহী, সন্ন্যাসী, সকলেরই সমভাবে লভ্য। কঠোপনিষদের শেষ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, নচিকেতা যমের কথিত বিদ্যা এবং যোগবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত, বিরজ, অমৃত হইলেন ; অন্য যে কেহ এইরূপ করিবে সেও আত্মাকে লাভ করিবে। অন্যোঽপ্যেবং এই বাক্যে গৃহী বা সন্ন্যাসীর ভেদ করা হয় নাই, সুতরাং গৃহীও নিরুপাধিক আত্মাকে লাভ করিতে পারেন। অন্য উদাহরণও আছে।

ছান্দোগ্যে দেখা যায় উদ্দালক আরুণি, পুত্র শ্বেতুকেতুকে তত্ত্বমসি তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন ; দীর্ঘ উপদেশের পর পিতা বলিলেন, হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই। শ্রুতি বলিয়াছেন শ্বেতকেতুও বিশেষ ভাবে জানিয়াছিলেন. অর্থাৎ নিরুপাধিক আত্মাকে লাভ করিয়াছিলেন। এখানে পিতাপুত্র দুইজনই গৃহবাসী ছিলেন। রামমোহনের গানে আছে, 'একাত্মা জানিবে সর্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়'। যিনি একাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁরই একথা বলা সম্ভব। সুতরাং গৃহীরও নিরুপাধিক আত্মলাভ সম্ভব।

৪৮ নং সূত্রের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মসূত্র গার্হস্থ্যাশ্রমকে উচ্চস্থানই দেয়।

পূর্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা কেবল দুই আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আর গার্হস্থ্য প্রাপ্তি হয় এমত সন্দেহ দূর করিতেছেন।

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৩।৪।৪৯ ॥

মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যের ন্যায় ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য এবং বানপ্রস্থ আশ্রমের বেদে উপদেশ আছে, অতএব আশ্রম চারি হয় ॥ ৩।৪।৪৯ ॥

টীকা—৪৯শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানী বাল্যরূপে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, এখানে বাল্য শব্দে চপলতা তাৎপর্য হয় এমত নহে।

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৩।৪।৫০ ॥

জ্ঞানকে ব্যক্ত না করিয়া অহঙ্কাররহিত হইয়া জ্ঞানী থাকিতে ইচ্ছা করিবেন ঐ শ্রুতির এই অর্থ হয়, যেহেতু পরশ্রুতিতে বাল্য আর পাণ্ডিত্যের একত্র কথন আছে আর যথার্থ পণ্ডিত অহঙ্কাররহিত হয়েন ॥ ৩ ৪। ০ ॥

টীকা—৫০শ সূত্র—বৃহঃ (৩।৫।১) মন্ত্রে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) পাণ্ডিত্য (আত্মজ্ঞান) নিঃশেষে লাভ করিয়া বালভাবে (বাল্যেন) থাকিতে ইচ্ছা করিবেন। এখানে বাল্য শব্দের অর্থ বালকের চাপল্য নহে, সরল

শুদ্ধ ভাব ; পর অংশে বাল্য ও পাণ্ডিত্য একত্র উল্লেখিত হওয়ায় এই অর্থই পাওয়া যাইতেছে। উভয়ের মিলিত অর্থ, নিজের বিদ্যা জাহির না করিয়া অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হইয়া থাকিবেন।

বেদে কহেন ব্রহ্মবিদ্যা শুনিয়াও অনেকে ব্রহ্মকে জানে না, অতএব ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি অভ্যাস করিলে এ জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, এমত নহে।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩।৪।৫১ ॥

অভ্যাসের ত্যাগাদি প্রতিবন্ধ উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি ফল এই জন্মেই হয়. যেহেতু বামদেব ব্রহ্মজ্ঞান শ্রবণের দ্বারা ইহলোকেতে ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এমত বেদে দৃষ্ট আছে ॥ ৩।৪।৫১ ॥

টীকা—৫১শ সূত্র—যদি পূর্বজন্মের পাপের প্রতিবন্ধ না ঘটে ইহজন্মেই ব্রহ্মসাধনার ফল উৎপন্ন হইবে ; বামদেবের দৃষ্টান্তে তাহাই প্রমাণিত হয়।

সালোক্যাদি মুক্তি শ্রবণের দ্বারা বুঝাইতেছে যে মুক্তির উৎকৃষ্টতা আর অপকৃষ্টতা আছে এমত নহে ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতে
স্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৩।৪।৫২ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিরূপ ফলের অধিক হওয়া কিংবা ন্যূন হওয়া কোন মতে নিয়ম নাই, অর্থাৎ জ্ঞানবান সকলের একপ্রকার মুক্তি হয়, যেহেতু বিশেষরহিত ব্রহ্মাবস্থাকে জ্ঞানী পায়েন এমত নিশ্চয় কথন বেদে আছে। পুনরাবৃত্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক হয় ॥ ৩।৪।৫২ ॥

টীকা—৫২শ সূত্র—ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মই হন, এই মন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সকল প্রকার বিশেষরহিত নিরতিশয়ানন্দ ব্রহ্মস্বরূপতাই মুক্তি।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ। ইতি তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্তঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাদঃ

ওঁ তৎসৎ ॥ আত্মজ্ঞান সাধনেতে পুনঃ পুনঃ সাধনের অপেক্ষা নাই এমত নহে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাধনার উপদেশ করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাধনের ফল, মোক্ষ আলোচিত হইবে।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৪।১।১ ॥

সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্তব্য হয়, যেহেতু আত্মার পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির উপদেশ এবং তত্ত্বমসি বাক্যের পুনঃ পুনঃ উপদেশ বেদে দেখিতেছি ॥ ৪।১।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে পুনঃ পুনঃ তত্ত্বমসি মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন; সুতরাং সাধনকালে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্তব্য। লোকেও দেখা যায় ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্কাসিত করিতে হইলে পুনঃ পুনঃ অবঘাতের প্রয়োজন হয়। যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, সকল সংশয়ের নিরসন হইয়াছে, তত্ত্বমসি একবার শুনিলেই উপলব্ধি হইতে পারে; কিন্তু যাহাদের তাহা হয় নাই, তাহাদের পুনঃ পুনঃ প্রত্যয়ের আবৃত্তি অবশ্য কর্তব্য।

লিঙ্গাচ্চ ॥ ৪।১।২ ॥

আদিত্য এবং বরুণের পুনঃপুনঃ উপাসনা কর্তব্য এমত অর্থবোধক শ্রুতি আছে, অতএব ব্রহ্মবিদ্যাতেও সেইরূপ আবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ৪।১।২ ॥

টীকা—২য় সূত্র—পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কর্তব্য, এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ ইঙ্গিত শ্রুতিতেও আছে। ছাঃ (১।৫।৩) মন্ত্রে এই প্রকার বর্ণনা আছে; ঋষি কৌষীতকি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আদিত্যই উদ্গীথ, আদিত্যই

প্রণব ইহা জানিয়া আমি আদিত্যের স্তুতি গান করিয়াছিলাম ; আদিত্যকে ও তার রশ্মিসকলকে অভেদরূপে স্তুতি করিয়াছিলাম ; তাই তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ ; তুমি আদিত্যকে ও রশ্মিসকলকে ভিন্ন ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ স্তুতি কর, তোমার বহু পুত্র হইবে। ইহাতেই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে প্রত্যয়ের আবৃত্তি কর্তব্য।

এখানে বক্তব্য এই : ভাষ্যকার এবং টীকাকারেরা এখানে শুধু এই উদাহরণটীই দিয়াছেন, যদিও শ্রুতিতে ঐ সঙ্গে আরো একটী ইঙ্গিত আছে, তাহা প্রাণ বিষয়ে। রামমোহন লিখিয়াছেন, আদিত্য ও বরুণের পুনঃ পুনঃ উপাসনা কর্তব্য এরূপ বোধক শ্রুতি আছে ; আদিত্য বিষয়ে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু বরুণের উপাসনা বিষয়ে কোন শ্রুতিই নাই, প্রাণ বিষয়েই আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ঋষি বরুণের নাম আছে ; তিনি পুত্র ভৃগুকে আনন্দ ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছিলেন ; তাহার উপাসনা করিতে হইবে এমন উল্লেখ নাই। বরুণ ঋগ্‌বেদের এক প্রধান দেবতা ছিলেন, ন্যায় ও ধর্মের দেবতা ও রক্ষক, দুষ্টের দণ্ডদাতা ও অনুতপ্তের প্রতি করুণাকারী ; পরে বরুণ শুধু জলের দেবতাতে পরিণত হইয়াছেন। বরুণকে পুনঃ পুনঃ উপাসনা করিতে হইবে এমন কথা বেদসংক্রান্ত কোন গ্রন্থে আমরা পাই নাই ; প্রাণ বিষয়ে উপদেশ উপনিষদে আদিত্যের উপদেশের সঙ্গেই আছে। রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বরুণ শব্দটীর পরিবর্তন করিতে আমরা পারিলাম না। তবে আমাদের সুনিশ্চিত বিশ্বাস, রামমোহন প্রাণই লিখিয়াছিলেন ; গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকালে প্রূফ দেখার বন্দোবস্ত না থাকায় অজস্র ভুল ছাপা হয় ; প্রাণের স্থলে বরুণ একটী দৃষ্টান্ত মাত্র।

ছাঃ (১৫।৪) মন্ত্রে আছে, কৌষীতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি বহুগুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা না করিয়া শুধু প্রাণেরই স্তুতি করিয়াছিলাম, তাই তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ ; তুমি বহুগুণযুক্ত ভাবিয়া প্রাণের পুনঃ পুনঃ স্তুতি কর, তোমার বহু পুত্র হইবে।

সূত্রের তাৎপর্য অনুসারেও এখানে প্রাণই হওয়া উচিত, বরুণ নহে।

আপনা হইতে আত্মার ভেদ জ্ঞানে ধ্যান করিবেক এমত নহে।

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ। ৪।১।৩।

ঈশ্বরকে আত্মা জানিয়া জাবালেরা অভেদরূপে উপাসনা করিতেছেন এবং অভেদরূপে লোককে জানাইতেছেন ॥ ৪।১।৩ ॥

টীকা—৩য় সূত্র—জাবালদের উপাসনার নাম আত্মোপাসনা বা অহংগ্রহ উপাসনা। ইহাও অভেদোপাসনা, কিন্তু মহাবাক্য বিচার ও শ্রবণ মননাদিরূপ সাধনা হইতে অহংগ্রহ উপাসনা ভিন্ন। অহংগ্রহ উপাসনাতে ব্রহ্মের সহিত নিজের অভেদবুদ্ধিতে ধ্যান করিতে হয়; ধ্যান কর্তৃতন্ত্র, এইজন্যই ইহা উপাসনা। হে দেবতা তুমিই আমি, আমিই তুমি; এখানে যিনি তুমিপদবাচ্য, তিনি পাপরহিত; যিনি আমিপদবাচ্য তিনি পাপী; তুমিপদবাচ্য ঈশ্বর অসংসারী; আমিপদবাচ্য সংসারী। এইভাবে পরস্পরের গুণের বিরুদ্ধতার খণ্ডন কি প্রকারে সম্ভব? তার উত্তর এই—অভেদচিন্তনের ফলে অদ্বৈত ঈশ্বরই উপলব্ধ হন; সুতরাং ঈশ্বরের গুণই সত্য, ইহাও উপলব্ধ হয়; অপরের গুণ সুতরাং মিথ্যাই হয়।

বেদে কহিতেছেন মনরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক অতএব মন আদি পদার্থ ব্রহ্ম হয় এমত নহে।

ন প্রতীকে ন হি সঃ। ৪।১।৪।

মন আদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হয় যেহেতু বেদে এমত কথন নাই এবং অনেক ব্রহ্ম স্বীকার করা অসম্ভব হয় ॥ ৪।১।৪ ॥

টীকা—৪র্থ সূত্র—আশ্রয়ান্তর প্রত্যয়স্য আশ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীকঃ ইতি বৃদ্ধাঃ। ব্রহ্মাশ্রয়শ্চ প্রত্যয়ঃ নামাদিষু প্রক্ষিপ্তঃ ইতি নামতন্ত্রঃ। তস্মান্ন তদুপাসকঃ ব্রহ্মক্রতুঃ কিন্তু নামাদিক্রতুঃ (ভামতী ৪।৩।১৫)। প্রত্যয় শব্দের অর্থ প্রতীতি। এক আশ্রয়ে অর্থাৎ বস্তুতে যে প্রতীতি জন্মিয়াছে, তাহা অন্য বস্তুতে প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ আরোপিত হইলে, শেষোক্ত বস্তুই প্রতীক, ইহাই বৃদ্ধ অর্থাৎ প্রাচীন আচার্যদের মত। নামই ব্রহ্ম, এই বাক্যে ব্রহ্মবিষয়ক প্রতীতি, নাম এই বস্তুতে আরোপিত হয়, সুতরাং

নাম, প্রতীক। সুতরাং নামকে ব্রহ্ম ভাবিয়া যে উপাসনা করে, সে ব্রহ্মক্রতু হয় না, অর্থাৎ তার দৃঢ় নিষ্ঠা ব্রহ্মে হয় না, নামেই হয়। প্রতীকতারতম্যেন ফলতারতম্যশ্রুতের্ন প্রতীক ধ্যায়িনাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। তস্মাদ্ অসতি বচনে ব্রহ্মধ্যায়িনঃ এব ব্রহ্মগন্তারঃ ইতি সিদ্ধম্ (রত্নপ্রভা ৪।৩।১৫)। ছান্দোগ্যে (সপ্তম অধ্যায়) নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প প্রভৃতি বহু প্রতীকে ব্রহ্মচিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ফলের তারতম্যও উক্ত হইয়াছে। এই ফলতারতম্যই বুঝাইয়া দেয়, যে প্রতীকধ্যায়ীদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না; প্রতীকধ্যায়ীদের অনুকূলে কোন বচন অর্থাৎ মন্ত্র না থাকাতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে শুধু ব্রহ্মধ্যায়ীরাই ব্রহ্মে গমন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।

এই সূত্রের ব্যখ্যা করিতে রামানুজ স্বামী লিখিয়াছেন—প্রতীকোপাসন অর্থ, যাহা ব্রহ্ম নয়, সেই বস্তুকে (অব্রহ্মণি) ব্রহ্মদৃষ্টিতে অনুসন্ধান (ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানম্)। ইহাতে প্রতীকই উপাস্য, ব্রহ্ম নহেন; তাহাতে ব্রহ্ম দৃষ্টিশব্দের বিশেষণমাত্র। সুতরাং প্রতীকোপাসনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব নহে।

আদিত্য ব্রহ্ম, নাম ব্রহ্ম এই প্রকার প্রয়োগদ্বারাই প্রতীক চিহ্নিত হয়। এই প্রকার চিহ্ন থাকে না বলিয়া প্রতিমা প্রতীক নহে। প্রতিমা শব্দ সাদৃশ্য অর্থ, দেখিতে সমান; কালীপ্রতিমা অর্থ দেখিতে ঠিক কালী; কালীপূজাতে প্রতিমাকে যথার্থ কালী বলিয়াই চিন্তা করা হয়। প্রতিমারই পূজা হয়, ব্রহ্মের নহে। প্রতীকে আত্মদৃষ্টি নিষিদ্ধ।

যদি মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হইল তবে ব্রহ্মাতে মন আদির স্বীকার করা যুক্ত নহে।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৪।১।৫ ॥

মন আদিতে ব্রহ্ম বোধ করা যুক্ত হয় কিন্তু ব্রহ্মেতে মন আদির বুদ্ধি কর্তব্য নহে, যেহেতু ব্রহ্ম সকল হইতে উৎকৃষ্ট হয়েন; যেমন রাজার অমাত্যকে রাজবোধ করা যায় কিন্তু রাজাকে রাজার অমাত্য বোধ করা কল্যাণের কারণ হয় নাই ॥ ৪।১।৫ ॥

টীকা—৫ম সূত্র—ব্রহ্ম সর্বোৎকৃষ্ট। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টদৃষ্টিই কর্তব্য। সেইজন্য প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধিই কর্তব্য।

বেদে কহেন উদ্গীথরূপ আদিত্যের উপাসনা করিবেক অতএব আদিত্যে উদ্গীথ বোধ করা যুক্ত হয় এমত নহে।

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৪।১।৬ ॥

কর্মাঙ্গ উদ্গীথে আদিত্যবুদ্ধি করা যুক্ত হয় কিন্তু সূর্যেতে উদ্গীথ বোধ করা অযুক্ত, যেহেতু মন্ত্রে সূর্যাদি বোধ করিলে অধিক ফলের উৎপত্তি অর্থাৎ সিদ্ধি হয় ॥ ৪।১।৬ ॥

টীকা—৬ষ্ঠ সূত্র—যিনি তাপ দেন, সেই উদ্গীথকে উপাসনা করিবে (ছাঃ ১।৩।১)। এই মন্ত্রে আদিত্যে উদ্গীথদৃষ্টি কর্তব্য, না উদ্গীথে আদিত্য-দৃষ্টি কর্তব্য? উত্তরে বলা হইয়াছে উদ্গীথে আদিত্যবুদ্ধিই কর্তব্য। ইহার ফল কর্মে সমৃদ্ধি।

দাণ্ডাইয়া কিম্বা শয়ন করিয়া আত্মবিদ্যার উপাসনা করিবেক এমত নহে।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৪।১।৭ ॥

উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক যেহেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয় আর দাণ্ডাইলে চিত্তবিক্ষেপ জন্মে, কিন্তু বসিয়া উপাসনা করিলে দুইয়ের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না, অতএব উপাসনার সম্ভব বসিয়াই হয় ॥ ৪।১।৭ ॥

টীকা—৭ম সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

ধ্যানাচ্চ ॥ ৪।১।৮ ॥

ধ্যানের দ্বারা উপাসনা হয়, সে ধ্যান বিশেষ মতে না বসিলে হইতে পারে নাই ॥ ৪।১।৮ ॥

অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥ ৪।১।৯ ॥

বেদে কহিয়াছেন পৃথিবীর ন্যায় ধ্যান করিবেক, অতএব উপাসনার

কালে চঞ্চল না হইবেক বেদের এই তাৎপর্য ; সেই অচঞ্চল হওয়া আসনের অপেক্ষা রাখে ॥ ৪।১।৯ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৪।১।১০ ॥

স্মৃতিতেও উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক এমত কথন আছে ॥ ৪।১।১০ ॥

ব্রহ্মোপাসনাতে তীর্থাদির অপেক্ষা রাখে এমত নহে।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ৪।১।১১ ॥

যে স্থানে চিত্তের ধৈর্য হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক, তীর্থাদির নিয়ম নাই ; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে কোন স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক ; এ বেদে তীর্থাদের বিশেষ করিয়া নিয়ম নাই ॥ ৪।১।১১ ॥

টীকা—১১শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

ব্রহ্মোপাসনার সীমা আছে এমত নহে।

আপ্রায়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং ॥ ৪।১।১২ ॥

মোক্ষ পর্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক, জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না, যেহেতু বেদে মুক্তি পর্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি ॥ ৪।১।১২ ॥

টীকা—১২শ সূত্র—উপাসনা বা ব্রহ্মসাধনা মুক্তি হওয়া পর্যন্ত এবং মুক্তির পরও কর্তব্য। উপাসকদের জন্যই এই বিধান।

বেদে কহিতেছেন ভোগে পুণ্যক্ষয় আর শুভের দ্বারা পাপের বিনাশ হয়, তবে জ্ঞানের দ্বারা পাপ নষ্ট না হয়, এমত নহে।

তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ৪।১।১৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে উত্তরপাপের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ হইতে

পারে নাই, আর পূর্বপাপের বিনাশ হয় ; যেহেতু বেদে কহিতেছেন যেমন পদ্মপত্রে জলের সম্বন্ধ না হয় সেইরূপ জ্ঞানীতে উত্তরপাপের স্পর্শ হইতে পারে না। আর যেমন শরের তুলাতে অগ্নি মিলিত হইলে অতি শীঘ্র দগ্ধ হয়, সেইমত জ্ঞানের উদয় হইলে সকল পূর্ব্ব পাপের ধ্বংস হয়। তবে পূর্বশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে শুভেতে পাপ ধ্বংস হয় সে লৌকিকাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন অথবা শুভ শব্দে এখানে জ্ঞান তাৎপর্য্য হয় ॥ ৪।১।১৩ ॥

টীকা—১৩শ সূত্র—সূত্রের তদধিগমে শব্দের অর্থ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে, উত্তর পাপ অর্থাৎ ইহজন্মে জ্ঞানলাভের পূর্বে কৃত সকল পাপ, এবং পূর্ব পাপ অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরে কৃত পাপ সকল নষ্ট হয়। (সদাশিবেন্দ্র)। ছাঃ (৪।১৪।৩) মন্ত্রে গুরু সত্যকাম জাবাল শিষ্য উপকোসলকে বলিলেন, পদ্মপত্রে জল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, তেমনি এই প্রকার ব্রহ্মকে যিনি জানেন, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ছাঃ (৫।২৪।৩) মন্ত্রে আছে যিনি বৈশ্বানর বিদ্যা জানিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র করেন, সেই জ্ঞানীর সকল পাপ, মুঞ্জার শীষের তুলা অগ্নিসংযোগে যেমন নিঃশেষে দগ্ধ হয়, তেমনিভাবে দগ্ধ হয়।

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ ৩৪ ও ৩৫ সূত্রে রামমোহন বলিয়াছেন শুভনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল মুক্ত হন ; এই প্রসঙ্গে তিনি পুনরায় বলিতেছেন যে ঐ বাক্য লৌকিক অর্থে বলা হইয়াছে ; অথবা সেখানেও শুভ শব্দ দ্বারা জ্ঞানই বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানী পাপ হইতে নির্লিপ্ত হয় কিন্তু পুণ্য হইতে মুক্ত না হইয়া ভোগাদি করেন এমত নহে।

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু। ৪।১।১৪।

ইতর অর্থাৎ পুণ্যের সম্বন্ধ পাপের ন্যায় জ্ঞানীর সহিত থাকে না, অতএব দেহপাত হইলে পুণ্যের ফল যে ভোগাদি তাহা জ্ঞানী করেন নাই ॥ ৪।১।১৪ ॥

টীকা—১৪শ সূত্র—জ্ঞানী পাপ বা পুণ্য, কিছুর ফলই ভোগ করেন না।

যদ্যপি জ্ঞান পাপ পুণ্য উভয়ের নাশ করে তবে প্রারব্ধ কর্মের নাশকর্তা জ্ঞান হয় এমত নহে।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ৪।১।১৫ ॥

প্রারব্ধ ব্যতিরেক পাপ পুণ্য জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয় আর প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের নাশ জ্ঞানের দ্বারা নাই, এই তাৎপর্য পূর্বে দুই সূত্রে হয় ; যেহেতু প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের সীমা যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ পর্যন্ত করিয়াছেন। প্রারব্ধ পাপ পুণ্য তাহাকে কহি যে পাপ পুণ্যের ভোগের জন্য শরীর ধারণ হয় ॥ ৪।১।১৫ ॥

টীকা—১৫শ সূত্র—যে পাপ পুণ্যের ভোগের জন্য বর্তমান শরীর ধারণ, সেই পাপপুণ্যই প্রারব্ধ। জ্ঞানের দ্বারা উত্তর ও পূর্ব সকল পাপই নিঃশেষে দগ্ধ হয় কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ জ্ঞানীকেও করিতে হয়।

সাধকের নিত্য কর্মের কোন আবশ্যক নাই; এমত নহে।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ। ৪।১।১৬।

অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম অন্তঃকরণশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানফলের হেতু হয়, যেহেতু নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সদ্গতি হয় এমত বেদে এবং স্মৃতিতেও দৃষ্টি আছে ॥ ৪।১।১৬ ॥

টীকা—১৬শ সূত্র—অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করিলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়, তার ফলে জ্ঞান লাভ হয়।

বেদে কহিতেছেন জ্ঞানী সাধুকর্ম করিবেক, এখানে সাধু কর্ম হইতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম তাৎপর্য হয় এমত নহে ॥

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ। ৪।১।১৭।

কোন শাখীরা পূর্বোক্ত সাধু কর্মকে নিত্যাদি কর্ম হইতে অন্য কাম্য কর্ম কহিয়াছেন ; এই মত ব্যাস এবং জৈমিনি উভয়ের হয়। জ্ঞানীর কাম্য কর্ম সাধুসেবাদি হয় যেহেতু অন্য কামনা জ্ঞানীর নাই ॥ ৪।১।১৭ ॥

টীকা—১৭শ সূত্র—নিত্যকর্ম ব্যতীত কাম্যকর্মও আছে যথা সাধুকৃত্য পাপকৃত্য। জ্ঞানী সাধু কাম্যকর্ম করিবেন, ইহা জৈমিনি ও ব্যাস উভয়েরই অনুমোদিত। জ্ঞানীর কাম্যকর্ম সাধুসেবাদি, এই অংশ রামমোহনের নিজস্ব অর্থ।

সমুদায় নিত্যাদি কর্ম জ্ঞানের কারণ হইবেক এমত নহে।

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ৪।১।১৮ ॥

যে কর্ম আত্মবিদ্যাতে যুক্ত হয় সেই জ্ঞানের কারণ হয়, যেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ৪।১।১৮ ॥

টীকা—১৮শ সূত্র—ছাঃ (১।১।১০) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, যে সকল কর্ম বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং উপাসনা সহকারে সম্পাদিত হয়, সেই সকল কর্ম অধিকতর ফলপ্রদ হয়। বিদ্যাহীন নিষ্কাম কর্মেরও ফল হয়, কিন্তু বিদ্যাসহ কর্ম বীর্যবত্তর হয় (সদাশিবেন্দ্র)।

প্রারব্ধ কর্মের কদাপি নাশ না হয় এমত নহে।

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে। ৪।১।১৯।

ইতর অর্থাৎ সঞ্চিত ভিন্ন পাপ পুণ্য ভোগের দ্বারা নাশ করিয়া জ্ঞানী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন; যেহেতু প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ ভোগ বিনা হইতে পারে নাই ॥ ৪।১।১৯ ॥

টীকা—১৯শ সূত্র—জ্ঞানী ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় করেন; তার উত্তর ও পূর্ব পাপ সকল পূর্বে নিঃশেষে ভস্ম হইয়াছে। সুতরাং বিদ্বানের আর সংসারে অনুবৃত্তি হয় না; তিনি আনন্দস্বরূপ আত্মা হইয়াই অবস্থান করেন। ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপ্যেতি (সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী)।

ইহাই কৈবল্য।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

দ্বিতীয় পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ সমবায়কারণেতে কার্যের লয় হয় যেমন পৃথিবীতে ঘট লীন হইতেছে ; কিন্তু বেদে কহেন বাক্য মনেতে লয় হয়, অথচ মন বাক্যের সমবায়কারণ নহে, তাহার উত্তর এই।

সগুণোপাসকদের দেবযান গতি হয়। কিন্তু উৎক্রমণ না হইলে গতি হইতে পারে না, তাই উৎক্রান্তি বিবেচিত হইতেছে।

বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥ ৪।২।১ ॥

বাক্য অর্থাৎ বাক্যের বৃত্তি মনেতে লয় হয় যদ্যপিও মন বাক্যের সমবায়কারণ নহে ; যেমন অগ্নির সমবায়কারণ জল না হয়, তত্রাপিও অগ্নির বৃত্তি দহনশক্তি জলেতে লয় পায় ; এইরূপ বেদেও কহিয়াছেন ॥ ৪।২।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—রামমোহন ন্যায়শাস্ত্র জানিতেন ; মিশনারিদের ও প্রতিবাদী পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি জানিতেন, যে উপাদান হইতে কার্যবস্তু উৎপন্ন হয়, ন্যায়শাস্ত্রে তার নাম সমবায়িকারণ, সমবায়কারণ নহে। সমবায় ন্যায়মতে, নিত্যসম্বন্ধ বুঝায়। টেবিলের উপর বই রাখিলাম, টেবিল ও বই-এ সম্বন্ধ হইল ; এই সম্বন্ধের নাম সংযোগ ; লাল জবা এই শব্দে লাল গুণ এবং জবা নামক বস্তু, দুইটি পৃথক দ্রব্য ; কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক করা সম্ভব নহে ; তাহাদের সম্বন্ধের নাম সমবায় সম্বন্ধ ; তাহা কারণ নহে। সুতরাং সমবায় কারণ ছাপার ভুল, সমবায়িকারণ হইবে। উপাদান কারণ (material cause)ই সমবায়িকারণ। রামমোহন গ্রন্থাবলীতে এইরূপ ছাপার ভুল বহু আছে।

ছাঃ (৬।৮।৬) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, ম্রিয়মান ব্যক্তির বাক্ মনে লয় পায়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরমদেবতায় লয় পায়। বাক্ শব্দের অর্থ বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ বাক্য উচ্চারণের শক্তি।

অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ৪।২।২ ॥

সমবায়কারণ ব্যতিরেকে লয় দর্শনের দ্বারা নিশ্চয় হইল যে

চক্ষু আদি করিয়া সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি মনেতে লয়কে পায়, যদ্যপিও চক্ষু প্রভৃতি আপন আপন সমবায়েতে লীন হয়েন ॥ ৪।২।২ ॥

টীকা—২য় সূত্র—সূত্রের অনু শব্দের অর্থ অনুবর্তন্তে অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দর্শন প্রভৃতি বৃত্তি অর্থাৎ শক্তি মনেতে লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি জড় বস্তুগুলি তাহাদের উপাদানকারণে লয় পায়।

এখন মনের বৃত্তির লয় স্থানের বিবরণ করিতেছেন।

তন্মনঃ প্রাণে উত্তরাৎ ॥ ৪।২।৩ ॥

সর্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তির লয়স্থান যে মন তাহার বৃত্তি প্রাণে লয়কে পায়, যেহেতু তাহার পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে মন প্রাণেতে আর প্রাণ তেজেতে লীন হয় ॥ ৪।১।৩ ॥

টীকা—৩য় সূত্র—ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি মনে লয় পায়, মনের বৃত্তি প্রাণে লয় পায়।

তেজে প্রাণের লয় হয় এমত নহে।

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪।২।৪ ॥

সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবেতে লয়কে পায়, যেহেতু জীবেতে মৃত্যুকালে প্রাণের গমন এবং জীবেতে মন আদি সকল ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি বেদে কহিয়াছেন ॥ ৪।১।৪ ॥

টীকা—৪র্থ সূত্র—বৃহঃ (৪।৪।২) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, জীব উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ উৎক্রমণ করে; প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে সকল প্রাণ অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুগমন করে।

এইরূপে পূর্বশ্রুতি যাহাতে প্রাণের লয় তেজেতে কহিয়াছেন তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

ভূতেষু তৎশ্রুতেঃ ॥ ৪।২।৫ ॥

প্রাণের লয় পঞ্চভূতে হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন, অতএব

তেজবিশিষ্ট জীবেতে সাক্ষাৎ প্রাণের লয় হয়; জীবের উপাধিরূপ তেজেতে যে প্রাণের লয় কহিয়াছেন সে পরম্পরা সম্বন্ধে হয় ॥ ৪।২।৫ ॥

টীকা—৫ম সূত্র—পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রাণ তেজে লয় পায়, আবার বলা হইল প্রাণ জীবে লয় পায়; দুই প্রকার উক্তির তাৎপর্য কি? উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রাণ তেজে লয় হয়, এই বাক্যের অর্থ প্রাণসংযুক্ত জীব তেজের সহিত যুক্ত সূক্ষ্মভূতসকলে স্থিতি করে। এই পুরুষ পৃথ্বীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়; এই শ্রুতিই সূক্ষ্মভূতসকলের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। এই সূক্ষ্মভূতসকলই জীবের সূক্ষ্মশরীর, সুতরাং তার উপাধি।

নৈকস্মিন্ দর্শয়তি হি ॥ ৪।২।৬ ॥

কেবল জীবের উপাধিরূপ তেজেতে প্রাণের লয় হয় এমত নহে, যেহেতু প্রাণের লয় পরম্পরাতে পৃথিবী আদি পঞ্চভূতে হয় এমত শ্রুতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন ॥ ৪।২।৬ ॥

টীকা—৬ষ্ঠ স্বত্র—পরলোকগমনকালে জীব শুধু সূক্ষ্মতেজঃ অবলম্বন করিয়া থাকে না, কিন্তু সূক্ষ্মপঞ্চভূতকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। এই ভূত-সকলই জীবের ভবিষ্যৎ দেহের বীজস্বরূপ।

সগুণ উপাসকের উর্দ্ধগমনে নির্গুণ উপাসক হইতে বিশেষ আছে এমত নহে।

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥ ৪।২।৭ ॥

আসৃতি অর্থাৎ দেবযান মার্গ তাহার আরম্ভ পর্যন্ত সগুণ এবং নির্গুণ উপাসকের উর্দ্ধগমন সমান হয় এবং অমৃতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তিও সমান হয়। কিন্তু সগুণ উপাসকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, যেহেতু রাগাদি তাহার সগুণ উপাসনাতে দগ্ধ হইতে পারে না ॥ ৪।২।৭ ॥

টীকা—৭ম স্বত্র—রামমোহনের ব্যাখ্যাতে যে 'অসৃতে' শব্দটী আছে, তাহা ছাপার ভুল; সৃতি হইবে। সৃতি শব্দের অর্থ গমন, পথ ইত্যাদি। সগুণোপাসক দেবযান পথে গমন করেন; তাহাই সৃতি। স্বত্রের শব্দগুলি এই—সমানা চ আসৃত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য।

উষ দাহে ; উষ ধাতুর অর্থ দগ্ধ করা। উপ+উষ ধাতুর উত্তর ল্যপ প্রত্যয় যোগ করিয়া উপোষ্য পদ হয় ; তার অর্থ দগ্ধ করিয়া ; ন উপোষ্য সমাসে অনুপোষ্য হয়, তার অর্থ দগ্ধ না করিয়া। সৃতি অর্থ দেবযান ; তার উপক্রম অর্থ আরম্ভ বা পথের মুখ। পূর্বে যে 'আ' শব্দটী আছে তাহা অব্যয়, অর্থ পর্যন্ত। বাক্যটীর অর্থ দেবযান পথের মুখ পর্যন্ত। সুতরাং অসৃতি ভুল, সৃতি হইবে। রামমোহন নিজেও পর্যন্ত শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই আ। রামমোহন লিখিয়াছেন, দেবযান মার্গের আরম্ভ পর্যন্ত সগুণোপাসক ও নির্গুণোপাসকদের উর্দ্ধগমন সমান হয়। ইহার তাৎপর্য এই ; উৎক্রমণকালে উভয় প্রকার উপাসকেরই বাগাদির মনে, মনের প্রাণে, প্রাণের তেজে লয় হয়। উভয়েই ব্রহ্মলোকে যায় ; সগুণোপাসকের ব্রহ্মলোকেই স্থিতি হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না ; কারণ সগুণোপাসকের অবিদ্যা, কামনা, রাগ, জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয় নাই। যে নির্গুণোপাসকের দগ্ধ হইয়াছে, তিনিও জ্ঞানীদের ন্যায় ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।

এই নির্গুণোপাসক কাহারা ? বেদান্তগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের আটত্রিশ সূত্রে জাবালদের অভেদোপাসনার উল্লেখ আছে ; ইহা অহংগ্রহোপাসনা। ইহারা নির্গুণোপাসক। মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞানীরা সম্পূর্ণ পৃথক ; জ্ঞানীদের উৎক্রমণ হয় না।

এই সূত্রের রামমোহনকৃত ব্যাখ্যা ভগবান ভাষ্যকারকৃত ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

বেদে কহিতেছেন যে, লিঙ্গদেহ পরমেশ্বরেতে লয়কে পায় অতএব মরিলেই সকলের লিঙ্গশরীর ব্রহ্মেতে লীন হয়, এমত নহে।

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৪।২।৮ ॥

ঐ লিঙ্গশরীর নির্বাণমুক্তি পর্যন্ত থাকে, যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে সগুণ উপাসকের পুনর্বার জন্ম হয় ; তবে যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে লিঙ্গশরীর মৃত্যুমাত্র ব্রহ্মেতে লীন হয়, তাহার তাৎপর্য এই যে মৃত্যুর পরে সুষুপ্তির ন্যায় পরমাত্মাতে লয়কে পায় ॥ ৪।২।৮ ॥

টীকা—৮ম সূত্র—ছাঃ (৬।৮।৬) মন্ত্রে আছে, তেজঃ পরমদেবতাতে লয় পায়। ইহা কি প্রকার লয় ? উত্তরে বলা হইতেছে, ইহা আত্যন্তিক বিলয়

নহে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সংসারবোধের আত্যন্তিকবিলয় সম্ভব নহে। প্রলয়কালে জগৎ বীজভাবে আত্মাতে লীন থাকে, সুষুপ্তিতে জীবের সকল সংসার জীবাত্মাতে সূক্ষ্মভাবে বিলীন থাকে, পরমদেবতাতে তেজঃ প্রভৃতির লয়ও সেইরূপ।

লিঙ্গশরীরের দৃষ্টি না হয় তাহার কারণ এই।

সূক্ষ্মন্তু প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৪।২।৯ ।

লিঙ্গশরীর প্রমাণের দ্বারা ত্রসরেণুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং স্বরূপেতেও চক্ষুর ন্যায় সূক্ষ্ম হয়, যেহেতু বেদেতে লিঙ্গশরীরকে এমত সূক্ষ্ম করিয়া কহিয়াছেন যে নাড়ীর দ্বারা তাহার নিঃসরণ হয়। তবে লিঙ্গশরীর দৃষ্টিগোচর না হয় ইহার কারণ এই যে তাহার স্বরূপ প্রকট নহে ॥ ৪।২।৯ ॥

টীকা—৯ম সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

নোপমর্দেনাতঃ ॥ ৪।২।১০ ॥

লিঙ্গশরীর অতি সূক্ষ্ম হয়, এই হেতু স্থূলদেহের মর্দনেতে লিঙ্গদেহের মর্দন হয় না ॥ ৪।২।১০ ॥

টীকা—১০ম সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

লিঙ্গশরীর প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিতেছেন।

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥ ৪।২।১১ ॥

লিঙ্গশরীরের উষ্মার দ্বারা স্থূলশরীরে উষ্মা উপলব্ধি হয়, যেহেতু লিঙ্গশরীরের অভাবে স্থূলশরীরে উষ্মা থাকে না, এই যুক্তির দ্বারা লিঙ্গদেহের স্থাপন হইতেছে ॥ ৪।২।১১ ॥

টীকা—১১শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

পরসূত্রে বাদীর মতে প্রতিবাদী আপত্তি করিতেছে।

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ৪।২।১২ ॥

বাদী কহে যে, বেদে কহিতেছেন জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকল দেহ হইতে ঊর্দ্ধ গমন না করে ; এই নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে জ্ঞানী ভিন্নের ইন্দ্রিয়সকল দেহ হইতে ঊর্দ্ধে গমন করেন। প্রতিবাদী কহে এমত নহে। যেহেতু বেদে কহেন যাহারা অকাম ব্যক্তি হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয়েরা ঊর্দ্ধ গমন করেন না ; অতএব অকাম হওয়া জীবের ধর্ম, দেহের ধর্ম নহে। এখানে জীব হইতে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকলের ঊর্দ্ধ গমন নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হয় যে জ্ঞানী ভিন্নের জীব হইতে ইন্দ্রিয় সকল ঊর্দ্ধে গমন করেন ॥ ৪।২।১২ ॥

টীকা—১২-১৩শ সূত্র—বৃহঃ (৪।৪।৬) মন্ত্রে আছে, যিনি কামনাশূন্য হন, আপ্তকাম, আত্মকাম হন, তাহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না ; তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন এবং ব্রহ্মে লয় পান। এখানে সংশয় এই যে, প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না কোথা হইতে ? দেহ হইতে ? না জীবাত্মা হইতে ? এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকাতে প্রতিবাদীর আপত্তি। তাহার যুক্তি এই, শ্রুতি বলিয়াছেন যিনি অকাম হন, তার প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হয় না, ইহা মানিতেছি ; কিন্তু কামনাহীন হয় জীবাত্মা, দেহ নহে। সুতরাং জ্ঞানীর জীবাত্মা হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, ইহাও মানিলাম। কিন্তু জ্ঞানীর জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, সুতরাং জ্ঞানীরও দেহ সংযোগ থাকে। আর অজ্ঞানীর প্রাণসকল জীবাত্মা হইতে উৎক্রান্ত হয়। পরসূত্রে এই আপত্তির খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে যে কাণ্বরা স্পষ্ট বলিয়াছেন, জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকল দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করে না, কিন্তু দেহেতেই লয় হয়। সুতরাং অজ্ঞানীদের দেহ হইতে ইন্দ্রিয় ঊর্দ্ধগমন করে, জীবাত্মা হইতে নহে। সুতরাং শ্রুতি যেখানে বলিয়াছেন যে যিনি অকাম, তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ঊর্দ্ধগমন করে না, সেখানে তার দেহ হইতে ঊর্দ্ধগমন করে না ইহাই তাৎপর্য হয়।

এখানে আরো গুরুতর প্রশ্ন আছে ; শ্রুতি বলিয়াছেন, জ্ঞানীর প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না ; কিন্তু রামমোহন সর্বত্রই বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়সকল উৎক্রান্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য কি ? ইহার উত্তর পাওয়া যায় বৃহঃ (৩।২।১১) মন্ত্রে। সেখানে আছে, আর্ত্তভাগ নামক একজন যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন

যখন ব্রহ্মজ্ঞের মৃত্যু হয়, তখন তার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় কিনা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, না, প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এখানেই লয় প্রাপ্ত হয়। এইখানে প্রাণশব্দের ব্যাখ্যাতে আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, প্রাণশব্দের অর্থ বাগাদয়ঃ গ্রহাঃ নামাদয়ঃ অতিগ্রহাঃ বাসনারূপাঃ অন্তঃস্থাঃ প্রয়োজকাঃ। বাক্ প্রভৃতি গ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল এবং নাম প্রভৃতি অতিগ্রহসকল অর্থাৎ অন্তরে স্থিত ইন্দ্রিয়সকলের প্রয়োজক বাসনা সমুদয়ই প্রাণশব্দবাচ্য। এই সকল গ্রহ ও অতিগ্রহের তত্ত্ব বৃহঃ (৩।২) অধ্যায়ে আছে। এই তত্ত্ব অনুসারে রামমোহন প্রাণশব্দের স্থানে ইন্দ্রিয়সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। রামমোহন কি প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র পড়িয়াছিলেন তার ইহাই প্রমাণ।

এখন সিদ্ধান্তী বাদীর মতকে স্থাপন করিতেছেন।

স্পষ্টো হ্যেকেষাং ॥ ৪।২।১৩ ॥

কাণ্বরা স্পষ্ট কহেন যে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকল দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করে না কিন্তু দেহেতেই লীন হয়। অতএব জ্ঞানীর দেহ হইতে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধগমনের নিষেধের দ্বারা জ্ঞানী ভিন্নের দেহ হইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধগমন করেন এমত নিশ্চয় হইতেছে; কিন্তু জীব হইতে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধগমন না হয়। তবে পূর্বশ্রুতিতে যেখানে কহিয়াছেন যে যাহারা অকাম ব্যক্তি হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধ গমন করেন নাই, সেখানে তাহা হইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধ গমন করে নাই অর্থাৎ তাহার দেহ হইতে উর্দ্ধ গমন করে না এই তাৎপর্য হয় ॥ ৪।২।১৩ ॥

স্মর্য্যতে চ ॥ ৪।২।১৪ ॥

স্মৃতিতেও কহিতেছেন যে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই অতএব দেবতারাও জ্ঞানীর উৎক্রমণ জানেন নাই ॥ ৪।২।১৪ ॥

টীকা—১৪শ সূত্র—গীতাতেও ইহার সমর্থন আছে।

বেদে কহিতেছেন যে পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় আর পাঁচ তন্মাত্র, গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ, এই পোনর আপন আপন উৎপত্তিস্থানে মৃত্যুকালে লীন হয়, কিন্তু জ্ঞানীর কিম্বা অজ্ঞানীর এমত

এই শ্রুতিতে বিশেষ নাই ; অতএব জ্ঞান হইলে পরেও ইন্দ্রিয়সকল আপনার আপনার উৎপত্তি স্থানে লীন হইবেক এমত নহে ।

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ৪।২।১৫ ॥

জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদি সকল পরব্রহ্মে লীন হয় যেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন ; তবে যে পূর্বে লয়শ্রুতি কহিলে সে অজ্ঞানিপর হয় এই বিবেচনায় যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই সেই লয়কে পায় ॥ ৪।২।১৫ ॥

টীকা—১৫শ সূত্র—মুণ্ডক (৩।২।৭) মন্ত্রে আছে, দেহের আরম্ভক পঞ্চদশ কলা নিজ নিজ কারণে লয় পায়। ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ অনুগ্রাহক দেবতাতে লীন হয়। প্রথম দুই পংক্তিতে শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই সকল কলা ও ইন্দ্রিয় ব্রহ্মে লীন হয় না ; এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত শ্রুতি পরের দুই পংক্তিতে বলিলেন, কর্মসকল ও বিজ্ঞানাত্মাসহ এই সকল কলা ও ইন্দ্রিয়, অব্যয় পরমাত্মাতে এক হইয়া যায় অর্থাৎ পরমাত্মাতে লীন হয়।

রামমোহনকৃত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা হইতে পৃথক ; পঞ্চদশ কলার বিবরণও পৃথক। রামমোহনের মতে দশ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ তন্মাত্রই পঞ্চদশ কলা ; শঙ্করমতে প্রাণ, শ্রদ্ধা, পঞ্চমহাভূত, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য, তমঃ, মন্ত্র, কর্ম ও লোক, এই পঞ্চদশকলা ; ইহারা দেহারম্ভক। এই কথার অর্থ এইরূপ, বহু ব্যক্তি জীবাত্মার পৃথক সত্তা স্বীকার করেন। জীবাত্মাদের সত্তার পার্থক্য ঘটে কি কারণে ? ইংরাজীতে Personality নামে একটী শব্দ আছে। জীবাত্মায় জীবাত্মায় Personality-র ভেদ ঘটে কিসের দ্বারা। বেদান্তমতে এই পঞ্চদশ কলার দ্বারা। কিন্তু বেদান্তমতে এই কলাসকল অব্যয় আত্মাতে এক হইয়া যায় ; সুতরাং জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

জ্ঞানী ব্রহ্মেতে লয়কে পায়, সে লয়প্রাপ্তি অনিত্য এমত নহে।

অবিভাগো বচনাৎ ॥ ৪।২।১৬ ॥

ব্রহ্মেতে যে লীন হয় তাহার পুনরায় বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ ব্রহ্ম

হইতে হয় না, যেহেতু বেদবাক্য আছে যে ব্রহ্মে লীন হইলে নামরূপ থাকে না, সে ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয় ॥ ৪।২।১৬ ॥

টীকা—১৬শ সূত্র—প্রশ্ন (৬।৫) মন্ত্রে আছে, ব্রহ্মদর্শী পুরুষের আশ্রিত ষোল কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং দেহসৃষ্টির বীজস্বরূপ পঞ্চভূত) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়। তখন সে অকল অর্থাৎ কলারহিত, সুতরাং বিভাগশূন্য এবং অমৃত হয়। এই সূত্রের রামমোহনকৃত ব্যাখ্যার ইহাই তাৎপর্য।

সকল জীবের নিঃসরণ শরীর হইতে হয় অতএব এক নাড়ী হইতে সকলের নিঃসরণ হয় এমত নহে।

তদোকোঽগ্রপ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎশেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া। ৪ ২।১৭।

তদোকো অর্থাৎ হৃদয়ে যে জীবের স্থান হয় সে স্থান জীবের নিঃসরণ সময় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই তেজ হইতে যে কোন চক্ষু কর্ণাদি নাড়ীর দ্বার প্রকাশকে পায়, সেই নাড়ী হইতে সকল জীবের নিঃসরণ হয়। তাহার মধ্যে অন্তর্যামীর অনুগৃহীত যাহারা তাহাদের জীব শতাধিকা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসরণ করে, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার এই সামর্থ তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসরণ হওয়া শেষ ফল হয়, এমত শাস্ত্রে কহিয়াছেন ॥ ৪।২।১৭ ॥

টীকা—১৭শ সূত্রার্থ—ওকঃ শব্দের অর্থ আয়তন; এখানে হৃদয়, যেখানে উপাসক দীর্ঘ সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছেন সেইস্থান; সেই মরণোন্মুখ উপাসকের হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ উর্দ্ধনাড়ীমুখ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; তার দ্বারা উপাসকের নিকট দ্বার অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ী প্রকাশিত হয়; ইহারই নাম হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোতন। উপাসকের নিকট সুষুম্নানাড়ী প্রকাশিত হয়, কিন্তু যিনি উপাসক নহেন, তার নিকট নহে; অনুপাসক যে নাড়ীপথে যাইতে হইবে, তাহা দেখেন; মৃত্যুর পর কি পাইবেন, উভয়েই তাহা দেখেন। বিদ্যার অর্থাৎ দীর্ঘ উপাসনার ফলে উপাসকের যে সামর্থ্য জন্মিয়াছে, তার দ্বারা উপাসক সুষুম্নানাড়ীপথে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উর্দ্ধগমন

করেন। উপাসক দীর্ঘকাল একাগ্রতা সহকারে সাধনার ফলে সুষুম্নানাড়ীদ্বার পূর্বেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; পুনঃপুনঃ চিন্তনের ফলে সেই নাড়ী মরণের কালে উপাসকের কাছে প্রকাশিত হইয়াছে; তখন সাধক হার্দ্দপুরুষের অর্থাৎ যে পুরুষকে তিনি এতকাল হৃদয়ে উপাসনা করিয়াছে, সেই পুরুষের অনুগ্রহে তিনি সুষুম্নাপথে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যান। কিন্তু অনুপাসকেরা অন্য নাড়ীপথ, অর্থাৎ চক্ষু বা মুখ বা মলদ্বার ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করেন এবং সেই পথে নিঃসৃত হন। মানুষের দেহে একশত একটী নাড়ী আছে; একশতটী সাধারণ নাড়ী, একটী সুষুম্না; ইহাই শতাধিকয়া শব্দের অর্থ।

নাড়ীতে সূর্যের রশ্মির সম্ভব নাই অতএব নাড়ীর দ্বার হইতে অন্ধকারে জীব নিঃসরণ করে এমত নহে।

রশ্ম্যনুসারী। ৪।২।১৮।

বেদে কহেন যে সূর্যের সহস্র কিরণ সকল নাড়ীতে ব্যাপক হইয়া থাকে, সেই রশ্মির প্রকাশ হইতে জীবের নিঃসরণ হয়, অতএব জীব সূর্যরশ্মির অনুগত হইয়া নিঃসরণ করেন॥ ৪।২।১৮॥

টীকা—১৮শ-১৯শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য
যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ॥ ৪।২।১৯॥

রাত্রিতে সূর্য প্রকাশ থাকেন না অতএব নাড়ীতে সে কালে সূর্যরশ্মির অভাব হয় এমত নহে, যেহেতু যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ উষ্মার দ্বারা সূর্যরশ্মির সম্ভাবনা দিবা রাত্রি নাড়ীতে আছে। বেদেও কহিতেছেন যাবৎ শরীর আছে তাবৎ নাড়ী এবং সূর্যরশ্মির বিয়োগ না হয়॥ ৪।২।১৯॥

ভীষ্মের ন্যায় জ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু আবশ্যক হয় এমত নহে।

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে। ৪।২।২০॥

দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলে সুষুম্নার দ্বারা জীব নিঃসরণ হইয়া

ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয় ; তবে ভীষ্মের উত্তরায়ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা এ লোক-শিক্ষার্থ হয়, যেহেতু জ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু উত্তম হয় ॥ ৪।২।২০ ॥

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ৪।২।২১ ॥

স্মৃতিতে কথিত যে শুক্ল কৃষ্ণ দুই গতি সে কর্মযোগীর প্রতি বিধান হয় ; যেহেতু যোগী শব্দে সেই স্মৃতিতে তাহার বিশেষণ কহিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্ম উপাসকের সর্বকালে ব্রহ্মপ্রাপ্তি এমত তাহার পরস্মৃতিতে কহেন ; অতএব জ্ঞানীর যে কোন কালে মৃত্যু হইলেও উত্তরায়ণমৃত্যু-ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪।২।২১ ॥

টীকা—সূত্র ২১—সূত্রের স্মার্ত্তে শব্দ সাংখ্যগণকে বুঝাইতেছে। ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্মই যোগ। ধারণার দ্বারা নিজের অকর্তৃত্বের উপলব্ধিই সাংখ্য। যোগ ও সাংখ্যদের জন্যই দেবযান, পিতৃযান পথের উল্লেখ। শ্রুতি অনুসারে যাহারা ব্রহ্মসাধক তাহারা বিদ্যাফল সকল কালেই পাইয়া থাকেন (সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী)।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদ ॥ ০ ॥

তৃতীয় পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ এক বেদে কহেন যে উপাসকেরা মৃত্যুর পর তেজপথকে প্রাপ্ত হয়েন, অন্য শ্রুতি কহিতেছেন উপাসকেরা সূর্যদ্বার হইয়া যান; অতএব ব্রহ্মলোক গমনের নানা পথ হয় এমত নহে।

টীকা—এই পাদে পরলোকগত জীবের গমনপথের বিবরণ প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। উপাসকেরা যে পথে যান সেই পথের নাম দেবযান; পিতৃযান নামে আরো একটী পথ আছে, কিন্তু তার বিবরণ এখানে দেওয়া হয় নাই। পরলোকগত জীবের আরো এক শোচনীয় অবস্থা আছে; তাহাও এখানে বর্ণিত হয় নাই।

১। যাহারা উপাসনা করেন, তাহারা দেবযান পথে গমন করেন; এই পথের অপর নাম ব্রহ্মযান। রামমোহন নিজেই এই পথের বিবরণ দিয়াছেন; (৬ষ্ঠ সূত্রের পরে দ্রষ্টব্য)। গমনের ক্রম এই—অর্চিঃ বা রশ্মি, অগ্নি, অহঃ, শুক্লপক্ষ বা পৌর্ণমাসী, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, তড়িৎ বা বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি। অমানব পুরুষ বরুণলোক হইতে উপাসকের জীবাত্মাকে ইন্দ্র ও প্রজাপতিলোক হইয়া ব্রহ্মলোকে নিয়া যান। ইহাই দেবযান। (ছা: ৪।১৫।৫), (ছা: ৫।১০।১-২)।

২। যাহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান যথারীতি করেন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লোকহিতকর কর্ম, সেবা ইত্যাদি তৎপরতার সহিত করেন, কিন্তু উপাসনা করেন না, সেই কর্মিপুরুষেরা পিতৃযানের পথে গমন করেন। তার বর্ণনা এই প্রকার :—তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন; ধূম হইতে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক, আকাশ হইয়া চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। কর্মফল ভোগ করিয়া তাহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে ফিরিয়া আসেন; অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, তাহা হইতে ধূম, তাহা হইতে হালকা মেঘ, তাহা হইতে মেঘ, তাহা হইতে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। তাহা হইতে ব্রীহি, যব, ওষধি ইত্যাদি আকারে জাত হয়। এই আবদ্ধ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ কঠিন। (ছা: ৫।১০।৬)।

৩। যাহারা উপাসনাও করে না, পূর্বোক্ত কর্মও করে না, তাহারা মশক, কৃমি প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মে এবং তৎক্ষণাৎ মরে; ইহা

তৃতীয় স্থান (জায়স্বম্রিয়স্ব)। মলকুণ্ডে বা আবদ্ধ জলপূর্ণ আবর্জনাতে যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণী দৃষ্ট হয় তাহারাও এই প্রকার।

৪। কেহ কেহ বলেন যথাযথভাবে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধকর্ম বর্জন, ও শান্তভাবে প্রারব্ধ ভোগ দ্বারা কর্মক্ষয় করিলে মোক্ষ ছাড়াই ব্রহ্মাত্মতা কেন হইবে না? ভাষ্যকারের সময়েও এইরূপ যুক্তি উঠিয়াছিল, আজিও উঠে। ভাষ্যকার এই প্রশ্ন তুলিয়া দীর্ঘ আলোচনা করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। তার সামান্য যুক্তি দেওয়া হইতেছে; কামনাহীন ধর্মাচরণ অজ্ঞাতেও কর্মফল উৎপন্ন করিয়া থাকে; মিষ্ট আমের জন্য লোকে আম্রবৃক্ষ রোপণ করে; কিন্তু ফল ছাড়াও শীতলছায়া, মুকুলের সুগন্ধ ইত্যাদিও লাভ হয়। ঈশ্বরার্পিত কর্ম না হইলে কর্ম বন্ধনই হয়; জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মাত্মতা লাভ হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

দেবযান পথের বর্ণনায় অর্চ্চিঃ বা রশ্মি হইতে বিদ্যুৎ পর্যন্ত বর্ণিত কেহই ভোগস্থান নহে বা জড়বস্তুও নহে, ইহারা প্রত্যেকেই চেতন, দেবতাত্মা এবং ব্রহ্মগময়িত্রা অর্থাৎ ইহারা উপাসককে ব্রহ্মে নিয়া যান। অর্চ্চি অগ্নিতে, অগ্নি অহঃ তে, এইভাবে ইহারা উপাসককে বহন করিয়া অর্পণ করেন।

অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ৪।৩।১ ॥

পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে বেদে কহিয়াছেন, যে কেহ এ উপাসনা করে সে তেজপথের দ্বারা যায়, অতএব ব্রহ্মোপাসক এবং অন্যোপাসক উভয়ের তেজপথের দ্বারা গমনের খ্যাতি আছে; তবে সূর্যদ্বার হইতে গমন যে শ্রুতিতে কহেন, সে তেজপথের বিশেষণ মাত্র হয় ॥ ৪।৩।১ ॥

কৌষীতকীতে কহেন যে উপাসক অগ্নিলোক বায়ুলোক এবং বরুণলোককে যায়, ছান্দোগ্যে কহেন যে প্রথমত তেজপথকে প্রাপ্ত হয়েন, পশ্চাৎ দিবা পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ ছয়মাস উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ সূর্যের দ্বারা যান। অতএব দুই শ্রুতি ঐক্য করিবার নিমিত্ত কৌষীতকীতে যে বায়ুলোক কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যের তেজপথের পর স্বীকার করিতে হইবেক এমত নহে।

বায়ুশব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ॥ ৪।৩।২ ॥

কৌষীতকীতে উক্ত যে বায়ুলোক তাহাকে ছান্দোগ্যের সম্বৎসরের পরে স্বীকার করিতে হইবেক, যেহেতু কৌষীতকীতে কাহার পর কে হয় এমত বিশেষ নাই, আর বৃহদারণ্যে বিশেষণ আছে; কারণ এই বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন যে বায়ুর পরে সূর্যকে যায় ॥ ৪।৩।২ ॥

কৌষীতকীতে বরুণাদিলোক যাহা কহিয়াছেন তাহার বিবরণ এই।

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৪।৩।৩ ॥

কৌষীতকীতে যে বরুণলোক কহিয়াছেন সে তড়িৎলোকের উপর, যেহেতু জলসহিত মেঘস্বরূপ বরুণের তড়িৎলোকের উপরেই সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় ॥ ৪।৩।৩ ॥

তেজপথাদি যাহার ক্রম কহা গেল সে সকল কেবল পথচিহ্ন না হয় এবং উপাসকের ভোগস্থান না হয়।

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪।৩।৪ ॥

অর্চিরাদি আতিবাহিক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করান, যেহেতু পরশ্রুতিতে কহিতেছেন যে অমানব পুরুষ তড়িৎলোক হইতে ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করান; এই প্রাপণের বোধক শব্দ বেদে আছে ॥ ৪।৩।৪ ॥

অর্চিরাদের চৈতন্য নাই অতএব সে সকল হইতে অন্যের চালন হইতে পারে নাই এমত নহে।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৪।৩।৫ ॥

স্থূলদেহরহিত জীবের ইন্দ্রিয়কার্য থাকে নাই এবং অর্চিরাদের চৈতন্য স্বীকার না করিলে উভয়ের গমনের সামর্থ্য হইতে পারে না; অতএব অর্চিরাদের চৈতন্য অঙ্গীকার করিতে হইবেক ॥ ৪।৩।৫ ॥

কোন্ স্থান হইতে অমানব পুরুষ জীবকে লইয়া যান তাহার বিবরণ কহিতেছেন।

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তৎশ্রুতেঃ ॥ ৪।৩।৬ ॥

বিদ্যুৎলোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিহোঁ বিদ্যুৎলোকের উর্দ্ধ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জীবকে লইয়া যান এইরূপ বেদেতে শ্রবণ হইতেছে। গমনের ক্রম এই; প্রথম রশ্মি পশ্চাৎ অগ্নি পশ্চাৎ অহ পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ বায়ু পশ্চাৎ সূর্য পশ্চাৎ চন্দ্র পশ্চাৎ তড়িৎ পশ্চাৎ বরুণ পশ্চাৎ ইন্দ্র পশ্চাৎ প্রজাপতি, ইহার পর বরুণলোক হইতে অমানব পুরুষ জীবকে উর্দ্ধ গমন করান ॥ ৪।৩।৬ ॥

তখন কি প্রাপ্তব্য হয় তাহা কহিতেছেন।

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৪।৩।৭ ॥

কার্যব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাকে এই সকল গমনের পর উপাসকেরা প্রাপ্ত হয়েন বাদরি আচার্যের এই মত; যেহেতু ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত বেদে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৪।৩।৭ ॥

টীকা—সূত্র ৭ম-১১শ—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৪।৩।৮ ॥

ব্রহ্মলোককে অমানব পুরুষ লইয়া যায় এমত বিশেষণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ৪।৩।৮ ॥

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৪।৩।৯ ॥

ব্রহ্মার প্রাপ্তির পর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সন্নিকট হয়, এই নিমিত্ত কোথাও ব্রহ্মার প্রাপ্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪।৩।৯ ॥

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমভিধানাৎ ॥ ৪।৩।১০ ॥

ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পর ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ অর্থাৎ তাহার প্রভু যে ব্রহ্মা তাঁহার সহিত পরব্রহ্মে লয়কে পায়, যেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ৪।৩।১০ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ৪।৩।১১ ॥

স্মৃতিতেও এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ৪।৩।১১ ॥

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ৪।৩।১২ ॥

জৈমিনি কহেন পরব্রহ্মতে লয়কে পাইবেক, যেহেতু ব্রহ্মশব্দ যেখানে নপুংসক হয় সেখানে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ; জৈমিনির এ মত পূর্বসূত্রের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ৪।৩।১২ ॥

টীকা—সূত্র ১২শ-১৩শ—জৈমিনির মতে পরব্রহ্মই প্রাপ্তব্য। উপাসকেরা সুষুম্নানাড়ী দিয়া উর্দ্ধগমন করিয়া পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। জৈমিনির মত ৯ এবং ১১ সূত্রের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে।

দর্শনাচ্চ ॥ ৪।৩।১৩ ॥

উপাসনার দ্বারা উর্দ্ধ গমন করিয়া মুক্তিকে পায় এই শ্রুতি দৃষ্টি হইতেছে, মুক্তির প্রাপ্তি পরব্রহ্ম বিনা হয় নাই অতএব পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হইয়াছেন, এই জৈমিনির মতকে সামীপ্যাৎ আর স্মৃতেশ্চ ইতি দুই সূত্রের দ্বারা খণ্ডন করা গিয়াছে ॥ ৪।৩।১৩ ॥

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ৪।৩।১৪ ॥

বেদে কহেন প্রজাপতির সভা এবং গৃহ পাইব এমত প্রাপ্তির অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত কহিতে পারিবে না ; যেহেতু ঐ শ্রুতির পাঠ ব্রহ্মপ্রকরণে হইয়াছে ; অতএব পূর্ব শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য হয়েন এই জৈমিনির মত ; কিন্তু ব্যাসের

তাৎপর্য এই যে পূর্বশ্রুতির ব্রহ্মপ্রকরণে স্তুতিনিমিত্ত পাঠ হইয়াছে, বস্তুত ব্রহ্মা প্রথমত প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ৪।৩।১৪ ॥

টীকা—সূত্র ১৪শ—ছা: (৮।১৪।১) মন্ত্রে আছে, প্রজাপতির সভাগৃহ ও প্রসাদ যেন আমি পাই। ইহা প্রার্থনামন্ত্র ; যে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মপ্রকরণের নহে অর্থাৎ ব্রহ্ম সেই স্থানের আলোচ্য বিষয় নহে। সুতরাং এখানে ব্রহ্মের স্তুতিমাত্র করা হইয়াছে ; সুতরাং জৈমিনির মত অগ্রাহ্য ; এখানে পরব্রহ্ম আলোচনার বিষয় হন নাই। ব্যাসের মতই যথার্থ।

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ
উভয়থাচ দোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥ ৪।৩।১৫ ॥

অবয়ব উপাসক ভিন্ন যে উপাসক তাহাকে অমানব পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্ত করেন এই ব্যাসের মত হয়, যেহেতু প্রতীকের উপাসনাতে এবং ব্রহ্মের উপাসনাতে যদি উভয়েতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তবে প্রভেদ থাকে না। তাহার কারণ এই, যে যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে সেই তাহাকে পায়, এই যে ন্যায় তাহা মূর্তিপূজা করিয়া পাইলে অসিদ্ধ হয় এবং বেদেও কহিয়াছেন যে যে কামনা উদ্দেশ করিয়া ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ করে সে সেই ফলকে পায় ॥ ৪।৩।১৫ ॥

টীকা—সূত্র ১৫শ—অমানব পুরুষ প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপর সকল উপাসককে ব্রহ্মলোকে নিয়া যান। প্রতীকোপাসনে প্রতীকেরই প্রাধান্য, ব্রহ্মের নহে ; সুতরাং প্রতীকোপাসক ব্রহ্মক্রতু নহে ; সুতরাং তাহারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয় না।

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৪।৩।১৬ ॥

নামবিশিষ্ট ঘটপটাদি হইতে বাক্যের বিশেষ বেদে কহিতেছেন ; অতএব মূর্তিতে ব্রহ্ম উপাসনা হইতে বাক্যে মনে ব্রহ্ম উপাসনা উত্তম হয় ॥ ৪।৩।১৬ ॥

টীকা—সূত্র ১৬শ—বিভিন্ন প্রতীকের উপাসনার ফলে বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ আছে; সুতরাং ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে প্রতীকোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নহে। মূর্তিকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিলে তাহা কোনমতেই ব্রহ্মোপাসনা হইবে না। সুতরাং মূর্তি প্রভৃতি প্রতীক ত্যাগ করিয়া বাক্যে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মনে অর্থাৎ মনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা উত্তম।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ॥ ০ ॥

চতুর্থ পাদ

ওঁ তৎসৎ ॥ যদি কহ ঈশ্বরের জনসকল তাঁহার কার্যের নিমিত্তে প্রকট হয়েন, অতএব প্রকট হওনের পূর্বে তাঁহারদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ছিল না, অন্যথা প্রকট হইতে কিরূপে পারিতেন, এমত কহিতে পারিবে না।

এই পাদে মোক্ষই বিচারের বিষয়।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ॥ ৪।৪।১ ॥

সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে সম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াও ভগবৎসাধন নিমিত্ত ভগবানের জনসকল ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া আবির্ভাব হয়েন, যেহেতু বেদেতে কহিতেছেন ॥ ৪।৪।১ ॥

টীকা—১ম সূত্র—মোক্ষের স্বরূপ কি ? মোক্ষের ফলে গুণান্তর, ধর্মান্তর বা অবস্থান্তর হয় কি ? বেদান্তমতে মোক্ষ নিত্য। গুণের, ধর্মের বা অবস্থার পরিবর্তন হইলে বস্তু অনিত্যই হয় ; সুতরাং মোক্ষও অনিত্য হইবে। তবে মোক্ষের স্বরূপ কি ?

ছাঃ (৮।৩।৪) মন্ত্রে বলা হইয়াছে, এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে পর জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া (উপসম্পদ্য) স্বীয় স্বরূপে (স্বেন রূপেণ) অভিনিষ্পন্ন হন। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্মা ; এই মন্ত্র অবলম্বনে প্রথম সূত্র রচিত। উপসম্পদ্য শব্দের সম্পদ্য এবং স্বেন এই দুই শব্দ অবলম্বনে সূত্রটী রচিত। অভিনিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ উৎপন্ন হওয়া। মন্ত্রে যিনি সম্প্রসাদ, তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত ব্রহ্ম ; তিনি কি উৎপন্ন হন ? উত্তর, না ; অভিনিষ্পত্তি শব্দের অর্থ এখানে উৎপত্তি নহে ; অভিনিষ্পত্তি অর্থ আবির্ভাব, অর্থাৎ প্রকট হওয়া ; যিনি সম্প্রসাদ, তিনি পূর্বেও আত্মাই, ব্রহ্মই ছিলেন, তার কোন গুণ বা ধর্ম বা নূতন অবস্থা উৎপন্ন হয় নাই। তার স্বরূপ অজ্ঞানবশে যেন আবৃত ছিল ; পরজ্যোতির উপলব্ধির ফলে সেই অজ্ঞান দূর হইল ; ব্রহ্মস্বরূপে তার আবির্ভাব হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে তিনি প্রকট, প্রকাশিত হইলেন। ইহাই রামমোহনের কথার তৎপর্য।

এখানে মোক্ষপ্রাপ্তদিগকেই ঈশ্বরের জনসকল বলা হইয়াছে, ভগবানের জনসকল বলা হইয়াছে। ভগবৎসাধন অর্থ ব্রহ্মসাধন। মুক্ত ব্যক্তি পরেও উপাসনা করেন। (৩।৩।৪১ সূত্র) দ্রষ্টব্য। রামমোহন বলিয়াছেন (৪।২।১৬ সূত্রে), জ্ঞানী ব্রহ্মেতে লয় পায়, সেই লয়প্রাপ্তি নিত্য; ব্রহ্মে লীন হইলে নামরূপ থাকে না, সে ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এই পাদের প্রথম সূত্রে তিনি জ্ঞানীদের কথা বলিতেছেন না, সগুণোপাসকদের কথাই বলিতেছেন। ইহা স্মরণে রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

যদি কহ যে কালে ভগবানের জনসকল আবির্ভাব হয়েন তৎকালে তাঁহারা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক দেখেন, অতএব তাঁহাদের মুক্তির অবস্থা আর থাকে না এমত নহে।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ৪।৪।২ ॥

ভাগবত জনসকল নিশ্চিত মুক্ত সর্বদা হয়েন, যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের প্রকট অপ্রকট দুই অবস্থাতে আছে ॥ ৪।৪।২ ॥

টীকা—২য় সূত্র—মুক্ত সগুণোপাসকরাই ভাগবৎ জনসকল।

ছান্দোগ্যেতে কহিতেছেন যে জীব পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়, অতএব জ্যোতিপ্রাপ্তির নাম মুক্তি হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তির নাম মুক্তি নয়, এমত নহে।

আত্মপ্রকরণাৎ ॥ ৪।৪।৩ ॥

পরংজ্যোতি শব্দ এখানে যে বেদে কহিতেছেন তাহা হইতে আত্মা তাৎপর্য হয়, যেহেতু এ শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে ॥ ৪।৪।৩ ॥

টীকা—৩য় সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

মুক্তসকল ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া অবস্থিতি এবং আনন্দে ভোগাদি করেন এমত নহে।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪।৪।৪ ॥

অবিভাগরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপে অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগ মুক্তসকলে করেন, যেহেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে, যাহা ব্রহ্ম অনুভব করেন সেই সকল অনুভব মুক্তেরা দেহত্যাগ করিয়া করেন ॥ ৪।৪।৪ ॥

টীকা—৪র্থ সূত্র—মুক্তসকল অর্থ মুক্ত সগুণোপাসকসকল। দেহত্যাগের পর তাহারা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মের আনন্দ ভোগ করেন।

শাস্ত্রে কহিতেছেন যে দেহ আর ইন্দ্রিয় এবং সুখদুঃখরহিত যে মুক্ত ব্যক্তি তাঁহারা অপ্রাকৃত ভোগ করেন, অতএব ইন্দ্রিয়াদিরহিত হইয়া মুক্তের ভোগ কিরূপে সংগত হয়, তাহার উত্তর এই।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৪।৪.৫ ॥

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মুক্তসকল অবস্থিতি এবং ভোগাদি করেন জৈমিনিও কহিয়াছেন, যেহেতু বেদে কহেন যে মুক্তের অবস্থিতি ব্রহ্মে হয় আর এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপকে দেখেন আর শুনেন ॥ ৪।৪।৫ ॥

টীকা—৫ম সূত্র—মুক্তদের ইন্দ্রিয় থাকে না; তবে তাহাদের আনন্দ-ভোগ কিরূপে হয়? জৈমিনির মত উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন বলিতেছেন যে, দেহত্যাগের পূর্বে মুক্ত সগুণোপাসকেরা ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন, দেহত্যাগের পর স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হন ও ভোগাদি করেন। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে পৃথক।

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥ ৪।৪।৬ ॥

জীব অল্পজ্ঞাতা ব্রহ্ম সর্বজ্ঞাতা, ইহার অল্প শব্দ আর সর্ব শব্দ দুই শব্দকে ত্যাগ দিলে জ্ঞাতামাত্র থাকে, অতএব জ্ঞানমাত্রের দ্বারা জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয় ঐ ঔডুলোমির মত ॥ ৪।৪।৬ ॥

টীকা—৬ষ্ঠ সূত্র—ঔড়ুলোমির মতে, জীব জ্ঞাতা, অর্থাৎ জ্ঞানই তার স্বরূপ, সুতরাং সে ব্রহ্ম।

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ। ৪।৪।৭।

এই ঔড়ুলোমির মত পূর্বোক্ত জৈমিনির মতের সহিত বিরোধ নাই ব্যাস কহিতেছেন, যেহেতু জৈমিনিও মুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া কহিয়াছেন॥ ৪।৪।৭ ॥

টীকা—৭ম সূত্র—জীব ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়ে জৈমিনি ও ঔড়ুলোমির মতের অবিরোধ ব্যাসেরও স্বীকৃত।

মুক্ত ব্যক্তিরা যে ভোগ করেন সে ভোগ লৌকিক সাধনের অপেক্ষা রাখে অতএব মুক্তেরা ভোগেতে লৌকিক সাধনের সাপেক্ষ হয়েন, এমত নহে।

সঙ্কল্পাদেব তু তৎশ্রুতেঃ। ৪।৪।৮।

কেবল সঙ্কল্পের দ্বারাতেই মুক্তের ভোগাদি হয়, বহিঃসাধনের অপেক্ষা থাকে না; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে সঙ্কল্পমাত্র জ্ঞানীর পিতৃলোক উত্থান করেন॥ ৪।৪।৮ ॥

টীকা—৮ম সূত্র—মুক্ত সগুণোপাসকদের ইন্দ্রিয় বা অন্য কোন বাহ্য সহায় না থাকিলেও শুধু সংকল্পের দ্বারাই তাহাদের ভোগ সম্ভব হয়। কারণ ছান্দোগ্য মন্ত্র বলিয়াছেন, সংকল্পমাত্র তাহাদের মৃত পিতৃপুরুষ উত্থিত হন।

অতএব চানন্যাধিপতিঃ। ৪।৪।৯।

মুক্তের ইন্দ্রিয়াদি নাই কেবল সঙ্কল্পের দ্বারা সকল সিদ্ধ হয়, অতএব তাঁহাদের আত্মা ব্যতিরেকে অন্য অধিপতি নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা তাঁহারা মুক্তের অধিপতি না হয়েন॥ ৪।৪।৯ ॥

টীকা—৯ম সূত্র—বেদান্তমতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক একজন

দেবতা আছেন, যেমন চক্ষুর দেবতা আদিত্য। মুক্ত উপাসকের ভোগ হয় শুধু সংকল্পের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে, সুতরাং এই মুক্তেরা ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাদের শাসন হইতে মুক্ত। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে পৃথক।

মুক্ত হইলে পরে দেহ থাকে কি না ইহার বিচার করিতেছেন।

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবং ॥ ৪।৪।১০ ॥

বাদরি কহিয়াছেন যে মুক্ত হইলে পর দেহাদির অভাব হয়; এইমত নৈয়ায়িকের মতের সহিত ঐক্য হয় যেহেতু ন্যায়মতে কহেন যে ছয় ইন্দ্রিয় আর রূপাদি ইন্দ্রিয়বিষয় ছয় এবং ছয় রূপাদি বিষয়ের জ্ঞান আর সুখ দুঃখ আর শরীর এই একুইশ প্রকার সামগ্রী মুক্তি হইলে নিবৃত্তিকে পায় ॥ ৪।৪।১০ ॥

টীকা—১০ম-১২শ সূত্র—মুক্ত হইলে দেহ থাকে কিনা এই বিচার। বাদরির মতে দেহ থাকে না, জৈমিনির মতে দেহ থাকে; কারণ ছা: (৭।২৬।২) মন্ত্রে আছে, তিনি এক প্রকার হন, তিনি তিন প্রকার হন। বাদরায়ণের মতে দেহ থাকা এবং না থাকা, এই দুই প্রকার মতের অনুকূলে শ্রুতি থাকায় দুই প্রকারই স্বীকার করা সঙ্গত; অর্থাৎ সংকল্পের অমোঘত্ববশত: মুক্ত পুরুষেরা ইচ্ছামত কখনো সশরীর কখনো বা অশরীর হইতে পারেন। দ্বাদশাহ নামে যাগ এক শ্রুতি অনুসারে শ্রুত্র অপর শ্রুতি অনুসারে অহীন নামে আখ্যাত, তেমনি এক শ্রুতি অনুসারে মুক্তেরা সশরীর, অপর শ্রুতি অনুসারে অশরীর।

এখানে বক্তব্য এই, সগুণোপাসক মুক্ত আত্মাদের অনেক প্রকার ঐশ্বর্যের উল্লেখ উপনিষদে আছে। ছা: (৮।১২।৩) মন্ত্রে আছে, মুক্তপুরুষ ভোজন করিয়া ক্রীড়া করিয়া আমোদ করিয়া বিচরণ করেন। অন্যত্র আছে তিনি যদি পিতৃলোককাম হন, তার সংকল্পমাত্র পিতৃপুরুষ উত্থিত হন; তিনি যদি স্ত্রীলোককাম হন, তার সংকল্পমাত্র স্ত্রীলোকেরা সমুত্থিত হন; অন্যত্র আছে, তিনি কামচার হন; আরো বহু ঐশ্বর্যের বর্ণনা আছে।

এই সকলের তাৎপর্য বুঝাইতে ভগবান ভাষ্যকার (৪।৪।১১) সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, সগুণাবস্থায় ঐ ঐশ্বর্য সগুণ বিদ্যার স্তুতি বুঝাইতেছে। (৪।৪।৬)

সূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, ভোজন, ক্রীড়া, বিচরণ ইত্যাদির বর্ণনার অভিপ্রায় দুঃখাভাব ও স্তুতি বুঝানো মাত্র। প্রকৃত ক্রীড়া, রতি ইত্যাদি আত্মাতে সম্ভব নহে, কারণ মোক্ষে প্রপঞ্চ নাই, দ্বিতীয় সত্তাই নাই।

ভাবংজৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ ৪।৪।১১ ॥

মুক্ত হইলেও দেহ থাকে এই জৈমিনির মত, যেহেতু বেদ বিকল্প করিয়া মুক্তের অবস্থা কহিয়াছেন, তথাহি মুক্ত ব্যক্তি এক হয়েন তিন হয়েন, মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে দৃষ্টি এবং শ্রবণ করেন, জ্যোতিস্বরূপে এবং চিৎস্বরূপে অথবা অচিৎস্বরূপে নিত্যস্বরূপে অথবা অনিত্যস্বরূপে থাকেন এবং আনন্দবিশিষ্ট হয়েন ॥ ৪।৪।১১ ॥

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ৪।৪।১২ ॥

বেদে কোন স্থানে কহিয়াছেন যে মুক্তের দেহ থাকে, কোথাও কহেন দেহ থাকে নাই, এই বিকল্প শ্রবণের দ্বারা বাদরায়ণ কহিয়াছেন যে মুক্ত হইলে দেহ থাকে এবং দেহ না থাকে উভয় প্রকার মুক্তের ইচ্ছামতে হয়; যেমত একশ্রুতি দ্বাদশাহ শব্দ যজ্ঞকে কহেন অন্য শ্রুতি দিবসসমূহকে কহেন ॥ ৪।৪।১২ ॥

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ৪।৪।১৩ ॥

স্বপ্নে যেমন শরীর না থাকিলে পরেও জীবসকল ভোগ করে সেই মত শরীর না থাকিলেও মুক্ত ব্যক্তির ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ৪।৪।১৩ ॥

টীকা—১৩শ-১৪শ সূত্র—স্বপ্নে দেহ থাকে না, তবুও মানুষ স্বপ্নে দুঃখ সুখ ভোগ করে। সেইরূপ দেহ না থাকিলেও মুক্তব্যক্তি মোক্ষে আনন্দাদি ভোগ করেন। যখন মুক্তের শরীর থাকে তখন তিনি জাগ্রৎ মানুষের ন্যায় আনন্দাদি ভোগ করেন।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ৪।৪।১৪ ॥

মুক্ত লোক দেহবিশিষ্ট যখন হয়েন তখন জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন বিষয় ভোগ করে সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ॥ ৪।৪।১৪ ॥

মুক্ত ব্যক্তির ঈশ্বর হইতে কোন বিশেষ নাই এমত নহে।

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ৪৪।১৫ ॥

প্রদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের দ্বারা হয় না, সেইরূপ মুক্তদিগের প্রকাশরূপে সর্বত্র আবেশ অর্থাৎ ব্যাপ্তি হয়। ঈশ্বরের প্রকাশ এবং স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্তি হয় এই বিশেষ শ্রুতি দেখাইতেছেন ॥ ৪।৪।১৫ ॥

টীকা—১৫শ সূত্র—ঈশ্বর ও মুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ভেদ আছে। সগুণোপাসকই এই মুক্ত ব্যক্তি ; ইনি জ্ঞানী নহেন (৪।২।১৬) সূত্র দ্রষ্টব্য। তৈলসিক্ত পলিতাতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহাই প্রদীপ নামে আখ্যাত হয়। অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালাইলে, তার প্রভা গৃহে ব্যাপ্ত হইয়া অন্ধকার দূর করে। প্রদীপের প্রভাই গৃহে ব্যাপ্ত হয় ; প্রদীপের স্বরূপ যে তৈলসিক্ত পলিতা, তাহা গৃহে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। মুক্তেরা প্রকাশের দ্বারাই সর্বত্র ব্যাপ্ত হন, স্বরূপতঃ হন না ; ঈশ্বরের প্রকাশ ও স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্তি হয়। রামমোহন যে বিশেষ শ্রুতির কথা বলিয়াছেন, তাহা এই, সলিলঃ একো দ্রষ্টা অদ্বৈতঃ (বৃহঃ ৪।৩।৩২)। সলিলের মত স্বচ্ছ, দ্বিতীয়রহিত বলিয়া এক, সর্বাবভাসক বলিয়া দ্রষ্টা, দ্বৈতরহিত বলিয়া অদ্বৈত। "সলিল সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে একই হইয়া যায়, দ্রষ্টাও তেমনি ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন।" (বাচস্পতি মিশ্র, ভামতী টীকা)। রামমোহনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিজস্ব। ভাষ্যকারের অর্থ অন্যবিষয়ক।

বেদে কহিতেছেন স্বর্গেতে কোন ভয় নাই অতএব স্বর্গসুখে আর মুক্তিসুখে কোন বিশেষ নাই এমত নহে।

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যমাবিষ্কৃতং হি ॥ ৪।৪।।১৬ ॥

আপনাতে লয়কে পাওয়া অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আর আপনাতে মিলিত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষসময়ে দুঃখরহিত যে সুখ তাহার প্রাপ্তি হয় আর স্বর্গের সুখ দুঃখমিশ্রিত হয়, অতএব মুক্তিতে আর স্বর্গেতে বিশেষ আছে যেহেতু এইরূপ বেদেতে প্রকট করিয়াছেন ॥ ৪।৪।১৬ ॥

টীকা—১৬শ সূত্র—সূত্রের স্বাপ্যয় শব্দের অর্থ সুষুপ্তি (ছাঃ ৬।৮।১)। সম্পত্তি শব্দের অর্থ কৈবল্য অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্তি (বৃহঃ ৪।৪।৬)। স্বর্গসুখ ও মুক্তিজনিত সুখ পৃথক। ব্যাখ্যা সহজ এবং রামমোহনের নিজস্ব। বেদেতে প্রকট করিয়াছেন অর্থ, প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্ধৃত মন্ত্র দুইটাই প্রমাণ।

বেদে কহেন মুক্তসকল কামনা পাইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর মনের দ্বারা জগৎ দেখেন এবং বিহার করেন ; অতএব ঈশ্বরের ন্যায় সংকল্পের দ্বারা মুক্তসকল জগতের কর্তা হয়েন এমত নহে।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ৪।৪।১৭ ॥

নারদাদি মুক্তসকলের ইচ্ছার দ্বারা শরীর ধারণ হইয়াও জগতের কর্তৃত্ব নাই, কেবল ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র ; যেহেতু সৃষ্টিপ্রকরণে কহিয়াছেন যে কেবল ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা হয়েন আর ঈশ্বরের সমুদায় শক্তির সন্নিধান মুক্তসকলেতে নাই এবং মুক্তদিগ্‌গের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও নাই ॥ ৪।৪।১৭ ॥

টীকা—১৭শ সূত্র—মুক্তের ঐশ্বর্য পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ; "এই ঐশ্বর্য পরমেশ্বরের অধীন ; সুতরাং মুক্তদিগের ঐশ্বর্য অণিমাদি মাত্র ; জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি মুক্তদের অধিকার নাই (ভামতী)।" "মুক্তেরা অপরব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন, তাই তাহাদের ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি (আনন্দগিরি)।"

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিক-
মণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥ ৪।৪।১৮ ॥

বেদে কহেন মুক্তকে সকল দেবতা পূজা দেন আর মুক্ত স্বর্গের রাজা হয়েন ; এই প্রত্যক্ষ শ্রুতির উপদেশের দ্বারা মুক্তসকলের সমুদায় ঐশ্বর্য আছে এমত বোধ হয়, অতএব মুক্ত ব্যক্তিরা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন এমত নহে। যেহেতু আধিকারিক অর্থাৎ জীব তাহার মণ্ডলে অর্থাৎ হৃদয়ে স্থিত যে পরমাত্মা তাঁহারি সৃষ্টির নিমিত্ত মায়াকে অবলম্বন করা আর সগুণ হইয়া সৃষ্টি করা ইহার উক্তি বেদে আছে ;

মুক্তদিগ্‌গের মায়াসম্বন্ধ নাই যেহেতু তাঁহাদের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা নাই ॥ ৪।৪।১৮ ॥

টীকা—১৮শ সূত্র—তৈত্তিরীয়ক (১।৬।২) মন্ত্রে আছে, মুক্তেরা স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন; অন্যত্র আছে, দেবতারাও মুক্তদের পূজা করেন, সুতরাং মুক্তদের সমুদায় ঐশ্বর্য আছে ইহা মানিতে হয়; সুতরাং মুক্তদের জগৎসৃষ্টির সামর্থ্যও আছে; এই পূর্বপক্ষ করিয়া রামমোহন তাহা খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, সূত্রের আধিকারিক শব্দের অর্থ জীব, মণ্ডল শব্দের অর্থ হৃদয়, তাহাতে যিনি স্থিত, তিনিই আধিকারিকমণ্ডলস্থ অর্থাৎ তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মা মায়াকে অবলম্বন করিয়া সগুণ হন এবং জগৎ সৃষ্টি করেন, কারণ মায়াই জগৎ-এর উপাদান। কিন্তু মায়ার সহিত মুক্তদের কোন সম্বন্ধ অসম্ভবই, কারণ মায়া আত্মারই আত্মভূত, সুতরাং মুক্তদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; সেইজন্য জগৎ সৃষ্টিতে মুক্তদের ইচ্ছা হইতে পারে না; সুতরাং মুক্তদের জগৎ সৃষ্টির কথাই উঠে না। রামমোহনের এই ব্যাখ্যা অভিনব, নিজস্ব অথচ যুক্তি অনুমোদিত। রামমোহনের আচার্যত্বের ইহা এক প্রমাণ। ভাষ্যকারকৃত এই সূত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ঈশ্বর কেবল সগুণ হয়েন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তৃত্বগুণবিশিষ্ট হয়েন নির্গুণ না হয়েন এমত নহে।

বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ ॥ ৪।৪।১৯ ॥

সৃষ্ট্যাদি বিকারে না থাকেন এমত নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ হয়; এই-রূপ সগুণ নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে ঈশ্বরের সগুণ নির্গুণ স্বরূপেতে স্থিতি অর্থাৎ প্রাপ্তি হয়, শাস্ত্র এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ৪।৪।১৯ ॥

টীকা—১৯শ সূত্র—উপাসকেরা উপাসনানিষ্ঠ এবং সংকল্পসিদ্ধ; সুতরাং জগদ্ব্যাপারে তাহাদের অধিকারের সম্ভাবনা আছে; বর্তমান সূত্রে এই আশঙ্কার খণ্ডন করা হইয়াছে। সূত্রের অর্থ—সৃষ্টবস্তুমাত্রই বিকার; সুতরাং দৃশ্যমান সমগ্র প্রপঞ্চই বিকার-পদবাচ্য। আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের অর্থাৎ আত্মারই উপাসনা কর্তব্য। এই উপাসনাই সগুণোপাসনা। সূত্র

বলিতেছেন, বিকারে অর্থাৎ প্রপঞ্চে অবর্ত্তি অর্থাৎ বর্তমান নহে এমন স্থিতিও শ্রুতি বলিয়াছেন। ছাঃ (৩।১২।৬) মন্ত্রে আছে, এই পরিমাণই (তাবান্) ইহার অর্থাৎ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের (অস্য) মহিমা। পুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম) তাহা হইতেও মহত্তর; প্রপঞ্চরূপ সমগ্র বিশ্বভুবন তার এক পাদ অর্থাৎ অংশমাত্র; এই পর্যন্তই সগুণ ব্রহ্ম; অন্য তিন অংশ দ্যুলোকে অর্থাৎ উর্ধ্বলোকে; তাহা অমৃত অর্থাৎ তার ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, পরিণাম নাই; ইনিই নেতি নেতি পদবাচ্য নির্গুণ ব্রহ্ম। সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম আছেন, নির্গুণ ব্রহ্ম ততোধিক আছেন। মুক্ত পুরুষেরা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। তাহারা সগুণব্রহ্মক্রতুই ছিলেন, নির্গুণব্রহ্মক্রতু তাহারা নহেন; সুতরাং নির্গুণব্রহ্মোপলব্ধি তাহাদের হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপ তাহারা জানেন না। সুতরাং জগদ্ব্যাপারে তাহাদের অধিকার সম্ভব নহে।

এক প্রকার সাধক বলেন, যেমন সগুণকে জানিতে হইবে তেমনি নির্গুণকেও জানিতে হইবে। তাহাদের কথা স্পষ্টতঃ স্ববিরোধী।

রামমোহন যাহা বলিয়াছেন তাহা এই,—সৃষ্ট্যাদি বিকারে থাকেন না ইহাই ঈশ্বরের নির্গুণস্বরূপ। সগুণ উপাসকের সগুণ ঈশ্বরে এবং নির্গুণ উপাসকের নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি হয়।

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ৪।৪।২০ ॥

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি, অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি, এই দুই এই সগুণ নির্গুণ স্বরূপ এবং মুক্তদের ঈশ্বরেতে স্থিতি অনেক স্থানে দেখাইতেছেন ॥ ৪।৪।২০ ॥

টীকা—২০শ সূত্র—ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ৪।৪।২১ ॥

বেদে কহিতেছেন যে মুক্ত জীবসকল এইরূপ আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জন্ম মরণ এবং বৃদ্ধি হ্রাস হইতে রহিত হয়েন এবং যথেষ্টাচার ভোগাদি করেন; অতএব ভোগমাত্রেতে মুক্তের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয়, সৃষ্টিকর্তৃত্বে সাম্য নহে; যেহেতু জগৎ করিবার

সংকল্প তাহাদ্দের নাই আর জগতের কর্তা হইবার জন্যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই ॥ ৪।৪।২১ ॥

টীকা—২১শ সূত্র—এখানে সগুণোপাসক মুক্তদের কথাই বলা হইয়াছে। এই মুক্তেরা ব্রহ্মের আনন্দ ভোগ করেন ; এই পর্যন্তই ব্রহ্মের সহিত ইহাদের সাম্য ; জগদ্ব্যাপারে নহে।

মুক্তদিগ্‌গের পুনরাবৃত্তি নাই তাহাই স্পষ্ট কহিতেছেন।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥ ৪।৪।২২ ॥

বেদে কহেন যে মুক্তের পুনরাবৃত্তি নাই ; অতএব বেদে শব্দ দ্বারা মুক্ত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি নাই এমত নিশ্চয় হইতেছে। সূত্রের পুনরুক্তি শাস্ত্রসমাপ্তির জ্ঞাপক হয় ॥ ৪।৪।২২ ॥

টীকা—২২শ সূত্র—মুক্তের পুনরাবৃত্তি হয় না ইহাই সিদ্ধান্ত। এখানেও সগুণোপাসকদের কথাই বলা হইয়াছে। নিগু্ণসাধকেরা ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।

মোক্ষ বিচার

৪।৪।১ সূত্রে শব্দ আছে তিনটী : সম্পদ্য, আবির্ভাবঃ, স্বেন শব্দহেতু। যে মন্ত্র অবলম্বনে বেদব্যাস এই সূত্রটীর রচনা করিয়াছেন তাহা এই, "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতি রূপসম্পদ্য স্বেনরূপেণ অভিসম্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য ৮।৩।৪), এই জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া অর্থাৎ শরীরে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া, পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রটী এই বেদান্তগ্রন্থেই অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

আবির্ভাব নূতনের প্রকাশ ; তাই আপত্তি উঠিল, নূতন যাহা প্রকাশিত হইল তাহা কি দেবতাবিশেষ, না স্বর্গ? উত্তরে বলা হইল, মন্ত্রে 'স্ব'শব্দের (স্বেন) উল্লেখ থাকা হেতু পরমাত্মার প্রাপ্তিই স্বরূপপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

৪।৪।১ সূত্রের ব্যাখ্যায় রামমোহন লিখিয়াছেন, ঈশ্বরের জনসকল তাঁর কার্যের নিমিত্ত প্রকট হয়েন, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াও ভগবৎসাধন নিমিত্ত ভগবানের জনসকল ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া আবির্ভাব হয়েন ; এসকল কথার তাৎপর্য নির্ণয় কর্তব্য। কিন্তু তারও পূর্বে অন্য কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সমগ্র চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য মোক্ষের স্বরূপ বিচার। কারণ মোক্ষই ব্রহ্মসাধনার ফল। নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনায় ব্রহ্মভাবাপত্তি হয়, অর্থাৎ সাধক ব্রহ্মই হন; ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্ম হওয়াই মোক্ষ। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই হয়; উপাসক সগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং মুক্ত হন; কিন্তু উপাসক ব্রহ্ম হন না। উপাসকের মুক্তি আর মোক্ষ এক বস্তু নহে। সুতরাং নির্গুণ সাধন ও সগুণ উপাসনার স্বরূপ বিষয়ে প্রথমেই আলোচনা কর্তব্য।

৩।২।১১ সূত্র হইতে ৩।২।২১ সূত্র পর্যন্ত রামমোহন বলিয়াছেন ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ (attributeless) এবং নির্বিশেষ (absolute)। ব্রহ্ম সর্বরস, সর্বগন্ধ, এই সকল বিশেষণের তাৎপর্য, ব্রহ্ম সর্বস্বরূপ। ৩।২।১৪ সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, সগুণ শ্রুতিসকল ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির বর্ণনামাত্র।

৩।৪।৫২ সূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিসকলের অর্থাৎ নির্গুণ সাধকদের মুক্তি একই প্রকার হয়, যেহেতু বিশেষরহিত ব্রহ্মাবস্থাকে (ব্রহ্মভাবাপত্তিকে) জ্ঞানী পায়েন। ৪।২।১৫ সূত্রে রামমোহন বলিতেছেন, জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকল ব্রহ্মে লীন হয়; অর্থাৎ জ্ঞানী ব্রহ্মে লয়কে পান, কিন্তু এই লয় অনিত্য নহে; ৪।২।১৬ সূত্রে তিনি বলিতেছেন, ব্রহ্মে লীন হইলে নামরূপ থাকে না, সে ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ইহাই মোক্ষ।

রামমোহন এখানে যে শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এই—স যথা ইমাঃ নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এষোঽকলোঽমৃতঃ ভবতি। (প্রশ্নঃ উপ, ৬।৫)। এই নদীসকল সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া যায়, কারণ সমুদ্রই তাহাদের গন্তব্যস্থান; সমুদ্র প্রাপ্ত হইলে নদীসকল লয় পায়, কারণ তাহাদের নাম ও রূপ বিলুপ্ত হয়; তখন তাহাদিগকে সমুদ্র বলিয়াই আখ্যাত করা হয়। তেমনি এই পরিদ্রষ্টার অর্থাৎ আত্মদ্রষ্টা পুরুষের ষোলসংখ্যক কলা (ভূমিকায় কলাতত্ত্ব দ্রষ্টব্য), যাহা এই পুরুষে এতকাল অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে পৃথক ব্যক্তিত্বদান করিয়াছিল, সেই কলাসকল এই আত্মদ্রষ্টা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্ত হয়; অবিদ্যাজনিত কলাসকল আত্মজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইয়া বিলুপ্ত হয়; তখন সেই পুরুষের কলারহিত যে তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে, ব্রহ্মজ্ঞেরা তাহাকেও পুরুষ বলিয়া আখ্যাত করেন;

এই যে পুরুষ, তিনি অকল অর্থাৎ কলামুক্ত, অমৃত, ব্রহ্মই হন। ইহাই ব্রহ্মভাবাপত্তি, রামমোহনের ভাষায় ব্রহ্মাবস্থা ; ইহাই মোক্ষ ; যে সাধকেরা এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহারা সকলে ব্রহ্মই হন, তাহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ থাকে না।

৪।২।৭ সূত্রে রামমোহন বলিয়াছেন, সগুণোপাসকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। ইহার অর্থ, তাহাদের ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তি হয় না ; কারণ উপাসনা দ্বারা রাগাদি অর্থাৎ হৃদয়ের আসক্তি কামনাদির নাশ হয় না, এসকল দগ্ধ হয় না। তবে তাহারা সগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, মুক্তও হন।

সগুণ ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিগুর্ণ ; কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ডে সাধকের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মে মনোময় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; ইহাই সগুণোপাসনা। উপাসনার অর্থ ধ্যান। এখানে ঈশ্বরই উপাস্য ; সুতরাং ধ্যান করিতে হয় তাঁহারই ; উপাসক তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সুতরাং ঈশ্বরই সগুণ ব্রহ্ম। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, উক্ত গুণসকলযুক্ত ঈশ্বরের ধ্যান উপদিষ্ট হয় নাই ; কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে গুণের ধ্যানও অনিবার্য হইবে, এবং তাহাতে ধ্যানই হইবে না ; কারণ দুই বস্তুর ধ্যান একই কালে হইতে পারে না। ঐ সকল গুণের দ্বারা লক্ষিত ঈশ্বরেরই ধ্যান করিতে হয়।

দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রভেদ বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে ; যদি কেহ বলেন, আমার পুত্রের বিবাহের ভোজে মুখ্যমন্ত্রী যোগ দিয়াছিলেন, তবে তার অর্থ হয়, মুখ্যমন্ত্রীত্বগুণের দ্বারা যিনি লক্ষিত, সেই পুরুষই ভোজন করিয়াছিলেন, গুণসহ দুইজন ভোজন করেন নাই ; মুখ্যমন্ত্রিত্ব গুণমাত্র, তার ভোজনের যোগ্যতাও নাই। ব্রহ্ম মনোময়, ইহা ধ্যান করিতে হইলে প্রথমে মনোময়ত্বের অর্থ নিশ্চিত বুঝিতে হইবে ; তারপর সেই গুণ যাহাকে লক্ষিত করে তাঁরই ধ্যান করিতে হইবে। বস্তুকে ছাড়িয়া গুণ থাকে না ; গুণ বস্তুকে লক্ষিত করে। লাল জবা বলিলে লালবর্ণ জবাকে চিহ্নিত করিয়া দেয়। ইহাই লক্ষিত করার তাৎপর্য। লালবর্ণ ও জবার মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকিলেও মুখ্যমন্ত্রিত্বগুণ ও সেই ব্যক্তির মধ্যে তাহা নাই।

৩।৩।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন, মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ, এই সকল শব্দের দ্বারা যার উপাসনার নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনিই অপর

ব্রহ্ম ; সুতরাং সগুণ ব্রহ্মই অপরব্রহ্ম, তিনিই ঈশ্বর। এই সূত্রেই পরবাক্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, অপরব্রহ্মের উপাসনার ফল ঐশ্বর্যলাভ ; উপাসনার দ্বারা অপরব্রহ্মকে যিনি লাভ করিয়াছেন, সেই মুক্ত ব্যক্তির ঐশ্বর্য অসীম, তিনি কামচারী ; তিনি একই কালে এক, দুই, দশ, শত সহস্র দেহে বিচরণ করেন। তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তার সংকল্পমাত্র পিতৃপুরুষ উত্থিত হন। কিন্তু অবিদ্যার নিবৃত্তি তখনও না হওয়াতে মুক্তের ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তি হয় না। এই মুক্তেরা ব্রহ্মলোকে অপরব্রহ্মের নিত্যসহবাসে আনন্দ-ভোগ করেন। ইহাদের সংসারে প্রত্যাবর্তন হয় না (৪।৪।২২ সূত্র)। ৪।৩।১০ সূত্রে বলা হইয়াছে, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হইলে অধ্যক্ষ অপরব্রহ্মের সহিত ইহারা সকলে পরব্রহ্মে লয় পায়। ইহাই ক্রমমুক্তি। অপরব্রহ্মই ব্রহ্মা।

৪।৪।১ সূত্রের ব্যাখ্যার মুখবন্ধে ঈশ্বরের জনসকলের এবং ব্যাখ্যায় ভগবানের জনসকলের উল্লেখ আছে ; ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে ঈশ্বরকেই রামমোহন ভগবান আখ্যা দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সগুণোপাসনার দ্বারা যাহারা মুক্ত হইয়াছেন, এখানে তাহাদিগকে বলা হয় নাই, ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তদিগকেই বোঝানো হইয়াছে ; ৪।৪।২ সূত্রের ভাগবত জনসকলও তাহারাই। কারণ এই দুই সূত্র ব্রহ্মপ্রকরণের। এই ব্রহ্মাবস্থাপ্রাপ্তদের বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তার আলোচনা পরে হইবে। চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ, চতুর্দশ সূত্রে এবং অন্যত্র কিন্তু মুক্তদের কথাই বলা হইয়াছে।

ঈশ্বরই ভগবান, ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। শব্দটীর অর্থ কি ? ভগবান অর্থ পূজনীয় ; ইহা সাধারণ নিয়ম ; রাজাকে, ঋষিগণকে এবং সন্ন্যাসী-গণকে প্রাচীনকালে ভগবান বলিতেই হইত ; ইহা বিশেষ নিয়ম ; ইহারাও পূজনীয়, একথা বুঝানোই ছিল উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্মকেও ভগবান আখ্যার দৃষ্টান্ত আছে, (ভগবতঃ সগুণব্রহ্মণঃ)। এখানেও পূজনীয় বলাই উদ্দেশ্য। রামমোহন নিজে শঙ্করকে ভগবান, ভাষ্যকার, পূজনীয় ভাষ্যকার, ভগবৎপাদ ভাষ্যকার বলিয়াছেন ; অর্থ স্পষ্ট। ভগবান শব্দের আরো বিশেষ অর্থ আছে।

উৎপত্তিং বিনাশংচৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্ব, প্রাণিগণের পরলোকে গমন ও সেখান

হইতে পুনরাগমনের তত্ত্ব, বিদ্যার স্বরূপ ও অবিদ্যার স্বরূপ যিনি জানেন তিনিই ভগবান আখ্যা প্রাপ্ত হন। এসকল তত্ত্বই ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত ; সুতরাং যিনি স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য, তিনিই ভগবান। ছা: উপনিষদে সপ্তম অধ্যায়ের শেষে নারদ, সনৎকুমারকে এই অর্থে ভগবান সম্বোধন করিয়াছিলেন।

শব্দটা আরো একটা বিশেষ অর্থে এদেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। গীতাভাষ্যের ভূমিকায় আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যার মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রকট, সেই শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। এবিষয়ে বক্তব্য এই ; ছান্দোগ্যে মুক্তদের অসীম ঐশ্বর্যের বর্ণনা আছে ; মুক্তেরা সগুণব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনার ফলেই অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী ; তাহা হইলে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের ইয়ত্তা করা যায় কি ? আচার্য নিজে লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কেহ দেখিতে পায় না ; কারণ তিনি মায়াবৃতই থাকেন। ভাগবতশাস্ত্রও তাঁহাকে মায়ামনুষ্য আখ্যা দিয়াছেন। নির্গুণ অদ্বৈতব্রহ্মের কোনও ঐশ্বর্য নাই। কিন্তু তাঁর চৈতন্যজ্যোতিঃর অনুকরণে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রকাশমান ; অপর সকল যোগী, ঋষি, মহাপুরুষের ঐশ্বর্যও তাঁর চৈতন্যজ্যোতিঃর সহায়তা ছাড়া প্রকাশিত হইতেই পারে না। তিনি কিন্তু আবৃত নহেন ; তিনি দেদীপ্যমান, সকৃদ্বিভাত।

ঈশ্বরের জনসকল তাঁর কার্যের নিমিত্ত প্রকট হয়েন, সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াও ভগবৎ-সাধনের জন্য ভগবানের জনসকল ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া আবির্ভাব হয়েন, রামমোহনের এসকল কথার তাৎপর্য কি ? স্বীকার করা হইয়াছে, এই জনসকল ব্রহ্মাবস্থাপ্রাপ্ত ; রামমোহনও বলিয়াছেন, ইহারা সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকট হওয়ার অর্থ দেহধারণ-পূর্বক লোকচক্ষুর গোচর হওয়া ; আবির্ভাব শব্দের অর্থও তাহাই ; পরমাত্মাকে যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের দেহধারণ অর্থাৎ পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে ব্রহ্মজ্ঞানে আত্যন্তিক মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয় একথা মিথ্যা হইয়া পড়ে ; তবে ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষ-লাভ কি মিথ্যা কথা ? ভগবৎ-সাধন কি প্রকার ? এই সকল সংশয়ের নিরসন প্রয়োজন।

আত্মজ্ঞের পুনর্জন্মের স্পষ্ট উল্লেখ উপনিষদে নাই ; একটী মন্ত্র হইতে কিন্তু এইরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ সপ্তম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ খণ্ডের দ্বিতীয়মন্ত্রের শেষে শ্রুতি বলিয়াছেন তস্মৈ তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্‌ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইতি আচক্ষতে তং স্কন্দ ইতি আচক্ষতে। ভগবান সনৎকুমার নারদকে অন্ধকারের পার দেখাইলেন অর্থাৎ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে দেখাইলেন; এই সনৎকুমারকে স্কন্দ অর্থাৎ কার্তিকেয় বলে; এই বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে। সনৎকুমার ব্রহ্মার মানসপুত্র; তিনি রুদ্রদেবকে পুত্রবর দিয়া নিজেই তার পুত্র স্কন্দরূপে জন্মিয়াছিলেন; কার্তিকেয়ই স্কন্দ; ত্রিলোকের উপদ্রবকারী অসুরকে বধ করিয়া কার্তিকেয় ত্রিলোককে রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা শাস্ত্রে আছে।

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, আত্মজ্ঞদের দেহধারণের বহু উদাহরণ মন্ত্র ও অর্থবাদসহ শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে। যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্‌ (৩।৩।৩৩ সূত্র) ভাষ্যে সেই উদাহরণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। আধিকারিকদের, অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে বিশেষ অধিকার যে সকল আত্মজ্ঞ পাইয়াছেন, অধিকার যতকাল থাকে, ততকাল তাহাদের অবস্থিতি অর্থাৎ দেহধারণ হয়। অধিকার সমাপ্ত হইলে তাহারা কৈবল্যমুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাবস্থা (৪।২।১৬ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য) প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ অধিকার নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞের দেহপাত হয় এবং সেই মুহূর্তেই তার কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়। অধিকারের স্থিতিই প্রতিবন্ধক হওয়াতে এতকাল তাহাদের কৈবল্যমুক্তি লাভ হয় নাই; এই প্রতিবন্ধকও তাহাদের প্রারব্ধ।

ছান্দোগ্য শ্রুতি (৬।১৪।২) বলিয়াছেন, আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট পুরুষের সৎস্বরূপ ব্রহ্মলাভে ততক্ষণই বিলম্ব হয়, যতক্ষণ তিনি দেহ হইতে মুক্ত না হন; দেহত্যাগ হইলেই তিনি সদ্‌ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হন, ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্ত হন।

সনৎকুমারের স্কন্দরূপে জাত হওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে; যাবদধিকারং সূত্রে আচার্য অপর উদাহরণও দিয়াছেন; অপান্তরতমা নামক প্রাচীন বেদাচার্য ঋষি বিষ্ণু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া বেদব্যাসরূপে জন্মিয়াছিলেন; ব্রহ্মার অপর মানসপুত্র বশিষ্ট নিমির শাপে দেহত্যাগ করেন; পরে ব্রহ্মার নির্দেশে মিত্র ও বরুণ নামে দেবতারূপে জাত হন; ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি সম্বন্ধেও এইরূপ উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি প্রভৃতির পুনর্জন্ম হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়, একথা সত্য নহে। এই আপত্তির উত্তর এই, ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি, ইহা

সত্য ; ইহাদের উপর বিষ্ণুর, ব্রহ্ম প্রভৃতির নির্দেশসকল প্রারব্ধরূপে প্রতিবন্ধক হওয়াতেই তাহাদের দেহধারণ ও স্থিতি ; প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া প্রতিবন্ধক দূর হওয়াতে দেহত্যাগের পরই তাহারা ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মস্বরূপ হন।

রামমোহন যাবদধিকার সূত্রের কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বেদান্ত-গ্রন্থে এই সূত্রের সংখ্যা ৩।৩।৩৩ ; এই সূত্র ব্যাখ্যায় প্রথমে পূর্বপক্ষ তুলিয়া রামমোহন বলিয়াছেন বশিষ্ঠাদির ন্যায় সকল জ্ঞানীরই কি পুনর্জন্ম হয় ? নিজেই উত্তর দিয়াছেন, না, তাহা হয় না। তিনি বলিয়াছেন, দীর্ঘ প্রারব্ধই অধিকার ; দীর্ঘ প্রারব্ধে যাহাদের স্থিতি তাহারাই আধিকারিক ; অর্থাৎ রামমোহন পরমেশ্বরের বা দেবতাদের নিয়োগ ইত্যাদির উল্লেখ করিলেন না। দীর্ঘ প্রারব্ধের যতদিন বিনাশ না হয়, ততদিন জ্ঞানীদেরও পুনর্জন্মাদি হয় ; প্রারব্ধের বিনাশ হইলে জ্ঞানীদের জন্ম মৃত্যু ইচ্ছামত হয় ; জ্ঞানী ইচ্ছামত জন্মেন বা মরেন, ইহা তাৎপর্য নহে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু প্রারব্ধ প্রতিবন্ধক হওয়াতে তিনি ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন না, তিনি ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তির প্রতীক্ষাই করেন ; সুতরাং প্রারব্ধক্ষয়ে তিনি দেহত্যাগই করেন ও ব্রহ্মস্বরূপ হন, ইহাই তাৎপর্য।

এখানে আরো বক্তব্য এই, প্রারব্ধবশে জ্ঞানী যতদিন দেহে থাকেন, ততদিন তার জীবন কি প্রকার হয় ? উত্তরে ভাষ্যের রত্নপ্রভাটীকা বলিয়াছেন, প্রারব্ধং যাবদস্তি তাবৎকালং জীবন্মুক্তত্বেনাধিকারিকাণামবস্থিতিঃ প্রারব্ধক্ষয়ে প্রতিবন্ধকাভাবাৎ বিদেহকৈবল্যম্। প্রারব্ধ যতকাল থাকে, ততকাল আধিকারিকেরা জীবন্মুক্তরূপে স্থিতি করেন ; প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে পর তাহারা বিদেহকৈবল্য লাভ করেন; অর্থাৎ তাহাদের সকল কর্ম জ্ঞানপ্রভাবে দগ্ধ হওয়াতে তাহারা প্রক্ষীণকর্মা হইয়াছেন, এখন তাহাদের দেহও বিলয় পাওয়াতে তাহারা কেবল শুধু ব্রহ্মস্বরূপই হন।

প্রারব্ধ কি ? শব্দটী কর্মতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রতিজন্মেই মানুষ কর্ম করে। কর্ম ফল উৎপাদন করে ; ফলভোগ না করিলে কর্ম ক্ষয় হয় না। যে সকল কর্মের ফল আরম্ভ হয় নাই, তাদের নাম সঞ্চিতকর্ম, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা তাহা দগ্ধ হয়। কিন্তু যে সকল কর্মের ফলপ্রসব আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল কর্মের ফলে বর্তমান দেহের উৎপত্তি, তাহাই প্রারব্ধ ; ভোগ ছাড়া প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। ভাষ্যকার ৩।৩।২ সূত্রে বলিয়াছেন, সনৎকুমার,

বশিষ্ট, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ আত্মজ্ঞান ভিন্ন, ঐশ্বর্যই যার ফল এমন অন্য জ্ঞানে আসক্ত হইয়াছিলেন; ঐশ্বর্যের ক্ষয় দেখিয়া বিতৃষ্ণ হইয়া পরমাত্ম-জ্ঞানে নিবিষ্ট হইয়া তাহারা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান বা সাধনাও প্রতিবন্ধকই হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমা (ছা ৭।২৪।১)। যত্রতু অন্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কংপশ্যেৎ (বৃহঃ ৪।৫।১৫)। যাহাতে অন্য কিছু দেখে না, শুনে না, জানে না, তাহাই ভূমা। যাহাতে জীবের সবই আত্মাই হয়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে? অর্থাৎ অন্য কিছু না থাকায় দেখিবার, শুনিবার, জানিবারও কিছুই থাকে না। ইহাই সর্বদ্বৈতরহিত আত্মা, ভূমা, অদ্বৈতব্রহ্ম। এই অদ্বৈতব্রহ্মকেই দেশবাসীর প্রাপনীয় করিবার জন্যই রামমোহন ১৮১৫ খৃঃ অব্দে এই বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতব্রহ্ম লাভ করিয়া সকলে কৃতকৃত্য হউক।

রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থের টীকা সমাপ্ত হইল। এই টীকা ব্রহ্মার্পিত হউক।

ওঁ ব্রহ্মার্পণম্ অস্তু

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ পাদ চতুর্থাধ্যায়শ্চ সমাপ্ত ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তজয়াখ্যব্রহ্মসূত্রস্য বিবরণং সমাপ্তং সমাপ্তোয়ং বেদান্তগ্রন্থঃ ॥